ধর্ম। আচ্ছা, অচিরেই তোমায় বুঝিয়ে দিব, আমার অস্তিত্ব তোমার দ্বারাই পরীক্ষিত হবে। স্থির জেন, যতদিন সূর্য্যদেব পূর্ব্ব আকাশে প্রকাশ হবেন, যতদিন সুমেরু পর্ব্বতে দেবতাদের বাস থাকবে, জগৎ-প্রাণ সমীরণ যতদিন ধরাধামে সঞ্চারিত হবে, ততদিন আমার অস্তিত্ব লোপ হবে না। জগতে আমার অস্তিত্ব আমার প্রভাব তুমি অচিরেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারবে।

[প্রস্থান

বিশ্বা। থাক্, আর বোঝবার আবশ্যক নাই। ত্রিবিদ্যা সাধনের একমাত্র বিঘ্ন—মনুষ্য; যেন মনুষ্য এসে বিঘ্ন না উৎপাদন করে। আমার আশ্রম তো অতি নির্জ্জন স্থান; এই স্থানেই কার্য্য আরম্ভ করা যাক, বিলম্বে কি প্রয়োজন, কালই কার্য্য আরম্ভ করবো। কামন্দক।—

(কামন্দকের প্রবেশ)

কাম। ও বাবা একি মূর্ত্তি! এ যে ভয়ানক চটিতং! দেখি আবার কি নূতন লীলা!

বিশ্বা। কামন্দক! আমি কাল থেকে কোন বিশেষ তপস্যায় নিবিষ্ট থাকবো; সাবধান, কোন মনুষ্য যেন আমার আশ্রমের নিকটে আসতে না পারে। তুমিও আমার সঙ্গে ক'দিন বাক্যালাপ করোনা। যাও সমিধ কুশাদি সংগ্রহ করে নিয়ে এস।

[উভয়ের প্রস্থান

(বিঘ্নরাজের প্রবেশ)

বিঘ্ন। বিঘ্ন-বিনাশনকে সকলেই চেনেন, সকলেই পূজা দেন, কিন্তু বিঘ্নরাজ বলে' উপাসনা করতে বড় কা'কেও দেখা যায় না। দেব যক্ষ রক্ষ নর সকলেই পদে পদে বিঘ্নের দায়ে পড়েন, অথচ অনেকেই আমাকে চেনেন না মানব! দেখদেখি বিঘ্নরাজ জাগ্রত কি না,—তুমি আহার করতে বসেছ, তোমার গৃহিণী আদরে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন শুদ্ধ অন্ন সাজিয়ে তোমার সম্মুখে দিয়ে বসে ব্যজন কচ্ছেন; তুমি গ্রাসটী মুখে তুলবে, আর আমি সেই মল্লিকা ফুলের ন্যায় অন্ন-মুষ্টির ভিতর একটী মৃত মক্ষিকা হ'য়ে আছি। —বস্! বিঘ্ন হ'ল—আহার হ'ল না। তুমি কন্যার বিবাহ দিবে—পাত্র স্থির, অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়েছে, আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ দিয়েছ, পাত্রীর গায়েও শুভ হরিদ্রা স্পর্শ হয়েছে,—এমন সময় আমি বৈবাহিকের প্রাণের ভিতর গিয়ে একবার উঁকি ঝুঁকি মেরে এলুম, তিনি একটা বিপরীত দাবী ক'রে বসলেন,—তুমি অক্ষম—চমৎকার বিঘ্ন হ'ল! এখন তোমার মান সম্ভ্রম জাতি সব যায়! তুমি সংসার সাজিয়ে নিয়ে বসেছ—মনের মতন সহধর্ম্মিণী, প্রফুল্ল কমল পুত্র কন্যা, আত্মীয় পরিজনে গৃহ পরিপূর্ণ, কোন সুখের অভাব নাই, প্রেয়সীকে প্রাণের পাঁজরা ভাবছো,—আমি একটু জ্বরবিকার সেজে চুপ করে গিয়ে সেই পাঁজরাখানি খসিয়ে নিলুম বস্! একেবারে গৃহ শূন্য—নাও সংসার কর, অর্থ আছে কামড়ে খাও। যুবতি! তোমার রূপ ধরে না, যৌবন ধরে না, সোহাগ ধরে না, হীরা মতিতে প্রভাতের প্রজাপতি সেজে আপন মনে খেলা করে বেড়াচ্ছ,—পতি প্রেম-দাস, প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে, দেবীর অধিক যত্ন করে—বস্! আমার আর সহ্য হ'ল না, একদিন ধীরে ধীরে গিয়ে তোমার হাতের নোয়াটুকু ভেঙ্গে দিলুম—বস্! বসন গেল, ভূষণ গেল, যৌবন গেল, রূপ গেল তখন

জীবনটাই একটা বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল বিধাতার ইচ্ছায় ভাল মন্দ দুই কার্য্যেই আমায় বিঘ্ন করতে হয়, কিন্তু ভালটার দিকেই আমার একটু বেশী টান আপাততঃ বিশ্বমিত্র কিছু অধিক বাড়াবাড়ি করেছেন, ত্রিবিদ্যা সাধন করে সৃষ্টি-স্থিতি লয়ের অধিকার লাভের চেষ্টায় আছেন, দেবগণ সশঙ্কিত—অকূলের কাণ্ডারী আছি আমি বিঘ্নরাজ,—কিন্তু নিজে কিছু করবার যো নাই, মনুষ্যের দ্বারা বিঘ্ন করাতে হবে, নইলে এ সাধন পণ্ড হবে না এক কাজে দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাক রাজা হরিশ্চন্দ্র সুখের চরম সীমায় উপনীত হয়েছেন, আমার ইদুরটাও কেমন কেমন করছে—শৈব্যার বড় সোহাগ, বড় আদর, বড় অভিমান।—হরিশ্চন্দ্রকে দিয়েই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বিঘ্ন করা যাক (সহাস্যে) প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে বিঘ্ন করলেম, ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ নষ্ট করলেম, দেবদেব মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করলেম, আর এ তো ক্ষত্রিয়-ঋষির যজ্ঞ তপস্যা! বরাহরূপ ধরি,—দুর্দান্ত বরাহের সংবাদ পেলে ক্ষত্রিয়ের মৃগয়া-লুব্ধ-মন কিছুতেই স্থির থাকবে না শুভস্য—অর্থাৎ বিঘ্নস্য—শীঘ্রং শীঘ্রং!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদূষকের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(বিদূষক ও মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। আমি তো আর নেকি নই; রুচি খুকীও নই, আমি সব বুঝতে পারি

বিদূ। এর আর বোঝাবুঝি কি, কুলপতির আদেশে কাল রাজ অন্তঃপুরে যান নি, সমস্ত রাত্রি জেগে ছিলেন, তাই আমি আসতে পারিনি।

মাধুরী হঁ গো হাঁ, ও সব আমরা বুঝতে পারি, তা আর জেনে কেন? যেখানে ছিলে সেইখানেই যাও; কুলপতির আদেশে! —কুলপতির তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, তাই রাজাকে বলে পাঠালেন যে সমস্ত রাত্রি জেগে পথে বসে তার গুণো

বিদূ আমি কি তোমায় মিছে কথা বলছি? তুমি ত জান আমি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরমাত্মা সনাতন! বিশ্বাস না হয় একবার লোক পাঠিয়ে খবর নাও

মাধুরী লোক আর পাঠাতে হবে না আমার মরণ নাই, (রোদন।)

বিদূ। আঃ ক্রমে বাড়তেই চল্লো। আর ভালমানুষিতে হয় না, নিজমূর্ত্তি ধরতে হ'ল

মাধুরী মরণ আর কি—বয়স যেন কমছে! তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে এখন দিনের দিন রস বাড়ছে।

বিদূ বাড়ছে তো বাড়ছে—বেশ হচ্ছে। কথা বল্লে কথা বুঝবে না, কেবল ভ্যান্ ভ্যান্ ভ্যান্;—সমস্ত রাত্রি জেগে বাড়ী এলেম, একটু সুস্থ হব, ও মা, ভ্যান্ ভ্যান্ আরম্ভ করলে; ভাল আপদ।

মাধুরী আমি তো আপদ হ'বই গো! যে সম্পদ তারই কাছে যাও, আবার আপদে কেন এলে?

বিদূ ওগো না, আমায় কি তুমি চেন না? আমি সে রকমের লোক নই, আমার শরীরে কোন নিদর্শন নাই, তা না হলে এমন আহার করতে পারি

মাধুরী। তা না করে আমাকে জ্বালিয়ে মারবার বল পাবে কোথায়?

বিদূ কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, দেখ এই উদরের মধ্যেই সেই লম্বোদরদেব আছেন, সেই পেটে হাত দিয়ে দিব্য করে বলছি—কাল সমস্ত রাত্রি রাজার কাছে ছিলেম আমি কি আর কোথাও যাই,—মন প্রাণ উদর এক তোমাকেই সমর্পণ করে রেখেছি

মাধুরী তবে সেদিন যে সোনাটুকু পেয়েছ সেটুকু আমাকে দাও

বিদূ ব্রাহ্মণি! আমার যথাসর্ব্বস্বই তো তোমার

মাধুরী তা'তো জানি; তোমার যথার মধ্যে ঐ মধুর বাক্য আর সর্ব্বস্বের মধ্যে উদরটী; তা ও যথাসর্ব্বস্ব আর কেউ কেড়ে নিতে যাচ্ছে না, ও তোমারই থাক; এখন সেই সোনাটুকু আমাকে দাও।

বিদূ তুমি স্ত্রীলোক, সোনা নিয়ে কি করবে?

মাধুরী ঘরে বড় মশা হয়েছে ধোঁয়া দেব। স্ত্রীলোকের সোনার দরকার নাই — যা বল্লে! তোমার কি দরকার? গলায় হাঁসুলী গড়িয়ে পরবে নাকি?

বিদূ। না. গলায় যা তোমার আঁকড়ুলি পরেছি তাই ভাল, আর হাঁসুলীর দরকার নাই তুমি কি ঠাউরেছ ঐ সোনাটুকু গহনা গড়িয়ে পরবে?

মাধুরী। কি রকম বুঝছো?

বিদূ বুঝছি, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী

মাধুরী তোমার মত পুরুষমানুষের বুদ্ধির চেয়ে আমাদের মেয়ে বুদ্ধি ঢের ভাল কি মন্দ কথাটা আমি বলেছি, সোনাটুকু গহনা গড়ালে ভাল হয়, না অমনি রাখলে ভাল হয়? সোনা থাকলে কি আর দু'দিন থাকবে, তুমি যে উড়নচড়ে।

বিদূ বলি, তোমার কথা তো শুনতে আমি বাধ্য নই আমি হলেম পুরুষমানুষ, বর্ণ-গুরু গো ব্রাহ্মণ, মহারাণী অন্নসংক্রান্তির ব্রত করে এ রাজ্যের মধ্যে গো-ব্রাহ্মণ আর পেলেন না তাই আমায় দিলেন উপার্জ্জন হ'ল আমার আর দাও কি না ওঁর গহনা গড়িয়ে; কি মজার কথাটি বল্লে আর কি। আমার উপার্জ্জন আমি তোমায় কেন দেব?

মাধুরী সোয়ামী উপার্জ্জন করেই তো স্ত্রীকে গহনা গড়িয়ে দিয়ে থাকে, নয় তো মেয়েমানুষে আবার গহনা কোথায় পাবে

বিদূ ওঃ সোয়ামী, ঢের ঢের অমন সোয়ামী দেখেছি! কত বুদ্ধি কৌশলে কত কষ্ট করে কত বিদ্যা খরচ করে আমি উপার্জ্জন করলুম আর ওঁকে দাও গহনা গড়িয়ে

মাধুরী ভিক্ষের আবার কষ্ট কি? কৌশল কি?

বিদূ তুমি মেয়েমানুষ জানবে কেমন করে। আমার বিদ্যার দৌড়টা কত তা জান! এ অযোধ্যা রাজধানীর মধ্যে মহারাণী আমার মত সুপণ্ডিত আর খুঁজে পেলেন না, তাইতো আমায় দান করলেন আমার বিদ্যা তুমি কি বুঝবে?

মাধুরী আমার বুঝে কাজ নাই, তুমি কালই সোনামুখীর পাতা বেটে খেও, নয় তো বিদ্যের চোটে পেট ফেঁপে মারা যাবে।

বিদূ। কি এত বড় স্পর্দ্ধা —আমি মারা যাব! পার্বতী, কুলকুণ্ডলিনী, প্রলয় বলনাদিনী কুঞ্জরবাহিনী —

মাধুরী ও গো থাম গো থাম, অমন গালাগাল দিতে হবে না, আমি ও সব বুঝতে পারি, আমি তোমার মত অতটা নিরেট নই। এখন কি করবে তা বল?

বিদূ করবো আর কি—সোনাটুকু পুঁতে রাখবো, আর রোজ সকাল বেলা এক-

বার করে দেখে জঠরজ্বালা জুড়ুবো;—যেমন কৃপণেরা করে শুনেছি।

মাধুরী কেন আমার গায়ে গহনা দিয়ে দেখনা—তাতে তো তোমার চোখ পুড়ে যাবে না?

বিদূ কিন্তু পেট তো ভরবে না, এখন থাম, মনটা ভাল নাই; ক'দিন থেকে গাটা কেমন ছম্ ছম্ কচ্ছে

মাধুরী ঢং দেখ! পেঁচোয় পেয়েছে না কি?

বিদূ না পেঁচোয় পায়নি—পেয়েছে যা'কে,তা'ত তোমার অজানা নেই মহারাজ ক'দিন থেকে অন্যমনস্ক,মহারাণীরও মন ভার ভার, কে জানে কি রকমটা কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

মাধুরী। তোমরা পুরুষ মানুষ—তোমরা বুঝতে পারবে না, আমরা বেশ বুঝতে পারি, রাজা-রাণীতে ঝগড়া হয়েছে।

বিদূ। এ প্রায় তুমি আমি, যে দিন রাত্তির রাবণের চুলো জ্বলেই আছে। ভাল কথাতেও ঝগড়া—মন্দ কথাতেও ঝগড়া; তা নয় তা নয়, রাজা রাণীর তা নয়, যেন চকা-চকী,—এক জীউ এক প্রাণ এক পেট।

মাধুরী। ঝগড়া কি আমি করি?

বিদূ। তা আমিই কি কলহ-কোকিলা?

মাধুরী। না, তা কেন, শুধু আমার সঙ্গে!—দেশ শুদ্ধ লোকের সঙ্গেই ঝগড়া, লোক দেখলেই ঝগড়া করবার জন্য তোমার নাড়ীগুলো খামচে খামচে ওঠে বলেন—আমি স্পষ্ট কথা কই

বিদূ দেখ স্বামীনিন্দা গুরুনিন্দা—মহা-পাপ।

মাধুরী আর স্ত্রী নিন্দা মহাপুণ্য। এক-শ' অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল।

বিদূ। এ যে বড় জ্বালাতন করলে গা।

মাধুরী তোমার জ্বালা তুমি আপনিই কচ্ছো, আমি "তনু"টুকু বৈতো নয়।

বিদূ। দেখ, বারংবার আমায় রাগিও না, ভাল হবে না পুরুষস্য রাগং পুকুরস্য বাধং

মাধুরী আর ভালয় কাজ নাই, এক-খানা ভাল কাপড় পরতে পাই না, একখানা ভাল গহনা গায়ে দিতে পাই না আবার এর চেয়ে ভাল কি?

বিদূ। আবার রোদনং না খালি ফোঁপা-য়তি বদনং। চোখ দিয়ে তো এক ফোঁটা জল বেরুচ্ছে না, একটা লঙ্কা নিয়ে এসে চখে দাও, খানিকটা জল বেরুক।

মাধুরী। আমার বাপ মা আমায় যে মানুষের হাতে দিয়েছেন তা'তে দিন রাত্রিই চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আর লঙ্কা দিতে হবে না।

বিদূ ওঃ, তাই বটে, আমার খিদে কমে যাচ্চে! দিন রাত্তির কেঁদে কেঁদে অকল্যাণ কর?

মাধুরী। ওঃ, কর্ত্তার জন্য জলাট সংসার! আমি কেঁদে কেঁদে হাতীশালের হাতী গেল, ঘোড়াশালের ঘোড়া গেল, চিড়িয়াখানা উড়ে গেল, শাল দোশালা পুড়ে গেল, হীরা মতি চুরি গেল,—এই—এই এই—

বিদূ। আমার কথাটী ফুরিয়ে গেল, নটে গাছটী মুড়িয়ে গেল —বলি আমার অভাবটা কিসের?

মাধুরী আর কিছুর না, কেবল একটু বুদ্ধিশুদ্ধির।

বিদূ সে যা ছিল, তা সে ছাদ্‌নাতলায় দাঁড়িয়েই জগন্নাথকে দিয়ে এসেছি এখন আমি রাজবাড়ী চল্লুম, একটু বিলম্ব হবে; খাবার দাবার যেন প্রস্তুত থাকে —দেখ, অনেক দিন থেকে খেতে ইচ্ছা,—আজ একটা কুমাণ্ড পুড়িয়ে রেখ দেখি।

মাধুরী। আমার গহনার ব্যবস্থা না কল্লে কুষ্মাণ্ড কি?—ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে রাখবো, এসে যত পার খেও।

প্রেয়সী। প্রেমময়ী। মানময়ী শুভঙ্করী। রাগ-রাগিণী। ধৈর্য্যং ধর।

মাধুরী আমার গহনা না দিলে আমি কিছুই ধরবো না।

বিদূ। হাঁ—দেখ, মদ্‌নাটাকে একটু "রাধা-কৃষ্ণ" পড়িও,—আর—কুমোর দড়ি-গাছটা দিয়ে বেশ একটি জিলিপি রকমের খোঁপা বেঁধে—আর—আর—তোমায় আমি বড় ভালবাসি, এখন তবে আসি

[প্রস্থান।

মাধুরী যাই বলি, এমন রসিক গোঁসাই কোন আবাগীর ভাগ্যে নেই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজবাটীর অলিন্দ

(হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রাজা। কেন বাবা, আজ আচার্য্যের কাছে পড়তে যাওনি?

রোহিত আজ দ্বাদশী—পড়া নাই।

রাজা। তোমার চোখ ছল্ ছল্ করছে কেন? কি হয়েছে।

রোহিত। আজ মা আমার উপর রাগ করেছেন

রাজা কেন রাগ করেছেন?

রোহিত। আমি বলেছিলেম, "আমি ছোট ঘোড়ায় আর চড়বো না, একটা বড় ঘোড়া কিনে দাও",—মা বল্লেন,"তুমি দুঃখিনীর পুত্র"—

রাজা (স্বগত) এ শ্লেষ পুত্রকে নয়—আমাকে (প্রকাশ্যে) আমি কালই তোমায় বড় ঘোড়া কিনে দেব

রোহিত হাঁ বাবা, আমি রাজপুত্র, আমি দুঃখিনীর পুত্র কেন হ'তে যাব?

রাজা রাণী বোধ হয়, তখন আর কাহারও উপর বিরক্ত ছিলেন, অন্যমনস্ক কি বলেছেন তুমি দুঃখ করো না—যাও, খেলা কর গিয়ে, আমি রাণীকে বলবো, তিনি তোমায় আর কিছু বলবেন না।

রোহিত দেখ বাবা, আমার বড় ঘোড়া চাই, ছোট ঘোড়ায় চড়বো না।

রাজা আচ্ছা, তুমি এখন খেলা কর্‌গে।

[রোহিতাশ্বের প্রস্থান

আজ রাণীর দুর্জ্জয় মান, একে তো সহজেই মানিনী, তারপর কাল রাত্রে সংবাদটি পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি;—আজ আর রক্ষা নাই, তার সূত্রপাতও তো শুনলুম

(বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা এস বয়স্য। চল, অন্তঃপুরে যাই চল। কাল রাত্রে রাণী বাসর-সজ্জা করেছিলেন, আমি অন্তঃপুরে যেতে পাইনি, না জানি, আমার উপর কত অভিমান করেছেন

বিদূ একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ মহারাজ, তবে আর বিলম্ব কেন—চলুন, ভায়ারও ফলার আমারও তাই, তবে আমাদের হ'ল পেশাদারী প্রেম, তাই পেশাদারি রকমের মান হয়েছিল আর আপনাদের হ'ল সখের প্রেম, মানও সখের হবে। আমি গিয়ে দেখলুম, মুখ যেন তোলো হাঁড়ি, আপনি দেখবেন, যেন কমলের কুঁড়ি আমার হয়েছে হাতছড়ীর ব্যবস্থা, আপনা

হবে ফুলের ছড়ির ব্যবস্থা; কিন্তু ঝামেলা উভয়েরই সমান আমি যাহ'ক এক রকম ঠাণ্ডা করে এসেছি, আপনার তে তা হবে না আপনি শ্লোক-সমস্যা মুখস্থ করে নিন, তা'র সংরে গা'মা' সেধে নিন; প্রথমেই যখন অবগুণ্ঠন টেনে দেবেন, অমনই "মুঞ্চময়ী মানমনিদানং" তার পর "দেহি পদপল্লবমুদারং"

(দূতের প্রবেশ)

রাজা কি সংবাদ ?

দূত। মহারাজ! বাণভদ্র নামে সেই তাঁর রাজ এসেছে, চরণ দর্শন প্রার্থনা করে

রাজ আসতে বল

[দূতের প্রস্থান

বিদূ। দেখুন মহারাজ, নামটা শুনে মনটার ভিতর কেমন ছাঁৎ করে উঠলো।

রাজা কেন, নাম তো বেশ—বাণভদ্র।

বিদূ না মহারাজ, ও বেট নামে ভদ্র, কিন্তু কাজে নিশ্চয় মঙ্গলবার।

রাজা মঙ্গলবার কি রকম ?

বিদূ মঙ্গলবার নামটী বেশ, কিন্তু ঐ মঙ্গলবারেই যত অমঙ্গল; মঙ্গলবারে ম'লে একপোয়া দোষ, মঙ্গলবারে যাত্রা নাই, ক্ষৌর নাই, গৃহপ্রবেশ নাই, সাধভক্ষণ নাই, একটা অন্নপ্রাশন নাই যে, দুটো ব্রাহ্মণ ভোজন হয়।

রাজা। আচ্ছা, তুমি এত খাই খাই কর কেন বল দেখি? আমার তো ক্ষুধাই হয় না

বিদূ মহারাজ! ক্ষুধার একমাত্র মহৌষধ হ'ল অন্নাভাব, সাক্ষাৎ অগ্নিসিদ্ধ! আপনার তা নাই, সুতরাং ক্ষুধাও নাই; আর আমি ঐটুকু বজায় রেখেছি তাই ক্ষুধার জ্বালায় ছট্-ফট্ করি

(বাণভদ্রের প্রবেশ)

বাণ অবধান মহারাজ

রাজা কি, বাণভদ্রের খবর ভাল ?

বাণ আরে নারে রাজা, একটা বোরা আসছে, হাম্‌রা কেউ তাকে মারতে পারে না, একেবারে হুট্‌পাট্ করে এক একটা গাঁও ভুম্মিনাশ করছে তু চল্—তুরন্ত্ সেটা মেরে দে আজই চল্, হামি সাথে নিয়ে যেতে এসেছে। বোরা যে মহারাজ, যেন খিউ ফেটে বারুচ্ছে, তোর দশটা বাপের ছরাদ্ হয়

রাজা বয়স্য! দেখ, আবার ব্যাঘাত উপস্থিত, মহারাণী সারানিশি উৎকণ্ঠায় যাপন করেছেন, আজ প্রভাতে তাঁর মদনপূজা, তা'তে দেখছি, উপস্থিত থাকতে পারবো না। প্রজার উপর উৎপাত, কোন কারণেই আমি বিলম্ব কর্‌তে পারি না।

বিদূ। কেন মহারাজ, শিকারীদের পাঠিয়ে দিন না, নিজে কেন যাবেন।

বাণ। ওসে বোর না রে, বরাভন সে বোরা না এতোবোড়া দাঁত, বাদলসে বি কালা ও বাবা, কি আওয়াজ রে, যেন এক-শো নাকারা বাজে সে আর কেও পার্‌বে না, তু চল্‌বে রাজা, তু চল্"

রাজ আচ্ছা তুমি যাও, শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত করতে বল, আর পঞ্চাশজন অশ্বারোহী যেন প্রস্তুত হয়।

বাণ। ভালা—ভ লা তু আ।

[প্রস্থান।

রাজা বয়স্য তুমিও চল, এখনই মৃগয়ায় যাত্রা করতে হবে।

বিদূ ও বাবা, সে আবার কি রকম! আবার আমায় কেন? বামুনের ছেলে দিবা-রাত্রি বিদ্যে-অবিদ্যের চর্চ্চাই করেছি, আর ভোজন ক'রে লোকের তেরগণ্ডা পুরুষ উদ্ধার করে এসেছি, অস্ত্রশিক্ষা তো কখনও করিনি

রাজা না হে না, তোমায় অস্ত্রধারণ করতে হবে না

বিদূ তবে কি জানেন, যার একটা বিদ্যা জানা আছে, তার সব ক'টাই আপনাআপনি নখদর্পণ হয়ে পড়ে সত্যি সত্যি অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিনি বলে কি আর বঁটীখানা কাটারিখানা ধরতে জানি না। মৃগমাংস ভোজনে আপত্তি কিছু মাত্র নাই; কিন্তু জীবহিংসাটা করতে বড় ইচ্ছে করি না।

রাজা আরে না না, তোমায় জীবহিংসে করতে হবে না

বিদূ আর ভোজনের বিষয়টা?—

রাজা। খাদ্য দ্রব্য সব সঙ্গেই যাবে, তার বনে ফলফুলও তো যথেষ্ট আছে

বিদূ বনে?

রাজা মৃগয়া কি প্রমোদকাননে হবে না কি? অন্তঃপুরের ভিতর হবে?

বিদূ ও বাবা বনে যেতে হবে? মহা-রাজ! আমার তো ঘটেনি তবে কেন অকস্মাৎ বনবাস দেবেন?

রাজা। না হে না, তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না

বিদূ। যে আজ্ঞা; রাজআজ্ঞা তো উদরস্থ করতেই হবে; কিন্তু ব্রাহ্মণীর যে অবস্থা দেখে এসেছি, একবার শ্রীচরণে বিদায় না নিয়ে এলে আমার জন্মের মত বনবাস হবে।

রাজা। আবার বিদায় কি? একজন প্রহরীকে দিয়ে সংবাদ পাঠাও

বিদূ আজ্ঞে, মানভঞ্জন তো দূতের দ্বারা সম্পন্ন হয় না

রাজা তবে শীঘ্র যাও, আমি নগরের সীমান্তে অপেক্ষা করবো, তুমি কোন দ্রুত-গতি যানে চ'ড়ে আমার সহিত সেথায় মিলিত হয়ো বিলম্ব করো না

বিদূ বিশেষ প্রেমালাপের তো সম্ভাবনা নাই বিলম্ব আর কি নিয়ে হবে? মাত্র পদপল্লব দর্শন আর ত্বরিতে কদলী প্রদর্শন

[বিদূষকের প্রস্থান।

রাজা মৃগয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপনার সম্ভাবনাতেই প্রাণ উল্লসিত হ'য়ে উঠছে আবার বরাহ শিকারে বিশেষ নিপুণতা সমধিক শ্রমের আবশ্যক; রাজভবনের অলস বিলাসে দেহ যেন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় কি উৎসাহ—কি আনন্দ! প্রাসাদের বিধিবদ্ধ পাদাবক্ষেপ, অসচালনা, বর্শাবিদ্যা সকে ক্ষণকালের জন্য বিদায় দিয়ে কখনও বা অশ্বপৃষ্ঠে কখনও বা দ্রুতপদে কণ্টকময় কণ্টন করতে করতে উন্নত মস্তক হয়ে ধর্ম্মাক্ত কলেবরে বরাহের পশ্চাৎধাবন—দৃঢ় মুষ্টি স্থির দৃষ্টি—

(পরিচারিকার প্রবেশ)

এই যে তুমি এসেছ; দেখ দেবীকে বলগে যে কুলদেবের অনুজ্ঞায় জাগরণ-ব্রত রক্ষা করবার জন্য রাত্রিতে আমি অন্তঃপুরে যেতে পারি নাই; এখনই যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেম—কিন্তু হঠাৎ বাণভদ্র সংবাদ নিয়ে এসেছে, যে একটা দুর্দান্ত বরাহ সামান্তের গ্রামাদিতে বিশেষ উৎপাত কচ্ছে, শীকারীরা তারে বিনাশ করতে অক্ষম; প্রজার কষ্ট; আমার আর বিলম্ব করবার অধিকার নাই; দেবী ক্ষুণ্ণা না হন, আমি শীঘ্র প্রত্যাগমন করে উদ্যানমদনপূজায় উপস্থিত হ'ব।

পরি রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য

[প্রস্থান ।

রাজা। বন সন্নিকট, অষ্টাশ্ব যোজিত রথ —কতই বা বিলম্ব হবে

[প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

অরণ্য ।

(বনচরগণের প্রবেশ)

(গীত)

ঝাঁঝ্ড়া ঝড় ঝঝ্ড়' ঝড় কক্কড়' ঝড় ক'ড়'
বন বেড়ে বেড়ে বেড়ে দে তাড়া দে তাড়া
লাঠি লাগ, তীর তাগা, বাঘা ভাগা,
জাগা জাগা জাগা চুঁড়ে ঝোপ ঝোড়ে গাড়া
ভাল্ ভইস্ গাণ্ডার গণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা,
হুড়মুড় হুড় হুড় দৌড় ষণ্ডা ষণ্ডা ষণ্ডা,
হারে রে রে রে রে রে রে ভাঙ্গ মুণ্ডা,
লাগা ডাণ্ডা খাড়া খাড়া খাড়া

[প্রস্থান

(হরিশ্চন্দ্র ও সারথির প্রবেশ)

রাজা। একি, কি এ। আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট আমার বাণ—আমার বর্ষা একটা বরাহ বিদ্ধ করিতে অক্ষম। কোথায় যাচ্ছে,—দেখি দেখি আর নাই ঐ—ঐ ঐ—না—না—,না—একি মায়া। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য। হরিশ্চন্দ্রের মৃগয়া-ক্লান্তি। সঙ্গী লোকজন তো কাহাকেও দেখতে পাচ্ছি না;—

সারথী মহারাজ। শীঘ্র শীঘ্র, ঐ ঐ—

রাজা চুপ চুপ

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব

বিদূষক ।

বিদূ রাজা তো সুখে রথে চড়ে এগিয়ে এলেন, আমায় আজ্ঞা করে এলেন যে "ত্বরিত যানে এসে মিলিত হও।" পাষণ্ড অর্ব্বাচীন নৃশংস কলহংস যান-বাটীর অধ্যক্ষ আমায় ত্বরিত যান দিলেন কি না—একটা ঘোড়া। আবার ঘোড়া বলে ঘোড়া, ত্রিশ হাত উঁচু ঐরাবত আমার এক-শো বিয়াল্লিশ পুরুষের ভিতরে কেউ কখন এমন ঘোড়ার কাছেও যাইনি, আর উনি সেই ঘোড়ায় চড়িয়ে দিলেন। ছেলে বেলায় মাঠে ফকরে ঘোড়া ধরে ঢের চড়েছি বেশ মাটিতে পা ঠেকিয়ে কেমন আরামে যেতুম, পড়ে যাবার ভয় ছিল না; এ এক ঘোড়া এনে দিলে যেন একটা তালগাছ। যাহ'ক এক রকম করে ধরে-টরে তো চড়িয়ে দিয়েছিল, কপাল ভাঙলো খেজুর ছড়ি মেরে; ওল খেয়ে মুখ ধরলে যেমন হয়, পোড়া ঘোড়াও তেমনি তিড়্বিড়িয়ে উঠলো ত্রাহি মধুসূদন আর কি। গলা জাপটে ধরে প্রেম করতে গেলে কি হয়, ঘোড়ার গলায় আর আমার হাত পায় একত্রে জড়িয়ে যেন একটা গোলাম-ঘণ্ট হয়ে গেল। চিনে নিতে পারলুম না কোনটা কি। খাবারের পুঁটলিটে তো ঘোড়ার উপর তুলে রেখেছিল সত্য, কিন্তু খাই কি করে? হাত পা সব আবদ্ধ। যত দোষ সেই বিধাতার; যদি একটা লাজ দিত, তা হলে বড়ই উপকারে আসতো। লাঙ্গুল দিয়ে খাবার তুলে দিতুম আর খেতুম; আর খেতুমইবা কি,—বনেও প্রবেশ আর তেঁতুলগাছের ডাল জড়িয়ে গিয়ে পপাত ধরণীতলে। বনের ঘোড়া বনে গেছে,

এখন বামুণের ছেলে কাঁটা ভেঙ্গে চ' ভাগ্যে ছিল বেটা দয়া করে ফেলে দিলে নইলে পাগড়িটে গিয়েছিল আর কি একেই তো শরীর একটু আয়েসের হয়েছে, তারপর এই বন জঙ্গলে এই রকম করে ছোট কি আমার পোষায়! শ্রীচরণ দু'খানি তো কাঁটা ফুটে ঠিক যেন কাঁটালের মত হয়েছে, তার উপর সমস্ত দিন অনাহার; বামুণের ছেলে বেঘোরে মারা গেলুম আর কি! এ চুলোর বরাহ তো দয়া করে মরবে না, আহা যেন বে'র কনে—এক বার দেখা দেন আর ফুস্ করে সরে পালান না কথাটা বড় ভাল লাগছে না,রাজার বিক্রম তো জানি, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে একটা বরাহ মারতে পাল্লেন না এও কি একটা কাজের কথা! মায়া মায়া! হিরণ্যকশ্যপ না ঋষ্যশৃঙ্গ কে একজন রাক্ষস মায়ামৃগ দেখে ছুটে গিয়ে সমুদ্র-মন্থন হয়েছিল, এও তাই য ঘটবার ঘটুক, আমার তো আর এ রকম পোষায় না পেটের অবস্থা যে ক্রমে ক্রমে সে—সে—মি—রা হয়ে দাঁড়ালো ভগবানের কৃপায় হাঁটুনি গাছটি তো কম হয়নি, সেই ঘোড়ায় থেকে পড়ে অবধি কাঁট ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছুটছি, পা দু'খানি তীরস্থ করবার অবস্থা হয়েছে। (নেপথ্যে কোলাহল) ও বাবা ডাকাত না ভূত! তা আমার আর ভয় কি? আমার সঙ্গে তো কিছু নাই, থাকবার মধ্যে প্রাণটুকু—তা নিয়ে তো আবাগের বেটাদের পেট ভরবে না মর বেটারা, চেঁচিয়ে মর—যত পারিস চেঁচা।

(কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ)

এ যে দেখছি আমাদেরই মহাপুরুষেরা।

১ম সৈ। এই যে মাধব্য ঠাকুর এখানে। রাজা কোন দিকে গেলেন দেখেছেন?

বিদূ। তোমরা তো মন্দ লোক নও; সমস্ত দিন ব্রাহ্মণ অনাহারে রয়েছে সে সব কথা গেল, এখন কিনা রাজা কোথা গেল।

২য় সৈ বলি আপনি তো তাঁর সঙ্গেই ছিলেন?

বিদূ। তোমাদের রাজাটী প্রায় একটী পাকা আম্র, যে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিলুম তিনি একটা বোক্কাও পাষণ্ড অপোগণ্ড বকাণ্ড যণ্ড, একেবারে হিমালয় বেগে অশ্বচালনা করে দ্রুত প্রস্থান

১ম সৈ চল হে ঐ দিকে চল

বিদূ (ধরিয়া) যাও কোথা ব না, বামুণের ছেলেকে এক ফেলে কোথা যাও? আমাকে সঙ্গে করে নাও।

১ম সৈ আসুন না ঠাকুর

বিদূ তুমি তো আসুননা বলে বগা ঠ্যাং বাড়াচ্ছ, আমি ও রকম করে চলি কি করে? দু'জনে দু'খানা কাঁধ দাও বাবা, ব্রাহ্মণের উদ্ধার কর।

১ম সৈ নাও এস—ভাল আপদ।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর—উদ্যান।

শৈব্যা।

শৈব্যা। মৃগয়া করতে গিয়ে এত বিলম্ব হ'বার কারণ কি? কোন কি বিঘ্ন হ'ল? কিসের বিঘ্ন? তাঁর পরাক্রম তো জগতে কা'রও অবিদিত নাই। শুদ্ধ একা আমি তো তাঁর গুণের পক্ষপাতী নই, জগতের সকল লোকই তাঁর গুণের ও বিক্রমের কথা নিয়ে ধন্য ধন্য করে তবে কেন বিঘ্নের আশঙ্কা কচ্ছি? শরীরের কোন অসুখ?—তা হ'লে তো ফিরে

আসতেন তবে কেন এত কাতর হচ্ছি ? না, অমঙ্গল চিন্তা করবো না,—কুলদেবতা মহারাজকে সকল স্থানে রক্ষা করবেন।

(রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রোহিত মা! আজ আচার্য্যের মুখে চমৎকার গল্প শুনে এলেম

শৈব্যা কি গল্প বাবা ?

রোহিত। পরশুরাম নামে একজন ব্রাহ্মণ নাকি সমস্ত পৃথিবী জয় করে কশ্যপঋষিকে দান করেছিলেন।

শৈব্যা বাবা! দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম এ জগতে আর নাই

রোহিত আচ্ছা মা, সমস্ত পৃথিবী দান কল্লেন তো বাস কল্লেন কোথায় ?

শৈব্যা। দক্ষিণ সমুদ্র ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে সরিয়ে দিলেন আর সেইখানে কুটীর নির্ম্মাণ করে বাস কল্লেন

রোহিত মা! তিনি তো বেশ লোক, বাবা কেন সেই রকম করে সমস্ত পৃথিবী দান করুন না আমি বাণ মেরে সমুদ্র সরিয়ে দেব কেমন পারবো না মা ?

শৈব্যা (স্বগত) কেন বুক কেঁপে উঠলো।

রোহিত মা চুপ করে রইলে যে ?

শৈব্যা বাবা সে তো ভাগ্যের কথা

রোহিত মা। বাবা কখন আসবেন ?

শৈব্যা মৃগয়ায় আর কত বিলম্ব হবে ?

রোহিত ফিরে এলে বাবাকে বলবো যেন তিনি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করেন। আর্য্য পরশুরামের কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার কেমন মনে মনে হিংসা হচ্ছে তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে অনায়াসে সর্ব্বস্ব দান করতে পারেন, আর আমরা ক্ষত্রিয় হয়ে পারবো না ?

শৈব্যা বাবা তুমি বড় হও, দান করবে বই কি

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি রাজকুমার আসুন ভোজনের স্থান হয়েছে।

শৈব্যা যাও আহার করগে।

[পরিচারিকা ও রোহিতাশ্বের প্রস্থান।

এই বয়সে এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি! জগদীশ্বর! পূর্ব্বজন্মের কত পুণ্যবলে এই অকলঙ্কচন্দ্র দিয়েছ,—আপদে বিপদে আমার বাছাকে রক্ষা করো

(সখিগণের প্রবেশ)

১ম সখী মহারানী, মহারাজের কোন সংবাদ পেয়েছেন ?

শৈব্যা কোন সংবাদই পাইনি, তাঁর জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছি

২য় সখী এর জন্য আর ব্যাকুল কি ? এত জানা কথাই আছে, মেয়ে মানুষের মন যেমন পুরুষ মানুষের জন্য কাঁদে, পুরুষের কি তেমন হয় আপনি তাঁর জন্য কাতর— তিনি কি তা একবারও ভাবেন, মনের উল্লাসে মৃগয়া করে বেড়াচ্ছেন

৩য় সখী না লো না, আমাদের মহারাজ তেমন ন'ন

২য় সখী কে কেমন—তা কি যেমন তেমন করে বোঝা যায়

১ম সখী আচ্ছা মহারাণি, মন্ত্রীকে বলে কোন লোক পাঠালে ভাল হয় না ?

শৈব্যা কোথায় পাঠাব ? কোন্ বনে আছেন তার স্থির কি।

২য় সখী মৃগয়া করতে গেছেন তাঁর আবার লোক পাঠান কি ?

শৈব্যা। না সখি, আমার বড় ভ বনা হয়েছে।

১ম সখী দেবি উদ্বিগ্ন হবেন না আপনার মদনপূজা স্থগিত রয়েছে, মহারাজ অকারণ বিলম্ব করবেন না অসুন আমরা উদ্যোগ করিগে, তিনি শীঘ্রই আসবেন

(গীত)

সখিগণ —

ফুলবাণ, আমাদেরপ্রেমেরনাকো ফুলবাণ।
তোমায় করবে পূজা ধনুকধারি
দিওনা ধনুকে টান
সাজায়ে ফুল থরে থরে, হৃদয়ে নৈবেদ্য করে,
তোমার তরে দিব ধরে, রেখোনা কুমারি-প্রাণ
জানি জানি হে অনঙ্গ, নারী প্রাণে তব রঙ্গ
করে বাড়ি কার ব্রত-ভঙ্গ ঘুচাও তা'র অভিমান

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

(মুনিকুমারগণের প্রবেশ)

(স্তব-গীতি)

মুনিকুমারগণ।—

ক্ষিতিতলতাপং বাসরথাপং সুবিহিত
সরসিজ হাসম্।
গচ্ছতি মিহিরো খিলরসচোরো জলনিধিতল
কৃতবাসম্
স্নিগ্ধচ্ছায় সুললিত কায়া, নিঃসতি
বিপিন বিভাগে
মলয় সমীরে বহতি সুধীরে গুঞ্জিত
মধুকর রাগে
মুনিকুলবন্দ অনলবিনিন্দ দশতিচ
নবতরুমূলে
হরিবর মোদো মানসমোদো, বিহরতি
সুরধুনি কূলে।
বটবিটপাগে তালতমালে সুললিত
খগকুলগানম্
সুমধুরতানং লয়সন্তানং কং যতি
বিভুমহিমানম্।

[প্রস্থান

(মুনিকন্যা গণের প্রবেশ)

করুণা। শুধু কি সলিল চাহে লো তরুরাজ।
পাতাগুলি দেখ ভরেছে ধুলায়।
ডালে ডালে ডালে দাও সখী জল
ফুটুক মল্লিকা হ'ক সুশীতল
ধীরা দিতে দিতে জল দেখ সখী হায়।
পাতাগুলি যেন হেসে হেসে চায়।
ধুয়ে গেল ধুলা সবুজের ঘটা
নবীন জীবনে কি নবীন ছটা।
করুণা আতপের তাপে আহা মরি মরি,
সারাদিন রবে শুকায়ে গুবায়ে,
ললিত লতিকা মালতী আর ও
একবারে যেন পড়েছে লতায়ে।
আন ধীরা বারি, ধার দেনা বারি,
শুধিব তখন আমি তোর ধার
ধীরা শূন্য যে এ ঘট দূর নদী তট,
জল কোথা বল পাই আমি আর
ফোটা ফোটা ফুল আমার বকুল,
দিতে হবে মেয়ে জলটী লো ওর।
ফেলিয়ে বকুলে যাই চলে ফুলে
মরি কি সোহাগ করুণা লো তোর।

অথলা ভাসু যায় চলি তবু শঠ অলি,
ছাড়েনা দেখনা ফুল-মধু মায়া
টগবের দলে, দলে কুতুহলে
ছিছি ছিছি ছিছি কিছু নাহি হায়া
করুণা হৃদয়-ফুলে আসছে মধু,
ভাবছো কবে আসবে বঁধু,
তাইতে বুঝি সই অথলা,
ধরতেছো আজ অলির ছলা ?
অথলা এত করুণা কেন করুণা আমার
উপর তোর ?
কাজ কি মেনে সবাই জানে
তোমার কপাল জোর
ফুটবে ফুল বাঁধবে চুল জুড়িয়ে যাবে
জ্বালা
আসছে নব ধরবে কর গলায় দেবে
মালা ॥
ধীরা। সাজ হ'ল রঙ্গ কি লো তোদের
মালা পরা ?
ফুলের মধুর ছলটা করে বঁধুর
কথা ধরা !
দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌ গোধূলিতে আকাশ
গেছে ছেয়ে
ভুললি নাকি ঘরের কথা বরের
নতা পেয়ে

(গীত)

মুনিকন্যাগণ।—
কিবা ছায়া ছায়া ছায়া—অতি সুশীতল
কিবা সুন্দর সিন্দুর আভা—শোভে নভোতল
আহা বিমোহন তানে, ভাষাহীন গানে,
কিবা নির্ঝরিণী স্বরে চলে কল কল কল।
আহা ধীর ধীর ধীর সমীর,
পরশে শিহির তটিনীর নীর,
কাঁপে কাতরা কমলিনী-আঁখি ছল ছল ;—
তাপিত তরুতলে আসি আয়—আয়
ঢালি জল

(হরিশচন্দ্র ও সারথির প্রবেশ)

রাজা আহ শরীর মন পবিত্র হ'ল ! এ তো আশ্রমের উপকণ্ঠ ; অদূরে তপস্বিগণ স্নান করে যাচ্ছেন, এখানে মুনিকন্যারা আশ্রম তরুতে জল সেচন কচ্ছেন দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল দেখ সারথি, বিনীতবেশে আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। তুমি অনুচর বর্গকে বলে দাও, কেহ যেন আশ্রমের পীড়া উৎপাদন না করে, সারমেয়াদি মৃগয়ার উপকরণ যেন এতদূর না আসে, আশ্রম-মৃগের প্রতি যেন কোন প্রকার অনিষ্ট আচরণ না হয়। দূরে রথ রক্ষা কর, আমি একটু পরে যাচ্ছি

সারথী। যে আজ্ঞে

[প্রস্থান

ধীরা। দেখ—দেখ, ঐ অশোকতলায় কে একটী পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

অথলা। বোধহয় কোন অতিথি হবেন।

করুণা। চলনা এগিয়ে যাই

অথলা। (অগ্রসর হইয়া) মহাশয় আপনি কে ?

রাজা পথশ্রান্ত পথিক

করুণা অতিথি ? আমাদের পরম সৌভাগ্য, আসুন আসুন কুটীরে আসুন !

রাজা (স্বগত) মুনিকন্যাগণের কি সরল প্রকৃতি, ইঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করা সৌভাগ্য (প্রকাশ্যে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আশ্রম সান্নিধ্য

কামদেব

কাম। শিবের তপস্যায় নন্দীভৃঙ্গী দু'জন প্রহরী ছিল, আর প্রভুর তপস্যায় আমি একাই দুই। চুপ চুপ। এই গাছ নড়্‌চো কেন? চুপ। এই হরিণ, আস্তে আস্তে যা। বাবাজী একটা বিটকেল ব্যাপার না করে ছাড়বেন না, এবার আবার কিছু খাবার দ্রব্য প্রস্তুত করেন; গতবারের নারিকেলের মত – এবার একটা কিছু করেন; এই চুপ চুপ। এবার বাবাজীর কিছু বেশী আড়ম্বরের ঘটা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব একা তিনটে হবেন। মন্তরের চোটে তিনটে চণ্ডী না চামুণ্ডী বেদীর সামনে নাবিয়েছেন; আর দুই একটা দিন ভালয় ভালয় যদি কেটে যায় তা হ'লেই তো সিদ্ধি। আচ্ছা আমি যে তাঁর এতট কাজ কচ্ছি, এই যে দিন নাই রাত নাই শুয়ে বসে ঘুমিয়ে পাহারা দিচ্ছি, আমার বিষয়টা কিছু বিবেচনা করবেন না? যাহ'ক একটা কিছু করে দেবেনই দেবেন। কি হই? সূর্য্য—না বাবা সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান —তা'তো হচ্ছে না; ঐ ইন্দ্র হওয়া যাবে। প্রচুর পরিমাণে পারিজাতের মালা গলায় দাও, ঐরাবত চড়ে বেড়াও, নন্দনকাননে সুরভি শৈবালদলের উপর আড় হয়ে পড়ে থাক, আর অপ্সরাদের গান শোন। কিন্তু একটা ব্যাঘাত আছে, সহস্রলোচনটুকু বাদ দিয়ে ইন্দ্র হতে হবে। ইন্দ্রই হই আর যাই হই বামুনে কপালটুকু তো কোথাও যাবে না। এখন দুটো চখের জলে অস্থির, হাজার চখের জল ঝর্‌ ঝর্‌ করে ঝরলে তো আর রক্ষা নাই। সবাই চুপ—আপনি চুপ—কামদেব চুপ কিন্তু একদিকে সুবিধা আছে; ঠাকুর যদি ভস্ম করা বিদ্যাটা শিখিয়ে দেন, এনে বাণে হাজার চোকে কটমটিয়ে চাইলে দৈত্যবংশে নির্ব্বংশ এনে বাণে ছাইয়ের বিন্ধ্যাচল। আচ্ছ এই এতকাল তো শিষ্য-গিরি কল্লুম—ভস্ম করাটা কি শিখতে পারি নি? একবার পরীক্ষা করতে হবে। ও আবার একটা কে আসছে?

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক প্রণাম হই

কাম। চুপ। আশীর্ব্বাদং সর্ব্বনাশং মুক্তো বাজং ন সংশয়ঃ

সৈনিক। চমৎকার আশীর্ব্বাদ। এখন বলতে পারেন, এ পথে মহারাজকে আসতে দেখেছেন?

কাম। বাপু এটা তো পথ নয়।

সৈনিক মহারাজকে কি দেখেছেন?

কাম। কে তোমাদের মহারাজ?

সৈনিক। আপনি আমাদের মহারাজকে চেনেন না?

কাম কি করবো বাপু দুর্ভাগ্য?

সৈনিক দুর্ভাগ্য—তার আর সন্দেহ আছে?

কাম। কি বল্লি বেল্লিক। আমি দুর্ভাগ্য? আর তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তুমি ভাগ্যবান।

সৈনিক। মহাশয়। রাগ করেন কেন?

কাম। এখনই রাগের দেখেছ কি? আম—মনে করলে এখনই ভস্ম করতে পারি।

সৈনিক। মহাশয়। আপনার নামটী জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?

কাম। আমার নামে তোমার প্রয়োজন?

সৈনিক। তবে আপনি আমাদের মহারাজকে দেখেননি?

কাম না। আর ক্ষমা চলে না, এইবার ভস্ম কচ্ছি দাঁড়া (চক্ষুতীব্র করিয়া চাহিয়া) কেমন গা জ্বাল কচ্ছে, চিড়বিড় কচ্ছে ?

সৈনিক আপনি তবে মহারাজ হরি-শ্চন্দ্রকে দেখেননি ?

কাম কত ইন্দ্র চন্দ্র আজ এখানে তৈয়ার হচ্ছে, তুমি বল কিনা হরিশ্চন্দ্র ! আ আবাগের বেটা—

সৈনিক তবে আসি—প্রণাম হই

কাম এস বাপু এস, জয়ন্ত, চুপ

[সৈনিকের প্রস্থান

যাব একটা গোল মিটলো আজকের দিনটা কোন রকমে কাটাতে পাল্লে হয় আর দিনরাত্রিই বা দাঁড়িয়ে থাকি কি করে ? আহার নিদ্রা বর্জন করে কি মানুষ টিকিতে পারে ? পারেন আমাদের গুরুদেব ;— তা উনি তো মনুষ্যের মধ্যে নন, উনি একটা কিম্ভূত কিমাকার। হাজার বৎসর চোক বুজে বসে রইলেন বাবাজীর বোধ হয় এবার কিছু লোভের সঞ্চার হয়েছে। ভাল খাবার দাবারে একটু স্পৃহা হয়েছে তা বাবা ব্রহ্মাটা হও, বিষ্ণুটা হও, শিবটা আর কেন ? কেবল গাঁজা আর ধুতুরার গন্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবে যে চুপ—না হ'ল না, সজ্ঞানে থাকাতে এ জিভ থামবে না, একটু নিদ্রা দিই।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন

(বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট, সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড, পশ্চাতে ছায়ারূপিণী ত্রিবিদ্যা)

বিশ্বা এই বার শেষ আহুতি। "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্"

ত্রিবিদ্যা রক্ষা কর রক্ষা কর কে আছ কোথায়
তিনটী অবলা আজি পড়িয়াছে দায়
কেহ কি পুরুষ নাই বিশাল ধরায়
অবলা উদ্ধারে আসি জীবন যে যায়।

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা। এ কি আশ্রমে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ কেন !

ত্রিবিদ্যা ভীম অগ্নিকুণ্ড হেরি কাঁপিছে হৃদয়
অগ্নি মধ্যে ফেলে দিবে এই হয় ভয়

রাজা এ কি ! এ ত দেখছি তপস্বী

ত্রিবিদ্যা সবে বলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আপন রক্ষণ
শাস্ত্র বাক্য কভু বীর করোনা লঙ্ঘন

রাজা তবে কি এ ভণ্ড তপস্বী ?

ত্রিবিদ্যা। সূর্য্যবংশধর কেহ নাহি এ ধরায়
নহিলে রমণী কেন হেন দুঃখ পায়
আপনে উদ্ধার কর বিপদ সময়
সুযশ অনন্ত পুণ্য করহ সঞ্চয়।

রাজা (অগ্রসর হইয়া) ভয় নাই ভয় নাই। আরে ভণ্ড তপস্বী তোমার এই কার্য্য ? পবিত্র তাপস বেশ পরিগ্রহ করে, ঘৃণিত জঘন্য বীভৎস পৈশাচিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ ? তুমি যেই হও, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ হ'লেও কাহার হাতে আজ তোমার নিষ্কৃতি নাই সূর্য্যবংশীয় রাজার রাজ্য মধ্যে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার! বর্ব্বর ব্রাহ্মণ-

বেশধারী,এখনই তোমার অপরাধের সমুচিত দণ্ডবিধান করবো।

বিশ্বা কা'র এ'স্পর্দ্ধা। আমায় কটূক্তি, আমার যজ্ঞে ব্যাঘাত।

ত্রিবিদ্যা হাঃ হাঃ হাঃ। হ'ল না হ'ল না। মনুষ্য এসেছে, ক্রোধ হয়েছে, বিঘ্ন হ'ল, সিদ্ধ হ'ল না, হাঃ হাঃ হাঃ।

(ত্রিবিদ্যার অন্তর্দ্ধান)

রাজা এঁ্যা। সত্য তপস্বী। কে— আমি তো চিনতে পাচ্ছি না।—

বিশ্বা কি আমায় চেন না?

আত্তি স্বয়ংগ্রহণ দুর্ল লিতৈক বিগ্রহং
দ্রুপাদ্মশিষ্ঠ সুত-কানন ধূমকেতুম্।
স্বর্গান্তরাহরণ ভীত জগৎ কৃতান্তং
চণ্ডাল যাজিমমবৈষিন কৌশিকং মাম্?

রাজা (স্বগত) সর্ব্বনাশ বিশ্বামিত্র! রাজর্ষি বিশ্বামিত্র! কারে কি বলেছি! (প্রকাশ্যে) মহর্ষে! ক্ষমা করুন, আমি পূর্ব্বে চিনতে পারি নাই।

বিশ্বা। কি, ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত-দর্পিত-ক্ষত্রিয়! সসাগরা ধরার দণ্ডধারণ করে তুমি বিশ্বামিত্রকে চেন না?

রাজা না তপোধন, স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে আমি ব্যথিত হয়েছিলুম,তাই ক'র্ত্তব্যের তাড়নায় প্রকৃতি স্থি[illegible] পারি নাই। স্বধর্ম্ম পালন, [illegible] শাসন বাক্য প্রয়োগ করেছি, [illegible]

বিশ্বা। স্বধর্ম্ম পা[illegible]। [illegible]গণের প্রতি তপস্বীর প্রতি কটূক্তি কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম। কস্তে ধর্ম্ম?

রাজা দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ যোদ্ধব্যং ক্ষত্রিয়েঃ সহ।

বিশ্বা। জানি, কা'কে দান করতে হয়, কা'কে রক্ষা করতে হয়, আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়?

রাজা গুণবান ব্রাহ্মণকে দান, ভয়ার্ত্তকে রক্ষা এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ।

বিশ্বা। বেশ। আমি কি তোমার মতে দানের পাত্র? আমি কি তোমার কাছে গুণবান বলে প্রতীত?

রাজা সে কি তপোধন। আপনার মত গুণবান, আপনার মত দানের পাত্র আমি আর কোথায় পাব? এমন কি সৌভাগ্য করেছি যে আপনি আমার দান গ্রহণ করবেন।

বিশ্বা ভাল, আমার বিদ্যা ও তপস্যার অনুরূপ কিঞ্চিৎ দান কর

রাজা আমি আপনার কাছে অপরাধী আর আপনার আমার প্রতি এত অনুগ্রহ।

বিশ্বা বাক্যচ্ছটায় প্রয়োজন নাই, কি দান করবে কর

রাজা আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনাকে দান করলুম ধনজনপূর্ণা এই পৃথিবী আপনার চরণে অর্পণ করলুম

বিশ্ব স্বস্তি। তুমি দাও বটে কিন্তু দানের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেওয়া আবশ্যক, নতুব দান নিষ্ফল হয়

রাজা অবশ্য সহস্র সুবর্ণ দিব

বিশ্বা উত্তম—কিন্তু সাবধান। দেখ যেন দত্তাপহারী হইও না সমস্ত পৃথিবী আমার, তা জান? তোমার নিজের দেহ, পুত্র পত্নী ভিন্ন আর তোমার কিছুই নাই রাজকোষে ধনরত্ন যা কিছু আছে সমস্তই আমার। প্রজাবর্গের যে সকল সম্পত্তি আছে তাহার কিছুতেই তোমার অধিকার নাই

রাজা। ভাল। আজ হ'তে এক মাস কাল অপেক্ষা করুন, আমি যে কোন উপায়ে হউক আপনার দক্ষিণা সংগ্রহ করে দিব।

বিশ্বা। কিন্তু স্মরণ রেখ, আমার রাজ্যে তোমার বাস নিষেধ।

রাজা ভাল প্রভু তাই হবে (স্বগত) কাশী তো পৃথিবীর অন্তর্গত নয়, কাশীবাস করবো (প্রকাশ্যে) একবার কি পুনঃ প্রবেশ করতে পাব?

বিশ্ব কারণ?

রাজা পত্নী পুত্রকে সঙ্গে নেবার জন্য

বিশ্বা আপত্তি নাই

রাজা ভগবতী পৃথিবী! বৈবস্বত মনু হ'তে আরম্ভ করে সকল সূর্য্যবংশীয় রাজারাই তোমায় পালন করে সুযশে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু এমন সৌভাগ্য কা'রও ঘটেনি, এমন জন্মান্তরীন পুণ্য কারও ছিল না, এমন গুণবান পাত্রও কেহ পান নাই যে, তোমাকে দান করে কৃতার্থ হন, বংশগৌরব বৃদ্ধি করেন লোভ সংবরণ করতে না পেরে তোমাকে পরম গুণবান্ তপস্বীকুলগৌরব বিশ্বামিত্র চরণে সমর্পণ করলুম, অপরাধ ক্ষমা করো বসুমতি। প্রণাম চরণে

বিশ্বা গচ্ছ গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্ম মনুপালয় শিবশ্চতেহধ্বা ভবতু মাসন্তু পরিপন্থিনঃ

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য

জলধর সিংহ ও শম্ভুসিংহ।

জল আশ্রম থেকে চলে গেছেন, রথও নাই, তবে কোথায় গেলেন?

শম্ভু অবশ্য রাজধানীতেই প্রত্যা'বর্ত্তন করেছেন, আর কোথায় যাবেন

জল রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন কি রকম। কৈ মৃগয়া শেষের ভেরী তো বাজেনি; আর আমাদের রাজা বিফল-মনোরথ হয়ে মৃগয়ায় ক্ষান্ত দেবেন?

শম্ভু। ক্ষান্ত না হয়ে আর কর্ব্বেন কি? শীকার দেখতে পেলে তো তবে তা'কে লক্ষ্য কর্ব্বেন? বরাহ অর্দ্ধেক বন চক্র দিয়ে শেষ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল আমরাও বিস্তর অন্বেষণ কল্লুম, কৈ আর দেখ্‌তে পেলুম? আমারও ক্রমে সন্দেহ হচ্ছে ঐ মাধাব্য ঠাকুর যা বল্লে তাই বা হয়—মায়।

জল শম্ভুসিংহ তোমার পৃষ্ঠে তূণ, কটিতে তরবারি, বীরকার্য্যে মায়াদি কুসংস্কার থাকা অনাবশ্যক অবশ্যই বরাহ আরও কোন দুর্গমতর বনে অথবা গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সম্ভবতঃ মহারাজ পশ্চিমের ঐ পার্ব্বত্য ভূমিতে গিয়ে থাকবেন চল আমরাও একবার সেই দিকে যাই

(বিদূষক ও অপর সৈন্যের প্রবেশ)

বিদূ কি জলধরসিংহ, আবার কোন্ দিকে যাওয়া যাচ্ছে? আমি তো একেবারে দিগ্বিদিক্ হারিয়ে বসেছি।

শম্ভু। সে কি আপনিও কি তবে মহারাজের সঙ্গে নাই?

বিদূ কি রকম দেখছো?

শম্ভু। তাইতো আপনি জানেন না মহারাজ কোন্ দি[illegible]ন

বিদূ আব[illegible]কে যাবেন? মৃগয়া হয়ে গে[illegible]ধানীতে ফিরে গেছেন

জল বরাহ বধ হয়নি, রাজধানীতে ফিরে যাবেন এমন হ'তে পারে না।

বিদূ বরাহ বধ হয়নি? তা'র চৌদ্দপুরুষ বধ হয়েছে আমি ব্রহ্মশাপ দিয়েছি, তুমি দেখগে সে বাসায় গিয়ে বধ হয়ে নিশ্চিন্তে আহারাদি কচ্ছে। চল চল রাজধানীতে

যাওয়া যাক, সেইখানেই মহারাজকে দেখতে পাবে

জল। ভেরী বাজলো না, লোকজন সংগ্রহ হ'ল না, একা রথ নিয়ে রাজ্যে ফিরে যাবেন ?

বিদূ তা'রে আমি না জান্‌লে কি বল্‌ছি।

শম্ভু তবে আপনি কি কিছু শুনেছেন ?

বিদূ আবার শুন্‌বো কি, ব্রাহ্মণের ছেলে ধ্যানযোগে জেনেছি উদরের মধ্যে কুল-কুণ্ডলিনী আছেন তো জান ? তিনি কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছেন, মোচড় দিচ্ছেন, আর দেবী ক্ষুধেশ্বরী বল্‌ছেন গৃহং গচ্ছ গৃহং গচ্ছ, তা'তেই বুঝা যাচ্ছে যে, রাজা আগে আগে গেছেন ; নইলে আমার প্রাণ টান্‌বে কেন ? বিশেষ সেখানে দেবীর মদনপূজা স্থগিত রয়েছে, অধিক বিলম্ব হ'লে মহারাণী দশভুজা হবেন—চল চল।

জল না মহারাজকে আর একটু অন্বেষণ করে না দেখে যাওয়াটা ভাল হয় না।

বিদূ। তবে যাতে ভাল হয় তোমরা কর, আমার সঙ্গে দুজন লোক দাও, এক রকম পাঁজাকোলা কোরে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিক

জল। আচ্ছা আসুন, আপনি ক্লান্ত হয়ে থাকেন, আপনার খাবার একটা সুবিধে করে দিচ্ছি

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজান্তঃপুর।

(হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা)

রাজা। দেবি ! এইবার নিশ্চিন্ত হয়েছি, রাজ্য প্রজা সুখৈশ্বর্য্য কোন ভাবনাই আর নাই।

শৈব্যা। তবে কি মহারাজ রোহিতাশ্বকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে সংকল্প করেছেন ? আহা ! রোহিতাশ্ব আমার সিংহাসনে বসলে রাজ-সভার কি অতুল শোভা হবে ! পুত্রের মস্তকে রাজমুকুট দর্শন অপেক্ষা অধিক তৃপ্তিদায়ক সৌভাগ্য আর কি আছে ! আর আপনার উপদেশে বাছা আমার এই সময় হ'তে রাজকার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করতে শিখবে ;—

রাজা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবো ? —রাজ্য কোথায় ? আমার রাজ্য নাই ! মস্তকে রাজমুকুট নয় রোহিতাশ্বের কোমল করে ভিক্ষাপাত্র দিতে উদ্যত হয়েছি

শৈব্যা। কি কি মহারাজ ! কি বলেন ! অমন অমঙ্গলের কথা মুখে আনবেন না !

রাজা মঙ্গল কি অমঙ্গল জানিনা। যা' কার্য্যে পরিণত হয়েছে তা মুখে আন্‌তে দোষ কি দেবি ! বিশ্বামিত্রের নাম অবশ্যই শুনেছ ?

শৈব্যা। বিশ্বামিত্র !—সেই ক্ষত্রিয় তপস্বী ?

রাজা একক্ষণে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ,— ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র।

শৈব্যা তারপর, তারপর ? আপনি কি সেই মহাতেজস্বী ঋষির রোষানলে পতিত হয়েছেন ? হা ! ধরণীপালক ব্রাহ্মণ-রক্ষক পুণ্যময় সূর্য্যবংশই কি ব্রাহ্মণের অপমানের এতই উপযুক্ত ক্ষেত্র !

রাজা দেবি ! পাপ, পাপ না—আমি তাঁহার অনুগ্রহ লাভ—করেছি। তিনি কৃপা করে আমার নিকট পৃথিবী দান গ্রহণ করেছেন।

শৈব্যা। পৃথিবী দান ! রাজসিংহাসনে

তপস্বীর কি প্রযোজন? তবে কি ভিক্ষায় সসাগরা ধরা লাভের লোভেই বিশ্বামিত্র ধনুর্ব্বাণের সহিত আপনার ক্ষুদ্র রাজ্য বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন?

রাজা দেবি দেবি! অভিমানে আত্ম বিস্মৃতা হয়ো না।

শৈব্যা। উদ্বিগ্ন হবেন না মহারাজ, শৈব্যা ক্ষত্রিয়াণী, রাজরাণী, আপনার মহিষী যে রমণী বিশ্ব-জয়ী পুত্র প্রসব করতে পারে সে পৃথিবী দানে কাতর হয় না। আমি জানি যে ধরণী ক্ষত্রিয় সন্তানের ক্রীড়ার বস্তু, সে ইহা হেলায় দান হেলায় গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি এও বুঝতে পারছি যে, মহারাজ এ স্থলে কোন কৌশলে—

রাজা থাক্ দেবি, যা হয়েছে তা হয়েছে, আমাদের আর এখানে তিলার্দ্ধ থাকবার অধিকার নাই, এস তোমাকে আর রোহিতাশ্বকে তোমার পিত্রালয়ে রেখে আমি বিশ্বেশ্বরের রাজ্য বারাণসীতে যাই।

শৈব্যা পৃথিবীনাথ, ব্রাহ্মণের পরিতোষ বিধানের জন্য পৃথিবী দান করেছেন, কার পরিতোষের জন্য ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করবেন?

রাজা। অভিমানিনি আমার! তোমায় কি পরিত্যাগ করছি, প্রিয়ে! ভিক্ষুকের সঙ্গে কোথায় যাবে?

শৈব্যা। নাথ আমি মতিহীনা অবলা, কিন্তু পতির সঙ্গে যে কেবল রাজসিংহাসনেই বসতে হয়, এমন শাস্ত্র তো কোথাও শুনিনি। রাজলক্ষ্মী এসে তো আর আমার সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়ে দেননি, চঞ্চলা যাঁকে ইচ্ছা বরণ করুন না, আমি যাঁকে বরণ করেছি, তাঁরই কাছে থাকবো।

রাজা আদরিণি! রাজবালা রাজরাণী হয়ে আজ কেমন করে দুঃখ সহ্য করবে?

শৈব্যা। যিনি রাজরাজেশ্বরকে ভিক্ষার ঝুলি বহনের বল দেবেন তিনিই তাঁর দাসীকে তাঁর পদসেবা করতে শিক্ষা দেবেন। মহারাজ! কেন বিস্মৃত হচ্ছেন,—যে আদরিণী হই, অভিমানিনী হই, রাজরাণী হই, ঐশ্বর্য্যশালিনী হই, সকলই আপনার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী বলে। আজ যদি আপনি ইন্দ্রত্ব পেতেন আমি শচীরূপে পারিজাত হার প'রে আপনার বামে বসতেম। বিধাতার নিয়মে যদি আপনার ভিক্ষা করতে হয়, তবে আমিই আপনার সহচরী হয়ে করঙ্ক বহন করে বেড়াব। হিমালয়-নন্দিনী জগজ্জননী পতির সঙ্গে যোগিনী সেজে কাঞ্চনকায় ভস্ম-ভূষিতা করেছিলেন। মহারাজ! জানবেন আমারও সেই মহাশক্তির অংশে জন্ম। পৃথিবীনাথ, পুরুষের বল তাঁর সর্ব্ব শরীরে বিভক্ত, কিন্তু রমণীর সমস্ত বল তার হৃদয়ে।

রাজা শৈব্য! শৈব্যা! তুমি কি আমার সেই শৈব্যা? আমার কুসুম হার-ভার বহনে-কাতরা শৈব্যা? আমার কথায়-কথায় অভিমানিনী শৈব্যা! আমার আদরিণী গরবিনী শৈব্যা!

শৈব্যা। হ্যাঁ নাথ আমি সেই শৈব্যা। তুমি আদর করেছিলে তাই আদরিণী তুমি অভিমান সয়েছিলে তাই অভিমানী, তুমি গরব বাড়িয়ে ছলে—তাই গরবিনী। আমার আদর গরব অভিমান সোহাগ সবই তোমারই জন্য—তোমায় নিয়ে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সবই থাকবে। তুমি আদর করে আমায় চন্দন মাখাতে,—আমি চন্দন মাখতেম, না তোমার আদর মাখতেম, আদরে ধুলা মাখিও, আমি সেই সোহাগে তোমার আদরই মাখবো।

রাজা কোথা বিশ্বামিত্র! এস, দেখ, দেখ তুমি কি সামান্য ঐশ্[illegible] রাজধানীতে দেখে যা[illegible]

পার নাই। কি কৌস্তুভ-শোভিত বক্ষ হরিশ্চন্দ্রের বক্ষে শোভা পাচ্ছে, কোন্ কমলার কমলা তার হৃদয়-সাগর আলোকিত করছে, কি ত্রিলোকদুর্লভ কি অসীম প্রেমের রাজ্য সঙ্গে লয়ে সে তোমার ছার মৃত্তিকার পৃথিবী ত্যাগ করে যাচ্ছে,—একবার দেখে যাও।

যত কিছু আছে সুখ এই ধরাতলে,
সকল সুখের সুখ ভার্য্যা ভাল হলে!
স্নেহহীনা কুবচনা নারী ভাগ্যে যার,
জীবনে নরক-জ্বালা সদ ভোগ তার

শৈব্যা। মহারাজ! যাত্রার কি বিলম্ব আছে?

রাজা। বিলম্ব!—না না প্রিয়ে, পরগৃহ যত শীঘ্র ত্যাগ করা যায় ততই শ্রেয়ঃ চল, এ রাজবেশভূষা যও আমার আর অধিকার নাই, এগুলিও ত্যাগ করে যেতে হবে।

শৈব্যা। বুঝেছি মহারাজ বুঝেছি, এ রত্নালঙ্কারও এখন আমার নয়।

রাজা। প্রিয়তমে! রাজরাজেশ্বরি! সর্ব্বস্ব আমার! কেমন করে তোমায় আমি ভূষণহীন দেখবো!

শৈব্যা। একগাছি অমূল্য রত্নহার আজ থেকে আমি দিবানিশি গলায় পরে থাকবো; এস, মহারাজ পরিয়ে দাও (রাজার হস্ত লইয়া নিজ গলদেশে বেষ্টন)

রাজা। দুঃখের এত পুরস্কার! জগদীশ্বর! প্রেমের পারিজাত দেখাবার জন্য, সহানুভূতির অমৃত পান করবার জন্যই কি তুমি দুঃখের সৃজন করেছ!

শৈব্যা। নাথ! চল রোহিতাশ্বকে সঙ্গে নিতে হবে!

রাজা। ঐ—ঐ আমার এক কাঁটা।

শৈব্যা। আমার কোলছাড়া করে বাছাকে সিংহাসনে রাখলেও তো আমার মন মানবে না। মহারাজ! যেখানে আমার পতি-পুত্র সেইখানেই আমার রাজ্য।

রাজা। বিশ্বামিত্র! অযোধ্যা রহিল, রাজলক্ষ্মী হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে চল্লেন

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যার—রাজসভা

(বিশ্বামিত্র, মন্ত্রী, কামন্দক ও অমাত্যগণ)

বিশ্বা। তোমাদের কারও কিছু আপত্তি আছে?

মন্ত্রী। আমরা পুরুষানুক্রমে সূর্য্যবংশের অন্নে প্রতিপালিত মহারাজ! হরিশ্চন্দ্র আপনাকে সর্ব্বস্ব দান করেছেন, আমি আপনাকে মহান শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি মধ্যে গণ্য করে থাকি। রাজর্ষি! বিনা বৃত্তিতে আপনি আমার সেবা পাবেন

অমাত্যগণ। রাজর্ষি। মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সকলেরই মনোভাব জ্ঞাত করেছেন।

বিশ্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, যে হরিশ্চন্দ্র এক কথায় সমস্ত দান করতে পারে তা'র কর্ম্মচারী ছিলে তো? এখন ছ'পুরুষ বেতন না নিলেও পায়ের উপর পা দিয়ে চলবে

কামন্দ। দ্বিজবর! অপরাধ মার্জ্জনা করবেন, স্বার্থত্যাগ কেবল তপোবনের চতুঃসীমায় আবদ্ধ নয়। দেখুন গিয়ে, মন্ত্রী-পুত্র প্রতিভাকুমার পিতৃ আজ্ঞায় স্বহস্তে ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন, বোধ হচ্ছে, এতক্ষণ কোষাগার শূন্য হ'ল।

কাম। হ্যাঁ—রাজকোষ।

বিশ্বা আঃ! স্থির হও, কামন্দক বুঝতে পাচ্ছ না রাজমন্ত্রী অতি মহানুভব।

১ম অ ঋষিবর! যথার্থ আজ্ঞ করেছেন, দেব কল্পনা করেছেন, যে কুটীর নির্ম্মাণ করে ব্রহ্মচর্য্যালম্বনে রাজলক্ষ্মীর সেব করবেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, মন্ত্রী বরের হৃদয়ের বিন্দুদংশ যেন আমরাও পাই

বিশ্বা। তোমরা সকলেই সাধু! ভাল, আজিকার রাজকার্য্য কি আছে?

মন্ত্রী। পাঠ কর

২য় অ। ঘুমধ্বজ শ্রেষ্ঠী তাহার প্রতিবেশী বত্নাকর সাধুর উদ্যানে অনেক বৃক্ষাদি কর্ত্তন করে নষ্ট করেছে ত'ার আপত্তি যে ঐ সকল বৃক্ষাদি খর্ব হওয়ায় ত'ার শয়নকক্ষে বায়ু প্রবেশের ব্যাঘাত হয়।

বিশ্বা। কি কি বৃক্ষ?

কাম। আর ত'াতে কাকের বাসা ছিল কি না?

২য় অ। আম্র পনস শাল তাল তমাল হিন্তাল খর্জ্জুর নারিকেল—

বিশ্বা কি নারিকেল বৃক্ষ! আমার সৃষ্ট জীব বৃক্ষ। এতো নরহত্যার পাতক

কাম। গুরুতর অপরাধ! গুরুতর অপ-রাধ! প্রভু এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ মাস কাল কোন বিল্ববৃক্ষে আরোহণ লক্ষ বিল্ব পত্র চয়ন, আর সর্ব্বাঙ্গে প্যাঁট প্যাঁট ক্যাঁট ক্যাঁট কাঁটা ফোটন; আর ত্রিশবৎসরের অধিক বয়স নয় এমন একটী বিদ্যার্থী সু-ব্রাহ্মণকে চাতুর্ম্মাস্য করান অর্থাৎ চার মাস কাল প্রত্যহ মধ্যাহ্নে জলপান করান

বিশ্বা। স্থির হও, স্থির হও! অপরাধের শাস্তি এক বৎসর শ্বশুর গৃহে বাস ও নাগরিক-গণের অহোরাত্র উপেক্ষা আর নগর মধ্যে ঘোষণা করে দাও, যে নারিকেল বৃক্ষ ছেদন করবে ত'ার শত ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে।

২য় অ বসুমিত্র নামে এক ব্যক্তি কিছু দিন পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিল, সম্প্রতি ত'ার একটী পুত্র জন্মেছে,এখন বিষয় কিরূপ ভাগ করা যাবে?

বিশ্বা। এতো দেখছি দায়ের ব্যবস্থা, মনু দেখতে হবে আমার যোগাদির নিয়ম ব্যাঘাত দেখছি দেখ মন্ত্রী,আমি দেখছি যে প্রত্যহ রাজকার্য্য করা আমার সুবিধা হবে না, আমার নামে তুমি রাজকার্য্য কর; যেখানে কোন সন্দেহ হবে, তুমি আমাকে সংবাদ দিও।

(নেপথ্যে কোলাহল)

নেপথ্যে আর না, আর না, যেখানে হরিশ্চন্দ্র যায়, সেই খানেই যাই চল।

বিশ্বা কিসের কোলাহল?

মন্ত্রী প্রজাবর্গ রাজধানী ত্যাগ করে রাজার অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছে, সম্ভবতঃ ত'াদেরই কোলাহল।

বিশ্বা। পুণ্যশোক দাতা হরিশ্চন্দ্র কি আমায় তবে প্রজাশূন্য রাজত্ব দান করেছেন?

(সেনাপতি জলধর সিংহের প্রবেশ)

জল প্রভু প্রণাম চরণে।

বিশ্বা। তুমি কে? তোমার কি প্রয়ো-জন?

মন্ত্রী। ইনি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রধান সেনাপতি।

জল মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আমার অন্ন-দাতা, সেই অন্নদাতার অনুসন্ধানে যাব, তাই মন্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি নিতে এসেছি।

বিশ্বা মন্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি! তবে আমি কেহ নয়? তুমি জান তোমাদের রাজা আমায় সর্ব্বস্ব দান করেছেন, এ রাজত্ব আমার, তোমরা আমার অধীনস্থ প্রজা মাত্র; নিজের ইচ্ছামত [illegible] কার্য্য করবার তোমাদের অধিকার নাই।

জল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনাকে সমস্ত দান করেছেন সত্য, এ রাজত্ব আপনার, তাও সত্য, কিন্তু প্রজার ইচ্ছার উপর তাঁর কোন অধিকার ছিল না। প্রজার ইচ্ছা দান করতে তিনি পারেন না। প্রজার যদি ইচ্ছা না হয় তিনি কি বলপূর্ব্বক রাজ্যে বাস করাতে পারেন?

বিশ্বা। তুমি কি করতে চাও? স্মরণ থাকে যেন এই অঙ্গুলিচয় আজ ব্রহ্ম ধারণ করেছে বলে ধনুশ্চালনার পূর্ব্ব সংস্কার বিস্মৃত হয় নাই।

জল। আপনার পূর্ব্ব সংস্কার থাকতে পারে। কিন্তু জটাবল্কলে বাণ বিদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের সংস্কার নয়।

বিশ্বা। বিশেষতঃ যখন সেই জটাবল্কল-ধারীর কটাক্ষে ক্ষত্রিয়কুল ভস্ম হয়।

জল। বড় কষ্টে যে ব্রহ্মতেজ সঞ্চয় করেছেন, কেন তা ক্ষয় করবেন? আবার তো রাজদণ্ড ধারণের প্রয়াসী হয়েছেন, রাজনীতির কূটচক্রে অপ্রিয়জনকে নির্যাতন করবার ব্যবস্থার তো অপ্রতুল নাই।

বিশ্বা। তোমার বাক্য বিদ্রোহোত্তেজক, —বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড।

জল। কে বলে বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে দয়া নাই! দয়াময় দয়াময়, তাই করুন, শীঘ্র আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিন, তা হলে এ দগ্ধ-নয়ন রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্রকে আর ভিখারিবেশে দেখবে না। রাজর্ষি! সত্যই আমি বিদ্রোহী, যমালয়ই আমার উপযুক্ত স্থান।

বিশ্ব। তুমি প্রাণের ভয় কর না! আচ্ছা, তুমি যথেচ্ছ গমন কর।

জল। প্রণাম।

[প্রস্থান

বিশ্ব। মন্ত্রী! তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না, আমার আর বক্তব্য কি?

বিশ্ব। উত্তম, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেম। সাবধানে রাজকার্য্য কর, সময়ে সময়ে এসে আমি তত্ত্বাবধারণ করে যাব। আর দেখ, অতিথিশালা পান্থনিবাস আতুর-আশ্রম প্রভৃতির প্রতি, বিশেষ মনোযোগ রেখো। রাজকোষে যে সমস্ত অর্থ সঞ্চিত আছে তার যেন কিছুমাত্র ব্যয় না হয়। তুমি অর্থ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তোমাকে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; মনে রেখ রাজকোষের অর্থ রাজার বা অপর কাহারও নিজস্ব নয়; প্রজাবর্গের উপকার সাধনই রাজকোষে অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য। আমি এখন চল্লেম, আজ সভা ভঙ্গ হ'ক।

[কামন্দক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কাম। এক এক বেটা ক্ষেত্রী যেন কেউটে সাপ। চক্র ধরেই আছে। ছ'মাস খেতে না দাও বেটাদের সমান তেজ। এইবার হয়ে এসেছে, আমাদের ঠাকুর একবারে গোড়া থেকে ধরেছেন, একেবারে নির্ব্বংশ না করে ছাড়বে না। না বাবা, রাজত্ব করা হ'ল না, ঠাকুর বুঝে সুঝেই আমাকে রাজা করেননি, এই বেটাদের উপর সর্দ্দারি করা আমার মত আলোচাল হরিভক্তি খেগো বামুনের কাজ! তবে যদি গুরুদেব ভস্মলোচন করে দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেন ত হ'লে এক রকম রাজ্য কর্ত্তে পারি; ও দিকেও তলোয়ারের খাপ খুলবে, আমিও এদিকে চোখ কটমটাচ্ছি আর একেবারে ভস্ম! তারপর ছাইগাদার উপর বসে রাজত্ব করি। ও হয় না হয় না, এ কেমন [illegible] না; যদি হ'ত তো ভগবান কি আর করতেন না, ও যার যা তিনি ঠিক ভাগ

করে দিয়েছেন দিব্য কুশ তুলবো, তাল পাড়বো, গাই দুইবে, আর চরু খেয়ে উদরকে ব্যোমযানে পরিণত করবো, বেশী হেঙ্গাম পড়লে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র ভস্মকরা টুকু রইল।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—পথ

(ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

দুখিয়া বলি, ও শীতল মিশির, মহারাজের অনেক বিলম্ব হচ্ছে না ? এখনও একটা হাতী ঘোড়ার দেখা নাই, তৈজসপত্র এসে পৌঁছায়নি, এর পর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কখন নিজে এসে পৌঁছবেন তা'র তো স্থির নাই।

শীতল তাইতো আমি বলছিলেম, আর তিনি এসে পৌঁছলেই তো কার্য্য শীঘ্র সমাধা হয়ে যাবে না, পৃথ্বীনাথের দান শেষ হ'তে সাতদিনই নেয় কি এক পক্ষই নেয়।

অচল। তা হ'ক আমরা ঘাটওয়াল, আমরা আগে পাব, কি বল ফেকু ভাই ? এরা আরতির বামুন এদের আশাই অন্যায়; এদের যা পাওনা টাওনা তা ত মন্দিরে বসেই পাবে

ফেকু যাক ভাই, যার বরাতে যা আছে তাই পাবে, কাজিয়াতে কাজ নাই। আমি বলছি বরং চল ততক্ষণ কামাখ্যার রাণীর কালীবাড়ীটে সেরে আসি শীতল মিশির যা বলে তা ঠিক, এখানে এখনও ঢের দেরি আছে।

অচল কামাখ্যার কালীবাড়ীতে গিয়ে এখন কি করবে ? বরুয়া মহারাজ বলে দেছেন যে সেখানে সকালে কেবল সধবা কুমারীর বিদায় হবে আমাদের ব্রাহ্মণদের যা কিছু দেওয়া থেওয়া আরম্ভ হবে সে তিন প্রহরের পর।

ফেকু শুন অচলজী, অযোধ্যা নায়কের দান পা'বার জন্য এমন করে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার বড় ভাল লাগছে না তাঁর বারাণসী আসবার কারণ তো শুনেছ ? সমস্ত পৃথিবী বিশ্বামিত্রকে দিয়ে এখানে আসছেন উপস্থিত হ'বামাত্র তাঁর কাছে হাতটা পাততে আমার কেমন লজ্জা কচ্চে।

অচল ফেকু ! ঘাটওয়ালী তোমার কাজ নয় লজ্জা কচ্ছে ! আমরা যদি হাত পেতে দান না নেব তা হ'লে যাত্রীর উদ্ধার হবে কিসে ? কাশীতে আসাই তো দান কর্ত্তে, আর কি পুণ্য বেশী আছে ? আর অযোধ্যানাথ বিশ্বামিত্রকে রাজ্যই দান করেছেন, তা বলে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে কাশীতে আসবেন না সে বারে মনে নেই, পঞ্চালদেশের ভুঁইয়া রাজা এখানে দণ্ড দিতে এলো, সেও তো পাশা খেলায় সর্ব্বস্ব হারিয়েছিল, তবু কিছু ছিল না—তবু তাঁর সঙ্গে এককোটী সোণা ছিল আর জহরৎই বা কত।

শীতল হাঁ হাঁ বড়লোক গরীব হলেও যা থাকে তা অন্যের পর্ব্বত মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ভিখারী হয়েও যা সঙ্গে আনবেন তা'তে দশটা কামাখ্যার রাণীকে কিনতে পারবেন। আমি ঘাটে ডিঙ্গী ঠিক করে রেখেছি, মহারাজকে বলে ক'য়ে তাঁর একজন লোক দিয়ে আমায় ও পারে যেতে হবে।

ফেকু। কেন ?

শীতল কেন—জান না ? আমি কি কাশীতে প্রতিগ্রহ করে মহাপাতক কর্ব্বো !

ও কাজটা আজ পর্য্যন্ত আমার দ্বারা হয়নি মহারাজের দু' হাজার পাঁচ হাজার যা ইচ্ছে হয় দেবেন, লোক আমার সঙ্গে ওপারে গিয়ে সেইখানে ত দিয়ে আসবে,তবে আমি নেব; ডিঙ্গী ভাড়ান দামড়ী আমি নিজে দেব। কাশীতে দান গ্রহণ। প্রতিগ্রহ —তা আমা হ'তে হবে না।

(বটুকের প্রবেশ)

বটুক জয় বিশ্বনাথ। জয় মহাবীরজী। কেঁও ভাই শীতল মহারাজ আচ্ছে তে হো? আরে ফেকু ভাই, এক আধ বিড়ি পান তো মাঙ্গাও। কেঁও অযোধ্যা নরেশ আ পৌঁছা?

অচল ন এখনও আসেননি, আমরা তাঁরই অপেক্ষায় রয়েছি; তুমি কি মনে করে?

বটুক দান পুণ্ তে কুছ হোগা?

শীতল তা হবে; তা বটুকজী তুমি আর আমাদের উপর ভাগ বসাতে এলে কেন? বিশ পঁচিশখান বাড়ী ক'রেছ, সোনা চাঁদিরও অভাব নাই, তোমার আর ভিক্ষা করাটা ভাল দেখায় না।

বটুক হাঃ হাঃ হাঃ আরে শীতল ভাই, ব্রাহ্মণকা ধরম ছোড়েগা? ত...ষ করকে দে এক দামড়ী মিল যায়তো ছোড়না নেই চাহিয়ে, কুচ না হে য় ভাঙ্গ খানেকাভি খরচা তো হো যাগা—

(হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

এই যে ও ভাই, ফিন্ কাঙ্গাল আগিয়া, পরদেশী হোগা কেঁওরে তু কাঁহাসে আতা? আরে বাঃ বাঃ বাঃ মেরারু বি লায়ো,বাচ্ছাভি লায়ো, তেরা লালচা বড়া ভারি দেখেবে; অযোধ্যা নরেশ হরিশ্চন্দ্র আতে হে, জরু বেটা লেকে দান লেনে আয়া—বাঃ বাঃ।

রাজা। আপনারা কি হরিশ্চন্দ্রের নিকট দান পা'বার প্রত্যাশায় এখানে অপেক্ষা করছেন

ফেকু ভাই পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্র নয়! যিনি স্বেচ্ছায় সসাগরা ধরা দান ক'রে গৃহত্যাগী হয়েছেন, তাঁর নাম অমন অবজ্ঞা করে বলতে নাই

বটুক হাঁ এ ময়দোযা বড়ে লম্বে লম্বে বুলি চালাতে, পৃথ্বীনাথকো পাশ দান মাঙনে আয় আর কয়তেঁহে হরিশ্চন্দ্র! হরিশ্চন্দ্র তেব বাবাকা কামদার মারে থাপ্পড়

ফেকু থাক থাক বটুকজী, গাঁওয়ার লোক—ওকি কথা কইতে জানে

রাজা বিপ্রগণ, আমি আপনাদের দাস, চরণে প্রণাম করি কিন্তু আপনারা বৃথা আশায় সময় নষ্ট করছেন যাঁকে আপনারা পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্র বলছেন সে একটী কপর্দকও দিয়ে আপনাদের চরণের সম্মান রক্ষা করতে সমর্থ হবে না বোধ হয় আপনারা শুনেননি যে তিনি যথাসর্ব্বস্ব রাজর্ষি বিশ্বমিত্রের শ্রীচরণে উৎসর্গ করে বারাণসী বাস করতে ইচ্ছুক হয়েছেন

শীতল। কেন কেন? তুমি কিছু পথে দেখে এলে না কি? রাজা এখন কতদূরে আছেন? সঙ্গে হাতী ঘোড়া কি খুব বেশী নাই? ক'খানা রথ আছে?

রাজা হরিশ্চন্দ্রের আর রথ নাই, স্ত্রী পুত্র ভিন্ন সঙ্গে অন্য সাথী নাই, পরিধান বস্ত্র ভিন্ন অন্য সম্বল নাই

বটুক। আরে কহো জী, ভাঙ্গা এ ক্যা? দেখেহো ফেকু পরদেশীয়া কো বাচ্ছাকো আজ্ সে ক্যা রমক্তা দেখেহো? কেঁওরে আগেসে আপসে দাম পৃথ্বীনাথ সে মাঙ্গালে কর আয় হাম লোককে ভাগাতে হো—ঝুটা!

ফেকু (স্বগত) তাইতো এ শিশুটীর অঙ্গে তো বহুমূল্য অলঙ্কার সব দেখছি।

আ। মরি মরি বালকের কি সুন্দর রূপ। আর এ বিদেশী পুরুষের তো কাঙ্গালের আকৃতি নয়। (প্রকাশ্যে) ভাই বটুকজী যা বলেছেন তা'কি সত্য? তোমার পুত্রের অঙ্গে যে অলঙ্কার তা'কি রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট ভিক্ষ করে পেয়েছ?

শৈব্যা। (স্বগত) হা বিশ্বনাথ! আজ কাশীবাসীরা রাজ্যেশ্বরকে ভিখারী বলে সম্বোধন করছে, এই আমায় শুনতে হ'ল! এই প্রথম।

বটুক। কেঁও বাচ্ছা, মতিকা হার তোমকো কোন্ দিয়া?

রোহিত। কেন ব্রাহ্মণ, আমার পিতাই আমাকে সব অলঙ্কার দিয়েছেন। তোমরা কি পৃথিবীর লোক নও, পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্রকে চেননা?

অচল কৈ—কোথায় মহারাজ?

রোহিত। সে কি! এই যে তোমাদের সামনেই

রাজা। বাবা! বাবা!

সকলে। আঁ। কৈ কৈ? (সকলে সতৃষ্ণ ভাবে চতুর্দ্দিক দর্শন)

রাজা (স্বগত) আর গোপনে ফল কি? (প্রকাশ্যে) কাশীবাসী বিপ্রগণ! ব্যস্ত হবেন না, এ দাসকেই লোকে পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র বলতো

সকলে (সচকিতে) আঁ সে কি!

শীতল মিথ্যা কথা!

অচল অসম্ভব!

বটুক। দেল লাগি!

ফেকু রোসো রোসো—ভাল করে দেখদেখি, এই তেজঃপুঞ্জ আকৃতি কি ভিখারীর! অন্নপূর্ণার ওই সুবর্ণ ছায়া কি কাঙ্গালের ঘরে শোভা পায়! এই প্রফুল্ল কমল-কোরক কি কখন গোময় হ্রদে প্রস্ফুটিত হয়! আমরা এতক্ষণ অন্ধ হয়েছিলেম তাই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি—দীনবেশী রাজশ্রী চিন্তে পারিনি!

বটুক। কহে ভাই সচ্ কহে হো। দেখো দেখে বালককা ললাটমে রাজটীকা জ্বল রহে হ্যায়। পৃথ্বীনাথ! কাশীবাসী ব্রাহ্মণকা আশীষ লেও—সর্ব্বত্র জয় রহে!

সকলে। জয় রহে, জয় রহে! জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র!

বটুক জয় রাণীজী কি জয়! জয় কুমারজী কি জয়!

সকলে! জয় রাণীজী কি জয়! জয় কুমারজী কি জয়!

রাজা। শৈব্যা আর তো রাজমুকুট ললাটে নাই; এস ব্রাহ্মণগণ চরণে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করি

(সকলের প্রণাম)

বিপ্রগণ যখন চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে রাজ্য হতে বিদায় গ্রহণ করেছিলুম; তখন বুঝতে পারিনি; এখন বুঝতে পারছি আমি অতি দুর্ভাগা! এখন বুঝতে পারছি কাঙ্গাল কা'কে বলে, দরিদ্রের কি মনোদুঃখ! হরিশ্চন্দ্রের জীবনে আজ এই প্রথম প্রার্থীকে নিরাশ করতে হ'ল! আপনার দান গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করবার জন্য আশায় অপেক্ষা করছিলেন, আমি অভাগা একটা হরিতকি দিয়াও আপনাদিগের পূজা করতে পারলুম না।

শীতল। আঁ। সেকি? তবে কি মহারাজ সত্য সত্যই সর্ব্বস্বত্যাগ করে এসেছেন! কথার কথা নয়—সত্যই সর্ব্বস্ব একেবারে নিঃস্ব, মহারাজ আপনি তবে কিরূপে কাশীবাস করবার সঙ্কল্প করেছেন?

রাজা। দেব! শুনেছি অন্নপূর্ণার রাজধানীতে কেহ উপবাসী থাকে না,' সেজন্য

দুঃখ নাই ; আমি যে আপনাদের আশায় নিরাশ করলুম, যা জীবনে হয় নাই তা হ'ল, প্রত্যাশী ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল, এই ক্ষোভেই আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে !

রোহিত। কেন বাবা, আপনি ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা দিন না ; এই যে আমার অলঙ্কার রয়েছে। মা অলঙ্কার ত্যাগ করেছেন, আপনি ত্যাগ করেছেন, আমার তবে এতে কাজ কি !

শৈব্যা। ও কে হো বাছারে !

রোহিত। কেঁদনা মা, আর তো আমি রাজসভায় যাবনা, এখানে অলঙ্কার কে দেখবে ? বাবা সমস্ত পৃথিবী দিলেন আর আমি গায়ের এই সামান্য অলঙ্কার ক'খানা দিতে পারবো না। আসুন আর্য্য ! আপনাদের যাঁর যা ইচ্ছা এই খুলে নিন

অচল। রোসো রোসো—আমি আগে আগে নিচ্ছি দেখ শীতলজী, মতির হার একছড়া আমার

বটুক। অচল ত্রিবেদী, হট্‌কে খাড়া রহো কুমারজী ! আপকো বচনসে হামলোক খোস হে গিয়া, আশীষ করে আপ পৃথ্বীনাথ হো যাইয়ে আপনে অলঙ্কার রাখ দেও, হামলোক কোই নেই ও পরশ করেগা

ফেকু। বাঃ বাঃ বটুক ভাই ! মহারাজ ! আপনার এ দশা দেখে আমাদের প্রাণে যে কি হচ্ছে তা বলে জানাতে পারিনা। আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না, জগতে আপনার তুল্য দাতা জন্মগ্রহণ করেন নাই ; আমরা বিনা দানেই আপনার ন্যায় দান-বীরের দর্শনেই কৃতার্থ হয়েছি। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্র মহারাজ।

সকলে। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্র।

রোহিত। না না আপনারা গহনা নিন, নৈলে বাবার মনের দুঃখ যাবে না, আমারও মন কেমন করবে।

সকলে। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্রের জয় !

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্ব। ইস ! দাতা হরিশ্চন্দ্রের জয় ! আবার এখানে কি দানের ঘট লাগিয়াছেন মহারাজ ? এখনও আমার দক্ষিণার ঋণ পরিশোধ হয় নাই, অথচ গোপনে ধন এনে কাশীতে দাতা হচ্ছেন ? ও দানে পুণ্য নাই মহারাজ, ও দানে পুণ্য নাই।

রোহিত। মুনি। বাবা তো কিছু আনেন নাই মা বাবা দু'জনে আপনাদের গায়ের গহনাগুলি পর্য্যন্ত দিয়ে এসেছেন আমি আমার এই গহনাগুলি ব্রাহ্মণদের দান করে দিতে বলেছিলুম, তা এখন আমি রাজপুত্র নয় বলে বুঝি ওঁরা আমার দান গ্রহণ করেছেন না

ফেকু। না বাবা, তুমি চিরদিন রাজপুত্র ; তা বলে কোন্ পাষাণ তোমার ওই কোমল অঙ্গ থেকে গহনাগুলি খুলে নিতে পারে।

বিশ্বা। বলি রোহিতাশ্ব, কা'র অলঙ্কার দান করছিলে ? ওগুলি কি তুমি কুবেরের ভাণ্ডার জয় করে এনেছ ? তোমার পিতাই তো ওগুলি তোমায় দিয়েছিলেন, তবে ওগুলিও এখন কা'র ? মহারাজ দেখছি পুত্রকে বেশ সুশিক্ষিত করেছেন। এখন ওগুলি কি নিজে হাতে করে দেবেন—না আমিই নেব ?

ফেকু। অ্যাঁ এ কি ! এই কি বিশ্বামিত্র ঋষি নাকি

বিশ্বা। এখনও বিলম্ব করছেন যে ? রোহিত এদিকে এস, দাও দাও তোমার অলঙ্কার দাও। (অলঙ্কার উন্মোচন)

ব্রাহ্মণগণ। ধিক্ ধিক্—ধিক্ সহে।

বিশ্ব। কি, আমায় চেন না ?

বটুক। নেহি, আপ্‌কো কাঁহাসে পচানতেহে, হাম কেয়া জানে। আপ' কৌন হ্যায় ?

বিশ্বা হাঁ —তুমি কে?

বটুক হাম ভ্রষ্ট—চণ্ডাল। আপ্ যদ্যপি ঋষি হোয়, ব্রাহ্মণ হোয়, তব আজ্ সে ব্রাহ্মণত্ব ছোড়কে হাম্ চণ্ডাল হোগ, ভ্রষ্ট হোগ! আপ যদ্যপি সবগ্ মে যাঁয়, তো বিশ্বানাথ-জীকো চরণ পাকড়কে হাম্ নরকমে স্থান মাঙ্ লেগা। আপকা হাতমে বিজলী গিরতি নেহি, আঁখসে লোহু নিকাল্তা নেহি? এহি ফুলকা অঙ্গসে অলঙ্কার উতার লেতে হো! — ছোঃ ছোঃ ছোঃ!

বিশ্বা দেখ আমার সঙ্গে বাচালত ক'র না, অভিসম্পাতের ভয় রাখ না?

ফেকু কিসের অভিসম্পাত, রাজর্ষি— যে যজ্ঞোপবীতের তেজে আপনি এত আস্ফালন কচ্ছেন তা আপনার আয়াসলব্ধ, আর আমাদের এ মাতৃগর্ভের স্বত্ব; আধুনিক ধনীরাই ধন অত্যাচারের জন্য ব্যবহার করে যথার্থ ব্রাহ্মণ কথায় কথায় অভিসম্পাত প্রদান করেন না।

বিশ্বা। স্থির হও। তোমাদের সহিত শাস্ত্র বিচার কববার সময় আমার নাই

শীতল ন, এখন কচি ছেলেটা আসটার গলাটা টিপে হারখানা বাজুখানা নেবার সময় ঋষিবর, আমি আপনার না দেবেন্দ্রর কা'র বেশী বাহবাট দেব স্থির করতে পারছি না।

বিশ্বা ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ! বুঝছো না যে তোমাদের ক্ষুদ্রত্বই আজ তোমাদিগকে বিশ্বামিত্রের কোপানল হতে রক্ষা করলে; মহারাজ কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই প্রহসনের অভিনয় দেখবেন, না আপনার অঙ্গীকৃত দক্ষিণা দিয়ে আমায় অবসর দিবেন?

রাজা দেব —

বিশ্বা। আবার কি! আপনি ঋণী হয়েও কি দিন গণনা করেননি, আজ যে আপনার প্রার্থিত একমাস সময় পূর্ণ হ'ল। আমি বনবাসী তপস্বী, আপনার রাজ্যের কোন সাধু মহাজন নই যে ঋণপত্র লয়ে নিরন্তর যাতায়াত কববো; আপনি ঋণ পরিশোধ করে সত্য পালন করবেন কি না স্পষ্ট করে বলুন?

শীতল চল ভাই, আমরা ক্ষুদ্র— অতি ক্ষুদ্র—দানগ্রাহী ব্রাহ্মণ; এখানে উপস্থিত থেকে মহানুভব ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষির নরমেধযজ্ঞ দেখা আমাদের উচিত নয়; আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র; অতি মহৎ ধর্ম্মবীর রাজর্ষির ভয়ঙ্কর সত্যনিষ্ঠা দেখলে সে ক্ষুদ্র হৃদয়ে ব্যথা পায়, দুর্ব্বল চক্ষে জল আসে।

ফেকু হাঁ। ভাই চল, উপস্থিত থেকে রাজরাজেশ্বরের এ অপমান এ কাতরত দেখা যায় না!

বটুক কহিয়ে ঋষিরাজ, পৃথ্বীনাথ ক্যা সত্য কিয়া?

বিশ্বা সহস্র সুবর্ণ দক্ষিণা দেবার সত্য করেছেন পৃথিবী দান করেছেন, দক্ষিণা ভিন্ন দান তো সিদ্ধ হয় না।

বটুক। কৃপা করকে হামারা সাথ চলিয়ে, হাম আপকা কাঞ্চন দে দেগা। পৃথ্বীনাথকো ঋণসে মুক্ত কর দিজিয়ে।

বিশ্বা বটে! তুমি যে একজন রাজচক্রবর্ত্তী ভিখারী দেখছি

বটুক হামারা কেয়া—বিশ্বনাথকা ধন

বিশ্ব তা বেশ বেশ যা দেবে মহারাজকেই দাও, ওঁকে নিতে বল, আমি ওঁর হাতেই দক্ষিণা গ্রহণ করবো

বটুক নরেশ! আপকা সুরযবংশকা অন্ন মেরা বাপ দাদা নে বহুৎ খায়া, অন্নদাতা গরীবকা অর্থ লেনেসে আপকো সরম্ নেই হোগা

রাজা। (স্বগতঃ) বিশ্বনাথ! কে বলে তোমার জগতে দয়া নাই! সহৃদয়তা নাই! পরদুঃখ কাতরতা নাই! দানগ্রাহী ভিক্ষুক

ব্রাহ্মণ আমার নিকট যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যাশাপন্ন হয়ে এসেছিল, সেই এখন নিজের কষ্টার্জ্জিত ধন দিয়ে আমায় এই ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করতে উদ্যত

বিশ্বা মহারাজ ভাবছেন কি ? আপনার পুণ্যে কাশীর ভিখারীও দাতা হয়েছে। এখন নিন, ব্রহ্মস্ব হরণ করে ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করুন

কেকু নরনাথ! আমাদের প্রতি অনুকূল হন, বটুকজীর প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ করে আপনি ঋণমুক্ত হন, আমরা আপনার জয় জয় করে বিদায় গ্রহণ করি

রাজা দ্বিজবর। আপনার অলৌকিক সহৃদয়তা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি, কিন্তু আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আপনাদের নিকট অন্য কিছু গ্রহণে তো আমাদের অধিকার নাই ; বিশেষ উদরান্ন ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের অন্য কিছু প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ

ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম।

কেকু। নরেশ। এ কথার উপর আমরা আর কি বলবো। উঃ এত কষ্টেও ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম বিচলিত হয় না। চল বটুক আমরা যাই; যে কষ্ট লাঘব করতে পারবো না, তা দেখবার প্রয়োজন নাই

বটুক চলো, নরনাথ! কাশীবাস করনে হোয়, গরীব ব্রাহ্মণ কো দো মোকাম হায়— আপ হিঁকা মোকাম জানিয়ে জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রকী জয়

সকলে। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান

বিশ্বা ধর্ম্মবীর। এখন ধর্ম্ম রক্ষা কর। স্তাবকেরা তোমার জয়গান করে আমায় তো বিলক্ষণ শ্লেষ করছে ; আপনি কি আমাকে লোকসমাজে তিরস্কৃত করাবার জন্যই দান করেছেন ?

রাজা তপোধন এতে দাসের অপরাধ কি ?

বিশ্বা না না, অপরাধ কিছু নয়, এখন দক্ষিণা দিন, আমিই অপরাধ মুক্ত হয়ে যাই

রাজা শৈব্যা! কি করি, কি হবে নিজের সক্ষম না বুঝে কেন প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম। ওঃ ঋণ—ঋণ। কি ভয়ানক শব্দ শৈব্যা।

শৈব্যা মহারাজ, আমরা তিনজনে মিলে ঋষিবরের সেবায় নিযুক্ত হলে কি এ ঋণ পরিশোধ হবে না ?

বিশ্বা। মহারাণি। আমি ফলমূলাহারী বনবাসী তপস্বী, আমার দাসদাসীর প্রয়োজন? বিশেষ রাজ-দাস পালন আমার সাধ্যাতীত

রাজা তবে কি হবে। কিরূপে আপনার ঋণে মুক্ত হব, আপনিই আমায় যুক্তি দিন দেখছেন তো আমার কিছুই নাই রাজমুকুট বর্জ্জন করেছি, ধর্ম্মগ্রহণে ধনাহরণের অধিকার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে; জাতিতে ক্ষত্রিয়— ভিক্ষাও নিষেধ। আমার কিছু নাই, কিছু নাই। কি হবে, কোথায় ধন পাব। কিরূপে ঋণ পরিশোধ করবো। উপায় কি। উপায় কি। আমার কিছু নাই। কিছু নাই।

বিশ্বা হরিশ্চন্দ্র, সত্যই কি তোমার কিছুই নাই ? আমি তো দেখছি তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

রাজা ঋষিবর। আমি ব্যঙ্গের পাত্র হয়েছি বটে, কিন্তু আপনার মুখে ব্যঙ্গ সাজে না।

বিশ্বা ব্যঙ্গ নয়; আপনার স্ত্রী পুত্র রয়েছে, আপনি নিজে রয়েছেন ; এ অপেক্ষা মূল্যবান ঐশ্বর্য্য জগতে আর কি আছে। আপনি আমার সেবা করে ঋণ পরিশোধ করতে প্রস্তুত আছেন, আমার সেবকের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু এই বারাণসীধামে

অপর অনেকের সে প্রয়োজন থাকতে পারে; দরিদ্রের তো সেবা বিক্রয়ের অধিকার আছে

রোহিত। ঋষি! আপনি কোন্ বামুন? আচার্য্যের কাছে তো আমি অনেক বামুনের উপাখ্যান শুনেছি, মাও কত পুরাণের গল্প করেছেন। আপনার মত তো বামুনের কথা কখনও শুনিনে

শৈব্যা। বাবা বাবা চুপ কর, ব্রাহ্মণের সঙ্গে উত্তর করতে আছে? মহারাজ! ঋষিবর ঋণ পরিশোধের উপায় ইঙ্গিত করেছেন, আমি বুঝতে পেরেছি; আমরা নিজে ভেবে যা স্থির করতে পারি নি, উনি অনুগ্রহ করে তা বলে দিয়েছেন। আজকের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ঋণ পরিশোধ হবে। ঋষিবরের কষ্ট হচ্ছে, স্নান আহ্নিক করে আসতে বলুন

রাজা। বুঝেছি শৈব্যা বুঝেছি—আমিও বুঝেছি—বুঝে প্রস্তুত আছি কিন্তু তোমরা কোথায় যাবে? প্রাণের শৈব্যা, প্রাণের রোহিতাশ্ব! তোমাদের ভিক্ষা করে এনে কে খাওয়াবে? বিশ্বনাথ তুমিই জান। ভগবান! দাস আপনার উপদেশ গ্রহণ করলে, বাজারেই আমাদের সাক্ষাৎ পাইবেন। শ্রান্তি দূর করে আসুন।

বিশ্ব। উত্তম উত্তম! সত্য পালন কর, ধর্ম্ম রক্ষা কর। রাজ্য কি? ঐশ্বর্য্য কি? রজত কাঞ্চন কি? কিছু না—কিছু না! অকিঞ্চিৎকর ধূলাকণা মাত্র; ধর্ম্মই সব—স্বার্থ ত্যাগই সব।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। প্রণাম!

রাজা। চল শৈব্যা, এস রোহিতাশ্ব এস আরও কঠোর পরীক্ষা আছে। অনেক সহ্য করিতে হবে। বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ!

শৈব্যা। মা অন্নপূর্ণা!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—দুর্গাকুণ্ডের সম্মুখ।

কামন্দক।

কাম। এখনও প্রভুর দেখা নাই! ঠাকুর ভাবছেন যে হরিশ্চন্দ্রকে খুব জব্দ করেছি, কিন্তু আমি দেখছি যে হরিশ্চন্দ্রই ঠাকুরের নাকে দড়ি দিয়ে এদেশ সেদেশ, করে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে এর ভিতর দেবতাদের কারচুপি আছে। যেমন সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করতে গিয়েছিলেন, তেমনি তপস্যা টপস্যা ঘুরিয়ে দিয়ে—নে ছোট, খত বগলে করে পাওনা আদায় কর। দেবতারা না হলে এমন ফন্দির চাল কেউ চালতে পারে না সেই মেনকাকে ছেড়ে দিয়ে একবার ঠাকুরকে কাহিল করে দিয়েছিল, আর এবার গরিব চালে চরকির পাকে ঘোরাচ্ছে। আছে বৈকি, আছে বৈকি—দেবতাদের একটু কিছু দেবত্ব আছে বৈকি হাড় মাস নিয়ে কি তাদের তাচ্ছিল্য করে চলে। ঐ জন্যই বাপু আমি টিকিটা আগটা দেখলে একটা গড় করে চলে যাই। এই যে ঠাকুর আসছেন, একবারে রণমূর্ত্তি, সন্ সন্ বেগ—

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। এই যে কামন্দক—তোমার স্নানাদি হয়েছে?

কাম। আজ্ঞা হ্যাঁ গঙ্গায় আমমদা জল আছে একটা ডুব দিয়ে নিয়েছি—স্নান হয়েছে, কিন্তু আদি টাদি এখনও কিছু হয়নি

বিশ্বা। তোমায় এখনই অযোধ্যা যাত্রা করতে হবে

কাম। তবে আদিটে আজ আর হচ্ছে না! প্রভু, আপনি কোন্ গাছের পাকা

হরিতকী খেয়েছিলেন? আমায় বলে দিতে পারেন?

বিশ্বা কেন, পাকা হরিতকী কি হবে?

কাম বলি আপনি তো তাই উদরস্থ করে ক্ষুধা তৃষ্ণা তাড়িয়েছেন আমাকেও যদি গাছটা দেখিয়ে দেন তা হলে দুচারটা গালে ফেলে দিয়ে জন্মের মত নিশ্চিন্ত হই এ তীর্থে সে তীর্থে যেখানে ঘুরি—হয় মা গঙ্গা, কি যমুনা কি সরস্বতী, কি সরযূ একটা না একটা ঠাকরুণ কল্ কল্ করে চলেছেন, ডুবটা দিতেই হয়, নৈলে ধর্ম্ম থাকে না, আর স্নানটী করবা মাত্রেই জঠরের ভিতর আদির অনল ধূ ধূ করে জ্বলতে থাকে

বিশ্বা আমি তোমায় আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিনি স্নানাদি—অর্থাৎ সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা সেরেছ?

কাম ওঃ! তাইত বলি—আপনার কোমল প্রাণ হঠাৎ অত কঠোর হবে কেন! ব্রাহ্মণের ছেলের আহার হয়েছে কি না এমন কথা ক্ষামকা আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন!

বিশ্বা। লও এই অলঙ্কারগুলি অযোধ্যায় মন্ত্রীর নিকট দাওগে, যেন যত্নে রাজ-ভাণ্ডারে রক্ষা করে।

কাম ওটা আর কাকেও দিয়ে পাঠান না হয়?

বিশ্বা কেন তোমার কি এই অযোধ্যা-টুকু যেতে আলস্য হচ্ছে নাকি?

কাম। নাঃ! কাশী থেকে অযোধ্যা এই এক দৌড়ের পথ, বিশেষ পেটে কোন ভার নাই, গেলেই হ'ল তার আর কি,—তবে আমার অন্য একটা আপত্তি—আপনি তো জানেন প্রভু আমি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করেছি, ও অলঙ্কারগুলি আর স্পর্শ করি কি করে?

বিশ্বা। এ তোমার তো নিজের নয়, পরের দ্রব্য বহন করে লয়ে যাবে মাত্র, তা'তে তো আর দোষ নাই।

কাম প্রভু ও অন্য পর নাই যদি কাঞ্চন হস্তগত হলেই আমার কেমন সেই গুলির বিনিময়ে ক্ষীরসর কিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে ইচ্ছা করে এমন কি অন্য ব্রাহ্মণ না পেলে নিজেই সে কষ্ট স্বীকার করে ফেলি দ্বাদশ বৎসর আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি, ধর্ম্মজ্ঞানও নিতান্ত কম হয়নি, ব্রাহ্মণ সেবার জন্য আর কি আত্মদ্রব্য পরদ্রব্য জ্ঞান থাকে; তখন কামন্দক একেবারে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারি।

বিশ্ব নাও মিছে বাক্‌চাতুরী করোনা—ধর অলঙ্কার ধর নিতান্ত ক্ষুধা বোধ হয়ে থাকে এস একটু বিশ্বনাথের চরণামৃত দিইগে।

কাম অত আহার করে পথ চ'লবো কি করে দয়াময়! বিশেষ আমার একটু অম্বলের পীড়া আছে বাঃ এগুলি বেশ সুন্দর অলঙ্কার, প্রভু কোথায় পেলেন?

বিশ্বা এগুলি রাজপুত্র রোহিতাশ্বের অঙ্গে ছিল; ধূর্ত্ত হরিশ্চন্দ্র গোপনে সঙ্গে আনয়ন করেছিল।

কাম যা বল্লেন, হরিশ্চন্দ্রের মত ধূর্ত্ত আর দেখা যায় না! এক কথায় যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করে কেমন খালি হাত পা হ'ল প্রভুকে দেখতে পেয়েই আস্তে আস্তে এ গুলি দিয়ে দিলে বুঝি?

বিশ্বা স্বেচ্ছায় দিলে? আমি স্বহস্তে রোহিতাশ্বের অঙ্গ হতে উন্মোচন করে লয়েছি

কাম। সাধু! সাধু!—ছেলেটা কেঁদে ধর্ম্মে পতিত হয়নি তো? কিন্তু ভাবছি—

বিশ্বা কি—কি ভাবছ?

কাম। এগুলি তো রোহিতাশ্বের অন্নপ্রাশনের অলঙ্কার নয়।

বিশ্বা কেন—তাতে কি?

কাম সেইগুলি হলেই আপনি পরলে দিব্যি সাজতো! সেই কোমর-পাটা—বিছে নিমফল—ইাঁস্থুলি—

বিশ্বা আমি অলঙ্কার পরবো কি!

কাম পরবেন বৈকি ছেলের গা থেকে অলঙ্কারগুলো কেড়ে আনলেন, এখন কি ভাণ্ডারে পড়ে গড়াগড়ি যাবে।

বিশ্বা তুমি কি মনে কর আমি নিজের ভোগের জন্য এই অলঙ্কার গ্রহণ করেছি

কাম। না তাইত গোলে পড়েছি নিজেও কিছু ভোগ করবেন না, আমরা শিষ্য সেবক আছি, আমাদেরও তো কিছু দিচ্ছেন না, অথচ একজনকে পথের ভিখারী করে কেন যে এ সব গ্রহণ কল্লেন তাও বুঝতে পাচ্ছি না। অপরাধ না লন যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো কি?

বিশ্বা কি কথা?

কাম আজ্ঞে আজ্ঞে—সেদিন কি হবে। আমরা কি আবার মার মুখ দেখবো?

বিশ্বা কার মুখ? কার মা?

কাম আপনার দুর ছাই,এই আমার—আমার গুরু মার প্রভু কি একটী দার-পরিগ্রহ করবেন? তাই পুত্রের জন্য পূর্ব্ব হতে এই রাজ্যাদি সঞ্চয় করছেন?

বিশ্বা বাতুল! কামন্দক, শাস্ত্রাধ্যায়ন করেও তোমার প্রলাপ বাক্য ঘুচলো না? যাও, আর বিলম্ব করোনা, সাবধানে লয়ে যাও।

কাম প্রভু এই বেলা ভস্ম করাটা শিখিয়ে দিনন, যদি পথে তস্কর টস্কর আসে অমনি বটমটিয়ে চাইব।

বিশ্বা। যাও—যাও—এ হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে তস্করের ভয় নাই—এই আমার—আমার রাজ্য তুমি সেই খানেই অপেক্ষা করো, আমি দক্ষিণা গ্রহণ করে তথায় উপস্থিত হব

কাম এখনও দক্ষিণা হয়নি বুঝি! ছেলের গায়ের গহনা পর্য্যন্ত গেছে, এখন নিজে দক্ষিণান্ত তা হলে দক্ষিণা দিতে পারবে না

বিশ্বা। সে চিন্তা তোমার করতে হবে না হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, সে যেমন করে পারে দেবে

কাম যে-ম-ন ক-রে পা রে—"যেমনের" মধ্যে হরিশ্চন্দ্র নিজে, "করের" মধ্যে রাণী, আর "পারের" মধ্যে পুত্র—এই তো 'যেমন করে পারে' তিন আছে—

বিশ্বা অনুমান মন্দ করনি—যাও

কাম প্রণাম

[প্রস্থান।

বিশ্বা। কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য। তপ যপ যাই করি, কর্ম্মফল যাবার নয় হরিশ্চন্দ্রের কর্ম্মফল দুঃখভোগ, আমার কর্ম্মফল দুঃখ দান, তাই সকলেই এখন আমার কাছে প্রাণের কোমলতার আস্ফালন করে করুক, এও তাদের কর্ম্মফল ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণের মস্তক অবনত করলেম; ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরও আমার ভয়ে শঙ্কিত হলেন; কিন্তু এই কর্ম্ম করায় কে তাকে পেলেম না! কে সে! কে সে!—কে এ কর্ম্মের কর্ত্তা—কে কর্ত্তা?—কে কর্ত্তা?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—বিপণী-পথ।

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজ। ঋণ ঋণ ঋণ! ওঃ—কি জ্বালা! ঋণের এত জ্বালা! হৃদয়ে শতবাণ বিদ্ধ

হলেও বোধ হয় এত যন্ত্রণ হয় না কালের ভীষণ ভাণ্ডারে এমন কি উৎকট ব্যাধি আছে, যার আক্রমণে লোকে ঋণদায়ের যাতনা অপেক্ষা অস্থির হয়! ঘোর দারিদ্র্যের নিম্নতর স্তরে পতিত হয়ে যে হতভাগ্য জঠরের জ্বালায় কুকুরের উচ্ছিষ্ট অন্ন লালায়িত চক্ষে নিরীক্ষণ করে সেও ঋণী অপেক্ষা সুখী! স্নেহ প্রণয়ের কোমল তন্ত্রী শতধা বিচ্ছিন্ন হলে জীবনভার অসহনীয় হয়, বিকট উন্মাদ এসে মনুষ্যত্বের কাঞ্চনমন্দির শ্মশান করে ফেলে, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে ঋণের যন্ত্রণার কাছে তাও অতি তুচ্ছ। কেন আমি স্বেচ্ছায় সাংঘাতিক শত্রুর কবল কবলে গিয়ে পতিত হলেম। কেন অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে সত্য করে ঋণজালে আবদ্ধ হলেম —ঋণ। তুই মানবের মনুষ্যত্ব অপহারী—সহস্র সহস্র দুষ্কৃতের গর্ভধারিণী জননী তোর স্পর্শ মাত্রে মানবের সমস্ত জীবনস্রোত চিরদিনের জন্য কলুষিত ও কলঙ্কিত হয় মিথ্যা তোর জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রবঞ্চনা তোর আদরিণী কন্যা! নরহত্যাকারী অপরাধী যেমন বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরে সচকিতে প্রহরীর পদশব্দ অনুমিত করে, ঋণগ্রস্ত হতভাগ্য তদ্রূপ পবন সঞ্চারে উত্তমর্ণের আগমন আশঙ্কায়, গৌরব গরিমা মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে কোথায় মিথ্যা! কোথায় মিথ্যা। কোথায় প্রবঞ্চনা। বলে যুপসমীপস্থ পশুর ন্যায় থর থর কাঁপিয়া থাকে। কেন—কেন—কেন আমি আপন সঞ্চয় না বুঝে সত্য করলেম? কিসের দান। কিসের ধর্ম্ম! ঋণ যার তার আবার দানধর্ম্ম কি! বিশ্বনাথ তোমার অলঙ্ঘ্য নিয়মের সম্মুখে কিছু মাত্র অবিচার নাই ভাগ্যের বিপক্ষে অভিযোগ করবার আমার কোন অধিকার নাই। আমি অপরাধী, শত সহস্র অপরাধী! সঞ্চয় না বুঝে ঋণ করেছি; আমার অতি ন্যায় মত অতি সঙ্গত শাস্তি হচ্ছে শৈব্যার কি এখনও স্নান হয় নি, দেখি

[প্রস্থান।

(শিবনারায়ণ ও জটাধারীর প্রবেশ)

শিব বৈ হাট যে ফাঁক দেখছি, আমার কি ভ্রম হলো? হ্যাঁরে জটাধারী আজ কি বার বল্ দেখি?

জটা বেস্পতিবার

শিব বৃহস্পতিবারই তো, ঠিকই তো, তা ভ্রম হবে কেন? ভ্রম হবার মত কি বয়স হয়েছে তা এই বৃহস্পতিবারেই তো দাসের হাট হয়, তা আজ একজনও বিক্রীর জন্য আসেনি কেন?

জটা আর আসবে কোথা থেকে? চাকর কি আর পাওয়া যাবে? যত রাজা রাজড়ার মরণ নেই—পৃথিবীতে আর যায়গা খুঁজে পান না, যত দান ধ্যান করেন সব কাশীতে এসে দেখনা অন্নসত্রের উপর আবার অন্নসত্র খুলচেন অতিথিশালার তো আর গুণিত নাই, গেলেই এক মুটো অন্নও আছে, ধন কড়িও পাচ্ছে, লোক আর পরের চাকরী করতে আসবে কেন কাশীতে এইবার যে যার নিজের মাথায় করে জল তুলতে হবে, আপনার হাতে উচ্ছিষ্ট মাজতে হবে, চাকর আর এখানে জুটচে না

শিব সে ত পরের কথা পরেরে বাবা, আপাততঃ আমার একটা দাস না হলে আর চলে না বাড়ীতে দেখে এলে তো বাপু, তোমার মামীর রণচণ্ডী মূর্ত্তিটে দেখে তো বেরুলে? এখন শুধু শুধু ঘরে ফিরলে আর রক্ষা থাকবে না।

জটা তোমার যে মামা শাসন নেই, তাই তিনি এত বাড়ান মামী যদি আমার হাতে পড়তেন।

শিব ওকি কথা রে বেটা 'মামী আমার হাতে পড়তেন' কি কথা রে বেটা?

জটা বলি, যদি—

শিব যদি কি? এর আবার যদি কিরে বেটা? মামী যার সতুল্য

জটা ঐ সতুল্যি তাই যদি বলচি

শিব না, খবরদার আর বলিসনে তেমন বুড়ো হাবড়া হলেও যা হোক হতো; শাস্ত্রমত তোর মামীকে এখনও বালাস্ত্রী বলা যায়; আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হবে বলেই এ বয়েসে বালাস্ত্রী বিবাহ করেছি

জটা। তা বিবাহ যা করেচ মামা, তোমার পরমায়ু কেন অনেক রকম বৃদ্ধি হবে

শিব ত হবে হবে, ব্রাহ্মণীর অনেকগুলি লক্ষণ ভাল তবে কি জানিস, কোমলাঙ্গী, সেই জন্য বড় পরিশ্রমে পটু নন আমি তো অশক্ত হয়ে পড়েছি, আর তোর দ্বারা তো কোন কাজ কর্ম্ম হবার যো নাই, সুতরাং একটা ভৃত্য না হলে চলে কৈ? পুরুষ অপেক্ষা একটী দাসী পেলেই ভাল হয়, সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকে, তা কৈ, আজ তো কিছুই দেখছি না

জটা ও মামা, ঐ কে একটা মাগী আসছে, সঙ্গে একটা ছেলে

শিব কৈ?

জট ঐ যে মামা দেখতে পাচ্চনা?

শিব কে ঐ স্ত্রীলোকটি? জটে মুখ ফিরিয়ে নে বলছি, সাবধান! ওদিকে তাকা-স্নি দেখতে পাচ্ছিসনি কোন ভাগ্যবানের ঘরের মেয়ে।

জটা ভাগ্যবানের মেয়ে তো মাথায় কুটো দিয়েছে কেন?

শিব কুটো দিয়েছে তা কি হয়েছে? কোথা থেকে উড়ে পড়েছে

জটা। উড়ে পড়েছে লক্ষীর সতাত বোনের কুলো থেকে দাসী কিনতে এসেছ জাননা যে কুটো মাথায়ই হ'লে চিহ্নিত। ঐ কুটো মাথায় যার, কপাল ভেঙ্গেছে তার।

শিব ঐ মেয়েটী দাসী বলে বিক্রী হবে?

শিব কেন হবে না? দাসী হ'লে বুঝি আর ফরসা হ'তে নেই, না নাক চোক মুখটী টিকলো থাকলেই লক্ষী অচলা হন

শিব আ হা হা!

জটা অত গে লো না মামা, অত গোলো না, তা হ'লে দর চড়ে যাবে আর শুধু গাই নয় ঠ্যাঙে একটা বাছুর বাঁধা দেখছি

(শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রোহিত না মা না মা, তুমি কোথাও যেও না বাবা আর তা হ'লে বাঁচবেন না, আমি কার কাছে থাকবো; কোথায় যাব?

শৈব্যা চুপ কর বাবা চুপ কর, কেঁদনা কে আছেন কাশীবাসী, কে আছেন করুণ-হৃদয় ব্রাহ্মণ। কে দুঃখিনীকে দাসীভাবে আশ্রয় দেবেন? ব্রাহ্মণ সেবার জন্য দাসী আত্মবিক্রয় করছে। যৎসামান্য মূল্য দিয়ে কেহ কি দরিদ্রা দাসীকে ক্রয় করবেন?

জটা দেখলে, মামা দেখলে, আমি তো বলেছিলুম মাগী দাসী (জনান্তিকে) মামা ও শক্ত মক্ত আছে, কিন্তু তা বলা হবে না। তুমি চুপ কর, আমি দর কচ্ছি (প্রকাশ্যে) বলি হ্যারে মাগী তুই তো দেখচি আপনাকে আপনিই বিক্রী কর্ত্তে এসেচিস, তোর কর্ত্তা কে—দাম কে নেবে?

শৈব্যা আমার প্রভু নিকটেই আছেন, এখনই আসবেন, আপনারা আমায় ক্রয় করুন আমি মূল্য তাঁকেই দেব।

জটা বলি মাগী, তুই সব কাজ কর্ম্ম পারবি তো? গোয়াল দেখতে, ইঁদারা থেকে জল টানতে—তোর গায়ে তো এদিকে রক্ত

নেই দেখছি, ক্যাঁকাসে মেরে গেছিস,—তুই খাস কত?

রোহিত হ্যাগো ঠাকুর। তোমার ছেলে-বেলায় কি তোমার বাপ মা আচার্য্যের বাড়ী পড়তে দেননি? আমাদের রাজ্যে বুনোরা আসতো তারা ইতর বুনো, তুমি তাদেরই মত কথা কচ্ছো যে

জটা কেরে ছোঁড়াটা? ভারি ডেঁপো; দাসীর সঙ্গে আবার কি কোরে কথা কইতে হবে?

রোহিত আচার্য্য বলতেন, যিনি যেমন লোক, তিনি তাঁর নিজের ভাষায় কথা ক'ন

জটা বটে! তোর আচার্য্যিকে বলিস যে আমার নিজে ভাষায় বলে, যে ভিখারীর ছেলেকে অত পেট চিরে বিদ্যে দিতে নেই—হতভাগা ছোঁড়া!

শৈব্যা চুপ চুপ বাছা, ব্রাহ্মণ—গলায় পৈতে? বাছারে আর কেন অভিমান! ভুলে যা! ভুলে যা! যা ছিলি ভুলে যা শিখেছিলি ভুলে যা। মা জানতিস ভুলে যা। বাদের জানতিস ভুলে যা! বাপরে, কাঙ্গালিনীর ছেলে কাঙ্গাল, কাঙ্গালের কিছু থাকতে নাই! কাঙ্গালের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকতে নাই, শীত গ্রীষ্ম থাকতে নাই, লজ্জা থাকতে নাই, কাঙ্গালের মানমর্য্যাদা থাকতে নাই—অভিমান থাকতে নাই, কাঙ্গালের প্রাণে স্নেহ মমতা থাকতে নাই, কিছুই থাকতে নাই। কাঙ্গাল কাঙ্গাল, পৃথিবীতে তার আর অন্য পরিচয় নাই।

শিব মা, তুমি দুঃখ কোরোনা ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খ হ'লে অনেক দোষ ঘটে, যখন কথা কইতে জানিসনে, তখন চুপ করে থাকাই উচিত দেখতে পাচ্ছিসনে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে! অমন রূপ, অমন কথাবার্ত্তা

জটা বাবা, তুমি যেখানে সেখানে আমায় মুখ্যু বলে অপমান কর?

শিব আমি তো কোন কথাই কইনি বাবা, তুমিইতো আগে পরিচয় দিলে।

জটা তবে কি মাথায় বসিয়ে দাসীকে স্তব পাঠ কর্ত্তে হবে নাকি? না হয় তাই করি, ওগো আর্য্যিনী, আন্তাজিনী হোক, দয়াময়ী হয়ে আমাদের ভূতভবনে শুভ গমযাত্রা করে আমায় ও আমার তিপ্পান্ন পুরুষকে কৃতার্থ করুন; প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যা-কালে তিন পনেরং পঁচাত্তর পণ্ডব করে আটা ছাতুর ছেরাদ্দ করুন, আমার মাথায় এক পা আর মাসীর মাথায় এক পা দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে নিদাতুরাণাং হ'ন; আমি পণ্ডিত বেদ-ব্যাস শুদ্ধ ভাষায় আপনাকে দাসী-বাদী বলে ডাকচি

শৈব্যা ঠাকুর, দাসীকে বিদ্রূপ করেন কেন! বালকের কথায় রাগ করতে নাই আপনার কি যথার্থই আমাকে ক্রয় করবেন? করেন তো আমি বড়ই উপকৃত হই অন্য পুরুষের সম্মুখে বাহির হ'ব না, উচ্ছিষ্ট ভোজন করবো না; আর আমার দ্বারা ক্রীতদাসীর উপযুক্ত সমস্ত সেবা হ'তে পাবেন

জটা। নাও মামা হয়েচে, খুব তোমার মনের মত দাসী হয়েচে উচ্ছিষ্ট খাবেন না, তা খুব হয়েচে, এক কাজ কোরো, সকালবেলা ঘণ্টা বাজিয়ে ওর ভোগ দিয়ে তারপর তোমার শালগেরাম বাণলিঙ্গি টিঙ্গি যা আছে তা'দের পেসাদ দিও। আর উনি তো কা'কেও মুখ দেখাবেন না, ত গোয়ালের পেছনে ওর একটা আলাদা অন্তঃপুর বেঁধে দিও, সেখানে হাত হাত ঘোমটা দিয়ে পাটরাণী হয়ে বসে থাক-বেন; আর মাসীকে বলো মাঝে মাঝে গিয়ে বাতাস করে আসবে বাস, মাসীর যেমন মাসী পেয়ে গেলে।

শিব তুই থাম, বেল্লিক ছোঁড়া বাছা, তাই হবে; তোমার মূল্য কত?

শৈব্যা যা দয়া করে দেন

জটা তিন দামড়ী! তিন দামড়ী! য গুণ দেখছি ওর ওপব আর এক কড়া নয়

শিব তুই কি চুপ করতে পারিস নি? তবু বাছা তোমায় একট মূল্য বলতে হয়

শৈব্যা। ঠাকুর, আমি এক্ষণে যার দাসী তিনি আমায বিন মূল্যে ক্রয় করেছিলেন; আমার এই অকিঞ্চিৎকর দেহের এক কপর্দকও মূল্য আছে ত আমি বিবেচনা করি না, তবে আমাব প্রভু এক ব্রাহ্মণের নিকট সহস্র সুবর্ণের জন্য ঋণী আছেন, দাসী সেই ঋণ পরিশোধার্থেই আত্ম-বিক্রয় করছে

জটা কি কি কত? সহস্র! সে ক' হাজার? খুব লম্বা চৌড়া কথা দেখছি যে, গেরস্ত বাড়ী ঢুকে তা'র সোনার গাছে মাণিকের পাতা ধরিয়ে দেবে নাকি? এতে দাম!

শৈব্যা আমি আমার মূল্যের কথা বলিনি, আমাব প্রভুর প্রয়োজনের কথা বলেছি।

জটা কিনবো তোমায়,আর ওজন হবেন তোমাব প্রভু বুঝি? আব ওজন দরেই বা দাসী কেন কি?

ব্রাহ্মণ ওরে গাধ ওজন নয়রে ওজন নয়—প্রয়োজন বাছা আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করবো কেমন করে? আমায় দেখছি অন্য দাসীর অনুসন্ধান করতে হ'ল।

শৈব্যা দেব! আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির গৃহে বাস করবো না, আপনার যা অভিরুচি হয় কৃপা করে তাই দেন, আমায় ক্রয় করুন।

ব্রাহ্মণ দেখ বাছা,আমি বৃদ্ধ,অধিক কথা জানিনে সংসারে ব্রাহ্মণী একাকিনী, তা'র তিনি কিঞ্চিৎ কোমলা, এই জন্যই একটী সচ্চরিত্র মেয়ের তত্ত্ব করছি অল্প স্বল্প মূল্যেই লওয়ার ইচ্ছা ছিল, ত তোমায় অতি সুলক্ষণ দেখে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে যে তুমি আমার গৃহে থাক, সেই জন্য পাঁচশত সুবর্ণ পর্য্যন্ত দিতে পারি; এখন তোমার ইচ্ছ

শৈব্যা আজ্ঞা তাই দেবেন, আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হলেম

রোহিত আর ঠাকুর, আমার জন্য কত দেবেন?

ব্রাহ্মণ তোমার আবার কি? তুমি কে? বাছা এটী কি তোমার—

শৈব্যা হ্যাঁ ঠাকুর, দুঃখিনীর গর্ভে যন্ত্রণা পেতেই এই শিশু এসেছিল

ব্রাহ্মণ তোমায় ত বাপু আমার প্রয়োজন নাই

রোহিত আমি মাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না ঠাকুর, দয়া করে আমাকে নিয়ে যান, আমি অনেক কাজ করতে পারবো। আমায় ধনুক দেবেন আপনার বাটীতে পাহারা দেব, কোন শত্রু আসতে পারবে না

ব্রাহ্মণ বাপু, আমার সামান্য পুরী, শত্রু কে আসবে যে তুমি ধনুর্ব্বাণ ধরে রক্ষা করবে?

রোহিত আমায় যা বলবেন তাই করবো গরু চরাব, আপনার পূজার ফুল তুলবো মা—মা আমায় ফেলে যেও না মা। মা, আমি একদণ্ড তোমার কোল ছাড়া থাকতে পারিনে। মা আমি তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি—

জটা য য-যা-যা ছোঁড়া—নিয়ে চল, নিয়ে যাওয় অমনি মুখের কথা! খাড়ি যোগাবে কে? দু'বেলা গিলবে যে এত এত, কোথা থেকে আসবে? ধান গম বড় সস্তা—না!

রোহিত। আপনার পায়ে পড়ি আপনি রাগ করবেন না, আমি যা বলেছি তার জন্য আমায় ক্ষমা করুন। আমায় যা দেবেন আমি তাই খাব—খুব কম খাব, এক একদিন খাব না।

জটা। না না না, তা হবে না, ইস্ না খেয়ে থাকবেন! দেখ বেটা অমন কথা বলে।

রোহিত। না ঠাকুর, আমি মিথ্যা কথা বলতে জানি না, আমায় দয়া করে চাকর করুন না, বলুন না বাবা, আমার জন্য আর আলাদা মূল্য দিতে হবে না। ও ঠাকুর, তোমার বাড়ীতে যা ফেলা যায়, যা কুকুর বেড়ালে খায় আমি তাই খেয়ে থাকবো।

জটা। তবে বাবা সে সামগ্রীর ছন্দো—কুকুর বেড়াল কি? মাগীর দাপটে আমার মাথার বড়ী কাক চিল বসে না। তুমি যে ভাবচ কাঁড়ি কাঁড়ি ছড়াছড়ি যাবে তার সাপুটে থাবে—তার যোটী নাই, মাগী আমার পিঁপড়ের গর্ত্ত থেকে চিনি টেনে বের করে নেন।

রোহিত। তবে কি হবে মা—কি হবে মা! আমি যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না মা! তবে আমায় ঐ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাও, আমি মরে যাই। ও গো, আমি মা ছেড়ে কেমন করে বাঁচবো।

শৈব্যা। ষাট্, ষাট্! দুঃখিনীর ধন অমন কথা ব'লে না যাদু। পিতা যদি দয়া করে দুঃখিনী কন্যার ভার গ্রহণ করেন, তবে তা'র অবোধ শিশুটীকেও কাছে থাকতে দিন। কৃপা করে যে অন্ন আমায় দেবেন, তারই ভাগ দিয়ে আমি ওকে পালন করবো—তাই আহার করে ও আপনাদের সেবা করবে।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা তাই চল, বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবে; যখন তোমার অন্ন থেকে ভাগ দেবে তা'তে আর দোষ কি? কি বল বাবা জটাধারী, এতে আর তোমার সামী—

জটা। বেশী কিছু নয়, তোমার পিঠে পর কতক কাঠের চাং দেবেন আমার বড় মুরুব্বি—তোমার বুদ্ধিতে বলিহারী যাই বাবা! শুনলে না ওটা ধনুকধরা বরাত ছেলে—হিমালয় সাগর খাবে আর মাগী গাওে পিণ্ডে সব গিলিয়ে শুকিয়ে দড়ি হবে। তোমার জল ঘটীটি নেড়ে দেবার জোর গায়ে থাকবে না; ঐ অতগুলো সোনা দিয়ে সব পণ্ডচ্ছেদন হবে।

ব্রাহ্মণ। তাইত তাইত! হ্যাগো বাছা, এ জটাই কি বলে? তা-তা-তা দেখ জটাই ছেলেটার জন্য সাধাটা হচ্ছে, না পোষায় তখন।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্ব। এই যে মা লক্ষ্মী এখনে। ইনি কোথায়? আমার দক্ষিণা প্রস্তুত?

শৈব্যা। দেব, আপনার আশীর্ব্বাদে অর্দ্ধেকের সংস্থান হয়েছে।

বিশ্বা। অর্দ্ধেক! এখনও অর্দ্ধেক! সূর্য্য যে অস্ত যায়।

শৈব্যা। প্রভু আমার সাধ্যে আর অধিক হ'ল না। পিতা কৃপা করে দাসীর জন্য যে সুবর্ণ দেবেন অঙ্গীকার করেছেন, তা এই ঋষিবরের হস্তে প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ। এঁকে—আচ্ছা এই নিন গণনা করিয়া দেখুন পঞ্চাশত সুবর্ণ আছে।

জটা। ও বাবা! এলি হ্যাগো ঠাকুর, ইনিই তোমাদের মহাজন নাকি? এ কি বর বলে না? সাজ গোজ তো দেখছি সেই রকম, তা'র ভেতর তেজটুকু আছে—

বিশ্বা। কেরে অর্ব্বাচীন—

জটা। যাও যাও ঠাকুর, অত আর আস্ফালনেতে কাজ নাই। আমি আর তোমার

খাতক নই ফিকির করেচ ভাল—এদিকে গেরুয়া পরে স্ফটিক স্তম্ভ গলায় দিয়ে খবচা টরচা বেশ কমিয়েচ, সুদের কারবারটা খুব জাঁকিয়ে চলবে চল মামা চল

বিশ্বা মা লক্ষ্মী কি আত্মবিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করলে নাকি? সাধু! সাধু! তুমিই সতী পুণ্যবতী! একেই বলে সহধর্ম্মিণী! আমার ইঙ্গিত তবে তুমি বুঝতে পেরেছিলে? ভাল ভাল—আমার আশীর্ব্বাদে সতী অমরত্ব লাভ কর।

শৈব্যা দেব আর ও আশীর্ব্বাদ করবেন না, যাতে এই দুঃখের বোঝা বিশ্বনাথের চরণে শীঘ্র শীঘ্র নামিয়ে দিয়ে আর্য্যপুত্রের কোলে গঙ্গাজলে এ জীবন ত্যাগ করিতে পারি সেই আশীর্ব্বাদ করুন অমরত্ব আমার পক্ষে শুভ আশীর্ব্বাদ নয়

বিশ্বা বৎসে, আমি তোমায় সে অমরত্বের বর প্রদান করি নাই পৃথিবীতে সেরূপ অমরত্ব অনন্ত যাতনার সংস্থান মাত্র যতদিন আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উদয় হবে—যতদিন জগৎপ্রাণ সমীরণ সঞ্চারিত হবে—যতদিন পৃথিবীতে জীবের বাস থাকবে, ততদিন লোকে তোমার এই অপূর্ব্ব পতিভক্তি—এই আদর্শ দাম্পত্যদায়িত্ব—এই নিষ্কাম আত্মবিসর্জ্জন কীর্ত্তন করবে। রমণীললামভূতা শৈব্যার নাম জগতে অমর হবে, এই প্রকৃত অমরত্ব, আমি তোমায় সেই আশীর্ব্বাদ করছি এক্ষণে তোমার স্বামী কোথায়? এখনও সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হয় নাই

শৈব্যা দেব, তিনি নিকটেই কোথাও আছেন, আমি স্নান করতে এসে গোপনে আত্মবিক্রয় করলেম, তাঁর চরণে অনুমতি লওয়া হ'ল না! অনুমতি প্রার্থনা করবার সাহসও আমার নাই; একথ শুনলে তিনি কি করবেন তা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে! তাঁর ধর্ম্মই তাঁকে রক্ষা করবে!' আমি চন্দ্র, সূর্য্য, ভাগীরথী, পুণ্যভূমি বারাণসী সাক্ষী করে, তাঁর চরণে বিদায় নিলেম অধিনী তাঁর চিরদাসী, তাঁর কার্য্যেই পরপরিচর্য্যায় দেহ নিয়োজিত করলেম; এখনও প্রাণ অবিচ্ছিন্ন তাঁতে। সেই চরণেই পড়ে রইল আমার ধর্ম্ম পুণ্য দেবতা স্বর্গ সবই তিনি, তাঁর চরণে অপরাধী হয়েছি, তিনিই মার্জ্জনা করবেন দেব! আপনি তাঁকে প্রবোধ দেবেন। স্বামিন্! প্রভু! দেবতা নাথ! শৈব্যার বিশ্বনাথ! বিদায় হই ধর্ম্ম যদি কর্ম্মফল খণ্ডন করেন তবে জগতে আবার চরণে স্থান পাব, নচেৎ দু'দিনের এই অভিনয়ান্তে, সেই অনন্তধামে অবিচ্ছেদ পতিসুখ ভোগ করবার আশায় রইলেম! পিতা চলুন আর বিলম্ব করবো না, দেখা হ'লে যাওয়া হবে না। আয় বাব আয়

রোহিত মা, বাবা যাবেনা? তবে বাবাকে কখন্ দেখতে পাব?

শৈব্যা বাবা, পাবে—পাবে—

জটা বস্ ঐ পর্য্যন্ত! অনেক রাজ্যের ঘটা শোনা গেছে, আর না, জঠরের ভেতের ছুটা চুলো জলে উঠেছে

ব্রাহ্মণ এস মা এস

শৈব্যা ঋষিবর প্রণাম হই বাবা প্রণাম কর। নাথ- -বিশ্বনাথ—

[বিশ্বামিত্র ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

বিশ্বা যদি জগতে স্বার্থ বিসর্জ্জনে আত্মসংযমে মহাতপা যোগী ঋষিকেও কেহ পরাস্ত করতে পারে—তবে সে রমণী। পতিব্রতা রমণী—সন্তানবৎসলা রমণীই প্রকৃত তপস্বিনী; আপনার সুখ শান্তি প্রবৃত্তি বাসনা স্নেহময়ী রমণী পতীর জন্য, সন্তানের জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে! সতী আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করে অম্লান বদনে হাসতে

হাসতে পতির চরণে ডালি দিতে পারে! মহাতপা বনবাসী তপস্বী অনাহারে অনিদ্রায় পঞ্চভূতের অত্যাচার সহ্য করে তপ করেন, সেও মুক্তি কামনায়; কিন্তু নরকের বিভীষিকা সম্মুখে রেখেও সতী পতিপদ সেবার জন্য লালায়িত হন। পতির কার্য্যাকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সতী বিচার করেন না জগতে কামিনীই যথার্থ নিষ্কামী! একি হৃদয়! রমণীর নয়নে জল কণা দেখে দুর্ব্বল হও কেন? এখন না— এখন না। কার্য্য— কার্য্য—কার্য্য! দাম্ভিকের দর্পচূর্ণ প্রয়োজন, ঐশ্বর্য্য গর্ব্বের মস্তকে পদাঘাত করতে হবে, ধর্ম্মদর্পী হরিশ্চন্দ্রকে দুর্দ্দশার নিম্নতর স্তরে পাতিত করে ধর্ম্মের মুখে কালিমা লেপন করতে হবে কোথায় ধর্ম্ম এখনও এলনা; রাজরাণী শৈব্যা বারাণসীর দাস-বিপণিতে বিক্রীত হ'ল, রক্ষা করতে পারলে না! জুলিনি—জুলিনি। তুমিই জানকীকে পাতালে পাঠিয়েছিলে

(রাজার প্রবেশ)

রাজা কৈ শৈব্যা! কৈ কোথা প্রিয়ে, তোমায় না দেখে যে আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখছি! কোথায় গেলে? স্নান করতে গেলে আর তো তোমায় দেখতে পাইনি অভাগা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বনাশ যজ্ঞে আহুতি দিয়ে জাহ্নবী কি আমার সর্ব্বস্বধন হরণ কল্লেন! হ্যাঁ মা সর্ব্বগ্রাসী, আমার এইটুকু সুখও কি তোর সইল না?

বিশ্ব। বাতুলের ন্যায় কি বলছো? এদিকে চেয়ে দেখ।

রাজা। ঋষিবর?

বিশ্বা। হাঁ, একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখ তোমার বংশনিদান অস্তগত প্রায়।

রাজা। আমার শৈব্যাকে দেখেছেন?

বিশ্বা দেখেছি, তোমার পত্নীপুত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই

রাজা তা'রা কোথায়?—তা'রা কোথায়?

বিশ্বা। আমি তো তোমার দূত নয় যে আজ্ঞা মাত্র সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করবো আমি আর পলমাত্র বিলম্ব করবো না; আচ্ছা পরিষ্কার বলনা কেন যে আমি দেব না, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করি আমি আর তো বলপূর্ব্বক তোমার কাছে কিছু বলতে আসিনি

রাজা। দেব সকল বলের শ্রেষ্ঠ বল সত্যের বলে আমি আবদ্ধ, কেমন করে বলি দেব না কিন্তু উপায় কৈ? আপনার ইঙ্গিতে আত্মবিক্রয় করতে বিপণীতে এসেছিলেম, কিন্তু গ্রহ আমায় বিরূপ, বাজারে ক্রেতা নাই

বিশ্বা দেখ ছলনা রাখ ক্রেতা নাই! তুমি চির দাসত্বে আবদ্ধ হতে স্বীকৃত হলে, আর পাঁচশত সুবর্ণ সংগ্রহ করতে পার না?

রাজা পাঁচশত সুবর্ণ! আমি তো সহস্রের জন্য সত্যে আবদ্ধ

বিশ্বা হাঁ, কিন্তু তোমার গুণবতী বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী স্বামীর অর্দ্ধেক ঋণ পরিশোধ করেছেন

রাজা সে কি? শৈব্যা? ঋণ পরিশোধ কেমন করে? কে খায় সে—কোথায়?

বিশ্বা। তোমার ইচ্ছা থাকলে ক্রেতা পেতে। শৈব্যা সতী, সত্যসত্যই স্বামীর ঋণ পরিশোধে ইচ্ছা ছিল, তাই সে ক্রেতা পেয়েছে।

রাজা। ক্রেতা পেয়েছে! শৈব্যা ক্রেতা পেয়েছে! তবে কি শৈব্যা দাসী! সহস্র কিঙ্করীর অধিকারিণী শৈব্যা দাসী! একি—

একি—মেদিনী টলমল করে কেন আমি যাই—যাই—একেবারে দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যাই

বিশ্ব মহারাজ, ভরতাশ্রমে আমি অনেকরূপ নাটকাভিনয় দেখেছি, আপনার এই অপূর্ব্ব অভিনয় অতি সুন্দর হলেও আমার দেখবার স্পৃহা নাই

রাজা ঋষিবর। আপনার বাক্যে বজ্র আছে, কিন্তু দগ্ধ কচ্ছে না কেন?

বিশ্বা দগ্ধ হবার কি এতই বাসনা হয়েছে? তা সাধ পূর্ণ হবে বিলম্ব নাই ঐ সায়াহ্ন স্নানের জন্য সূর্য্য ভাগীরথী গর্ভে অবতরণ কচ্ছেন ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে ঐ রক্তপিণ্ড অদৃশ্য হলে শুধু তুমি নয় তোমায় সপ্তম পুরুষের পর্য্যন্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বর্গ সমস্তই ধ্বংস হবে

রাজা তেজস্বী, রক্ষা করুন। ক্রোধ সম্বরণ করুন। দয়া করুন। ব্রহ্মশাপে সূর্য্যবংশের কীর্ত্তি ভস্ম করবেন না ও হো-হো-হো। শৈব্যা দাসী। রাজকুমার পরান্নে পরগৃহে। আর কেন আজ্ঞা করুন,কি করবো? আর অভিমান নাই, আর ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই, যা'কে ইচ্ছা আমায় বিক্রয় করুন, আপনার ঋণ আপনি পরিশোধ করে নিন।

বিশ্বা এই এতক্ষণে তোমার সুবুদ্ধি উদয় হয়েছে, এইবার তুমি গ্রহমুক্ত হলে।

রাজা কোথায় কে আছ, কাশীবাসী এস—এস এস দাস ক্রয় কর কার দাসের প্রয়োজন? কার জলভার বহন করতে হবে? কার ধেনুচারণের—কাষ্ঠ ছেদনে ভৃত্য চাই?—কার অঙ্গনের আবর্জ্জনা মার্জ্জনের দাসানুদাসের অভাব? এস—এস, ক্রয় কর মুকুটধারী শিব আজ আচণ্ডালের সেবা করতে প্রস্তুত

বিশ্বা। হরিশ্চন্দ্র। আত্মবিস্মৃত হচ্ছো কেন, পরিচয় দানে অধিক অপমানকে কেন আহ্বান করছো

রাজা ধন্য। ধন্য ঋষি। অর্থের ঋণ পরিশোধ হলেও ঋণী থাকবো, ভাল কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন

(পরাহু ও ঝিমনের প্রবেশ)

পরাহু কুথারে কুথারে? কে বিক্রী হোবিরে? হাঁরে তু দেখেছিস, এখানে কে বিক্রী হোবে বলে চিল্লাচ্ছিল?

বিশ্ব দেখ ক্রেতা উপস্থিত, আপনাকে অর্পণ কর

রাজা বাপু তোমরা কে?

ঝিমন আরে তু চিনিস না, জানিস না, কাশীতে মরতে আসছিস, আর ঠিকাদারকে চিনিস্ না এখানে মরবি, বিশ্বনাথ কাণে রামনাম ফুকবে, শিব হবি; লেকেন আগে আমার সর্দ্দার পরাহু ঠিকাদারের হাতে দান কাপড়াখানি ধরে দিবি তো জলিয়ে পুড়িয়ে স্বর্গে যাবি

পরাহু আরে বাপরে বাপ! আজকাল ঘাটে বড়া কাম। আট নয়টা নোকর আছে, তব্বি দুটা ঘাট সামাল দিতে পারবো না খালি—রাম রাম সত্য হ্যায় —রাম নাম সত্য হ্যায় কেত্তা মুর্দ্দি হামার দান কাপড়াটা ফাঁকি দেকে শিব হয়ে স্বর্গে যায়। সেই হামি আর একটা ভাল নোকর ঢুঁড়ছি। কে বিক্রী হচ্ছিস বাবা?

বিশ্ব দেখ দেখি এ লোকটা কেমন

পরাহু এতো সোনার চাঁদ আছে ঠাকুর বাবা। কোন ভাগ্যমানীর বেটা হোবে, ওকি ঘাট চণ্ডালের নোকরি করে। বুড়া মানুষকে কেন ঠাট্টা করিস্ ঠাকুর বাবা। বলিয়ে দে, কুথা নোকর গেল।

বিশ্বা। না ন, এই ভৃত্য—বল না নীরবে রইলে কেন?

রাজ প্রভু,এ যে চণ্ডাল,মৃতকম্বলহারী

বিশ্ব বেশ তো, এই না বলছিলে যে আচণ্ডালের সেব করতে প্রস্তুত।

রাজ আজ্ঞে সেট —

বিশ্ব কথার কথ—কেমন? বুঝেছি বুঝেছি—ধর্ম্মগর্ব্ব, সত্যের অহঙ্কার সব বুঝেছি তুমি তো ধার্ম্মিক -তোমার ধর্ম্ম রাজকেই আমি চিনি ঐ দেখ পশ্চিম আকাশে চেয়ে দেখ, তোমার ব্যবহার দেখে তোমার বংশনিদান লজ্জায় হীনতেজ ও রক্তবর্ণ হয়েছেন

রাজ ত ইত তাইত। দেব যে অস্ত-মিত প্রায়। প্রায় কি? এখনই—এখনই যে দৃষ্টিপথের বাহির্ভূত হবেন দেব দেব। ক্ষণেক অপেক্ষ করুন

যন্মঙ্গলং 'মুচমতিপ্রবোধ' ধর্ম্মার্থসিদ্ধিং কুরুতে জনানাম্

তৎসর্ব্বকামক্ষয়কারকঞ্চ, পুনাতু মাং তৎ-সবিতুর্ব্বরেণ্যম্

প্রণাম গ্রহণ কর দেব, ক্ষণেক অপেক্ষা কর, তোমার বংশে ব্রহ্মশাপ হয়, ক্ষণেক অপেক্ষা কর তপোধন। তাই হোক; অদৃষ্ট। তোমার লিপি পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ হউক, —শৈব্যা দাসী হয়েছে, রোহিত দাসীপুত্র হয়েছে আর অভিমান কেন যখন পদসেবা করবো ভৃত্য হবো—ক্রীতদাস হবো, তখন আর আমার চণ্ডাল বিচার করে কাজ কি? কে ভাগ্যবান—কে আমায় গ্রহণ করবে এস, পণ দাও

পরাহু। ঝিমন কেতে বলিয়ে?

ঝিমন। মানুষটা পাগলা পাগলা দেখছি না (রাজার প্রতি) হাঁরে তু কামটী করতে পারবি তো?

রাজা। কি কাজ করতে হবে বল?

ঝিমান। কাম থোড়া বহুৎ দক্ষিণে ঘাটটী তুহার জিম্মা হোবে, যেতো মুর্দ জলবে, তুই সবটির লুগা পাটা লিয়ে লিবি আর পাঁচপণ কবিয়ে কোড়ি মুর্দা পিছু হিসাব করিয়ে লিবি দেখিস্, ভাই কিছু সাথিয়ে লুথিয়ে চুরি করিস্না, এ কাশীজী শিবের পুরী আছে, চুরিটী করলে ভাই কাশীর কোতোয়াল কালভৈরো জাঁতাটীতে ফেলিয়ে হাড় মড় মড কড় কড় করিয়ে ভাজিয়ে দেব

পরাহু আর কজটী ঠিক করিয়ে করলে, চুরি উরি না করলে, আমি দুট রাজা মহারাজ সবলে ভাই তোকে এক এক দিন পেটটী ভরিয়ে ভালা সরাপ পিলায়ে দেবে কামতো বুঝলি? লেকেন তোর চেহার টা বড় ভালা আদমির মতন আছে শুধু বিহ নে এক হামার শুয়ারগুলিকেভি থোড় চরায়ে আনতে হোবে—পারবি তে?

রাজ দেব। একি—একি। এও কি অদৃষ্টের লিপি, না তাঁর ওপরে আপনার রচনা আছে?

বিশ্ব আমার কেন। যাঁর চির আরাধনা করেছ, তোমার সেই ধর্ম্মরাজের দয়া প্রতাপ। এখনও কি ইতস্ততঃ করছ? অর্দ্ধ-সূর্য্য কখন না দেখে থাক তে ঐ আকাশ পানে চেয়ে দেখ। দরিদ্র ঋণীর আবার কার্য্যাকার্য্য বিচার কি।

রাজা কিছু না, ঠিক—বলেছেন—কিছু না আয় চণ্ডাল আয়। এই মস্তকে তুং দিয়ে তোর দাস হলেম। নে, আমায় ঋণ-মুক্ত কর, পাঁচশত সুবর্ণ এই ব্রাহ্মণকে দে

পরাহু পারুংগা

ঝিমন। (জনান্তিকে) ঠিকাদার! বাতটী বোলিস না—সুবিস্তা আছে—সুবিস্তা আছে। দেখছিস না কেমন জোয়ান; মানুষ ভালা মানষের ছেলিয়া, খাবে কি কম, আর

আঁটি দু'টী সাক্ষা আছে, চুবি ওবি কববে না; ফিন্ বিক্রী করলে দুনা মিলিয়ে যাবে।

পরাহু পান্‌শো তো থালিয়াতে মজুত আছে—ভাই একঠো ছোটা ডিঙ্গি লেবার বি কাম ছিল—

ঝিমান ডিঙ্গি উর্ঙ্গি হোবে,দোসরা বোজ দেখা যাবে ঝট্‌সে ফেলিযে দে, নোকড় ঘর লে চ', এখনই দুসরা খদ্দের আসবে হামাবা চণ্ডালকা ঘরে ঝট্‌সে কি নোকড় মিল্‌তা ভাই? লিয়ে লে লিযে লে

পরাহু ভালা তুহারি বাত (বিশ্বামিত্রের প্রতি) লে ঠাকুর-বাবা লে, তু বিক্রীওয়ালা? (বলিষা প্রদান) আয় ভাই চলি আয—ঘর চলি আয়, তুহার নামটী কি ভেইয়া?

রাজ হরি—হরি নাম বলি

পরাহু। হবিয়া, বেশ নাম—বেশ নাম, আয় ভাই হবিযা আয়

রাজা চল

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজপথ

(দুইজন বৈতালিকের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বৈতালিকদ্বয় :— (গীত)

রবিকুল রাজা শত রবিতেজা,
পবম সুখে প্রজাবঞ্জনকারী
সাম দান গুণে, বাঁধি শত্রুগণে,
দেব তোষে কত যাগ করি
রমণী শৈব্যা, ত্রিলোকে ভব্যা,
ভুলে জননী শোক তাঁরে হেরি
রোহিত আস্যে, সুমধুর হাস্যে
লজ্জিল চাঁদ মম তামসিহারী
কাল কাটে সুখে, সতত হাসি মুখে,
পবদুঃখ শুনে ঝরে নেত্রবারি
হেরে ধর্ম্মমতি, কবে পায নতি,
ক্রীতদাস ভাবে থেকে ঘোর অরি।
কৌশিক রোষে, পড়ি পরিশেষে,
সকলি হারাল দ্বিজে দান করি
গুণধর পুত্রে, আর কলত্রে,
সাথে লয়ে হ'ল হায কাননচারী॥

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা তোমবা এ সব গান গাইছ জান এ হরিশ্চন্দ্রের বাজত্ব নয় এখানে হরিশ্চন্দ্রের যশোগান কেন?

১ম বৈতা আমবা ভট্ট, রাজার যশোগান কর'ই আমাদের কুলধর্ম

বিশ্বা না ওসব এখানে হবেনা

১ম বৈতা যে আজ্ঞে, এখন অবধি মহারাজ বিশ্বামিত্রের যশোগান করবে, তাঁরও তো কীর্ত্তির অভাব নাই

বিশ্বা না না তা করতে হবে না মহারাজ বিশ্বামিত্র একি!

১ম বৈতা। আজ্ঞে তিনিই তো এখন রাজচক্রবর্ত্তী

বিশ্বা যাক, তোমরা যাও—তোমরা যাও

[বৈতালিকদ্বয়ের প্রস্থান

বিশ্বা। জিতলে কে?—আমি না হরিশ্চন্দ্র? সে দিব্য মহাশ্মশানে বসে দিবারাত্র মা মা করে মহাশক্তিকে ডাকছে, পত্নী পুত্র রাজ্য ঐশ্বর্য্য—কোন চিন্তাই নাই আর আমার—রাজত্ব ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগ করে নির্লিপ্ত হয়ে বসলেম—দেখ একবার

বিড়ম্বনা দেখ—তপস্যার অবকাশ নাই। যজ্ঞ করবার সময় নাই! হোমের সময় নাই। দিবারাত্র কেবল রাজত্ব—রাজত্ব—রাজত্ব আচ্ছা বিধাতা তুমি থাক, দেখি তোমার কত পাণ্ডিত্য আছে, আমি এইবার তোমায় বুঝে নেব ও আবার কিসের কোলাহল।

(জনৈক নাগরিক ও তাহার পত্নীর প্রবেশ)

পত্নী ওরে মিন্‌সে করিস কি—করিস কি?

নাগ আর করবে কি এই চল্লেম আমি।

পত্নী ঘর-সংসারের সমস্ত জিনিস নিয়ে যাচ্ছিস্ কোথা?

নাগ যা'ব আর কোথা, তোমায় ভাগ করে দেখাচ্ছি—রোস্, পরিশ্রম করে মরবো আমি, আর তুমি পাঠাবে সব তোমার বাপের বাড়ী; এই চল্লেম, এই ঘটী, বাটী, বিছানা, মাদুর, লেপ কাঁথা, টাকা কড়ি, গোরু বাছুর, সর্ব্বস্ব সেই বিশ্বেশ মিত্তিরের গর্ভে দিয়ে আসছি' 'তার খুব ক্ষিদে—রাজার রাণী খেয়েছে, ছেলে খেয়েছে, রাজত্বটা খেয়েছে, ঘোড়াশালা, হাতীশালা খেয়েছে, গোয়ালকে গোয়াল খেয়েছে—আর আমার ক'টা জিনিস খেতে পারবে না?

বিশ্বা তুমি কে হে বাপু?

নাগ দেখ তো ঠাকুর, যা কিছু আনবো সর্ব্বস্ব দেব ওকে, উনি দেবেন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে,—তা আর পারি না।

বিশ্বা। উটী তোমার কে?

নাগ উটী কে বুঝতে পাচ্ছ না নাকি? ঠাকুরের কি ও পাঠ নাই নাকি? হাতের জল পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয়নি?

বিশ্বা কি বলছো বুঝতে পাচ্ছিনা।

নাগ। দেখতে পাচ্ছেন না কে? এত আবদার আর কা'র হয়? তৃতীয় পক্ষ—তৃতীয় পক্ষ।

বিশ্বা। তৃতীয় পক্ষ কি? বালিকাটী তোমার কন্যা?

নাগ নেহাৎ মন্দ আছেন নি, বয়সে আর আবদারে তাই বটে—কিন্তু সম্পর্কে ভার্য্যা।

বিশ্বা ভার্য্যা। তোমার সহধর্ম্মিণী? তে বালিকা

নাগ। আজ্ঞে একে সহধর্ম্মিণী বলে না—পিত্তিরক্ষিণী এর পূর্ব্বে দু'টী বিশ্বামিত্রকে দিয়েছি

বিশ্বা বিশ্বামিত্রকে দিয়েছ

নাগ ঐ যমকে দিয়েছি, তা—হলেই হল, দুজনেই তো সর্ব্বগ্রাসী

বিশ্বা। (স্বগতঃ) বাঃ বাঃ। এই তো উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হচ্ছে ক্ষত্রিয় থেকে ঋষি, ক্রমে দেব উপাধি লাভ কচ্চি, এ লোক চক্ষে যম দাঁড়াইয়ে গেছি

নাগ কি ঠাকুর, থমকে গেলে যে? যম-ঋষি আপনারও কিছুতে দৃষ্টি দিয়েছেন নাকি?

বিশ্বা না, বিশ্বামিত্র কি কার অনিষ্ট করেছে?

নাগ রাম কহো। অনিষ্ট কাকে বলে তাই সে জানে না রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্য-ভার নিয়ে মহা কষ্ট পাচ্ছিলেন, ঋষি ঠাকুর এক গণ্ডুষ জল হাতে করে এক কথায় তাঁকে সপরিবারে স্বর্গের পথে এগিয়ে দিয়ে সব জ্বালা যন্ত্রণা থেকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন তা বেশ করেছেন, সেই কৃপাটুকু আমার উপর কল্লে আমিও নিশ্চিন্ত হই।

বিশ্বা তোমার আবার কিসের নিশ্চিন্ত?

নাগ। আমার ভয়ানক ব্যাপার। রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এই ছোটখাট পৃথিবীটুকু শাসন করতে হতো, আর আমাকে তৃতীয় পক্ষের পিত্তিরক্ষিণীর শাসন সহ্য করতে হয় ঠাকুর

এর মর্ম্ম তুমি বুঝবে না—তুমি বুঝবে'না এখন ভেরে চিত্তে স্থির করেছি নারায়ণের ছাত পর্য্যন্ত গলিয়ে গহনা গড়িয়ে দিয়েছি, আর তো উপায় নাই, এই পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে যাচ্ছি যে যা কিছু ঢেঁকিটা কুলো'ট গরুটা বাছুরটা ঘরে আছে, সব না বিশ্বেষ মিত্তিরের উদরে দিয়ে, এই তৃতীয়পক্ষটীকে পর্য্যন্ত দক্ষিণা দিয়ে কাশী চলে যাব একবার দেখছি তিনি কত বড় ঋষি, ত্রিবিদ্যা সাধন করতে গিয়েছিলেন তো,এখন একবার তৃতীয় পক্ষের বিদ্যার শাসনটা সামলান; আমি ড্যাং ডেঙ্গিয়ে খালি হাত পায়ে কাশী গিয়ে বম্ বম্ করি এখন ঋষিকে খুঁজে পেলে হয়

স্ত্রী হ্যাঁরে মিন্‌সে, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধ, আমায় বিলিয়ে দেবে? নোড়া দিয়ে তোমার যে ক'ট দাঁত আছে ভাঙ্গবো ন। আয মিন্‌সে ঘরে আয (টানাটানি)

নাগ ছেড়ে দে বলছি আমি যদি দান করে পুণ্য করি, তোর তাতে কি?

স্ত্রী ওরে কম্‌বক্তে, আগে আমার পা পুজো করে পুণ্যি কর, তারপর অন্য পুজো কর্‌বি, আয় কম্‌বক্তে।

[উভয়ের প্রস্থান

বিশ্বা স্ত্রী লক্ষ্মীরূপিণী বটেন, কিন্তু একটু বক্রগামিনী হ'লেই সকল অনিষ্টের মূল হন বিপ্লব বিপর্য্যয় উৎপাতাদি যেখানেই উপস্থিত, অনুসন্ধান করবে তার মূলে কোন রূপে না কোনরূপে বিশ্ব-বিমোহিনী রমণীর সংস্রব পরিলক্ষিত হয় উপনিষদ পুরাণাদির উদাহরণেও তাই নির্দ্দেশ করে; সম্প্রতি তো আমিই এ বিষয়ের জীবন্ত সাক্ষ্য; সাধনা করলেম, মহা'তপা ঋষি ইন্দ্রাদি দেবগণকেও শাসন করলেম, সর্ব্বত্রই বিজয়ী, সর্ব্বত্রই সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করে কার্য্য করেছি; আর সেই রমণীরূপিণী বিদ্যাত্রয়ের সাধনা করতে গেলেম, অমনি সাধনা নিষ্ফল, সঙ্গে সঙ্গে রাজর্ষির গর্ব্বিত আসন হতে যাচক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ঘৃণিত স্তরে অবতরণ স্বেচ্ছায় বর্জ্জিত সংসারকে মলমিশ্রিত পরিত্যক্ত বসনের ন্যায় পুনরালিঙ্গন

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহ

কদম্বা ও শৈব্যা।

কদম্বা বলি হ্যাঁগা, এখানে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে যে দড়ি ভাঙ্গচে, আর কি কাজ নাই?

শৈব্যা মা, আপনিই তো বলেছেন জল তোলা দড়ি পুরাণ হয়ে গেছে

কদম্ব বলেছিলুম কি এই দেড় প্রহর বেলায় বসে ভাঙ্গতে। ও হাল্কা কাজ তো যখন ইচ্ছা করা যায়, রাত্রে সবাই ঘুমুলে টুমুলে তো নিশ্চিন্দি হয়ে ভাঙ্গতে পার এমন কুড়ে মানুষ তো বাপু বাপের কালে দেখিনি, বসে কাজ করতে পাল্লে আর দাঁড়াতে চায় না

শৈব্যা এখন কি করবো অনুমতি করুন

কদম্বা ইস্। কাজ করতে বলতে হলে তোমায় বুঝি আমার মিনতি করতে হবে?

শৈব্যা সেকি মা আমায় মিনতি করবেন কি। অনুমতি করবেন, আজ্ঞা করবেন

কদম্ব' বটে। যত বড় মুখ—তত বড় কথা। আমি তোমায় অ জ্ঞে করবো দাসকে আমি আজ্ঞা করবো। তুই আমায় আজ্ঞা করবি।

শৈব্যা সেকি কথা মা ?

কদম্বা সে কি কথা আবার কি? কথায় কথায় আমায় আজ্ঞা করবি, উঠতে বসতে আজ্ঞা করবি আমি যতবার বলবো দাসী তুই ততবার বলবি আজ্ঞে দাসী দাসী—দাসী, আজ্ঞে—আজ্ঞে আজ্ঞে।

শৈব্যা আজ্ঞে তাই হবে, এখন কি করতে হবে বলুন ?

কদম্বা কেন ঐ চাকি খানা নিয়ে কতকগুলো গম ভেঙ্গে ফেল না

শৈব্যা। পরশু তো মা দশসের গম ভেঙেছি

কদম্ব পরশু ভেঙেছ বলে, কি আজ আর ভাঙ্গতে নাই, যাও ভাঙ্গগে যাও

শৈব্য আমি ত বলেম -ভাঙ্গছি, কিন্তু অত আটা এক সঙ্গে প্রস্তুত করে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে আপনারই ক্ষতি হবে

কদম্বা হ্যাঁ হ্যাঁ বটে; তবে যাও গোরুর কুটগুলো একবার ভাল করে মেখে দাও গে

শৈব্যা আমার ছেলে তা দিয়েছে

কদম্বা জল তুলেছ কি ?

শৈব্য হ্যাঁ মা, দুটো কুণ্ড ভরে দিয়েছি ঘড়াও আর খালি নাই

কদম্বা। এই এর মধ্যে সব কাজ হয়ে গেছে। খুব ফাঁকি দাও তো ; কি কুড়ে গো—কি কুড়ে।

শৈব্যা। অন্য কাজ হাতে ছিল না বলেই দড়িটে নিয়ে বসেছিলেম

কদম্বা ও দড়ি এখন থাক, এক কাজ কর—এই তোমার গো—এই—এই কি করবে ?

শৈব্যা। যা বল মা।

কদম্বা হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি, স্থির হও না এই—এই—এই তোমার গো—যাওনা একটা শক্ত কাজ আর দেখে নিতে পার না? মনেও পড়ে না ছাই,—এই—এই—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ সিঁড়িখানা এনে তেতলার ছাতে উঠে যাও, গিয়ে—ঐ—ঐ—দেখে এস দেখি গঙ্গার জল কতটা বেড়েছে

শৈব্য তা মা, এই খিড়কিটে খুলে ঘাটে গেলেই দেখিনা কেন ?

কদম্বা না না ঐ ছাতে থেকেই ভাল কথার ওপর কথা কও কেন ? হ্যাঁ তোমার ছাতে গিয়ে যে আরও কাজ আছে, ঐ সোনার-দের গাছ থেকে উড়ে পড়ে পড়ে এক ছাত নিমপাতা জড় হয়েছে, সেই গুলো সব পরিষ্কার করে নাবিয়ে আন

শৈব্যা কোন্ দিকে ফেলবে ?

কদম্ব ফেলবে কি মনে কচ্ছে কি অমনি আলগোছে আলগোছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হবে ; কি কুড়ে গো—কি কুড়ে। শুকনো পাতা কি ফেল্‌বার জিনিস, গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া হবে, উনুন ধরানর কাজে লাগবে আঁচলে করে চাপড়ি করে সব আস্তে আস্তে নাবিয়ে নিয়ে এস। অমন চোদ্দ হাত বাঁশের চমৎকার সিঁড়ি হয়েছে, টপাটপ্ করে উঠবে আর নাববে, তাতে আর কি; আর কতবারই বা উঠানাব করতে হবে, তিরিশ কি পঞ্চাশবার—এই বই ত নয়।

শৈব্যা তাই যাই মা

কদম্বা হ্যাঁ ভাল কথা—শোন তোমার আজ উপস, আজ আর তো কিছু খাবে না।

শৈব্যা সে আজ তো না মা—কাল যে ষষ্ঠী

কদম্বা হ্যাঁ গো হ্যাঁ কাল ষষ্ঠী তা কি আর জানিনি, পেটে একটা ধরিনি বলে উপসই যেন করিনি, তা বলে কি ষষ্ঠী করে, না কত্ত করে জানিনি পুত্রের মা হয়েছ বলে ষষ্ঠী দেখিয়ে আমায় ঠাট্টা কেন ? আমি ষষ্ঠীর উপসের কথা বলছিনি, আজকের

উপসটা কি কর্ব্বে না? সধবা মানুষ তোমার ভালর জন্যেই বলছি

শৈব্যা আমি তো জানি না মা আজ কিসের উপবাস? বল বল, আজ কিসের উপবাস? সধবাকে কর্ত্তে হয়

কদম্ব হ্যাগো হ্যা—এ আর জান না, তারি ফল আজ যে আমলা শুক্রবার, সধবা মানুষকে আজ একটা আমলা খেয়ে থাকতে হয়, তা' হলে আর জন্মে শতেক পতি পায় দূর মরুকগে ছাই কি বলতে কি বলি, একশো পতি নয় —একশো পুত্তুর পায়

শৈব্যা আহা মা ভাগ্যে বলে দিলে, আমি তো জানতেম না অবশ্য আপনিও উপবাস করবেন

কদম্বা আ ভাগ্যি! আমার উপস করবার যো আছে, আমার যে কুষ্ঠিতে বিছের ঘরে কাঁকড়া, আমার উপস করবার যো নাই আহা কর্ত্তা সে দিন পাঁজী পড়ছিলেন, তাই শুনছিলেম এ বছরের মত পুন্নির বছর অনেকদিন হয়নি কি মাসে ছ'টা সাতটা করে ভাল ভাল উপসের দিন আছে তুমি বাছা ভাগ্যিমানী, সবগুলো করে নেবে, আর আমি একটাও করতে পারবো না, এমন কুষ্ঠিও হয়েছিল! ঐ যে কিসের ঘরে কি বল্লুম।

শৈব্যা কাঁকড়ার ঘরে বিছে।

কদম্বা হ্যা হ্যা বুঝছ, তা কর বাছা, তুমি বাছা দেখিয়ে দেখিয়ে উপস কর, আমি নয় পাপিষ্ঠি গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখবো, যেমন কপাল!

জটা (নেপথ্যে) এখানে কেন? চ, তোর মার কাছে টেনে নে যাই।

(জটাধারী রোহিতকে ধরিয়া প্রবেশ)

জটা আজ তোর হয়েছি কি, একবার দেখাচ্ছি মজা!

রোহিত তোমার পায়ে পড়ি মামা ঠাকুর, মা'র সামনে নয়; মার সামনে আমায় মের না, তা' হলে মা বড় কাঁদবে। আমায় ঘাটের ধারে নিয়ে গিয়ে যত ইচ্ছা মার

জটা ও" হলে তা'র মজা হল কিরে বেটা! তুই বাপ্ বাপ্ ডাকবি, তোর মা আছড়াপিছড়ি খাবে তবে মারের মজা হবে

কদম্বা কি হয়েছে জটাই কি হয়েছে, ছেঁাড়াকে মারছো কেন?

জটা মারবো না, আমার অমন আকন্দ-গাছের লকুলকে ডগাটা একবারে আধহাত খানেক মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে

রোহিত দিদিমা আর আমি অমন কাজ করবো না আকসি দিয়ে ফুল পাড়তে গিয়ে হঠাৎ ভেঙ্গে গেছে

জটা হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছে, আঁকসি দিয়ে পাড়া কেন? গাছে উঠে পারতে পারিস নে!

রোহিত আমি যে গাছে উঠতে পারি না মামাঠাকুর

জটা গাছে উঠতে পার না চাকর হয়েছিস গাছে উঠতে জানিস্ নি? বেতের চোটে গাছে উঠতে শেখাব, পিঠের চামড়া তুলে দিচ্ছি (প্রহার)

রোহিত ওমা এখান থেকে যাও, সরে যাও, ওমা এখান থেকে সরে যাও, ওমা তুমি দেখতে পারবে না মা, তুমি সরে যাও—সরে যাও, আমি মার খেয়ে তোমার কাছে যাব এখন

কদম্বা ওঃ এ যে কিছু বাড়াবাড়ি আদর গা—মা সরে যাবেন, তবে ছেলে মার খাবে! অপকর্ম্ম করিস্ কেন? কল্লেই তো মার খেতে হয়

শৈব্যা। মাগো, এবার ক্ষমা করতে বল।

এখন থেকে আর ও সাবধানে থাকবে, সাবধানে কাজ করবে আহ বাছার ননীর শরীর অমন বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হযে যাবে

কদম্ব ওম কোথায় যাব গো। কাকে হবো কি। না পৃথিবীতে আর ধর্ম্ম নাই গরিবের ছেলের আবার ননীর শরীর। বেঁচে থাকলে আরও কত কি শুনতে হবে অ্যাঁ, ও জটাই, বলে কি বে? চাকরাণীর ছেলের আবার মার খেলে লাগে। তার বুঝি আবার ভদ্দোর লোকের মত কষ্ট হয়? বাছা এত ঢং যায়, তার পরের বাড়ী চাকরী করতে আসতে নাই

শৈব্যা ঠিক—ঠিক মা, আমার স্মরণ ছিল না দুঃখিনীর আবার কষ্ট কি। অদৃষ্টের প্রহারে যে অহোরাত্র জ্বলছে, বেত্রাঘাতে তার আর কি হবে।

জটা। ঐ নাও, ঠাকরুণ,আবার বেদব্যাস আরম্ভ করলেন। মামী, মাগীকে এখান থেকে যেতে দিও না, ও দেখবে আমি ছোঁড়াটাকে পিটবো, তাই ত এখানে টেনে এনেছি, চলে গেলে আর মজাটা হবে কি

রোহিত না গো তোমাদের পায়ে পড়ি, মাকে এখান থেকে যেতে দাও, না হয় আমাকে বেশী করে মেরো, মাকে দেখতে দিও না।

শৈব্যা মা, যদি তোমার গর্ভে একটা হতো, তা হলে বুঝতে যে, সন্তানের যাতনা দেখলে মার প্রাণ কি করে

কদম্বা নাও, তোমার আর বাক্যি-যন্ত্রণা দিতে হবে না জটাই যুথা মারবি, তার দাঁড়িয়ে দেরি কচ্ছিস কেন, যা হয় করে নেনা

শৈব্যা বাছারে, সন্তানের নিরাপদের স্থান মায়ের কোল, কিন্তু তাও আমার তোকে দেবার স্বাধীনতা নাই কাঙ্গালের আশ্রয় দিননাথকে ডাক, আমি অভাগিনী এখান থেকে যাই

কদম্বা যাচ্ছ কে থা? আমায় আজ্ঞা না করে যে চলে যাচ্ছ? জান, আমি মনিব, তুমি দাসী

শৈব্যা জানি, জানি মা আমি তোমার দাসী। জানি মা, যে দিন তোমার দাসত্ব স্বীকার করেছি, যে দিন স্বাধীনতা বিক্রয় করেছি, সেই দিন সঙ্গে সঙ্গে আমার ইহজীবনের সর্ব্বস্ব তোমায় বিক্রয় করেছি। জানি মা, শুধু এ দেহ তোমার দাসী নয়, আমার মন প্রাণ তোমার দাসী, আমার সুখ শান্তি তোমার দাসী, আমার চিন্তা অনুভব তোমার দাসী, আমার স্নেহ মায়া বাৎসল্য তোমার দাসী, আমার আর নিজের সুখ দুঃখ নাই শুভাশুভ নাই, সবই মা তোমার জানি মা, এ দগ্ধ প্রাণ যদি বেত্রাঘাত দেখে ফেটে যায় তবু তুমি অনুমতি করলে হাসতে হবে জানি মা যদি ছেলের মুখচুম্বন করে এ পোড়াব মুখে একটু হাসি আসে তোমার ভ্রূকুটিতে সে হাসি ঠোঁটের কোণে লুকাতে হবে।

জটা জান তো সব, তবে চলে যেতে চাচ্ছিলে কেন? দাঁড়িয়ে দেখ একবার কি করি

শৈব্যা কি করবে ব্রাহ্মণ, কি দেখাবে? এ পাষাণ প্রাণে আর কত সহ্য করতে পারে তাই দেখাবে? ব্রাহ্মণ, তুমি জান কি আমি কি দেখেছি। জান কি, আমি কি সহ্য করেছি। জান কি সহস্র পল্লবিত শাখা প্রসারিত বটবৃক্ষ বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে দেখেছি। অনন্ত অতলস্পর্শ মহাসাগর শুষ্ক হয়েছে,তা দাঁড়িয়ে দেখেছি। আর জান কি—কার হাত ধরে তুমি—তুমি—

তুমি পীড়ন কচ্ছো আর আমি কে দাঁড়িয়ে দেখছি?

জটা। (স্বগত) ও বাব কেরে, রাক্ষসী না ইন্দ্রের শচী? আচ্ছা দাসী তো মামা এনেছে (প্রকাশ্যে) নৈ নে বাপু তোর ছেলে নে, বেয়াড়া ছেলে—পারিস আপনি শাসিত কর

[প্রস্থান

কদম্ব। ও জটাই গেলি কেন—গেলি কেন?

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান

রোহিত। মা মা—মা আমাব—

শৈব্যা। দুঃখিনীর ধন—বাবারে, অঞ্চলের নিধি (ক্রোড়ে ধারণ)

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান

হরিশ্চন্দ্র

রাজা। চণ্ডালের দাসত্ব—কদর্য ভোজন—মৃতকম্বলাহরণ। শূকর চারণ—কিন্তু তবু তৃপ্তি—তবু হৃদয়ভার অনেক লাঘব—আমি ঋণমুক্ত। অহো—হো—হো—কি যে জ্বালা। ঋণের জ্বাল! কি বিষের জ্বালা! চরণে দাসত্বের নিগড় পুরেছি বটে, কিন্তু প্রাণের কি কঠোর যন্ত্রণাদায়িনী নিগড় খসে গেছে, বিশ্বামিত্রের ঋণে তো মুক্ত হলেম, বসুমতীর ঋণমুক্ত হয়ে কবে চলে যাব। আর কেন পৃথিবীতে থাকা। কার জন্য থাকা, আর কিসের বন্ধন? যে দু'টী কুসুম-ডোরে হৃদয় বাঁধা ছিল, সে দুটী তো ছিন্ন হয়েছে, যা'দের দেখে প্রজাপুঞ্জের শোক বিস্মৃত হতেম, তারা তো আর আমার নাই। নাই—কোথায় গেল? কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে এলেম? হরিশ্চন্দ্র! বড় দর্প ছিল, তুমি ধার্ম্মিক, পুণ্য সঞ্চয়ের দর্পে তুমি একদিন মনে মনে বড় স্ফীত হয়েছিলে, দর্পহারী মধুসূদন তাই বুঝি তোমার পুণ্যের পথ বড় প্রশস্ত করে দিলেন পতি হয়ে পত্নীকে রক্ষা করতে পারলে না। পিতা হয়ে পুত্রকে পালন করতে পারলে না। রাজধর্ম্ম তো রক্ষা করেছ পতির ধর্ম্ম, পিতার ধর্ম্ম কি রক্ষা করতে পেরেছ? ধর্ম্ম! বলিহারি তোমার লীলা! কিসে তুমি থাক, কিসে তুমি যাও, কিছুই বুঝলেম না এক বুঝেছি যে কীর্ত্তিপূর্ণ সূর্য্যবংশে খুব কীর্ত্তি রেখে গেলেম মা ভাগীরথী, তুমি এই বংশের কীর্ত্তি, সাগর কলকলনাদে ভগীরথের কীর্ত্তি ঘোষণ করতে করতে তুমি যে তরল নীলিমায় মিলিত হ'তে যাচ্ছ, সেই অনন্ত সাগরও এই বংশের কীর্ত্তি। আবার তোমার তীরে চণ্ডালবেশে দণ্ডায়মান হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডাল-কার্য্য স্ত্রীপুত্র বিক্রয়ও সেই বংশের অদ্ভুত কীর্ত্তি।

(চণ্ডালদ্বয়ের প্রবেশ)

বিমন। আব ভাই হরিয়া, তুই বোসে বোসে খালি কি শোনতে থাকিস বোলতো? এত ভাবনা কিসের? তোর খান পিনা কি মনের মোতো হোয়নারে ভাই?

পরাহ। আরে খানাপিন কেমন ক'রে হোবে বোল্‌তো বিমন? হ মাগোরে সাথে খাবে না অমাবস্যার রাতে এমন পঞ্চাইত হ'ল, তিন ঘড়া সরাব চল্লো, ওতো দিনের পুরাণো ঘুতথাকে মারলো, টহলাকা মাতারি চর্ব্বিসে কি মিঠা পকোড়া বান'লো। তু খালি, হাম খানে, সবকোই খালি, আর টহলাকো মাতারি এতো কিবা দিয়ে হরিয়াকে বোল্লে, হরিয়া খেলো না।

রাজা। ভদ্র, তোমার যত্নের ত্রুটি নাই।

তোমার সহধর্ম্মিণীর স্নেহ আমি কখন বিস্মৃত হ'ব না তোমাদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ। স্বহস্তে পাক করে ভোজন আমার ব্রত ; তোমাদের নিকট আমি যথেষ্ট দ্রব্য সামগ্রী পা'ই, আমা'র কো'ন অভা'ব হয় না, আমি যা আহার করি, তা যথেষ্ট পাই

ঝিমন হরিয়া, তু ভাই কোন্ রাজার বাড়ী কাজ করেছিস্, বড় মিঠ মিঠা বুলি শিখেছিস্, তোর মত মিঠা কথ এ বুড়াকে শিখাবি, এ বয়সে পাববো ?

রাজা ভাই, ভদ্রভাষা মিষ্টতার আড়ম্বর-পূর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু তোমাদের সরল কথা-বার্ত্তা সরল মনের ভাব প্রকাশের যথার্থ উপযোগী তোমাদের এই ছটাঘটাহীন কথায় আমারও বড় প্রীতি-সুখ হয় ভাই, নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ো না, তা হ'লে দুঃখকে নিমন্ত্রণ করে ঘরে আনবে

পরান্থ নিমন্তন খাবি, বোল্ আজই রাতে যোগাড় করি তুহ আপনি রসুই করবি, কোরে লে দাতুই বড় চিকণচাকণটী হয়েছে, বোল তুহার জন্যে মেরে দিই, আর পাঁচ সাতটী কুকড়া বি কাটিয়ে দিই হ্যাঁরে হরিয়া, তু শুয়ার খাবি না কেন ? হামি শুনেছে, বোড়া বোড়া রাজারাজড়া ক্ষত্রি-বাজ্ঞা, বামুনের মত জয়ই গলায়, বড়া বড়া শুয়ার খায়—ইয়া ইয়া দাত জঙ্গলে গিয়ে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে বুড়া বুড়া শুয়ার আপনি মেরে খায়।

ঝিমন। আরে খায় কিরে খায় কি, শুয়ার না কাটলে রাজা বিটাদের বাপের ছেরাদ্দি হয় না হ'রিয়' তু কি জানিস্ না', তুই তো রাজার বাড়ী নোকর ছিলি

রাজা। জানি, তুমি যা বলছ, তা কতক সত্য বটে, কিন্তু মৃগয়ালব্ধ বন্যবরাহ গ্রাম্য-শূকর কুক্কুটাদি ভোজন আর্য্যজাতির নিষিদ্ধ।

পরান্থ মা'র বা হরিয়া, তু ভালা করি খাওয়া ওয়া কর, নৈত বড়া দুব্‌লা হোযে যাবি, মোরে যাবি—বাঁচবি না

রাজা প্রভু, তুমি শঙ্কিত হও না, অনেক অর্থ দিয়ে তুমি আমায় ক্রয় করেছ আমি স্বেচ্ছায় এ জীবন নষ্ট করবো না, তোমার কার্য্য করবার শক্তি আমার যথেষ্ট আছে।

পরান্থ আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ। এ ঝিমন, হরিয়া বাউরা। আরে বেট হামি কি হামার লোকসানের কথ বলছি বড় আদ-মির মত হামরা ওতো লোণ টা দব ভাবনা ভাবিনি, পেটটা ভোরে খেয়ে দিন গুজার হ'লেই হামরা খুসি থাকি গঙ্গামায়ীর কসম আমি সে জন্ম বলি না দেখ বাবা, তুই কোথা ছিলি, দেখিনি—জানিনি যে জুদা কোথ ছিল, এখোন হামাদের ঘরে আস-ছিস্, সামনে খাওয়া দাওয়া করছিস্, টহলার মাতারিকে মা বলছিস্, এখন যে বাবা তু হামার ছেলিয়ার মাফিক হইয়েছিস্। এই দেখ সব, এরা বি নোকর, তা হামি কি নোকর দেখি, কেউ ভাই আছে, কেউ ছেলিয়া আছে, কেউ ভাতিজা আছে, তুই বি তেমনি হইয়া গিছিস্ বাবা। এখোন যে তোর যেমোটী হোলে হামাদের যে সব দুঃখু হোবে বাপ দাদার ধরম আছে মুর্দা জ্বালাই, কিন্তু তোর মুর্দাটী এখানে কে জ্বালাবে বাবা ? এ বুড়ার বুকটী যে ফাটিয়ে যাবে বাবা। টহলার মাতারি রোযে রোযে বাউর হোবে বাবা। তোহার মুখে যাদু আছে, তুই সভাইকে যাদু করিতেছিস্ বা'ব।

রাজা ভদ্র। তুমি চণ্ডাল, আর—আর আমি মার্জ্জিত-হৃদয় ভদ্র সত্যই তুমি আমার পিতা, প্রভু ব'লে, অন্নদাতা ব'লে নয়,—কত কাল—কত কাল এমন স্নেহময়

কথা শুনিনি স্তবস্তুতির পরিপাটী পাঠ শুনে শুনে অরুচি হয়েছে বাৎসল্যের এমন মধুর ভাষায় কেউ আমাকে অনেক দিন সম্ভাষণ করেনি সহৃদয় চণ্ডাল! দুর্দ্দশার পাঠশালায় অনেক শিক্ষা হয় মাৎসর্য্যের অন্ধত্বে আমরা মনে করি যে, বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন হয় না অহো, কে জানতো যে শববাহক চণ্ডালের কর্কশ অস্থিচর্ম্মে এমন কোমল হৃদয় থাকে? আহা এমন কত যোজনগন্ধা সুরভি কুসুম তমসাবৃত ঘন বনমধ্যে আপনি প্রস্ফুটিত হয়ে আপনিই শুকায়ে যায় কে জানে লোক-লোচনের সুদূর অন্তরে কত কৌস্তুভ লাঞ্ছিত রত্নখনির গভীর কালিমার গর্ভে অনাদরে গড়াগড়ি যায়।

ঝিমন। মণ্ডলজী, বুঝলি, কুছু কুছু বুঝলি, হরিয়া কি বোল্লে? আমি ওর শুনিয়ে শুনিয়ে ভদ্রবুলি শিখছি, কুছু কুছু বুঝছি হরিয়া বোল্লে যে, মণ্ডল তু বুড়া ভালা আদমি, তোর মন বি বোড়ো সাচ্চা, তোর মাফিক ঠিক মোন ভদ্দোর আদমির বিচে থোড়া বি আছে হরিয়া ভাই, ঠিক বলছুস্—ঠিক বলছুস্, পবাহ মণ্ডল জাতটীতে চণ্ডাল আছে, লেকেন প্রাণটীতে রাজা আছে—ভাই রাজা আছে

পবাহ আরেছোঃ ছোঃ ছোঃ। হরিয়া এমন বাজটী করিসনি বাবা—করিসনি। বুড়া আদমি দু' চার দিন বাদ হিয়া লেকড়ী বিছায়ে শোবো, গঙ্গামায়ী আগুন ঠাণ্ডা কোরে দিবে খোসামুদী বোলে হামার মাথাটী বিগারে দিস্‌নি বাবা! আরে বাপরে বাপ! বুড়া হয়েছে—হামি বহুত দেখেছি খোসামুদী বুলিই বড়া কড়া নেশাবে বাব, বড়া কড়া নেশা, সরাপ সে বি কড়া।

রাজা দয়াময় ভগবান! চণ্ডালের দাসত্ব করতে হবে বলে আমি তখন ঘৃণায় কাতর হয়েছিলেম করুণানিদান, যে ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে আশ্রয় দিয়েছে, দেখো যেন তাঁর এই চণ্ডালের ন্যায় মহৎ ও কোমল হৃদয় হয়।

ঝিমন। হরিয়া, আজ ভাঙ্গ তু কৌড়ী লিয়ে বাজারসে কুছু মিঠা উঠ কিনে হামা-গোর সাথে বোসে খাবি, তু তফাতে রবি হামলোক ছোবে না, লেকেন আজ একসাথে ফুর্ত্তি করবি ভাই, আজ মণ্ডলজীকা বেটা টহলাকে লগন হোবো, সাদী হোবো, সেইযা ঠিক হোইছে, আজ লগন হোবো ঐ শুনো ঐ শুনো মেবাক লোক আসছে, গাম বাজনা করে গঙ্গাজল সব ভরতে আসছে

(চণ্ডাল চণ্ডালিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

স্ত্রীগণ—আরে পানিয়া ভরণকে যাই পানিয়া ভরণকে যাই।

রঙ্গিলা মাথ র শিরপর গাগরি জয় গঙ্গা মায়ী।

ভালা দুলাই দুলাইন্, আঁখে আঁখে ভুলাইন্
যুগল মিলাইন্ রঙ্গত সঙ্গত সুহাগে গলাই।

পুরুষগণ—বাজা ডঙ্কা বাজা শঙ্খা জয় গঙ্গা মায়ী।

হরজটা ঘটা লটাপটা জয় গঙ্গা মায়ী

স্ত্রীগণ—জগভরি সব কোই, জোড়ি জোড়ি মিলই,
জোড়ি তোড়ি রহব কাহে গেরি দালা দুলাই;—
নাচ ঝুমঝুম্ মার কুমকুম্, ধুম মাচাও কুসুম চলাই।

পুরুষগণ—বাজা ডঙ্কা, বাজা শঙ্খা, জয় গঙ্গা মায়ী।

হরজটা ঘটা লটাপটা জয় গঙ্গা মায়ী।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—উপকণ্ঠস্থ পথ

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যের দ্বন্দ্বে, মৃত্তিকার আধিপত্য লয়ে বিবাদে নববর্ষে ধবিজীকে প্লাবিত করে, রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করবার বীর অনেক পাওয়া যায় স্বদেশ রক্ষাই বল, স্বাধীনতা রক্ষাই বল, সকলই সেই স্বার্থ সর্য্যের, সকলই আত্মগরিমা প্রভৃতি স্বার্থের রূপান্তর মাত্র কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মের জন্য আত্মবিসর্জ্জন কর্‌তে কযজন পারে? সত্যের জন্য, দীনের জন্য, পরের জন্য, আপনার সুখ ঐশ্বর্য্য যশমান স্নেহ প্রণয় দেহ প্রাণ ধর্ম্মের অসিতে ছেদন করতে কযজন বীর সমর্থ হয়? শ্রীরামচন্দ্রের কোন্ বীরত্ব অধিক প্রশংসনীয়? কোন্ বীরত্ব তাঁর অমানুষিক কীর্ত্তি? দুর্জ্জয় দশাননবধ, না, জীবন-ধিক্ জানকী বর্জ্জন? মানবের সংসারী চক্ষু হায় এ তত্ত্ব বুঝে না আজ যদি হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসন লয়ে একজন ক্ষত্রিয় সাহত বিবেধে ক্ষতাঙ্গ হয়ে প্রাসাদের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রোগ যন্ত্রণা ভোগ করতেন, তা হ'লে লোকে রাজধর্ম্ম বীরধর্ম্ম বলে ওঁর জয় ঘোষণা করতো, কিন্তু যে অলৌকিক বীরত্বের প্রভাবে তিনি সত্যের জন্য স্বার্থকে যুদ্ধে পরাস্ত করে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, অনেকে তা মতিভ্রম বা স্বাভাবিক মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলে মনে কচ্ছে। কি ভ্রম! কি ভ্রম! অপরকে জয় করা তো অতি তুচ্ছ কথা। সিংহ ব্যাঘ্রাদি বলবান পশুতে তো তা নিত্য করে থাকে কিন্তু সকল জয়ের শ্রেষ্ঠ জয় আত্মজয় আপনাকে জয় করতে হলে অলৌকিক বীরত্বের আবশ্যক। ধন্য হরিশ্চন্দ্র! ধন্য হরিশ্চন্দ্র কিন্তু এখনও পরীক্ষা বাকী, শেষ পরীক্ষা—অতি কঠিন পরীক্ষা মানব হৃদয়ের অতি কোমল তন্ত্রীতে—মায়ার অতিমধুর আবরণে সাংঘাতিক আঘাত। আহা! একে উত্তেজনা অবসাদের দাস, পঞ্চেন্দ্রিয় সম্পন্ন পঞ্চভূতের দেহ, তার উপর একটা ষড়রিপু জড়িত মন—শীতাতপ এই মায়াকানন, পরমায়ু অতি অল্প, তাতে পরীক্ষার উপর পরীক্ষা, কঠোর অন্তে কঠোরতর, অস্থিচর্ম্ম মর্ম্মভেদী পরীক্ষা। মানবের যে পদে পদে পদস্খলন হবে তাতে বিচিত্র কি? উপায় নাই নিয়ম-বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধান! ভয়, ভয় নাই; যেমন সর্ব্বত্যাগী হয়ে হরিশ্চন্দ্র, তুমি আমায় মাত্র আশ্রয় করে আছ, আমিও তেমনি তোমায় আমার সম্পূর্ণ তেজে তেজীয়ান রাখবো।

[প্রস্থান

(কামন্দক ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ বলি দাঁড়াও না ঠাকুর, তোমায় চিনিছি, চিনিছি ঠিক চিনিছি, মাণিকজোড় তোমরা প্রাণে গাঁথা আছ ভোলবার যো কি যখন চিনিছি তোমায় বাপু, তখন সখ্যটা না নিয়ে ছাড়ছিনি।

কাম কি চিনেছ? ঠিক আমি তো কোথাও তোমায় দেখেছি বলে বোধ হয় না, তুমি কাকে মনে কচ্ছো বল দেখি?

বিদূ আর কা'কে মনে করবো। ইষ্টদেবতার জায়গাটা জুড়ে নিয়ে তো মায় কর্ত্তা আজ এই ক'বছর ধরে বসে আছেন অপর কিছু আর মনে কর্‌বার যো আছে! তোমায় ঠিক চিনেছি, বলি, তুমি তো সেই—সেই করুণা-কুঞ্জ

কাম সে আবার কি?

বিদূ বলি,দয়ার সাগর বিশ্বামিত্রের চেলা যখন তখন তুমিও তো একটা করুণা-কুণ্ডু টুণ্ডু কিছু হবে কি একটী মধুর নামও যে তোমার আছে ছাই ভুলে যাচ্ছি, কি—কি আহা হা রস, রস, হ্যঁ হ্যাঁ কাম কাম কামগন্ধক না তোমার নাম?

কাম আমার নাম তো কাম গন্ধক, মহাশয়ের নাম কি লোভ হস্তেল?

বিদূ কতকটা এগিয়েছ বটে

কাম দাঁড়াও দাঁড়াও তো, ওহো-হে-হো বটে—বটে তুমি সে বিট্‌লে ন?

বিদূ কেন বাব, তোমার কোন্ হস্তু-কীর জমীদারীতে আগুন ধরিয়ে দিইছি যে, বিট্‌লে হলেম?

কাম বলি, তোমায় অযোধ্যায় দেখে-ছিলেম না, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সভায়? তুমি সেই হ্যাংলা বামুন না?

বিদূ হ্যাঁ দেখ, রাজচক্রবর্তীর খুড়তুতো ভাই, তুমি ঠাউরেছ মন্দ নয়, তবে তখন হ্যাংলামিটে সখের ছিল, এখন কিছু পেশা-দারী রকমের দাঁড়িয়েছে

কাম কাশীতে কি ফলারের চেষ্টায় আসা?

বিদূ না বাবা, তোমার গুরুর মিষ্ট ব্যব-হারে তুষ্ট হয়েই মিষ্টান্নকে পরদারেষু মাতৃবৎ করেছি কাশী এসেছিলেম মহারাজকে অন্বে-ষণ করতে,তা এতদিন ধরেও তো তাঁর সন্ধান পেলেম না রাজারাজড়া পোষাক ছাড়লে খুঁজে,বার করা বড় দায় বাবা! তবে দণ্ডী বেশচারী যাই সাজুন, আমার চোখে এড়াতে পারবেন না মাঠে ঘাটে এই এতদিন ধরে ঘুরলেম, লুকিয়ে সন্ধান নেবার জন্য নিজেও বহুরূপী সাজলেম, কিছুতেই কিছু হ'ল না, তিনজনের একজনকেও পেলেম না, এইবার সন্ধান পাব বোধ হয়

কাম আমার কাছে রাজার সন্ধান পাবে মনে কচ্ছো বুঝি? তবেই খুব ঠাউরেছ

বিদূ বলি,আছে কি? আছে? তোমার গুরুঠাকুরটী রাজাকে রেখেছেন না ঝাড়ে বংশে উদরস্থ করেছেন? যে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষিদে! শেষে যে রাজার হাড় ক'খানা পার পেয়েছে, এমনও তো বোধ হয় না

কাম কি, আমার সামনে আমার গুরুর নিন্দা কর?

বিদূ জগতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেলেন, তাই ঘোষণা কচ্ছি,নিন্দে হ'ল বুঝি?

কাম জান, আমিও সেই তেজস্বী বিশ্ব-মিত্রের শিষ্য! মনে করলে এখনই তোমায় ভস্ম করতে পারি .

বিদূ সত্যি নাকি . কথে ফেল্ বাবা করে ফেল্ তোমার গেরুয়া চিনটের দিব্বি, একবার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে —চ - হাড় ক'খান জুড়ুক, বরং আমায় ছাই-গাদা করে তুই তাতে শুয়—তাতেও আমার আপত্তি নাই; কিন্তু পুরোপুরি বিদ্যে পেয়েছিস্ তো বাবা? একবারে নিছক ছাই করতে পারবি, না ঝলসে ছেড়ে দিবি? যে দ বাবা, জানিস যদি, রাজার সন্ধানটা বলে দে, একবার কি অবস্থায় আছে দেখি,তার পর যা হয় করিস

কাম হরিশ্চন্দ্রকে পূর্ব্বে কাশীতে দেখেছি বটে, কিন্তু এখন কোথায় কি অব-স্থায় আছেন, আমি তো তাঁর সন্ধান প চ্ছি না

বিদূ ধ্যান ফ্যান করে দেখ্ ন বাবা, যদি কিছু জানতে পারিস্

কাম ধ্যান—ধ্যান—

বিদূ ধ্যানের নাম শুনেই অজ্ঞান হও দেখি যে। ও বিদ্যেটুকু হয়নি বুঝি? ঋষি-গিরির ভস্ম করাটা শিখে নিয়েছ—তা ঠিক হয়েছে, যেমন গুরুর চেলা!

কাম। গুরু গুরু করছো কি? বিশ্বামিত্র কি আর আমার গুরু ত-ই- আমিও অনেক দিন তাঁকে পরিত্যাগ করেছি।

বিদূ। কেন বাবা, ত্যাগ দেবার সময় কর্ত্তা চেলাকে ফাঁকি দিয়েছেন নাকি?

কাম। না ভাই, আমি অনেক দিন সহ্য করেছিলেম, "মহৎ উদ্দেশ্য" "কর্ম্মফল" এই সব বলে বুঝুতো; আমিও ভাবতুম, আচ্ছা তাই থাকি, দেখি শেষটা কি গড়ায়। কিন্তু যখন ছেলেটার গায়ের গহনাগুলো খুলে কেড়ে নিলে, তখন আর ভক্তি থাকলো না; আমায় দিয়েই সেই গহনা অযোধ্যায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। গঙ্গায় ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল, তা বিশ্বাসঘাতকতাট আর কল্লেম না, মন্ত্রীকে পুঁটুলিটী দিয়ে সেই অবধি গুরুদেবকে দূরে থেকে প্রণাম করেছি। রাজার এখনকার অবস্থা জানবার জন্য আমিও উদ্বিগ্ন হয়েছি, এস দুই জনেই অনুসন্ধান করি। কিন্তু সন্ধান পেলেই বা কি করবে?

বিদূ। করবে আর কি! করবার উপায় কিছু কি আর তোমার দয়াল ঋষি রেখেছেন, তা থাকলে রাজাশুদ্ধ লোক সেই সময় এসে নূতন রাজ্য স্থাপন করে দিত। তবে আমার কথা এই বলতে পারি যে, একবার তত্ত্ব পেলে আর তাঁর সঙ্গ ছাড়বো না। রাজা আসবার সময় ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এলেন, আমি জানতে পারিনি বলেই তো ব্রাহ্মণীর কাছে অনেক মিষ্টান্ন খেয়েছি।

কাম। এখানে তুমি কোথা আছ?

বিদূ। যখন বিশ্বামিত্রের কৃপায় সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি, তখন আর থাকবার স্থানের ভাবনা কি! যেদিন যে না দয়া করে তাড়িয়ে দেয়, সেদিন তার দোরেই রাজপাঠ বিছিয়ে নিই, এখন চল- তোমার কোথাও বার-দোয়ারী টোয়ারী আছে নাকি?

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—শ্মশান

(আকাশে ঘোরতর মেঘগর্জ্জন, বজ্রাঘাত ইত্যাদি)

(পরান ও ঝিমনের প্রবেশ)

ঝিমন। সর্দ্দার, এ সর্দ্দারজী! আরে কাহা বে রে?

পরান। আবে ভেইয়া ঝিমন্ তু কাঁহা তু কাঁহা? বুড় মানুষ হাতটা ধরিয়ে লে—ধরিয়ে লে—কি আঁধার রে বাপ, কি আঁধার! সাড়ে তিনকুড়ি বয়স ভাই মশানে গুজারলো, এমন আঁধার কভি না দেখলো।

ঝিমন। ঠিক সর্দ্দার দাদা, ঠিক বলচু স- -যেন লাখে মশানের কয়লা নিয়ে সার আকাশে ঘসিয়ে দিয়েছে, আকাশ ভরে কালা ঢালিয়ে দিয়েছে, বাপ্ রে বাপ্।

পরান। আর দেখচুস্ ঝিমন, এক একবার এক একদিকে বিজলী চমকুছে যেন নয়া চুল্লি জ্বলিয়ে দিচ্ছে।

ঝিমন। হামার আঁখে ভাই বিজলী চমক লাগছে, হামি কুছু আর দেখতে পাচ্ছে না। (মেঘগর্জ্জন)

উভয়ে। আরে বাবা—আরে বাব—সীতারাম! সীতারাম!

পরান। কি আওয়াজ রে বাপ্, কি আওয়াজ! আসমানে আজ কি দেবতারা লড়াই করবে ভাই?

ঝিমন। না সর্দ্দার দাদা না, আজ বড়া

খাবাব হামার মনে হচ্ছে। আজ ভূতপ্রেত দানাদের একটা কি ঘটা আছে আজ মশানে বড়া উৎপাত দত্যি দানা পেবেত পিশাচ, অঘোরি চুড়েল আজ সারারাত মশানে ফিববে এমনি কালী রাতটী পেলে ভূত চুড়েলের বোড়ো ঘটা হোয় (বজ্রাঘাত) সীতাবাম. সীতারাম! আজ মশানে কোন্ বাহাদুর জাগবে রে ভাই?

পরাহ। আজ রাতে কা'র পালি আছে রে ঝিমন?

ঝিমন আজ হরিয়া বেচারির পালি

পবাহ ওঃ হবিযার! হরিযার প্রাণে কুছুতে ডর লাগে না; হরিয়া ভাই কেমন মানুষ, আমি তো সমঝাতে পারি না।

ঝিমন। আজ কি রাত বড়ি অঁাধাব, বড়ে বিজলী। ভূত চুড়েলের ঘটা, আজ কালভৈরবেব ডব লাগে—হবিয়া তো হরিয়া! সর্দার লটকা হোয় কি কনহু হোয কা'কে বলিযে দেবে, হামার সাথে রবে, হামি থাকে হরিয়ার জোড়িদার হোবো (মেঘগর্জ্জন)

উভযে বাপ রে বাপ্! সীতারাম! সীতারাম!

পরাহ ঝিমন, হাতটী ধবি'য় লে বুড়ার, ভাই, হামি কুছু দেখতে পাচ্ছি না (উচ্চৈঃস্বরে) এই-ই-ই টহালাকা মাতারি একটা গোশাল দেখা রে মোশাল দেখা এ-এ-এ কা মাতারি।

[উভয়ের প্রস্থান

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

বাজা। কি ভয়ঙ্কব রজনী! আজ কি প্রলয়ের অন্ধকারে অবনী আবৃত! হ'ক প্রলয়, যাক সৃষ্টি রসাতলে, আমার কি! আকাশ, তুমি হরিশ্চন্দ্রের হৃদয়েব ছবি প্রতিফলিত করেছ মাত্র, এ হৃদয়ের সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত হয়েছে,—স্নেহ নাই, মায়া নাই, মমতা নাই, সহানুভূতি নাই সূর্য্যোদয হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হতে আবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, মৃতেব সৎকার দেখছি। প্রজ্বলিত চুল্লি-ক্ষেত্রে বাস, শবের পব শবের বিকৃত বদন দর্শন বালক যুবতী বৃদ্ধের রোদন রোল শ্রবণ আমার জীবনের নিত্যব্রত হযেছে আর বিধবাব আর্ত্তনাদে আমাব হৃদয চমকিত হয না! পুত্রহারা জননী বক্ষে করাঘাত করলে এ প্রাণে আর ব্যথ লাগে না ব্যথা—ব্যথ কার জন্য? ব্যথা, আমার ব্যথাব ব্যথী, জীবনের সাথী কোথায় সেই শৈব্যা! আহা সে কি আছে? অভাগিনী কি আছে? বাজবাজেশ্বরী চির-আদরিণী অভিমানিনী আমার—আমার জন্য দাসীবৃত্তি স্বীকার করেছেন! আব কি সে শারদ চন্দ্রিমা এ চণ্ডালের কর্কশ কালিমাভরা হৃদয় আলোকিত করবে! আব কি প্রেময়-বাসবের সেই অমৃতময় যৌতুক সেই জীবনের জীবন প্রতিপদের চাঁদ শত সাধের রোহি-তাশ্বকে আমার কোলে ও কে ও, বামা কণ্ঠ! এ আবার কোন্ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ হযেছে! হ'ক—হ'ক—আমার কি! আমি চণ্ডালের দাস, কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রস্তুত হই। আ-হা-হা শৈব্যা! আ হা-হা রোহিতাশ্ব!

(শৈব্যার প্রবেশ)

শৈব্যা। (গীত)

নাই রে নাই রে আহা হা হা নাই
এই যে ছিল ছিল ছিল আর সে নাই
এই যে এসেছিলি মা মা মা মা বলে,
এই যাদু এসে বসে গেলি কোলে,
এই ডেকে নিয়ু বুকেতে চাপিয়ু মুখেতে চুমিয়ু,
পলক ফিরাতে মরি মরি মরি তখনি হারাই!

আহা আহা আহা বাপ্ রে আমার,
মা মা বলে আর ডাক একবার,
দুখিনীর সাধ, প্রতিপদ চাঁদ, কেঁদে বলে কাঁদ,
আমি কেঁদে বলি যাদু কোথা কিবা পাই
অ'হা দু'দিনের স্নেহে যাদু কেন ভুলাইলি,
ভেঙ্গে হৃদয়-পিঞ্জর পাখী কোথা পলাইলি,
মায়ার বন্ধন হ'ল রে ছেদন, মরম বেদন
যাদু রে বাপ রে কোথায় জুড়াই
তুই ঘুমুবি চিতায় চল কোলে লয়ে সাথে যাই

শৈব্যা নাই রে! এই যে আমার বাছা ছিল কোথায় গেল। এই যে মা মা বলে কোলে উঠেছিলি, কোথায় গেলি বাপ রে আমার। বাছা রে আমার। বাপ রে আমার।

রাজা কেন মন কেন, ও কি আবার? চণ্ডালের বেশ, চণ্ডালের ধর্ম্ম, চণ্ডালের আচরণ, চণ্ডালের অন্নগ্রহণ, শবাবশেষে জীবনযাপন, আবার রোদন-রোলে কেঁপে উঠ কেন? কোন্ অভাগিনী হৃদয় ছিঁড়ে শ্মশানে ফেলতে আসছে, এমন কত আসে, নিত্য আসে তোমার তায় কি?

শৈব্যা ওহো-হো-হে হো—না-না-না আছে-আছে, এই যে খেলছিল, এই যে ক্ষুধা খেয়ে ফুল তুলতে গেল। এই যে এই যে। এ কি হ'তে পারে চাঁদ আমার নাই। দুঃখিনীর ধন নাই। গেছে—একবারে ছেড়ে গেছে। ওহো-হো-হে-হো। না না, আমি ভুল করেছি, পাগল হয়েছি; আমার বাছা আছে—ঘুমিয়েছে, আবার উঠবে, আবার মা বলে আমার গলা জড়িয়ে ধরবে আমার বুকের ধন আমি বুকে তুলে ঘরে নিয়ে যাই

রাজা (স্বগত) পাগলিনী, ঘুমিয়েছে বটে রে। ও বড় মজার ঘুম। ও ঘুম একদিন বই দু'দিন আসে না। সবাই জেগে থাকে, আর কে জানে কোথা থেকে একজন ঝাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ তোর ছেলে ঘুমুলো, আর একদিন তুই ঘুমুবি। এই যে আমি কত ঘুমন্তর কাপড় ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আবার বিছানা পেতে দিচ্ছি। আমিও একদিন ঐ ঘুম ঘুমবো। কবে ঘুমুবো, কত দূর কত দূর—আয় আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়।

শৈব্যা বাবা বিশ্বনাথ দুধের বাছা আমার তোমার বিল্বমূলে কি অপরাধ করেছিল যে, সেইখানেই তা'র দংশন হ'ল

রাজা হুঁ সর্পাঘাত যমের রাজ্য-প্রবেশের দ্বার অসংখ্য বলে, ব্রহ্মশাপ না হ'লে সর্পাঘাত হয় না জ্ঞানহীন সুকুমার শিশুকে কেন ব্রহ্ম শাপ দিলে। কর্ম্মফল কর্ম্মফল। জন্মান্তরের ঋণ পরিশোধ এই যে আমি কি করছি। পত্নীপুত্র বিক্রয় করেছি আবার আসতে হবে, ঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে হবে

শৈব্যা। ওহো-হো। যদি কখন দেখা পাই, যদি—যদি কখন তিনি আসেন, যদি তাঁর প্রাণের পুত্রকে চান, তখন আমি কি বলবো, কা'কে এনে তাঁর কোলে তুলে দিব পাব কি—পাব কি। আর কি দেখা পাব। তিনি কোথায়। এতদিন কে থায় আর কি আসবেন। আর কি দাসীকে ডেকে গচ্ছিত রতন হৃদয়ে নিতে চাবেন?

রাজা। আহা-হা। কে এ অভাগিনী? এও কি স্বামী পরিত্যক্ত। আহা হ, আমার একটী গচ্ছিত রতন একজনের কাছে আছে, তাকে তো আমি অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি; আমার সব কিশলয়ও সেই আশ্রয়-চ্যুতা হিম-মলিন লতার স্নেহময়ী কোলে বর্দ্ধিত হচ্চে হচ্ছে কি—হচ্ছে কি? আছে কি—তারা আছে কি? ওহো-হো-হো জগদীশ জগদীশ। এই কাতরা কামিনীর অভি-ক্রন্দনে আজ আমার হৃদয়-তারে শান্তির বিস্মৃত কোমল সুর কেন বেবা উঠাবেন।

কেন প্রাণ—কেন প্রাণ—কেন প্রাণ এত অস্থির হচ্ছো? (মেঘ গর্জ্জন)

শৈব্যা ওহো হো-হো কি ভীষণ। এই ঘোর কালিমাময় রজনী। অসহায়া নিরাশ্রয়া মৃতপুত্র কোলে আ ম একাকিনী। বিধাতা আরও কি দেখাবে ?‑ বিপরীত বর্ত্তন তো খুব দেখালে। ঐ আকাশে কাল জ্যোৎস্নার রজত প্লাবন দেখেছি, আজ আবার কপালির কবাল ছায়া দানবের অনল ফুৎকার দেখছি কে আমি আজ এখানে। অদৃষ্ট আর কত বিদ্রূপ করবে। আমি কে, যে আজ এখানে। যার ইঙ্গিতে শত সহস্র দাস দাসী—(মেঘ-গর্জ্জন)

রাজা কে এ. কে এ। জগতে আরও হরিশ্চন্দ্র আছে নাকি? আরও শৈব্যা, আরও রোহিতাশ্ব —অদৃষ্ট। এক সঙ্গে কত রাজারাণীকে পথে বসিয়েছ।

শৈব্যা বাপরে। বাপরে আমার। তোর এই সোণার অঙ্গ অনলে আহুতি দিতে হবে। তোর মুখ চেয়ে যে বাপ আমি সকল দুঃখ ভুলেছিলেম

রাজা রাজচণ্ডাল এ সঙ্গীত তো অনেক শুনছো, এখনও কি অরুচি হয়নি? আরও শুনতে বাসনা ওঠ ওঠ, কর্ত্তব্য পালন কর, প্রভুকার্য্য পালন কর চল অভাগিনীকে পুত্র-সৎকারে সহায়তা করি এ ভীষণ শ্মশানে একটা জীবন্ত প্রেত দেখলেও অনাথিনী কতকটা আশ্বস্ত হবে (অগ্রসর হইয়া) দেখ, তুমি ঘরে যাও, দান রেখে যাও, যা করবার আমি করবো এখন, তোমায় আর দেখতে হবে না তুমি অন্নকাঙ্গালিনী ‑‑ আমি বুঝতে পাচ্ছি।

প্রলে‑ ‑ব্যা ভদ্র। তুমি কে?

আকাশ ‑ দেবি। আমি ভদ্র নই, এই

ফলিত ক‑ চণ্ডালের দাস মাত্র যে কাজে

আলোক নি‑

এসেছ, এ কাজ তোমার নয়, তোমার সাজে না। তাই বলছি প্রাপ্য-দান আমায় দিয়ে তুমি চলে যাও।

শৈব্যা তুমি চণ্ডাল হলেও অতি ভদ্র-হৃদয় বুঝলেম, কিন্তু তোমার উপকার নিতে পাচ্ছি না ক্ষমা কর,—এ ক্ষত্রিয় সন্তানের দেহ কেমন করে চণ্ডালকে স্পর্শ করতে দিব।

রাজা ক্ষত্রিয় সন্তান। ক্ষত্রিয় সন্তান, আর তুমি একাকিনী ভদ্রে, তোমার কি কেউ নাই, এ বালকের পিতা কি—

শৈব্যা বলো না—বলো না চণ্ডাল, শুধু ঐ কথাটী শুনতে বাকী, এ ললাটের সব গিয়েছে, কেবল বড় যত্নে—বড় আশায় সিন্দুরটুকু রেখেছি

রাজা পিতা জীবিত। না জানি তবে সে কেমন নিষ্ঠুর—কেমন কঠিন তার প্রাণ। জীবিত আছে, অথচ আজ তা'র প্রাণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠেনি। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করে সে এখনও এ শ্মশানে ছুটে এসে পড়েনি। পুত্র মৃত—বনিতা পাগলিনী—সে কেমন পিতা। কেমন সে পতি—

শৈব্যা কেন ভদ্র সদয় হয়ে আবার নিদয় হচ্ছো পুত্রহারা কাঙ্গালিনীকে কেন পতিনিন্দা শোনাচ্ছ চণ্ডাল, তুমি জান না কা'কে কি বলছো, জান না, চণ্ডাল যে তুমি কোমলতার আধার দেবতাকে কঠিন বলছো, জান না যে সত্যের অবতার স্নেহের সাগর দয়ার পয়োধি গুণনিধিকে আমার—আমার সমক্ষে কুবচন বলে বজ্রাহত প্রাণে বিষবাণ বিদ্ধ করছো।

রাজা পতিব্রতে। অপরাধ ক্ষমা কর একটা পুরাতন মর্ম্মকথা মনে এসেছিল, তাই মনের ঠিক ছিল না।

শৈব্যা। ভদ্র, মায়ের আশা ফুরায় না। বাছাকে আমার—কি আর বলবো চণ্ডাল—

বাছাকে আমার— অভাগিনীর কর্ম্মদোষে ফণীতে ওঃ—ওঃ—ওঃ বুক যে ফেটে যায়, আর বলতে পারিনি

রাজা। বুঝেছি দেবী, দংশনে মৃত্যু হয়েছে

শৈব্যা। মৃত্যু! না না, -ন হলেও তো হ'তে পারে! ওগো কে তুমি, মায়ের প্রাণে আশা দাও না? বলে যে ও ক্ষত হলে মৃতের মত দেখালেও শীঘ্র মৃত্যু হয় না শুনেছি তোমাদের জাতি অনেক মন্ত্রতন্ত্র চিকিৎসা জানে, ওগো দেখ না যদি আমার যাদুকে—অঞ্চলের নিধিকে—আমার সর্ব্বস্ব ধনকে—আমার হারাণ হৃদয়দেবতার গচ্ছিত রতনকে বাঁচিয়ে দিতে পার এই আমি মুখের ক পড় খুলে দিচ্ছি, তুমি একবার ভাল করে দেখ দেখি। যে অন্ধকার এখানে কি আলো পাওয়া যায় না? কেমন করে দেখবে (বিদ্যুৎ প্রকাশ)

রাজা। কি—কি—কি এ! না না! বিদ্যুৎ আর একবার—আর একবার দেখি! ভগবান! আর একবার ইহলোকে সর্ব্বস্ব দিয়েছে, আমার পরলোক নাও, একটি বিদ্যুতের চমক ভিক্ষা দাও, তারপর যা ভেবেছি যদি তা হয়, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করো

শৈব্যা। কেন—তুমি কেন। তুমি কে? তুমি কেন অমন কল্লে?

রাজা। তুমি কে? ও মুখও যেন দেখেছি, চকিতে তবু যেন চিনেছি। তুমি কে? বল—বল—ভাল করে কথা কও। না না, শোকে তোমার স্বর বিকৃত, বুঝতে পাচ্ছিনি। তার রোদনের স্বর তো কখনও শুনিনি, সে স্বর আমার কাণে নাই; তুমি বল, স্পষ্ট করে বল—বল তোমার নাম শৈব্যা তো নয়? বল—তুমি হরিশ্চন্দ্র বলে কা'কেও চেন না তো? তোমার রোহিত বলে একটী পুত্র ছিল না তো?

শৈব্যা। ছিল। ছিল। গেছে— আর নাই! মা বলে ডাকবার আর নাই। তুমি কে? তাই কি অমন করে উঠলে? সেই— সেই! মহারাজ! আমার হৃদয়েশ্বর!

রাজা। ছুঁও না, ছুঁও না, চণ্ডালকে ছুঁও না, স্ত্রীপুত্র বিক্রয়কারী চণ্ডালকে ছুঁও না

শৈব্যা। বটে! বাঃ বাঃ! ভগবান তবু তোমায় দয়াময় বলতে হবে, তা হবে না! কেমন নিমিষে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলে খুব দেখালে! খাঁড়ার ঘায়ে প্রাণের কাঁটা তুলে রাজরাজেশ্বর সহস্র কিরীটের অধীশ্বর আজ চণ্ডালের দণ্ডগ্রহণ করে শ্মশানে শৃগাল তাড়ন কচ্ছে! বাঃ! বাঃ!

রাজা। শৈব্যা! শৈব্যা! শৈব্যা!

শৈব্যা। আছি—মরিনি, মরবার নয়! পতি আমার, আরাধনার দেবতা আমার, অভাগিনীর ইহকাল পরকাল, খুব কাজ করেছি, খুব বুকে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে, খুব যত্নে রেখেছি, ঐ নাও— তোমার পুত্র নাও, তোমার রোহিতাশ্বকে নাও, এমন রাক্ষসীর কাছেও রেখে যায়।

রাজা। বিশ্বামিত্র! বিশ্বামিত্র! ক্ষত্রিয়-ত্যাগী ক্ষত্রিয়হিংসক তপস্যাগর্ব্বী যাজ্ঞিক, আরও দক্ষিণা বাকী আছে। এই নাও ভাগীরথী জলতলে অন্বেষণ করো পাবে (বেগে গমনোদ্যোগ)

শৈব্যা। (হস্তে ধরিয়া) নাথ—নাথ— কোথা যাও?

রাজা। আর কেন শৈব্যা—আর জীবনে কাজ কি!

শৈব্যা। রাজধানীতে কথায় কথায় অভিমান করতেম, তাই কি আজ আমায় শাস্তি দেবে? তাই কি শৈব্যার শেষ বৈধব্য ঘটাবে?

তোমার জীবনে যদি কাজ না থাকে, নাথ তবে এ ছার প্রাণেই বা এত কি প্রয়োজন? তীরে দাঁড়াও, এ অচেতন সোনার পুতুল কোলে করে জলে ঝাঁপ দিই দেখ, তারপর তোমার যা সাধ থাকে করো

রাজা তুমি মরবে। মরতে পারবে? বসন্তের নব মুকুলিতা লতিকা আমার— তোমায় চক্ষের উপর অনলে ডালি দিব। তুমি এক ব্রাহ্মণের দাসী হয়েছিলে? মরবার জন্য তাঁর অনুমতি লয়ে এসেছ?

শৈব্যা তুমিই কি তোমার চণ্ডাল প্রভুর অনুমতি লয়েছ?

রাজা না, মরবারও অধিকার নাই, দাসের নিজ দেহপ্রাণেও অধিকার নাই না, মরা হ'ল না বুক ফেটে গেল। শৈব্যা মরতে পেলেম না। শৈব্যা ওঃ ওঃ ওঃ। শৈব্যা—প্রাণের শৈব্যা আমার—

শৈব্যা নাথ—নাথ—

রাজা কি হবে, বল আমার কি হবে, এ স্মৃতি লয়ে কেমন করে বেঁচে থাকবো? ওহো হো হো শৈব্যা তোমার কি হবে? অভাগিনী কাঙ্গালিনীর কি হবে? ঐ আবার প্রভাতের আলো আসছে,আবার এই সংসার দেখতে হবে।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা অবশ্য দেখতে হবে। কেন দেখবে না! সংসারের ঘোর-ঘটনাবৃত অমাবস্যা দেখলে, কৌমুদী হাসি-রাশি-ভাসিত পুর্ণিমা দেখবে না? তোমার পুত্রের মুখচুম্বন করবে না? রোহিতাশ্বকে রাজসভায় বসতে দেখবে না?

রাজ ঋষি। ক্ষত্রিয়ের মর্ম্মযাতনা লয়ে বিদ্রূপ করা কি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অধিকার-ভুক্ত?

বিশ্বা। রাজন্!—না, এ সম্বোধনে তোমার সম্মান হয় না মানবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমায় বিদ্রূপ করতে আসিনি, যাতনা দিতে আসিনি,তোমার সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, হৃদয়ের অপূর্ব্ব বল আলৌকিক মহত্বের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে এসেছি। হরিশ্চন্দ্র। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বামিত্রকে কেউ চমৎকৃত ও মোহিত করতে পারে নাই, তুমি করেছ আমি সৃষ্টিকর্ত্তাকেও তুচ্ছ করেছি, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র, নরদেহে তোমার কার্য্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছি আর রাজলক্ষ্মী মহীয়সী মানবী, তোমায় আর কি বলবো, তুমিই সত্য সহধর্ম্মিণী, স্ত্রীলোকের এ অপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর আমি জানি না চরাচরে দেবনরে তোমাদের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করবে আপাততঃ আমার প্রথম কর্ত্তব্য সম্পাদন করি অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জের আশা-কমল, তোমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব রোহিতাশ্ব বিষাচ্ছন্ন, এই যজ্ঞীয় শান্তি-জল সেচনে তার চৈতন্য হ'ক (জলসেচন)

রোহিত ম মা—

শৈব্যা বাপধন রে আমার, ডাক— ডাক আবার বল, আবার বল

রাজা জীবনাধার রোহিত আমার। আবার তোমায় দেখ্‌লেম—

রোহিত। মা -মা—মা—

শৈব্যা। বাব, বাব, দেখ দেখ, আর কে কোল পেতে দাঁড়িয়ে দেখ,—মহারাজ, চিন্‌তে পাচ্ছ না?

রোহিত অ্যাঁ বাবা—বাবা—বাবা, এমন!

রাজা চণ্ডাল—চণ্ডাল রে রোহিত। বাপ কি কখন পুত্র ত্যাগ করে,তার গর্ভধারিণীকে বিক্রয় করে!

শৈব্যা। মহারাজ! এ আনন্দ দিনে কেন ভর্ৎসনা করেন।

রোহিত। বাবা—বাবা, আমার কত ভাগ্য যে আমি আপনার পুত্র।

রাজা (বিশ্বামিত্রের পদতলে পড়িয়া) দেব! আর তো আমার নূতন পৃথিবী নাই, দ্বিতীয় শৈব্যা নাই, অন্য দেহ নাই, কি দান ক'রে কি দক্ষিণা দিয়ে আপনার সম্মান করবো। এই মহামূল্য পুরস্কার দেবেন বলে কি তুচ্ছ মৃত্তিকামুষ্টি গ্রহণ করেছিলেন? আজ এই অমৃত হ্রদে অবগাহনের সুখ শতগুণ বৰ্দ্ধিত করবার জন্যই কি দু'দিন দীনতার তাপ দিয়েছিলেন?

বিশ্বা মহারাজ! সকলই কর্ম্মফল! তোমারও আমারও আজকের ঘটনা তোমার অপূর্ব্ব কর্ম্মফল। রাজদম্পতি, এ ধরাকারাগারে বাস আর তোমাদের সাজে না। যদি আমার তপস্যার প্রতাপ থাকে, তবে তোমরা সশরীরে স্বর্গে গমন করবে, রোহিতাশ্ব অযোধ্যার সিংহাসনে বসে পৃথিবী পালন করবে। এই বারাণসী ধামে আমি কুমারকে স্বয়ং অভিষিক্ত করবো। তোমার সাধুহৃদয় মন্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন, আমার আদেশে দশাশ্বমেধ তীর্থে তারাই আয়োজন কচ্ছেন, চল আমরা সেখানে যাই।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

(ধর্ম্মকে দেখিয়া) কি দেবতা! আমি তো কার্য্য সমাধা করলেম, এখন আপনার উদয় কি জন্য? আশীর্ব্বাদ করতে? আপনার সেবা করে এঁদের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে দেখলেন তো? দুর্গতিটী আপনার সহোদরা না জ্যেষ্ঠ সন্তান?

ধর্ম্ম। বলি, সে কথা তোমাতে আমাতে না হয় পরে বিচার হবে, আপাততঃ ধর্ম্মের প্রভাব ধার্ম্মিকের জন্য তো দেখ্‌লে?

বিশ্বা দেখ্‌লেম না খুব দেখ্‌লেম! সসাগরা ধরাধিপের শূকরচারণ, অকলঙ্ক চন্দ্রমাসম রাজকুমারের সর্পাঘাত। অশ্রুম্পশ্যরূপা রাজরাজেশ্বরীর মৃতপুত্র ক্রোড়ে বিভীষিকাময় শ্মশানে একাকিনী হাহাকার। ধর্ম্ম, তোমায় আমি মর্ম্মে মর্ম্মে চিনি।

ধর্ম্ম। তারপর মৃতপুত্রের জীবন লাভ, সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ, ধার্ম্মিক রাজদম্পতীর সশরীরে স্বর্গলাভ—

বিশ্বা বটে বটে, ধর্ম্মের স্মৃতি চিরদিনই দুর্ব্বল। বিস্মৃত হচ্ছেন কেন, এ গুলি যে আমার ব্যবস্থা। শুদ্ধ তাই, আমার তপঃপ্রভাবে আমার আজ্ঞায় হরিশ্চন্দ্র সস্ত্রীক সশরীরে অনন্তকাল স্বর্গে বাস করবে, আর এঁদের জন্মপরিগ্রহ করতে হবে না।

ধর্ম্ম সাধু সাধু ঋষিবর! এরূপ মুক্তকণ্ঠে পরাভব স্বীকার আপনার ন্যায় মহাজনেরই উপযুক্ত।

বিশ্বা পরাভব! বিশ্বামিত্রের পরাভব! কা'র নিকট পরাভব?

ধর্ম্ম আর কার! এই আমার নিকট মাত্র। এতে আপনার গর্ব্বিত শির লজ্জিত হবার কারণ নাই। অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রভাবে হরিশ্চন্দ্র জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল একজন্মে খণ্ডন করে অক্ষয়স্বর্গ লাভ করবে, তাই ব্রহ্মপদ তুচ্ছকারী তুমি বিশ্বামিত্র, এতদিন যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করে ধার্ম্মিকের রাজ্য রক্ষা করেছিলে। মায়ার অতীত তুমি বিশ্বামিত্র, শৈব্যার অলৌকিক পাতিব্রত্য ধর্ম্মে মোহিত হয়ে আজ তার মৃতপুত্রকে যজ্ঞজলে পুনর্জ্জীবিত করলে; দম্ভের অবতার তুমি বিশ্বামিত্র, আজ পুণ্যশ্লোক হরিশ্চন্দ্রের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগে অনির্ব্বচনীয় সত্যধর্ম্মে মোহিত ও বিস্মিত হয়ে স্বয়ং তার অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করলে। ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র, আমার মহিমা তোমার ন্যায় অল্প লোকেই ঘোষণা

করেছে, অল্প লোকেই তোমার ন্যায় আমার সম্মান করেছে

বিশ্বা ধর্ম্ম তুমি আছ, আমি বল্‌ছি তুমি আছ ফলটা অনেক সময় অপ্রত্যক্ষ ভাবে দাও, কিন্তু আছ বিশ্বামিত্র দর্পী কিন্তু মুক্তকণ্ঠ, তুমি সত্য সত্যিই আছ।

(বিদূষক, পরাহ ও কামন্দকের প্রবেশ)

পরাহ ছুস্‌নি ঠাকুর বাবা, ছুস্‌নি হামি চণ্ডাল আরে আমার হরিয়া রাজারে—হামার হরিয়া রাজা!

বিদূ ছোঁবনা কিরে বুড়ো, তোকে ছোঁবনা কি? তুই চণ্ডাল আমার মহারাজকে তুই ছেলে বলেছিস, তোকে কাঁধে করে নাচতে নাচতে আমি কাশী প্রদক্ষিণ করবো—ছোঁব না!

পরাহ আরে বাব আমার হরিয়া রাজারে—হামার হরিয়া রাজা। হামি পাগল হয়েছে রে পাগল হয়েছে হামার হরিয়া রাজারে—হামার হরিয়া রাজা। আরে টহ্‌লাকা মাতারি, হামার হরিয়া রাজারে—তুহার হরিয়া রাজা। পরাহ চণ্ডালের ছেলিয়া—হরিয়া রাজারে রাজা।

বিদূ চণ্ডাল কি! চণ্ডাল কি! আমার মত সাতটা বামুনের সাত গাছা পইতে হলে তবে বুড়ো তোর মান্য হয় তুই আমার রাজাকে প্রাণ দিয়ে যত্ন করেছিস, আমি সব শুনলেম

বিশ্বা। কামন্দক যে, কোথা থেকে?

কাম আজ্ঞে জানেনই তো, বুদ্ধি শুদ্ধি তেমনি কখনও সুবিধা রকমের নয়, তাই আপনাকে দূরে থেকে নমস্কার করেছিলেম কিন্তু প্রভু, আপনি যে মধ্যে মধ্যে দেবতাদের নাকানি চোবানি খাওয়ান তা বেশ করেন। এই সন্ত গব্যাননীর মতন এত বড় একটা জলাদলে প্রাণ নিয়ে একটা দিকপাল রাজার বুকে না দিয়ে, দেবতারা কি না এই চণ্ডালের হাড় মাসের ভিতর পুরে দিয়েছে। প্রভু, সব করেছেন, এক গণ্ডূষ জলটল দিয়ে এই চণ্ডালটার কিছু করে দিন, এ লোকটা চণ্ডাল।

পরাহ আরে কুছু করতে হবেনারে, কুছু করতে হবে না হরিয়া, তুই বাবা মটুকটা মাথায় দিয়ে বোস, হামি একটা রাণ দেখিয়ে এইখানে শুয়ে পড়ি, মরিয়ে যাই হামার হরিয়া রাজারে হামার হরিয়া রাজা!

রাজ রাজর্ষি, এই মহানুভব কোমল-হৃদয় চণ্ডাল দারুণ দুর্দ্দিনে বাৎসল্যস্নেহে আমার প্রাণে শান্তি দান করেছে, যদি আমার কিছু পুণ্য থাকে, আমি তাও অর্পণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি এর স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করুন

পরাহ স্বর্গে! ও বাব, সেখানে বামুন আছে, রাজা আছে, ভদ্দর ভদ্দর আদমি আছে, হামি সেখানে গিয়ে কি করবে বাবা! হামার হরিয়া রাজারে হামার হরিয়া রাজা!

রাজা চণ্ডাল পিতা.

পরাহ বোল বোল বাবা বোল, হামার স্বর্গ হয়েছেরে স্বর্গ হয়েছে হামি রাজার বাবারে রাজার বাবা। হামার হরিয়া রাজারে হামার হরিয়া রাজা।

বিশ্বা সাধুহৃদয় চণ্ডাল, কুসুমদলের সঙ্গে ক্ষুদ্র কীটও দেবতার শিরে স্থান পায় তোমার নিজের হৃদয় অতি মহান্, আবার এই বারাণসীর শ্মশানে লক্ষাধিক শবের অন্তেষ্টিক্রিয়ার দ্বারা তোমার জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল খণ্ডন হয়েছে, হরিশ্চন্দ্রের সাধু সঙ্গে তোমার স্বর্গে অধিকার হয়েছে, যাও ধর্ম্মের প্রভাবে আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সেইখানে যাও যেখানে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা বিচার নাই, যেখানে বিশুদ্ধ

পবিত্র আত্মামাত্রকে আলিঙ্গন দিবার জন্য আনন্দময় পরমাত্মা শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় অঙ্ক-বিস্তার ক'রে পদ্মাসনে বসে আছেন, তুমি সেইখানে যাও   ধর্ম্ম, আমি আবার বলি, তুমি আছ—আছ—আছ   আমি তোমার নিন্দা করেছি, আমিই তোমার জয় ঘোষণা কচ্ছি; ত্রিলোকে অবশ্য করবে 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়!"

সকলে   "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়।"

ধর্ম্ম   জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়"

সকলে   জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়

যবনিকা

চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে

(প্রহসন)

দৃশ্য – কলিকাতা।

সাধারণ বাসাবাটীর গৃহ

চাটুজ্যে। না দিব্যি পারেম কলকেতায় থাকতে আর চুল ছাঁটচিনি; বেটা করেছে কি। সামনে ঝাঁকড় ঝাঁকড়া চুল রেখে ঘাড়টা একবারে মুড়িয়ে দিয়েছে! বেটাকে বল্লেম, বেশ যা'তে মাথা হাল্কা হয়,এমনি করে দে; এখন হাল্কা হওয়া চুলোয় যা'ক, ঘড়ে কিছু না বাঁধলে মাথার পাষাণ ভাঙ্গা ভার! এক রক্ষে এখানে দেশের লোকের সঙ্গে বড় একটা দেখা হ'বার সম্ভাবনা নাই, তা'হ'লে লেজা না হয়ে আর রাস্তায় বেরনো যেত না। এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির নেওয়া যাক, ৮ টার তোঁ বেজে গেছে, ৯টা বেজে এক মিনিট হ'লেই আবার ভড়লীর মুখ সোঁ হ'বে। কাটা-কাপড়ের দোকানের চাকরী ঝকমারির শেষ (দ্বারে আঘাত) ধাকাধাক্কি কেন গো, অবারিত দ্বার, চলে এস ভেতরে

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব। পেন্নাম হই গো চাটুজ্যে মশাই, কেমন—কোন কষ্ট হইনি তো? ঘুম হয়েছিল বেশ তো?

চাটুজ্যে। সেটা বড় বিশেষ ঠিক করে বলতে পারেম না; যে বালিসটী দিয়েছ, তা'র মাঝখানে তো কিছুই নাই, দু'মুড়োর মুটো-টাক্ দেড়মুটোটাক্ করে তুলোর বীচি আছে বটে, তা' যে আপ তত্বঃ খোলের ভেতর গজিয়ে তা'তে ফসল হয়ে বালিস ভর্ত্তি হ'বে, এমন তো আমার বিশ্বাস হয় না, তা' একটা চলনসই বালিস দিলে বড় উপকার হয়।

ভব সে কি, দেব বই কি! চক্রবর্ত্তী মশায়ের তেমন হুকুম নয়, ভাড়াটের যা'তে কোন কষ্ট না হয়। এই স্কুলের ছেলেরা খয়, কত সুখ্যাত করে তা যখন যা' আবিশ্যিক হ'বে, আমায় অনুমতি করে অবজ্ঞ কল্লেই আমি আজ্ঞে করে দেব

চাটুজ্যে ভাল ভাল; তবে এই আরসি-খানা একবার সামনে ধর দিকি, পাগড়িটে ঠিক করে নিই।

ভব এই যে দাও না ও মা! ও চাটুজ্যে মশাই,ও কেমন করে চুল কপ্‌চেছো গো! সামনের চুলে যে কাঁচি ছোঁয়ায়নি! পুরো একটা পয়সাও দাওনি বুঝি? তাই খালি পেছনটা কুপ্‌চে দিয়েছে; বিচ্ছিরি দেখ্‌তে হয়েছে বাপু

চাটুজ্যে নজর পড়েচে? তা' তো গ্গে বিচ্ছিরি; চেহারাটাই বা এমনি কি কার্ত্তি-কের বৈমাত্র ভেয়ের মত! এখন থেকে না যা'ক। ভাল কথা ভব, এ সব জিনিসপত্র তছরূপ হয় কেমন করে? আমার কাঠ

ভব। ও হরি! সে কি চাটুজ্যে মশাই।

চাটুজ্যে। আও শোন; শুধু কাঠ নয়—

ঘুঁটে কয়লা তামাক টীকে তেল দেশলাই মসলা টসলা যা রাখি, তাই দেখি কমে যায়।

ভব রাম রাম! সে কি কথা! আমার উপর তো বাপু অসন্দ, টন্দ করোনি?

চাটুজ্যে উঁহুঁ তা'কি বলছি? তবে তোমায় বলছিলেম কি যে এ কাজটা যে বেড়ালে কচ্চে, সেটা আমার বিশ্বাস হয়না।

ভব। এ কি সর্ব্বনেশে কথা গে।

চাটুজ্যে কথাটা সর্ব্বনেশে নয়, তবে কিছু দিন এই রকম চল্লেই আমার যে সর্ব্বনাশ্ব হ'বে, সেটা নিশ্চয় আর কথ পড়ে। তো বলি, যখনই ঘর ঢুকি, তখনই দেখি, ঘর ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ—এর মানে কি?

ভব. তা—কেম—তবে বুঝি রান্নাঘরের ধোঁয়া জানলা টানলা দিয়ে পেরবিশ্চি করে।

চাটুজ্যে এ সে ধোঁয়া নয় গাঁজার ধোঁয়া রান্নাঘরে তো আর গাঁজার জান্‌লা রাঁধ হয় না, বাড়ীওয়ালা কি গাঁজ টাঁজা খায়? চক্রবর্ত্তীর ও রোগ আছে নাকি?

ভব মহাভারত! মহাভারত! অমন কথা মুখে পুরুশ্চরণ করো না; ছাঁপোষা মনিষ্যি—সে গতরে খেটে, রেঁধে, ঘর ভাড়া দিয়ে সংসার চালায়, তামাক ছিটিমটি পর্য্যন্ত আহার করে না, তা'কে অমন কথা বলো না

চাটুজ্যে। তবে কোথেকে—?

ভব তবে—হ'বে—বোধ হয়—হাঁ ঠিক!

চাটুজ্যে। হাঁ হাঁ ঠিক, ঐ জন্য ঐ জন্য—

ভব কি জন্যে? কি?

চাটুজ্যে। সেটা তুমিও কি বলবে ঠউরে উঠতে পাচ্চ না, আমিও তোমার মনের কথা আন্দাজ কর্ত্তে পাচ্ছিনি

ভব। ন, ভাবছিলেম যে দো-ছতরির ঘরের ভাড়াটে বাবুটী মধ্যে মধ্যে দু' পঁচ'ছ-লেম গেঁজা খেয়ে থাকেন, সেই ধোঁয়া হয় তো এই ঘরে কেমন করে ঢুকে থাকবে

চাটুজ্যে কোথাকার ভাড়াটে?

ভব। এই সিঁড়ির উপর দো-ছত্তরি ঘরের।

চাটুজ্যে ভব, আজ তুমি একটা আমার সংস্কার উল্টে দিলে ছেলেবেল থেকে জানা ছিল যে, ধোঁয়া উপরেই উঠে যায়, কিন্তু এ ধোঁয়াটির শুনছি কিছু বিচিত্র গতি; আমার ঘরে ঢোকবার জন্য চিরকালের পদ্ধতি উল্টে এ নীচের দিকে নেবে আসে

ভব। তা—কেন—এঁ্যা—

চাটুজ্যে লোকটা কে? ঐ বাবুটী বুঝি হামেশা যা'র সঙ্গে আমার সিঁড়িতে দেখা হয়? যখনই আমি নেমে যাই, দেখি সে উপরে উঠছে, আমিও উঠি, সেও নেমে যায়?

ভব তাই তাই—সেই সেই!

চাটুজ্যে। ত'র ইজের চাপকানে সর্ব্বদাই যে তেল-কালি লেগে থাকে আমার বোধ হয়, নিশ্চয়ই কোন ছাপাখানায় কর্ম্ম করে।

ভব। হ্যাঁ তাই বটে, আর এদিকে বড় ভদ্দরলোক, বাবু

চাটুজ্যে। যাই, বেলা হ'ল বেরাই ঘরটা দেখো ভব

ভব এস এস, দুর্গা ছিরিহরি! মা মোন্‌সা সেই যেমন সময় ফেরো, তেমনি সময়েই আস্তাজ্ঞে করবেন?

চাটুজ্যে। হ্যাঁ রাত্রি নটা হ'বে; তুমি আমার উনুনে আগুন দিও না, আমি এসেই ধরাব; আর বালিসের কথাটা ভুল না। (কিছু দূর গিয়া) হাঁ, পোয় টাক দুধ এনে রেখো তো ভব, তোমাদের উনুনেই বসিয়ে রেখ, যেন বেশ একটু সর পড়ে থাকে।

[প্রস্থান।

ভব। গেল, না বাঁচলেম! ঘরে থাকতে পাছে বাঁড়ুজ্যে এসে পড়ে, এই ভয়ে আমার

মুকোটা ধড়াস্ ধড়াস করছিল। হরির ইচ্ছেয় একদিনও ছ'জনে করে ভিতর সাম্‌নাসাম্‌নি পড়েনি, আর পড়বেই বা কোত্থেকে। বাঁড়ুয্যে মশাই ছঘড়ি না পড়তেই ছাপাখানায় যায়, সেথায় চৌপর রাত কাজ করে, সকালবেলা বেলা খপরের কাগজ বের করে দিয়ে তবে ন'টার সময় বাসায় ফেরে এদিকে চাটুজ্যে মশাই ন'টার আগেই দোকানে যায়, ছঘড়ির কম আর ফেরে না। চক্রবর্ত্তীর অদেষ্ট ভাল, এক ঘরে দো-তরপা ভাড়া পাবাচ্ছে। আমারই বা মন্দ কি এক ঘরের বই কাজ কত্তে হয় না মাইনে দিচ্ছে ছ'জন। তা আমি না বুদ্ধি দিলে এ শলা চক্রবর্ত্তীর ঘটেও আসতো না একটা লোকসান্—আমাদের হেঁসেল ছ'জনের একজনও খায় না তা মাসের মধ্যে দশদিন হয় তো রাঁধে, না হ'লে জল টল খেয়েই তো কাটায় মরুক্ গে, বাঁড়ুজ্যে মশায়ের আসবার সময় হয়েছে, এই বেলা চাটুজ্যে মশায়ের কাপড় গামছ খড়ম টড়ম-গুলো সারয়ে রেখে বিছানাটা ঠিক করে রাখি বাঁড়ুজ্যেকে বলবো, অত কার গাঁজা না খায় চাটুজ্যে ধোঁয়ার কথা বলতে আমার একবারে অন্তরাত্মি হয়ে গেছলো। দিই আবার শিয়োর বদলে দিই। উনি শোবেন দক্ষিণ শিয়োরি, ইনি পূর্ব্ব শিয়োরি, যার যেমন পিরবিত্তি চাটুজ্যের কথাটা দেখ দিকি আমার এমন বালিসের নিন্দে! এ সেকেলে জিনিষ, শুনিছি চক্রবর্ত্তী মশায়ের ঠাকুরদাদার ঝি মা এ বালিস নিজে মাথায় দেবার জন্যে তৈয়ের করেছিল; এসব জিনিস এখন জন্মায় না।

নেপথ্যে চাটুজ্যে দেখতে পাও না, দাড়ের ওপর পড়ে যে—

(বাঁড়ুজ্যের প্রবেশ)

বাঁড়ুজ্যে। (দ্বারের দিকে) তুমি আমায় ও'তুলে যে, তোমার চোখমাই ?

ভব কি। কি হয়েছে গা বাঁড়ুজ্যে মশাই।

বাঁড়ুজ্যে তোর আপনার কাজ দেখ্ গে যা

ভব ওমা, এ কি মেজাজ গ। মুখ টুক যে একবারে শুকুন্ত গেছে।

বাঁড়ুজ্যে সারা রাত জেগে খপরের কাগজ ছাপালে মুখ "শুকুন্ত" হবে না তো কি চগচগ করবে না ক ?

ভব। তা বাপু, তেমনি সমস্ত দিনটী তুমি ঘুমুতে পাও।

বাঁড়ুজ্যে। তা'তেও তোমার আপত্তি আছে নাকি? বেশ, এখন তুমি পথ দেখ, আমি কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু শুই।

ভব। শোও—শোও, আমি সরে যাচ্চি।

বাঁড়ুজ্যে। রোস, আমায় বল তো, লোকটী কে? হামেসা দেখতে পাই, আমিও উপরে উঠি সে নেমে যায়, আমিও নেমে যাই, সেও উপরে ওঠে ?

ভব হাঁ—ও—সে—এই—তা—না—না—

বাঁড়ুজ্যে। তুমি সেরে ফেলে না—

ভব। এই দো-ছুতারির ঘরের ভাড়াটে।

বাঁড়ুজ্যে। বটে? তা এই কথাটা বলবার রাগিণী ভাঁজছিলে কেন? ও কি করে—নাপ্তে বুঝি ?

ভব নাপ্তে কি গো? বেরাম্মণ।

বাঁড়ুজ্যে তবে অমন ওয়ার মতন পাগড়ী বাঁধে কেন ?

ভব। ওনাকে যে সাহেব বিবির সঙ্গে কথা কইতে হয়। রাধাবাজারে সেই যেখানে সাহেবমেমেদের পোষাক বিক্রী হয় ও সেইখানে কাজ করে বড় ভদ্দরলোক বাপু, নির্ম্মলা চরিত্তির হ্যাঁ ভাল কথা, আমায় বিশিষ্ট করে অনুরুদ্ধ করতে বলেছে যে,

তুমি বাপু অত করে গাঁজা না খাও, ধোঁয়ার গন্ধেতে—

বাঁড়ুজ্যে বটে, গাঁজার ধোঁয়া সয় না! গাঁজার নিন্দে করেছে! এক কাজ কর, তোমার "নির্জ্জলা চরিত্তিরওয়ালা" ও মশা-ইকে বোলো, যে কলকেতা তাঁর স্থান নয়; "গঙ্গার পশ্চিমকুল বারাণসী সমতুল"—পারে গিয়ে বাসা করুন

ভব সে কি বাঁড়ুজ্যে মশাই! তুমি কি আমাদের একটা ফ্যাড়াটে ওঠাবে?

বাঁড়ুজ্যে একই কথা—না হয় আমিই পথ দেখবো; এই তোমায় পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি ভব, বাবুদিগর গাঁজার নিন্দেও হয়েছে আমিও ডেরা-ডাণ্ডা তুলেছি, তার আর নুটিস-ফুটিস নাই।

ভব। দেখ যা ভাল হয়। এখন আমার কোন কাজ আছে?

বাঁড়ুজ্যে। বিশেষ।

ভব। বল।

বাঁড়ুজ্যে। আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিচে যাও, আমি বাঁচি।

ভব কি বাবু! এমন তো পিরিথিমিতে দেখিনি—আশ্চর্য্যি! [ভবর প্রস্থান

বাঁড়ুজ্যে মাগী জানে আমায় সারারাত্তির জেগে খাটতে হয়, দিনের বেলায় যে একটু আড় হবো তা যেন মাগীর [illegible] না, একটা ছল পেলে তো ভ্যানর ভ্যানর ভ্যানর করে বকতে আরম্ভ কল্লে য ক্, এখন ঘুমে তো চোখ ঢুলে আসছে, রান্না বান্না আর ভাল লাগে না, মাথাঘসার গলি থেকে এই পাউরুটিখানা আনা গেছে, নুন দিয়ে খাওয়া বেশ চলবে এখন খেয়ে শুই? না [illegible] খাই?—উঁহু—বলি খেয়ে উঠে তা'রপর শুই? না শুয়ে উঠে তা'রপর খাই? শুয়ে উঠেই ভাল। থাক রুটীখানা এই তাকের উপর। একখানা চীকে ধরাই, তামাকটা খেয়ে শোয়া যাক। (দেশলাইয়ের বাক্স খুলিয়া) ঐ ফক্কা! কাল সন্ধ্যে-বেলা দেখে গেছি ৫।৭টা কাটি আছে, আজ একটাও নাই; না ভব বেটা জ্বালালে। আমার ক'ঠ কয়লা, তেল মসলা ঘি বেটা সব সরায়, আমি বিলক্ষণ টের পাই; তার উপর আবার দেশালাইয়ের বাক্সটা রেখেও নিশ্চিন্ত নাই! দূর তোর—নে তামাক খাওয়া। আর দূর তোর—নে দেশলাই। (বাক্স জানালার বাহিরে নিক্ষেপ) চোখ একবারে জড়িয়ে আসছে, শুইগে, আর পারি নে; থাক আর কাপড় ছেড়ে কি হবে? চাপকানটা শুধু খুলে রাখি (বিছানায় গমন) মশারিট ফেলে দিই নইলে মাছিতে জ্বালাতিবিরক্ত করবে

(শয়ন [illegible] নিদ্রা)

(ভবর প্রবেশ)

ভব। বাঁড়ুজ্যে মশাই শুলে?—ওমা! দিনের বেলায় মশারির ভেতর ঢুকেছ না কি? (মশারিতে উঁকি দিয়া) বাঁড়ুজ্যেমশা ওমা পড়েছে আর ঘুমিয়েছে?—আহা বামুনের ছেলে—সারারাত জেগে গাধার খাটুনি খেটে মরে—থাক থাক ঘুমুক একটু

[প্রস্থান

(চাটুজ্যের প্রবেশ)

চাটুজ্যে। "যৎকিঞ্চিৎ ন করোতি বাধি খদি তুষ্টঃ।" কোথার ভাবছি একটু দেরি হয়ে পড়েছে, এখন বকুনি খেতে হবে, না দোকানে ঢুকতেই কর্ত্তা বল্লেন, "চাটুজ্যে বাসায় যাও, আজ ছুটী, আমি এখনই দোকান বন্ধ করে হুগলী যাব"। হরি হরি! চাটুজ্যেকে আর পায় কে? ছিপ সুতো হুইল—ড্রাম সব মনে পড়ে গেল; এখন ধুমুড়াঙ্গা অবধি ঠেলে যাবি, না বেলগেছে খোট্টাদের বাগানে মালীর হাতে আটগণ্ডা পয়সা গুঁজে দিয়ে কাজ সারবি? পরে বিবেচ্য, আপাততঃ পেট ঠাণ্ডা করা

থাক। দুধ আছে, এক পয়সার কলা আনা-গেছে, এখন দুটী মুড়কী আনলেই রীতিমত ফলারের বন্দোবস্ত হয়। (দেরাজের নিকট গিয়া) একি, পাউরুটী এল কোত্থেকে? ভব তবে বুদ্ধি করে আনিয়েছে; বেশ হয়েছে, আর মুড়কি আনতে হবে না। আহা যার ভব নাই, তার কেউ নাই। ভবসুন্দরী আমার সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ। তবে এখন একটু তামাক খেয়ে নেওয়া যাক্। একি দেশালায়ের বাক্স গেল কোথা? না, এ ভবি বেটী হাড়ে-নাড়ে জ্বালালে—কিছু রেখে নিশ্চিন্ত নই। এই রেখে বেরিয়ে গিয়েছি,আর এর মধ্যে দেশালা-ইয়ের বাক্সটা সাত করেছে। বেটী চোরের ধাঁদ। দূর হোকগে, যাই, রুটীখানা দেখছি বাসি, নীচে থেকে একটু সেঁকে আনিগে, কলা ছড়া থাক এই তাকের উপর, দেখি বেটী দুধটা কি করে রেখেছে—বেটী ভারি পাজী।

[জোরে দোর বন্ধ করিয়া প্রস্থান।

বাঁড়ুজ্যে (মশারি হইতে মুখ বাড়াইয়া) কেও ভব? এস ভিতরে এস; ঢের ঘুম হয়েছে। এখন জাগিয়ে দিয়ে আর অত মায়া হচ্ছে কেন? একি বা! দিব্য একছড়া চাটিম কলা যে। (বিছানা ত্যাগ) ভব বুঝি রেখে গেছে; দেখেছে আমি পাউরুটি কিনে এনেছি, কলা দে দুধ দে. বেশ লাগবে বলে আপনি যত্ন করে.কিনে এনে রেখে গেছে; ভবর মত স্ত্রী তপস্যা করে পাওয়া যায় না। আর ভবর জন্যই এ বাসায় থাকা। বাড়ীওয়া-লার সঙ্গে তো একপ্রকার তাম্বুল-ত্যাজ্যবৌ সম্পর্ক, ভাড়া দিয়ে চিঠি নেওয়া, মাসকাবারে একবার দেখা। (কলা লইয়া) দিব্যি পুরুষ্ট কলা। একি রুটি গেল কোথা? এঁ্যা কই কোথাও তো নাই? ইঁদুরে? রাম—সাধ্য কি! তবে—ও বেটী! পাজি বেটী! চোর বেটী! বজ্জাত বেটী! ভব বেটী! তাই বেটী তাড়াতাড়ি বেটী দোরদে পালাচ্ছিলে বেটী? হারামজাদা বেটী! নচ্ছার বেটী! [illegible] বেটী! বেটী তোমার আমি পুলিসে দোব ও [illegible] বেটী আমার রুটী চুরি করে কোন লোকে খাওয়াবে? আবার কোত্থেকে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনে আমার জন্যে দুটো ঠুটো কলা রেখে যাওয়া হয়েছে? আমার রুটী তোমার বেনপো খাবে আর আমি তোমার কলা খাই। তাই ছাই ভাল হোক; ভবী বেটীর ঠোঁটে কলা—যাঃ তোর ভবীর কলা কোম্পা-নির নর্দ্দমায় (প্রক্ষেপ)। এখন দেখি দুধের কি করেছে বেটি।

[অপরদিকে প্রস্থান।

(দুধের বাটী [illegible] চাটুজ্যের প্রবেশ)

চাটুজ্যে দুধটী বেশ সর পড়িয়েছে [illegible]। রুটীও বেশ মচ্‌মচে হয়েছে, থাক এইখানে, এখন কলা দিয়ে—কৈ কলা—কলা গেল কোথা! আমার কলা গেল কোথা? আমার কলা—ও তাই বেটী, তাই বেটীর আজ! আমার কলা চুরি করবে বলে বেটী [illegible] ফাঁদ পেতেছিলে! বেটি আমি [illegible] আমি গোপালকে দম্‌বাজি [illegible] আদায় করি! তুমি বেটী আমার [illegible] উড়বে! বেটী তোমার এক [illegible] মিয়েন পাউরুটী দোপেয়ে [illegible] পুরে কলা গাপ করবে। [illegible] আমার [illegible] কোথায়? বের করবই! এখন [illegible] পাউ-রুটি [illegible], [illegible], যাও এই আমায় দাও।. ([illegible]

(দুধের বাটী হস্তে বাঁড়ুজ্যের প্র[illegible])

কে মশায় আপনি?

বাঁড়ুজ্যে। বটে বটে [illegible]

চাটুজ্যে আপনি এখানে কি চান?

চাটুজ্যে (স্বগত) এই সেই ছাপাওলা।

(দুধের বাটী স্থাপন)

বাঁড়ুজ্যে (স্বগত) এই সেই কাটা-কাপড়ওয়ালা (দুধের বাটি স্থাপন)

চাটুজ্যে। আপনার দো-ছতরির ঘরে আপনি যান

বাঁড়ুজ্যে আমার দোছতরি? তোমার দোছতরির ঘর।

চাটুজ্যে। দ্যাখ ছাপাওয়ালা যদি মার খাবার সাধ না থাকে তো ভালয় ভালয় আমার ঘর থেকে বেরও

বাঁড়ুজ্যে তোর ঘর? বল্ আমার ঘর; ছোট-লোক কাটা-কাপুড়ে।

চাটুজ্যে। এই দেখ্ কার ঘর হা হা হা! এই দেখ কাগজ, গেল মাসের ভাড়ার চিঠি।

বাঁড়ুজ্যে। কাগজ? এই দেখ্ দেখ্ দেখ্, দফে ঐ ঐ ঐ দেখ লি।

চাটুজ্যে। ঢের ঢের ঢের দেখেছি—ছাপাখানার ভূত!

বাঁড়ুজ্যে। চুপ রও! রিপুর কর্ম্ম, (সুরে) ও রিপুর ক—অ—অ— ——

চাটুজ্যে দূর বেটা! কমা, সেমিকোলন, কএর জায়গায় ক, হয়ের জায়গায় ঢ়

বাঁড়ুজ্যে টেক্ টেক্ টেক্, নোটেক নোটেক—

চাটুজ্যে। (কম্পোজ, কালী দেওয়া ও ছাপার ভঙ্গী)

বাঁড়ুজ্যে। কমিইন্ মিস্ ইওর ম্যাদাম সপ; কেস্কারাচপ, বনেট, মসলিন্—

চাটুজ্যে (চীৎকার) ওরে, চোর চোর!

বাঁড়ুজ্যে ওরে ডাকাত রে খুন কল্লে রে!

চাটুজ্যে। অ—ভব.

বাঁড়ুজ্যে অ ভব—অ—অ—অ—অ!

উভয়ে। ও ভবী—ঈ—ঈ—ঈ—ঈ!

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব কি কি! হয়েছে কি?

(উভয়ে ভবতারিণীর হস্তধারণ)

বাঁড়ুজ্যে রিপুরকর্ম্মটাকে এখনই বের করে দে

চাটুজ্যে। তেলকালিমাখা ভূতটাকে বের করে দে শীগ্‌গির

ভব বলি বাবুরা

চাটুজ্যে (ভবকে টানিয়া) বল্ এর মানে কি?

বাঁড়ুজ্যে। বল্ এর মানে কি? (ভবকে টানিয়া) এ কা'র ঘর?

চাটুজ্যে হাঁ। বল্ মাগী, এ কার ঘর?

বাঁড়ুজ্যে। আমার ঘর কি না?

ভব। না।

চাটুজ্যে নাও, শুনলে?—এ আমার ঘর

ভব। না না, এ তোমাদের দু'জনকারই ঘর

উভয়ে দুজনকারই!

ভব ঠাকুর ম'শাইরা শোন, রাগ করো না এই গে দেখ (চাটুজ্যের প্রতি) ও ঠাকুরটী দিনেই ঘরে থাকেন, আর এ ঠাকুরটী (বাঁড়ুজ্যের প্রতি) খালি রেতেই ঘরে থাকেন, তাই চক্রবর্ত্তী ম'শাই বল্লে যে, পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডার ঘরটা যদ্দিন না মেরামত সম্পূর্ণ হয়, তদ্দিনকার মত এই এক ঘরেই—

উভয়ে। পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডার ঘর কবে ঠিক হবে?

ভব কাল হয়ে যাবে এমনি অনুপান হচ্চে।

চাটুজ্যে। আমি সেই ঘর নেব।

বাঁড়ুজ্যে। আমিও।

ভব দু'জনেই যদি সেই ঘর নেবে, তবে দু'জনে কেন এই ঘরেই বসবাস কর না।

উভয়ে তাও তো বটে

চাটুজ্যে দেখুন, আমি আগে বলেছি

বাঁড়ুজ্যে ব্যথিত হলেম ; পূর্বের বারাণ্ডাব ঘর ম'শায়ের, এখন যাও

চাটুজ্যে যাও! আরে—আরে—আরে—

ভব ঠাকুর, তোমরা ঝকড়া করো না ; আগে এই —এই এই মধ্যস্থি থানে একটা বেড়া ছিল—

উভয়ে। তবে দাও বেড়া

ভব রোস দেখছি, যদি সে ঘরটা আজই ঠিক পরিষ্কার করে দিতে পারি ; এখন বাবু দু'জনেই একটু বেড়িয়ে আসুন। হোন।

[ভবতারিণীর প্রস্থান

চাটুজ্যে কি গেরো। (পদচারণ)

বাঁড়ুজ্যে। (চৌকিতে বসিয়া) ম'শাই, একটা পরামর্শ দেব কি ? পাইচারি কর্তে ইচ্ছা হয় তো দিব্যি গঙ্গার ধার আছে যান, তোফা হাওয়া

চাটুজ্যে হুজুর, আপাততঃ সে রকম কিছু কাচ্ছোন

(অন্য চৌকিতে উপবেশন)

বাঁড়ুজ্যে ভাল, ক্ষতি নাই।

চাটুজ্যে। কিছু না ; আচ্ছা, আপনি বেড়াতে যেতে পারেন, আমি আপনাকে ধরে রাখছিনি।

বাঁড়ুজ্যে। অত আত্মীয়তায় কাজ কি ? (গাঁজার কলিকা দেখিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, একটীপ তৈয়ের যে—ভুলে আছি। ব্যোম মহাদেব (কলিকা ও টিকে লইয়া ধূমপানের উদ্যোগ)

চাটুজ্যে। ও কি ও, কি কচ্ছো ?

বাঁড়ুজ্যে কি কচ্ছি ? গাঁজা চড়াচ্ছি।

চাটুজ্যে ছুট্। (উঠিয়া জানালা উদ্ঘাটন)

বাঁড়ুজ্যে। কি ও, কি কর ? আমার চোখে আলো বরদাস্ত হয় না।

চাটুজ্যে আমারও নাকে গাঁজার গন্ধ বরদাস্ত হয় না

বাঁড়ুজ্যে জানালা বন্ধ কর, জানালা বন্ধ কর।

চাটুজ্যে কল্কে রাখ, কল্কে রাখ

বাঁড়ুজ্যে (রাখিয়া) এই নাও রৈল।

চাটুজ্যে (জানালা বন্ধ করিয়া) এই নাও বন্ধ হ'ল।

বাঁড়ুজ্যে যাই আমি আমার বিছানায় যাই

(শয্যায় গমন)

চাটুজ্যে (দৌড়িয়া শয্যায় বসিয়া) মাপ কর ঠাকুর, ওঠ, আমি কাকেও আমার বিছানা ঘাঁটতে দিই না

(উভয়ের উত্থান)

বাঁড়ুজ্যে তোমার বিছানা আচ্ছা এস, তুমি ঘুসি লড়তে পার ?

চাটুজ্যে না

বাঁড়ুজ্যে না! তবে এস লাগে (ঘুসি লড়ার ভঙ্গী)

চাটুজ্যে দেখ, তুমি চুপ করে বসে থেকো, নইলে আমি এখনই পাহারাওয়ালা বলে চেঁচাব

(উভয়ের বিপরীত দিকে মুখ করিয়া উপবেশন)

বাঁড়ুজ্যে বলি শুনছেন ?

চাটুজ্যে। কি বলুন।

বাঁড়ুজ্যে অবস্থাগতিকে কিছুকাল যখন দু'জনকেই এক ঘরে থাকতে হচ্চে, তখন কাটাকাটি করে মরার আবশ্যক কি ?

চাটুজ্যে কোন প্রয়োজন দেখছি না ; কাটাকাটি করায় আমার বিলক্ষণ আপত্তি

বাঁড়ুজ্যে আর শুনুন গে, আপনার উপর আমার কোন বিশেষ বিদ্বেষভাব নাই।

চাটুজ্যে। আমারও ম'শায়ের সঙ্গে কোন সাংঘাতিক শত্রুতা নাই।

বাঁড়ুজ্যে। বিশেষতঃ সবই ভবীর দোষ।

চাটুজ্যে সম্পূর্ণ। (উভয়ের চৌকি টানিয়া নিকটস্থ হওন)

বাঁড়ুজ্যে। কেমন ম'শায় ?

চাটুজ্যে আজ্ঞা হাঁ।

বাঁড়ুজ্যে। আসুন,একটা পাণ ইচ্ছা করুন, (পাণ প্রদান)

চাটুজ্যে। আস্তে আজ্ঞা হয় (পাণ লইয়া নমস্কার)

বাঁড়ুজ্যে। নমস্কার, নমস্কার। আপনার গানটান গাইতে আসে ?

চাটুজ্যে কখন কখন সখের দলে দোহারকি করেছি।

বাঁড়ুজ্যে। তবে একটা দোহারকিই গান না (কিঞ্চিৎ পরে) আচ্ছা, কখন থিয়েটার দেখ্‌তে গেছেন ?

চাটুজ্যে। না, আমার পরিবার আপত্তি করে

বাঁড়ুজ্যে। আপনার পরিবার। আপনার স্ত্রী আছে না কি ?

চাটুজ্যে। হবে—শীগ্‌গির হবে; সম্বন্ধ হয়েছে

বাঁড়ুজ্যে। তবে সে তো হওয়াই। আচ্ছা আচ্ছা, বড় খুসী হলেম

চাটুজ্যে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) খুসী।—উঠ্‌ছেন যে ? কোথায় যান ? যাবেন না, এখানে সে আর আস্‌ছে না।

বাঁড়ুজ্যে ও বুঝেছি, বুঝেছি, কাছাকাছি হাঁড়ীকাড়া আছে—কেমন ? ভারী চালাক এঁ্যা (কাঁধ টিপিয়)

চাটুজ্যে কি রকম কথা ম'শায় ? দেখুন, ও সব কথা নিয়ে ত মস্করা নয়। মশায়, আমার স্ত্রী অর্থাৎ আমার কনে—অর্থাৎ আমার ভবিষ্যৎ পত্নী ; যার সঙ্গে আমার বিবাহ হলে যে আমার স্ত্রী হবে,সে—তিনি—সদ্বংশজাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—দুর ছাই। ব্রাহ্মণকামিনী—দুর কন্যা ; অল্প স্বল্প জমি-জারাৎ আছে, পাঁচ ছ'টা রেড়ির কল—

বাঁড়ুজ্যে। কি কি, কোথায় ?

চাটুজ্যে কাছাকাছিই—রেলের ধারে। চম্‌কে উঠলে যে ?

বাঁড়ুজ্যে না কিছু না—তার পর ?

চাটুজে রেড়ির কল নিয়ে এদ্দিন একটা মোকদ্দমা চলতেছিল, বলে কিছু হয়নি।—আহা, সৌভাগ্যক্রমে হাইকোর্টের মোকদ্দমা গজেন্দ্রগমনে চলে।—তা এখন মোকদ্দমা আপোসে মিটে গেছে। এইবার শীঘ্রই আমাদের শুভকার্য্য সম্পন্ন হবে। আপনি বিবাহিত ?

বাঁড়ুজ্যে আমি ? ঠিক নয়

চাটুজ্যে। আইবুড়া ? বেশ দিব্যি সুখী।

বাঁড়ুজ্যে না, তাও ঠিক নয়।

চাটুজ্যে। তবে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে ? মহাশয় মদ্দ-বিধবা ?

বাঁড়ুজ্যে। তাই বা কেমন করে বলি—

চাটুজ্যে। মাপ করবেন ম'শায়, আমি তো কিছু বুঝতে পারেম না না আইবুড়ো, না বিবাহিত না বিধবা, তিনের একও নয়। আপনি এমন তরটা কেমন করে হলেন ?

বাঁড়ুজ্যে। কেমন করে হলেম !

চাটুজ্যে। তা বই কি ; এ কি মনিষ্যিতে হতে পারে। জীবন্ত মানুষে তো.নয়—দেখি-ওনি শুনিওনি

বাঁড়ুজ্যে তা সম্ভব। কিন্তু আমি তে জীবন্ত মনিষ্যি নই।

চাটুজ্যে। (পশ্চাৎ চাহিয়া) ক্ষান্ত হোন ম'শায়, ও রকম তামাসা আমি ভালবাসি না

বাঁড়ুজ্যে। তামাসা নয় ম'শায় ; সত্যই বলছি, আজ তিন বৎসর হ'ল আমার মৃত্যু হয়েছে—হায়। হায়। ও হো হো হো।

চাটুজ্যে। (সভয়ে) আপনি চুপ করুন ম'শায়

বাঁড়ুজ্যে। বিশ্বাস না করেন, নাম ধাম বলে দিচ্ছি, আমার আত্মীয়বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন দেখবেন, আমার নাম কল্লেই তা'রা ডুকরে কেঁদে উঠবে তা হ'লে তো বিশ্বাস হবে?

চাটুজ্যে। মহাশয়! প্রিয়বন্ধো! হৃদয়-মাধব! যদি এমন কোন উপায় থাকে যে বিয়ের সম্বন্ধ টম্বন্ধ ঠিক হ'বার পর মরে যাওয়া যায়, তার পর আবার কলে কৌশলে [illegible] পৃথিবীতে থেকে কাজকর্ম্ম করাও চলে, তা'হলে আমায় বলুন,—বলুন মরে বাঁচা প্রাণের পঞ্চানন তৈলিক ম'শায়

বাঁড়ুজ্যে ওঃ, তবে দেখছি, আপনি আপনার বাগদত্তা সুন্দরীকে লাভের জন্ত ততটা পাগল নন।

চাটুজ্যে না তা নয়—তবে কি জানেন, প্রণয়ে একটু বাধা আছে; ব্রাহ্মণ-নন্দিনী চন্দ্রবদনীর মেজাজটা কিছু উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডা ধাতের, আমার এই কা'হল অঙ্গে তা যে সহ্য হয়, এমনটা বোধ হয় না।

বাঁড়ুজ্যে বটে! তার তো সহজ উপায় আছে, আমি যা করেছিলেম, তাই করুন।

চাটুজ্যে। তাই করবো কি বলুন

বাঁড়ুজ্যে। জলে ডুবে মরুন।

চাটুজ্যে। (সভয়ে) আবার ঐ ধুয়ো! চুপ করবেন ম'শায়

বাঁড়ুজ্যে। শুনুন, তিন বৎসর হ'ল, দুর্ভাগ্যক্রমে নইহাটীতে আমি একটী কামিনীর মনচোরা হই, কুলীনকুমারীর আধারমেও ছটাখানি বেশ জমকাল আছে।

চাটুজ্যে। (স্বগত) তিনমাস পূর্ব্বে চুঁচুড়াতে ঠিক আমারও ঐ রকম হয়েছিল (প্রকাশ্যে) চুপ করলেন যে? বলুন বলুন।

বাঁড়ুজ্যে সুন্দরীর প্রেমজাল এড়াবার [illegible] আমি আসামে চা-বাগানের চাকরী স্বীকার কল্লেম

চাটুজ্যে (স্বগত) আমিও!

বাঁড়ুজ্যে দাদন নিলেম।

চাটুজ্যে। (স্বগত) আমিও—কি আশ্চর্য্য!

বাঁড়ুজ্যে দাদন নিয়েই মনে বড় ক্ষোভ হয়।

চাটুজ্যে। (স্বগত) আমারও তাই। বাঃ বাঃ! কি চমৎকার মিলে যাচ্ছে!

বাঁড়ুজ্যে। আমার প্রণয়িনী, এজেণ্টের কাছে তাঁ'র গোমস্তা পাঠিয়ে অনেক উপরোধ করে আমার দাদনের টাকা আর আর খরচা সমেত দিয়ে আমায় খালাস করতে চাইলেন, এজেণ্ট রাজি হলেন, আমি প্রথম একটু এদিক ওদিক করেছিলেম, কিন্তু পরে রাজি হলেম।

চাটুজ্যে (স্বগত) আমারও ঠিক ঐ, তবে আমি একেবারে রাজি হয়েছিলেম।—তার পর?

বাঁড়ুজ্যে। শুভ বিবাহের দিন স্থির হ'ল, ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এল—

চাটুজ্যে। (করুণস্বরে) হাঁ! দাদা দিন ঘুনিয়ে এল? দাদা রে, তোর দিন ঘুনিয়ে এল?

বাঁড়ুজ্যে। হাঁ! ভাই রে প্রাণের লক্ষণ! দিন যত নিকট, প্রাণ তত আকুল! এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ ফুটলো, বুঝতে পাল্লেম, সে অমূল্য নিধি আমার মত নরাধমের জন্ত নয়। সুন্দরীকে খুলে বল্লেম; কোথা এ প্রাণেশ্বর কথায় তুষ্ট হবেন, না রূপসী একেবারে মদমত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় আমার দিকে কাঠের চেলা হস্তে ধাবমানিনী! আমিও রণ-[illegible] প্রস্তুত বীর-পদভরে দৌড়দানের উদ্যোগ

করলেম, "স্ত্রীহত্যা মহাপাতক" জ্ঞান তখন রইল না। প্রেয়সীকে ত্যাগ করে দুয়ো বলে সবেগে চম্পট। দু'দিন পরে শমন প্রাপ্তি; অন্তঃপূর্ব্বা যুবতী বালিকা—জাত যাবে, ড্যামেজের নালিশ।

চাটুজ্যে। কি সর্ব্বনাশ। পাড়ার উকীল ছিল না কি?—তার পর?

বাঁড়ুজ্যে। সর্ব্বনাশ বলে সর্ব্বনাশ। স্বন্দরীর গোমস্তা আমলারা মোকদ্দমার রীতিমত যোগাড় করতে লাগল, কাঙ্গালী উকীল সাক্ষি-শীটি দিয়ে মামলা কেড়ে নিলেন, আমায় ফৌজদারিতে ফেলবারও শলা হতে লাগলো, আমার যেন হাইড্রোফোবিয়া হ'ল, প্রাণে ধিক্কার জন্মিল শেষ হতাশ হয়ে যা করবার নয়, তাই করতে সঙ্কল্প করলেম একদিন সন্ধ্যার সময় কাপড়-চোপড় নিয়ে বেরুলেম, গঙ্গাধারে ময়রার দোকানে বসে তামাক খেলেম, দোকানীর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাইলেম, নিশ্বাস পড়তে লাগলো, চোখ পুঁছলেম, তার কথায় উল্টো উল্টো ছোট ছোট উত্তর দিলেম তার পর উঠে গঙ্গার কিনারায় এলেম, ঘাটের দিক ছেড়ে আঘাটায় গেলেম, কেউ কোথাও নাই। চাদর জামা জুতো খুলে কিনারায় রাখলেম, একখান বড় পাথর পড়েছিল, তুল্লেম, একবার আকাশের দিকে তাকালেম, গঙ্গার দিকে চাইলেম, বুকের ভেতর থেকে ডাকলেম, "মা গো"! পাথরখানা জোরে জলের মাঝখানে ছুড়লেম, "ঝপাৎ"—আমিও মাঠের দিকে লম্বা

চাটুজ্যে রসো রসো, আমি কতক কতক ব্যাপারটা বুঝছি তুমি নিরুদ্দেশ—জলের ধারে তোমার কাপড় চোপড় পাওয়া গেল—

বাঁড়ুজ্যে ঠিক ঠাওরেছ। আমার পকেটে না চাদরের খোঁটে—যাক ঠিক মনে নাই, একটু কাগজে লেখা ছিল "তোমার [illegible] আমার শেষ এই গতি হ'ল—দিগম্বরী—প্রাণেশ্বরী"।

চাটুজ্যে। দিগম্বরী! (চমকিত ভাবে বাঁড়ুজ্যের হাত ধরিয়া অগ্রসর হওত) দিগম্বরী।

বাঁড়ুজ্যে দিগম্বরী

চাটুজ্যে। কমলাকান্ত গাঙ্গুলির কন্যা?

বাঁড়ুজ্যে কমলাকান্ত গাঙ্গুলির কন্যা

চাটুজ্যে এক মেয়ে, জমী জারাত বেড়ির কল সব তারই?

বাঁড়ুজ্যে এক মেয়ে. জমীজারাত, বেড়িরকল সব তারই

চাটুজ্যে চুঁচুড়োতে?

বাঁড়ুজ্যে নৈহাটীতে

চাটুজ্যে বলো—ইস্পাবকি ব্যাপার! কুলীনের মেয়ে মেলের বরের অভাবে এদ্দিন বিয়ে হয় নি।

বাঁড়ুজ্যে। সাই?

চাটুজ্যে। বয়েস বছর পঁচিশ

বাঁড়ুজ্যে বছর পাঁচাত্তির

চাটুজ্যে সে যার যেমন নজর নিশ্চয়ই সে মাসাই, আপনি কি তবে খুদিরাম বাঁড়ুজ্যে? অভাগা আত্মঘাতী খুদিরাম বাঁড়ুজ্যে?

বাঁড়ুজ্যে। আমিই সেই। ছিলেম খো খুদিরামই, এখন একেবারে নেই রাম বাঁড়ুজ্যে

চাটুজ্যে আর যার দ্বদার আপনি এই পেলাপত করেছেন, আমি কিনা তাঁকেই বিবাহ কার্য্যে যাচ্ছিলেম!

বাঁড়ুজ্যে ওঃ! তবে আপনি কি পুঁটিরাম চাটুজ্যে?

চাটুজ্যে আজ্ঞা হাঁ, এই অবলা গরীব-ব্রাহ্মণের ঐ নাম

বাঁড়ুজ্যে আমি সব শুনেছি, বড় আশ-

দের বিয়ে! পরম সুখে কালাতিপাত কর। ভাল কথা, আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

চাটুর্জ্যে। বাপ রে, সে কি আর কি আমি তোমায় চোখের আড় কর্ত্তে পারি! তোমার প্রণয়িনীর হাতে তোমায় প্রত্যর্পণ করে আমার কাজ।

বাঁড়ুর্জ্যে। আমার প্রণয়িনী? তোমার বল।

চাটুর্জ্যে। আমি জলে ডুবে মরেচি, আর আমার কেমন করে হবে?

বাঁড়ুর্জ্যে। কি বাজে কথা কও; আমি তোমার দিগম্বরীর সঙ্গে মিলন করিয়ে দেব তবে নিশ্চিন্ত হ'বো।

বাঁড়ুর্জ্যে। তোমার বাগদত্তা বনিতার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধের আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই

চাটুর্জ্যে। আমার বাগদত্তা, সে কি কথা! প্রথমে সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে

বাঁড়ুর্জ্যে। তা'তে কি এসে যায়, আমি অপঘাতমৃত্যু হ'ল, তার পর তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিকঠাক হ'ল

চাটুর্জ্যে। বেশ!

বাঁড়ুর্জ্যে। বেশ কি?

চাটুর্জ্যে। আমি অতি অধম, তুমিই তার যোগ্যবর! আমার প্রাণ অতি অমল কমল ধব্‌ধবে ধবল শাদা, আমি আমার সর্ত্ত ত্যাগ করলেম, তুমি পরমসুখে পৌত্র-প্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ

বাঁড়ুর্জ্যে। মহাশয় সুহৃদ! পরমমিত্র বিভীষণ! সোণার লঙ্কা পেলেও তোমার যত্নের ধন অমূল্য রতন দিগম্বরীকে আমি আত্মসাৎ করবো না। আমি চল্লেম—নমস্কার

(গমনোদ্যত)

চাটুর্জ্যে। (ধরিয়া) দাঁড়াও দাঁড়াও

বাঁড়ুর্জ্যে। ছাড় আমায়, বিশ্বকর্ম্মা ছাড় ছাড়—ছাড়—আমায় ছাড়, নইলে আমি নিজ মূর্ত্তি ধরবো

চাটুর্জ্যে। খুড় খুড়ো, এ মূর্ত্তিটি তবে কার? (দুই গালে ঠোকোর)

বাঁড়ুর্জ্যে। কি! আমায় অপমান! আমার মুখের উপর অপমান? নাকের উপর অপমান জান এর ফল কি? এখনই হেস্ত নেস্ত এস লাগে!

চাটুর্জ্যে। বেশ, আমিও রাজি—আগে হাতা-হাতি নয়, হাতিয়ার চাই।

বাঁড়ুর্জ্যে। বেশ বেশ

উভয়ে। ভব—ভবী

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব। কি ঠাকুর! কি—কি?

বাঁড়ুর্জ্যে। দু'খানা কাটারি

চাটুর্জ্যে। অথবা-বঁটী।

বাঁড়ুর্জ্যে। অভাবে—জাঁতি।

ভব। বঁটী কাটারি কেন গো?

বাঁড়ুর্জ্যে। তোর তা'র দরকার কি? নিয়ে আয় শীগ্‌গির

ভব। আচ্ছা আচ্ছা, কাটারি দিচ্চি

চাটুর্জ্যে। দাঁড়াও; তুমি কাটাকাটি করবার জন্য দু'দু' খানা করাল কাটারি ধরে রাখ?

ভব। ওঃ পোড়া কপাল, কাটারি কোথা? দু'টো খালি বাট্ পড়ে আছে।

চাটুর্জ্যে। শুধু বাট্? অস্ত্রং দেহি অস্ত্রং দেহি! আজ বাটের যুদ্ধ

[ভবতারিণীর প্রস্থান।

বাঁড়ুর্জ্যে। বাপ শুনচেন

চাটুর্জ্যে। হাঁ হঁ, কি বলবে প্রকাশ করে বল।

বাঁড়ুর্জ্যে। যুদ্ধবিষয়ে আপনার মত কি?

চাটুর্জ্যে। অতি ছোটলোক অসভ্যের কাজ

বাঁড়ুজ্যে। আমারও ঐ মত, তবে বাঁটে বাঁটে গাঙ্গা হয়, তা'তে তো আপত্তি নাই

চাটুজ্যে হুঁ, সে আলাদা কথা

বাঁড়ুজ্যে কিন্তু এ বড় বেল্লিকমো। কোথাও কিছু নাই দু'খানা কাটারির বাঁটে ঠোকাঠুকি করি, এইখা কি ছেলেমানুষি ?

চাটুজ্যে কিছু না, একটু ইয়ারকি মাত্র

বাঁড়ুজ্যে একটা কথা শোন, কেন তুমি দিগম্বরী ঠাকরুণকে বিয়ে করবে না?

চাটুজ্যে কেন ? আমি তো আগেই বলেছি, তা'র মেজাজের সঙ্গে আমার বনে না, তোমায় তা'তে বেশ সুখে থাকবে

বাঁড়ুজ্যে সুখী ? আমি যখন মনে মনে জানছি, তোমায় সে ধনে বঞ্চিত কচ্চি। চাটুজ্যে, আর ও কথা বলো না

চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে আমার কথা ভুলো না, তোমার সুখেই আমি সুখী হ'ব।

বাঁড়ুজ্যে কি ছেলেমানুষি কোচ্চো ?

চাটুজ্যে। অচ্ছা পাগলাম কোচ্চো তো ?

বাঁড়ুজ্যে আম তা'রে বে করবো না।

চাটুজ্যে। আমি কালীমিত্তিরের ঘাটে যাব, তবুও তা'রে নিয়ে ছাঁদনাতলায় যা'ব না

বাঁড়ুজ্যে আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, স্ফূর্তিতে যার অদৃষ্টে পড়ে

চাটুজ্যে। অতি সদ্‌যুক্তি।

বাঁড়ুজ্যে। কড়ি পাড়ান যাক—কেমন ?

চাটুজ্যে বেশ বেশ কাড়ি পাড়ানই বেশ।

বাঁড়ুজ্যে (স্বগত) বড়ই মজা হয়েছে। ভবীর বোনপোর দশ-পঁচিশের কড়ি ক'কড়া আমার কাছে আছে ; সে কড়িগুলোর কিছু তারিফ আছে, ক্রমাগত ছক্কাই পড়ে।

চাটুজ্যে। (স্বগত) ঠিক হয়েছে। দোকানের ছোঁড়াটা সে দিন কড়ি খেলছিল, দিব্বি বড় বড় সীসে-ভরা কড়ি দেখে ছোঁড়াকে গোটাকতক পয়সা দিয়ে নিয়েছিলেম—ফেল্লেই ছক্কা আজ ঠিক কাজে লেগে যাবে।

বাঁড়ুজ্যে কৈ মশাই।

চাটুজ্যে আসুন্ আপনি আগে পাড়ান। যে যার নিজের কড়ি

বাঁড়ুজ্যে যা ইচ্ছা; যার কম চিত হবে, সেই দিগম্বরীর বর হবে

চাটুজ্যে বেশ কথা

বাঁড়ুজ্যে তবে আসুন।

চাটুজ্যে আসুন।

বাঁড়ুজ্যে (কড়ি পাড়াইয়া) এই—এই ছক্কা।

চাটুজ্যে বেড়ে পাড়িয়েছেন। এই দিন (কড়ি পাড়াইয়া) এই ছক্কা।

বাঁড়ুজ্যে আপনি কম্‌তি কি।—এই ছক্কা

চাটুজ্যে এই ছক্কা।

বাঁড়ুজ্যে ছক্ক।

চাটুজ্যে। আপনার দিব্বি কড়ি।

বাঁড়ুজ্যে। আপনার কড়িও চমৎকার।

চাটুজ্যে আসুন বদলাবদলি করি

বাঁড়ুজ্যে আসুন (কড়ি বদল)

চাটুজ্যে ছ—ছক্কা.

বাঁড়ুজ্যে। ছক্কা

চাটুজ্যে ছক্কা।

বাঁড়ুজ্যে। ছক্কা।

চাটুজ্যে। কি গেরো। আপনি ক্রমাগত ছক্কাই পাড়াতে থাকবেন।

বাঁড়ুজ্যে। যতক্ষণ না পড়তা ফিরবে, এই রকমই চলবে

চাটুজ্যে দেখি তোমার কড়ি—সীসে ভরা।

বাঁড়ুজ্যে তোমার দেখি—ও মাটি পোরা।

চাটুজ্যে। জুচ্চোরী।

বাঁড়ুজ্যে। ঠকামী।

(উভয়ে তফাৎ থাকিয়া খুসী লড়ার ভঙ্গী)

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

উভয়ে। পূবের বারাণ্ডার ঘর তৈয়ের ?

ভব। একটু বিলম্ব আছে। সে কাঁটারির বাঁট্ তো খুঁজে পেলুম না। এই একখানা চিঠি আছে, কাল ডাকঅালা দিয়ে গেছে, আঁচলের খোঁটে বেঁধে রেখেছিলুম, দিতে ভুলে গেছি

চাটুজ্যে। আঁচলের খোঁট্‌টিতে বরাবর বেঁধে রেখেছ ? বেশ করেছ।

ভব হেঁ বাবু, অপরাধ গেরণ করো না বাবু; আমি গাঁঠেথে চার পয়সা বেরাগিন্ মাশুল দিয়েছি

চাটুজ্যে তা দিয়ে থাক তো সব কশুর মাফ।

[ভবতারিণীর প্রস্থান

নৈহাটী নৈহাটীর ডাকঘরের মোহর।

বাঁড়ুজ্যে নিশ্চয়ই দিগম্বরীর প্রেমলিপি।

চাটুজ্যে তবে পড়ুন। (চিঠি প্রদান)

বাঁড়ুজ্যে। আমি পোড়ব ?

চাটুজ্যে। অবশ্য আমি কি এমনই মূর্খ যে, আপনার স্ত্রীর চিঠি পড়বো ?

বাঁড়ুজ্যে। আমার স্ত্রী! যে পরিষ্কার আপনার নামে শিরোনামা চ—ট্টো—পা—ধ্যা—য়

চাটুজ্যে এটা কি "চাট্টু" ? আমার ঠিক "বন্দ্যো" "বন্দ্যো" বোধ হচ্চে।

বাঁড়ুজ্যে। পাগল নাকি—মিন খুলে ফেলুন।

চাটুজ্যে (পত্র দেখিয়া) অবাক্! এ কি!

বাঁড়ুজ্যে। (পত্র লইয়া) অবাক্! এ কি!

চাটুজ্যে (পত্র পাঠ) "বিজ্ঞাপনক বিশেষ। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা, দৈবদুর্ঘটনাক্রমে আপনার ভাবি-সহধর্ম্মিণীর পরলোক হইয়াছে।" মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর কথা বলছে—

বাঁড়ুজ্যে। না না আপনার! যাক, এখন আর তা'তে এল গেল কি ? মোদ্দাৎ সে আপনারই ছিল।

চাটুজ্যে। তা কেমন করে ? আপনার সঙ্গে প্রথম সম্বন্ধ।

বাঁড়ুজ্যে। তা হোক্ না—তার পর তো আপনার সঙ্গে। যাক, আর ও তর্কে দরকার নাই, পড়া যাক। "দিগম্বরী কুমারী নৌকাযোগে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে রওনা হন, সেইদিন সন্ধ্যাকালে ভয়ানক ঝড় হয়; বোধ হয়, তাহাতেই নৌকাডুবি হয়, তখন কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; দু'দিন পরে জেলেরা দেখে, ভলা-ফুটো হইয়া হুগলীর চড়ায় আটকাইয়াছে।" আহা হ, ব্রাহ্মণের মেয়ে! কি ভয়ানক অবস্থা!

চাটুজ্যে। এ নৌকার অবস্থা লিখছে ম'শাই —"আমি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী, কাগজাদি তল্লাস করিয়া দেখিলাম, তাঁহার মোহরাঙ্কিত একখানি উইল আছে তাহাতে লিখিত আছে—"যদ্যপি কুমারী অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়, তবে যাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির হইবে, তিনিই আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন।" আহা-হা! অভাগিনী প্রণয়িনীর কি উঁচু প্রাণ।

বাঁড়ুজ্যে ওহো সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী আমার।

চাটুজ্যে। হায় হায়, এমন স্ত্রীকে নিয়ে খুঁটি খেলছিলেম!

বাঁড়ুজ্যে। তাই তো কি ঘৃণা। এ রতন কড়ি খাড়িয়ে হারাচ্ছিলেম।

চাটুজ্যে। ম'শাই আপনিই যথার্থ বন্ধু, আপনি আমার শোকে যেরূপ দুঃখিত হয়েছেন—

বাঁড়ুজ্যে। ও বিষয় আপনার কাছে

আমি হার মানলেম, আপনি কি সহৃদয়! আপনার নিজের পত্নী হলেও আপনি এত দুঃখিত হতেন কি না সন্দেহ

চাটুজ্যে আমার নিজের পত্নী? আমারই তো, প্রায়ই তো হয়েছিল

বাঁড়ুজ্যে আপনার হয়েছিল? এই এতক্ষণ যে বেশ জ্ঞানীর মত কথা কচ্ছিলেন, বলছিলেন, যখন আমার সঙ্গে প্রথম সম্বন্ধ হয়, তখন সে আমারই

চাটুজ্যে আপনিও তো বেশ বিচক্ষণের মত বলছিলেন যে, আপনার অপঘাতমৃত্যু হয়েছে?

বাঁড়ুজ্যে মিথ্যা কথা, আমি তা স্বীকার করি না।

চাটুজ্যে। হঁ, আপনার মৃত্যু হয়েছে।

বাঁড়ুজ্যে এ বিষয় আমার

চাটুজ্যে আমার—আমার

বাঁড়ুজ্যে আমি দখল করবো

চাটুজ্যে আমিও করবো

বাঁড়ুজ্যে আমি আদালত করবো

চাটুজ্যে। আমিই কোন্ ছাড়বো? ছুপ'নী ঘর করবে'

বাঁড়ুজ্যে রসো, একটা পরামর্শ আছে, আদালতে গিয়ে বিষয়টা তছরূফ না করে, এস না কেন ভাগ করে নি

চাটুজ্যে। সমান সমান

বাঁড়ুজ্যে হাঁ বেশ কথা, সমান সমান—আমার দশ আনা।

চাটুজ্যে পরিষ্কার কথা—চুল চেরা ভাগ—আমার বার আনা।

বাঁড়ুজ্যে। তা' হলে তো হলো না—আধাআধি

চাটুজ্যে। রাজি

বাঁড়ুজ্যে। হাতে হাত দাও।

চাটুজ্যে। এই নাও

নেপথ্যে বাড়ীতে কে আছ গো, ডাকের চিঠি আছে, নে যাও

চাটুজ্যে। আবার ডাকওয়ালা?

বাঁড়ুজ্যে কাল ডাকওয়ালা—আবার আজ ডাকওয়ালা।

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব এই আর একখানা চিঠি গো আর চার পয়সা হলো।

চাটুজ্যে আচ্ছা ভব, এবারও পয়সাটা তোমায় মাফ কল্লেম এও যে নৈহাটী থেকে (পত্র পড়িয়া) অবাক! এ কি!

বাঁড়ুজ্যে (পত্র দেখিয়া) অবাক তাইতো

চাটুজ্যে (পত্রপাঠ) "সুখের বিষয়—মিথ্যা আশঙ্কা" —

চাটুজ্যে 'হঠাৎ ঝড়—নৌকা ডুবি—আপনার ভাবিপত্নী দিগম্বরী ঠাকুরাণী ——"

চাটুজ্যে। "জাহাজের লোকে তুলিয়া——'

বাঁড়ুজ্যে "শান্তিপুরে লইয়া যায়——"

চাটুজ্যে। "অদ্য প্রাতে এখানে পৌঁছিয়াছেন——"

বাঁড়ুজ্যে 'কল্য কলিকাতায় রওনা হইবেন——"

চাটুজ্যে "শুভকার্য্য শীঘ্র সম্পাদন প্রয়োজন ঠাকুরাণী নিজে নিজের মালিক, নিজেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিন স্থিরাদি করিবেন, বেলা ১ টায় সভায় বাসায় থাকিবেন—"

উভয়ে বেলা কত?

বাঁড়ুজ্যে চাটুজ্যে, আজ তোমার কত সুখের দিন!

চাটুজ্যে। বাঁড়ুজ্যে, তোমার সুখেই আমার সুখ।

বাঁড়ুজ্যে বড় আক্ষেপ হচ্ছে, আজ মেল-ডে, এখনই আমায় আবার বেরুতে হবে,

উপস্থিত থেকে তোমাদের শুভমিলন দেখতে পেলেম না, আমি এখন নমস্কার।

(গমনোদ্যত)

চাটুজ্যে। ও কি! ও কি! আমিই সরে যাচ্ছি। এত কালের পর আপনাদের পুনর্মিলন হবে, এ সময় কি আমার থাকা ভাল দেখায়, আমি আমি—গুড্ বাই।

বাঁড়ুজ্যে। আপনার ভ্রম হচ্ছে, আমাদের শেষ তর্কে তো মীমাংসা হলো যে, আপনার সঙ্গে সম্বন্ধই প্রকৃত।

চাটুজ্যে। না, আপনার সঙ্গে।

বাঁড়ুজ্যে। আপনার সঙ্গে।

উভয়ে। আপনার (একটা তোপের শব্দ)

বাঁড়ুজ্যে। অ্যাঁ ও কি! তোপ পড়লো? তবেই তো এলো (গাড়ীর শব্দ) ঐ যে গাড়ী দাঁড়াল (জানালার কাছে গিয়া)

চাটুজ্যে। একটী স্ত্রীলোক নামছে না?

বাঁড়ুজ্যে। সেই মোটাসোটা চেওড়া চৌড়া দিগম্বরী!

চাটুজ্যে। তোমার ভাবি-স্ত্রী।

বাঁড়ুজ্যে। তোমার।

চাটুজ্যে। তোমার। (উভয়ে দরজায় কাণ দিয়া)

বাঁড়ুজ্যে। শুনছো উপরে উঠছে?

চাটুজ্যে। দরজা বন্ধ কর, বন্ধ কর, ঠেলিয়া দাঁড়াও (উভয়ে ঠেশ দিয়া দণ্ডায়মান)

নেপথ্যে। চাটুজ্যে ম'শাই, চাটুজ্যে ম'শাই!

চাটুজ্যে। আমি এই কতক্ষণ হলো বেরিয়ে গেছি।

বাঁড়ুজ্যে। আমিও বাড়ী নাই গো।

নেপথ্যে। চাটুজ্যে ম'শাই, দোর খোলো, দোর খোলো, আমি ভব।

চাটুজ্যে। ভব? তবে যে স্ত্রীলোকটী গাড়ী থেকে নাম্‌লো, সে গেল কোথা?

নেপথ্যে। চলে গেছে।

চাটুজ্যে। সত্য বলছো?

বাঁড়ুজ্যে। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে?—হ্যাঁ সত্য?

নেপথ্যে। হে হেঃ, চাটুজ্যে ম'শাইকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

চাটুজ্যে। ঠেলে দাও।

নেপথ্যে। দরজা খোল।

চাটুজ্যে। চৌকাঠের ফাঁক দে গুঁজে দাও (চিঠি লইয়া) এ আবার কি?

বাঁড়ুজ্যে। (চিঠি লইয়া) পড়ই গো!

চাটুজ্যে। (পত্র পাঠ) "সম্প্রতি ঠাকুরাণীর কুষ্ঠী দেখান হইয়াছিল, তাহাতে জানা গেল তিনি আপনা অপেক্ষা বার বৎসর তিনমাসের বড়——"

বাঁড়ুজ্যে। "সুতরাং সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া কল্যরাত্রে অন্য পাত্রের সঙ্গে তাঁহার শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে——"

চাটুজ্যে। "তিনি এখন শান্তিপুরের মাণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন" বোম্বারা তেরেরারা!

বাঁড়ুজ্যে। তাধিনাধা ধিনিক্ ধা বেঁচে থাক্ মুখোজ্যের পো। তাদের 'বো' ক্ষয় যাক।

চাটুজ্যে। বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্ (নৃত্য)

বাঁড়ুজ্যে। তেল মেখে যাক দিদিগ্ দিনা! (নৃত্য)

ভব। (দরজায় মুখ বাড়াইয়া) বারান্ডার ঘর অপরিষ্কার হয়েছে গো।

চাটুজ্যে। চমৎকার হয়েছে! আমার দরকার নাই।

বাঁড়ুজ্যে। আমিও চাইনেই।

চাটুজ্যে। আর কি আমরা ভিন্ন হই, মাণিক-জোড় দুটী ভাই!

বাঁড়ুজ্যে। কে আমাদের তফাৎ করে, ওরে দেখিয়ে দেনা-দে না তারে।

চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে!

বাঁড়ুজ্যে। চাটুজ্যে! (আলিঙ্গনোদ্যত —চাটুজ্যের হাত ধরিয়া) একটী কথা বলবো, কিছু মনে করবে না? দেখ, আমার একটী ভাই ষেটের পূজার দিনে আঁতুড়ে মারা পড়ে, তোমার মুখের দিকে আমি যত চাচ্চি, আমার ততই তাঁকে মনে পড়ছে ওঃ হো! হো! হো!

চাটুজ্যে। কি আশ্চর্য্য, আমিও তোমায় ঠিক ওই কথা বলতে যাচ্ছিলেম! উঃ হু! হু! হু

বাঁড়ুজ্যে। আহা! ভাই রে! ওঃ! একটী কথা বল! আমার একটী কথার উত্তর দাও! তোমার বাঁ-কাঁধে একটী লাল জড়ুল আছে?

চাটুজ্যে। না

বাঁড়ুজ্যে জড়ুল নাই! তবে ভাই না হয়ে আর যায় কোথা! (আলিঙ্গন)

চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে!

বাঁড়ুজ্যে চাটুজ্যে, চাটুজ্যে!

উভয় আমরা আজ থেকে "চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে" দুটী সহোদর!

"চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে!"—আমরা "দুটী সহোদর।"

যবনিকা-পতন।

ব্রজলীলা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।

যমুনা-বক্ষ ।

(আবক্ষোমগ্না গোপীগণ)

গোপীগণ ।—আও আও অলি, করি জলকেলি,
সব সখী মিলি, যমুনা উছলি ।
বঁধুয়া বিহনে, নিশি জাগরণে,
মদন-দহনে, তনু যায় জ্বলি ;—
অনল জুড়াতে, তাই জলে উলি
কাঁচলি ফেলেছি খুলে, দুকুল রেখেছি কূলে,
সরম গিয়েছি ভুলে ;—
আও সখি দলে দলে, কাল জলে খেলি ।

২

রাধিকা ।— সখি রে !
ঢেউ গুলো ওলো ভেঙ্গে দে না
ঢেউবুকে এসে বসে মানা মানে না
তরঙ্গের কিবা রঙ্গ হেরি, অঙ্গে অঙ্গে খেলে
লুকোচুরি,
উঁকি মেরে হেসে মাধুরী ;—
লহরীর চাতুরী কিছু বুঝা যায় না ॥

৩

গোপী ।—যমুনার কাল-জলে, কায়া ভাসাইয়ে
দিই
ভেসে ভেসে কত দূরে যাই
সই লো ভেসে ভেসে, যাই লো হেন দেশে,
ননদী-বাঘিনী যথা নাই ।
দিবানিশি যথা কালারে পাই

কৃষ্ণ — সোণার কমল জলে ভাসে,
তাই দেখিবার আশে, আসা আমার এ পুলিনে
কদম্বের আড়ে থাকি, চুপি চুপি রূপ দেখি,
আঁখি আড়ে থেকে লুকি, রাধার আঁখি কি
কি বলে ;
কা'র হিয়ার ছায়া আছে নয়ন-নলিনে

প্র, গো —আমার যেমনি বেণী তেমনি রবে,
চুল ভেজাব না
দ্বি, গে ।— আমি খুব ডুব দেব সই,
তোর মানা তো শুনবো না
তৃ গো — আমি জল ছেটাব, জল ছড়াব,
তোদের গায়ে দেব,
চ-প গো —আমরা তবে চলে যাব জলে
র'ব না ।
সকলে —আয় ভাই সাঁতারে সাঁতারে,
এপারে ওপারে করি আনাগোনা ।

৬

কৃষ্ণ —বিবসনা ব্রজাঙ্গনা যমুনা-সলিলে ।
রঙ্গে ভঙ্গে সোণার অঙ্গ, অপাঙ্গে মেহালে
মাধুরী হেরিয়ে চিত হ'ল মাতুয়ারা,
এ শোভা ঢাকিতে দিতে যায় না পারা,
ঝাঁপ দিব যমুনায় এ রূপ ঝাঁপিলে ।
নাগরীরে দিয়ে ফাঁকি, বাসরী হরিয়ে রাখি,
লাজেতে মুদিবে আঁখি, কূলেতে আসিলে

গোপীগণ ।—ওলো সই লো ! এ কি হইল ।
বসন সব কোথা গেল, কে লয়ে পলাইল ॥
কুরঙ্গি কাঁচরী, আজিয়া বাসরী,
হরি হরি হরি, কে হরে নিল ।

৮

প্র, গে —হরিই হরেছে বাস বুঝিনু স্বজনি।
শূন্য হ'তে কোথা যেন বংশীরব শুনি
সকলে — ওই দেখ কদম্ব ডালে,
রাঙ্গা দুটি চরণ দোলে,
কালা বিনা হেন ছল কে খেলিবে ধনি

৯

কৃষ্ণ।—মরি মরি কি মাধুরী হেরি ব্রজনারী।
গোপীগণ —বসন দাও না ফিরে পায়ে ধরি হরি
কৃষ্ণ।—পীত ধড়া কটিতটে, গলে বনমালা,
বসনে কি প্রয়োজন মোর ব্রজবালা;
বাসে বেধে এসে বাস কেন হে চাতুরী
গোপীগণ রাধার মাথার কিরে,
দাও হে মাধবী ফিরে,
কুলবালা লাজে মরে, কি কর মুরারি॥
কৃষ্ণ —কটি বেড়ি কলকলে, যমুনা-লহর চলে,
ঝাঁপিতেছ কুচফল চারু করতলে;
লাজমাখা আঁখি হ'তে মতিধারা ঝরে,
এলোকেশী শশীমুখী মরি থর-থরে
গোপীগণ —ননীচোরা বাসচোরা ছাড় না চাতুরী
চোরেরে কিরে না হেরে ব্রজকুলনারী
কৃষ্ণ —সরমে মরম জলে যদি হে গোপিনী
যোড়করে দীনকরে পূজ লো তামিনি।
গোপীগণ —সাধি হে তপন, হর হে কিরণ,
আলোক ঝলকে, হৃদয়-গোলকে,
বাস হরি হেরে, গে লোকবিহারী
কৃষ্ণ —জলমাঝে আলো ঢেলে দেখ দিনমণি
সলিলে বিরলে রতন রেখেছে গোপিনী
গোপীগণ ছি ছি কে কোথা আছে,
কেউ দেখে পাছে,
অরি ফিরে পাছে পাছে, জান না শ্রীহরি
উহু উহু শীতে মরি, সলিল সহিতে নারি,
পায়ে ধরি বংশীধারী, আমরা মানিলাম হারি॥

কৃষ্ণ —ভাল এই লহ বাস, পুরাও প্রেমিক-আশ,
প্রেমদাসে কিসে তোষ, বল লো কিশোরী।
গোপীগণ প্রেমময়ী আর কি পাবে,
প্রেমসুধা দান দিবে,
তরু ত্যজি এস তীরে বাজাও বাঁশরী

১০

গোপীগণ —এখন বল না কালা কোথায় যাবে।
যে লাজ দিয়েছ আজ কুঞ্জে তার সাজা পাবে।
আয় আয় সহচরি, লম্পট শঠেরে ধরি,
কিশোরীর কুঞ্জে, চোরের বিচার হবে
আজি লো বাসর দ্বারে, বাঁশী ফেলে অসি করে,
সারা নিশি শ্যাম, পাহারা দিবে

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

(চন্দ্রাবলী ও সখীগণ)

১১

চন্দ্রা।— ছি ছি কেন বলে গেল
আসবো বলে আশা দিয়ে, শ্যাম আমার নাহি এল
চাঁদ পানে চেয়ে চেয়ে, শ্যামচাঁদে ধেয়াহয়ে,
আমার আশার নিশি, কুঞ্জে বসি পোহাইল
রাধারে সে ভালবাসে, আসবে কেন মম বাসে,
পড়ে তার প্রেমফাঁসে, আমায় শুধু দেহা হ'ল॥

১২

সখীগণ —শ্যামের প্রেমের লীলা সই লো
বল না
মন নিয়ে মন দেয় না কালা এমনি ছলনা
কানুর মোহন বেণু, জিনেছে লো ফুলধনু,
মদনে মোহিয়ে মাধব মাতায় ললনা

১৩

চন্দ্রা —পায়ে ধরে সাধি, নিরবধি কাঁদি,
তবু সে গো করে ছল
কি গুণে ভুলাব, শ্যামপ্রেম পাব,
বল সখি ত্বরা বল
সখীগণ —চতুর সে রাই, তাই কানাই,
সদা বাঁধা প্রেমফাঁদে
কত খেলে কান, প্রতি পলে মান,
বঁধু পদে পড়ে কাঁদে ॥
তুমি লো সরলা, পীরিতি বিহ্বলা,
জান না পুরুষ-মন।
যতন বিহনে, পেলে প্রেমধনে,
সদা করে অযতন
কত দেখি মান, রাখে কি না মান,
দেখ দেখি সখি কালা।
তোর চারু পায়, মুকুট লুটায়,
তবে ত ঘুচিবে জ্বালা ॥

১৪

চন্দ্রা।— হেরিলে বয়ান, থাকে নাকো মান,
প্রেমের তুফান প্রাণেতে গো বহে।
সে বঙ্কিম আঁখি, কি যে বলে সখি,
আঁখিতে-আঁখিতে কত কথা কহে ॥
মধুর মুরলী, প্রেম-মন্ত্র বলি,
ইন্দ্রজালে যেন লয় মন হরি
মান অভিমান, প্রেম অপমান,
নিমেষে সকলি, সখি লো পাসরি
কি যে হ'ল জ্বালা দেখিলে বিহ্বলা,
না দেখে উতলা কি হবে উপায়।
সহে না যন্ত্রণা, কর লো মন্ত্রণা,
কালা যেন আর নাহি ঠেলে পায় ॥

১৫

সখীগণ —শ্যাম কুঞ্জেতে আইলে কথা
ক'য়ো না লো।
শুন মানা, কথা ক'য়ো না, (ক'য়ো) ক'য়ো
না লো
আসিলে সে কাল শশী, মানভরে রবে বসি,
চেও না লো ফিরে কভু চেও না লো।

১৬

চন্দ্রা যার তরে কুলমান দিছি সখি বলিদান,
কেমনে তার অপমান করিব লো ধনি
সখীগণ —মোরা কি বলিব আর, জান
তার ব্যবহার,
মর্ম্ম বুঝি কর্ম্ম কর শ্যাম-সোহাগিনি

১৭

চন্দ্রা।—সাধি কাঁদি পদতলে, সাধ শ্যাম-দাসী
বলে,
তাই কি কৃষ্ণ কাঁদাইলে অবলা বালায়
কোথা আছ প্রাণসখা, মরি নাথ দেহ দেখা,
তোমা বিনা প্রাণ রাখা, হলো বুঝি দায় ॥
সখি সব পায়ে ধরি, আন হরি ত্বরা করি,
নহে প্রাণ পরিহরি, বিরহ-জ্বালায়

১৮

সখীগণ —তবে চল লো চন্দ্রাবলি শ্যাম
অন্বেষণে।
খুঁজি গিয়ে শঠরাজে বৃন্দাবনের বনে বনে
ধরি রাখালের সাজ, শ্যামের মত বাঁকা ধাঁজ,
কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজি আজ, তোমার সেই
প্রাণধনে।
দেখি চল কোথা কালা করে কেলি অন্য
সনে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যমুনা

(তরী'পরে কৃষ্ণ, রাধিকা ও গোপীগণ)

১৯

গোপীগণ —তরী ধীরে বাহ কাজ কি ছলে
শ্যাম জোরে বাহিলে দধি উছলে
গা টলে, পড়ি ঢলে
আহা এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি করে,
দুলে দুলে একটু হেলে,
থেকে থেকে এম্‌নি টলে,
আহা এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি চলে,
ঐ শুন কিশোরী কি বলে

২০

কৃষ্ণ — আমি নবীন পাটনী
কাজের কি জানি ধনি
পসরা সরায়ে রাখ, দধিঘট ধরে থাক,
আমারে দুষ না প্যারি টলিলে তরণী।
কোলে লয়ে ব্রজবালা, লহরী করিছে খেলা,
হের তার হেলা দোলা, চতুরা গোপিনি

(রাখালবেশে চন্দ্রাবলী ও সখীদ্বয়ের কূলে প্রবেশ)

২১

চন্দ্র ও সখীগণ।—ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে,
চল লো আজ রাখালসাজে,
খুঁজি গিয়ে শঠরাজে সারা ব্রজ বুলে।
আবরি কবরী কুসুম চূড়া, পরেছি নাগরি পরেছি ধড়া,
নারীর নিশানা বুকে, ঢাকা নবফুলে।
মধুর মধুর বইছে বায়, পুলকে সই উল্লাসে কায়,
হৃদ্‌মাঝারে ঝিকি ঝিকি, কিন্তু কি জ্বলে
মোহিনী যমুনা উজান চলে, তরুণী হৃদয়ে লইয়ে খেলে,
সুনীল লহরী দেখ, [illegible] দুলে চলে॥

২২

চন্দ্রা — সখি, ওই না আমার শ্যাম।
সেই সে মোহন আঁখি সেই বাঁকাঠাম।
তরী'পরে কর্ণ ধ'রে, গোপিকারে পার করে,
পুরায় রাধার হৃদি-কাম

২৩

সখীদ্বয় —দেখ দেখ কালা কারা ভ্রমে কূলে
তোমার সখার সাজ, সখাগণে দেয় লাজ,
মোহন নয়ন পশে শ্রুতিমূলে
মুখ ফুল্ল কোকনদ, বাড়াইছে বাম পদ,
নব কিবা নারী, বুঝিবারে নারি,
রূপ হেরে তবু মন যায় ভুলে

২৪

চন্দ্রা ও সখী।—ভাল ভাল হে গোপিনি,
পাটনী পেয়েছ ভাল।
কাল নায়ে, কাল নেয়ে
কাল জল করেছে আলো॥
সুধাই ওহে ব্রজগোপাল,
কোথা গেল তোমার গো-পাল,
ভাল সাকাল, হোলে রাখাল,
ভাল রাধার প্রেমের জাল॥

২৫

কৃষ্ণ —মরি কি মোহন বেশ ওলো চন্দ্রাবলি।
ফেলে প্রেম-ফাঁদেতে, বল কারে কাঁদাতে,
ফুল্ল ফুলে আজি ঝাঁপ হৃদি-কলি
হেরিয়ে মোহিনী বেশ, পাগল হ'লো মহেশ,
আজি কার হৃদয়েশ, মোহন বেশে যাবে ভুলি;
যাও লো বালা কুঞ্জে চলি॥

২৬

চন্দ্রা —নাহি ভয় শ্যামধন, রাধার জীবনধন,
লব না হে হরি।
কুরূপা কুৎসিতা আমি, উপবাসে যাপি যামি,
তুমি শ্যাম তাহে বাম।
আশা দিয়ে তুষে এসে যমুনায় বাহ তরী॥

২৭

কৃষ্ণ — চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলি ক্ষম অধীনে
আমি প্রেমে নবীন ব্রতী, তুমি লো প্রবীণে
তোমায় আমি ভালবাসি, "আসবো বোলে"
বলে আসি,
দেখে রাধার মধুর হাসি আসতে পারিনে।
রাধা মম প্রেমের গুরু, বলি রাধা "কৃপাংকুরু"
বাধা বাঁধা যে মোর আধা জীবনে

২৮

চন্দ্রা—নিদয় কপট শ্যাম ধিক্ ধিক্ হে
তোমায়
প্রথম মিলনকালে, কাঁদি তব পদতলে,
রাধায় বাধার কথা বলেছিনু শ্যামরায়।
তব কেন সে সময়, রসভাবে রসময়,
ছলে ছলি ভুলাইলে ভিখারিণী অবলায়।
যাও যাও হে লম্পট, থাক রাধার নিকট,
করিয়ে কপট, আর ছল'না আমায়

[চন্দ্রাবলী ও সখীগণের প্রস্থান

২৯

গোপী —করি এ কলি ও কলি, তুমি ভ্রম
হে অলি,
কেমন ফল তার আজি ফলিল বল
ভাল ভাল নটরাজ, তুমি যেন পেলে লাজ,
আনিয়ে যমুনা-মাঝে তরী কেন টলমল
চাপি পুনঃ কর্ণধর, শ্রীমতীরে পার কর,
কুঞ্জেতে যেও, না আর করি প্রেমছল।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

বন-পথ

রাধিকা ও সখীগণ

৩০

রাধা ও সখী —হাসি হাসি পূর্ণশশী,
সুনীল আকাশে ভাসি,
হাসাইছে বসুমতী আজি সিত করে
তারাদল ঝলমল, রজত ধরণীতল,
উতলা বিরহিণী, ধরিতে নাগরে।
রাসেতে বসিবে আসি, বলে গেছে শ্যাম শশী,
সেই আশে কুঞ্জে বসি, পূজি পঞ্চশরে।

৩১

রাধিকা —ষোলশ' গোপিনী, শ্যাম
সোহাগিনী,
রাধে অভাগিনী কোন্ গুণ ধরে
এ শারদ নিশি, যাবে কি লো হাসি,
পাব কি লো নটবরে।
নিদয় কালিয়ে, প্রতিজ্ঞা পালিয়ে,
বাঁচাবে কি স্মর-শরে

৩২

বৃন্দা—রতি সুখ সারে, গতমভিসারে,
মদন মনোহর বেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি, গমন বিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশং॥
ধীর-সমীরে, যমুনা-তীরে,
বসতি বনে বনমালী।
গোপী-পীন-পয়োধর-মর্দন-
চঞ্চল কর-যুগশালী।

নাম সমেতং, কৃত সঙ্কেতং
বাদয়তে মৃদুবেণুং
মনুতে নমু তে, তনু সঙ্গত
পবন চলিতমপি রেণুং
পতিত পতত্রে, বিচলিত পত্রে,
শঙ্কিত ভবদুপযানং
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানং
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিসুলোলং
চল সখি কুঞ্জং, সহ গোপীপুঞ্জং,
শীলয় নীলনিচোলং।
উরসি মুরারে, কৃপহিত হারে
ঘন ইব তরল বলাকে
তড়িদিব পীতে, রতি বিপরীতে,
রজনি সুকৃত বিপাকে।
বিগলিত বসনং, পরিহৃত রসনং,
ঘটয় জঘনমপিধানং
কিশলয়-শয়নে, পঙ্কজ-নয়নে,
নিধিমিব হর্ষনিধানং

৩৩

তোমার মিলন আশে, মদনমোহন বেশে,
কুঞ্জবনে আছে বসি শ্যাম
বিলম্ব করো না প্যারি, অধীর মুরলীধারী,
বাঁশরীতে সদা রাধা নাম
বৃক্ষপত্র খসে বায়, চকিত নয়নে চায়,
অনুমানি তব পদধ্বনি
সুখের রজনী যায়, চল যথা শ্যামরায়,
ব্যাজে কাজ নাহি বিনোদিনি

৩৪

রাধা —চল সখি চল,চল, হৃদি মম সচঞ্চল,
মিলন বিহনে, ধৈরয না ধরে
যদি মম শ্যাম রায়, ব্যাজ হেরি চলে যায়,
ত্যজিব জীবন ফিরিব না ঘরে।
সখি,মোর করে ধর, নয়নে না হেরি আর,
পূর্ণিমার নিশি, সতিমির মানি
কত কথা উঠে মনে পাব কি লো শ্যাম ধনে,
কি আছে ললাটে, কিছু নাহি জানি॥

৩৫

সখীগণ
বৃন্দাবন-বিহারিণী, সুকুমারী বিনোদিনী,
নটবর দরশনে যায়
প্রবোধ না মানে মনে, চলে মদন তাড়নে,
নলিন নয়নে ঘন চায়
শরতের চাঁদ মুখ, হেরে শশি পায় দুখ,
অমৃত অধরে ধরে তায়
লালসা পূরিত নেত্রে, রতিপতি-রণক্ষেত্রে,
আবেশেতে আধা মোদা প্রায়
কুঞ্চিত কেশের রাশি, নিতম্ব চুমিছে আসি
কাদম্বিনী বর্ণে লাজ পায়
তাহাতে মতির মালা, পুবাতনী গুভধারা,
গঙ্গা যেন যোগীন্দ্র-জটায়
আমাদের রাধারাণী, অবনীতে নাবাযণী,
প্রেমধর্ম্মে সঁপি প্রাণ কায়
চলে কৃষ্ণভাবিনী, আলো করি যামিনী,
হৃদি পূর্ণ প্রেম পিপাসায়
নরেন্দ্র-কুমারী সতি, হরি চারু পায় রতি,
শ্যামরূপ সতত ধেয়ায়
পুরাইতে মনোরথ, শ্যাম দেছে দাসখত,
রাজবাল শ্রীমতীর পায়
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিধুবনের দ্বার
কৃষ্ণ উপস্থিত

৩৬

কৃষ্ণ— কিশোরী কেন এল না।
মানে কি মগন পুনঃ হলো সে ললনা।

এ যে দেখি ঘোর দায়, কিসে প্রবোধি রাধায়,
হৃদে বাঁধা সে আমার, কবি না ছলনা
সাজায়ে রাস বাসর, বিহারে নাহি দোসর,
হানিতেছে স্মর-শর, কি করি বল না
কারে বা সুধাই আমি, নীরব নিভৃত যামী
বল বল যদি পার, বল ওহে নিশাকর,
বল কিসে যায় যাতনা

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

৩৭

সখীগণ — চল্‌তে পার না ধনি।
ছি ছি রাধা বিনোদিনী।
আজি না রাসের নিশি,
কুঞ্জে বসি শ্যামশশী,
বনে বনে তবে কি লো, যাপিবে যামিনী
(কৃষ্ণকে দেখিয়া)
এই লও মনচোরা, তোমার হৃদয়তারা,
হার করে কণ্ঠে পর,
নইলে রবে না শ্যামসোহাগিনী

৩৮

কৃষ্ণ — আহা মরি মরি।
বাজে যে চরণে, কুসুমে দলিতে,
কত ব্যথ পেলে কাননে চলিতে,
কেমনে সহিলে বল লো কিশোরি
নিরঞ্জন করি এ ছার জীবন,
তব ধণ কভু হবে কি মোচন,
এস প্রাণেশ্বরি, এস হৃদে ধরি,
এস কোলে করি, কাননে বিচরি॥

৩৯

রাধিকা—রমণী-হৃদয়-হার,
রাধার প্রাণ-আধার।
কার ধার চাহ সুধিবারে
রমণী সর্ব্বস্ব সার, দিয়েছ যে প্রেমধার,
বিনিময়ে গুণময়, রাধা কিবা দিতে পারে॥

৪০

সখীগণ — না না কোলে কর,
চাঁদ হৃদে ধর,
যোবা দেখি সখি মিলে
শুন শুন রাই, কাঁদিবে কানাই,
হেন সাধে বাধা দিলে॥
কৃষ্ণ — এস প্রাণেশ্বরি, এস হৃদে ধরি
এস কোলে করি, কাননে বিচরি

৪১

রাধিকা — যা জান ত কর সখ,
বিনা তব মম বাধা,
কিছু জানি না শ্রীহরি॥
(রাধিকাকে স্কন্ধে লওয়ার ছলে কৃষ্ণের
উপবেশন ও সহসা অন্তর্দ্ধান)

৪২

রাধিকা — কই সই কালা কোথা গেল
কোলে করা ছল করে কোথা লুকাল॥
অবলা রমণী বলে, কেন ভুলাইলে ছলে,
দেহ দেখা ওহে সখা হৃদয় বিকল

৪৩

সখীগণ —কেঁদ না স্বজনি চল নাগর আনি
দিব লো দিব লো মণি সাগর ছানি॥
ধৈর্য্য ধর সখি কালা কোথা দেখি,
কোথা গেল দেখি ভেবে পোষা পাখী
কেঁদ না কেঁদ না পরাণ বাঁধ না,
মুরারি তোমারে দিবে না বেদনা,
আনিব শ্যামেরে চিঁড়ি ভেব না ধনি

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিধুবন—রাসমণ্ডপ।

কুসুম-সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ আসীন,
পার্শ্বে সখীগণ দণ্ডায়মান

৪৪

সখীগণ —

শোভে রাধা-শশী, শ্যামচাঁদ পাশে,
মিলি চাঁদে চাঁদে
(হেরি) মধুর মাধুরী, রূপের লহরী,
চিত্ত পড়ে কাঁদে।
রাধা সুধ কর, শ্যাম সে চকোর,
রাধা সুধা সাধে।
কিশোরী বিজলী, ঘন বনমালী,
দোঁহে দোঁহে বাঁধে

৪৫

রাধিকা — কেন ছলনা।
কিবা অপরাধ, প্রতি পদে বাদ,
সাধ—শ্যাম বল না
হীনমতি নারী, প্রেমের ভিখারী,
পদে তা'রে দল'না।
আর করি ছল, বল বল বল,
ত্যজিবে না ললন

৪৬

কৃষ্ণ।— শ্যাম-প্রাণধন, হৃদয়-ভূষণ
কেন ভাব অকারণ।
ব্রজপুরে প্রেমের তরে, এসেছি যশোদার ঘরে,
প্রেমিকা গোপিকায় আমি স'পেছি জীবন
শুন লো শ্রীমতী সতী, তোমার প্রাণের পতি,
"পাদমেকো ন গচ্ছতি" ত্যজি এই বৃন্দাবন।

৪৭

সখী।— আজি ব্রজ মাতিল রে।
ধরা হাসিল রে
ঢালি পরিমল, হাসে ফুলদল,
কোকিল কাকলী করে, মধুর লহরে রে।
হাসে রাধা-শশী, হাসে শ্যাম-শশী,
হাসি নভে শোভে শশী, সুধা ঝরিল রে।
রাসের রজনী, হাসিছে গোপিনী,
ব্রজবাসী প্রাণ হাসে নব হাসি রে

যবনিকা-পতন।

বিবাহ-বিভ্রাট

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত।

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র।

পুরুষগণ।

গোপীনাথ সরকার ...	... গৃহস্থ ব্যক্তি (বরের পিতা)
চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ...	... প্রতিবাসী ধনী
মন্মথনাথ মিত্র ...	.. কন্যার পিতা
নন্দলাল সরকার ...	... গোপী বাবুর পুত্র (বর)।
লোকনাথ দে ...	... মন্মথ বাবুর ভগ্নীপতি।
মিষ্টার সিং ...	... বিলাত-ফেরত ডাক্তার
গৌরীকান্ত কারফরমা	.. বিলাসিনীর স্বামী
ঘটক	

পরামাণিক, ভৃত্য, মুদী, রেলওয়ে কনেষ্টবল ও প্রতিবাসিগণ

স্ত্রীগণ।

গিন্নী ...	... গোপী বাবুর স্ত্রী
সুরতকুমারী নৃত্যকালী মনোমোহিনী বসন্তকুমারী	.. বাসর-সঙ্গিনী।
কুমুদিনী ...	... মন্মথ বাবুর কন্যা
চাঁদদিদি ...	... মন্মথ বাবুর খুড়ী।
বিলাসিনী কারফরমা ...	... উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা বঙ্গমহিলা
ঝী	

বিবাহ-বিভ্রাট

(সামাজিক নাট্য-লীলা)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(গোপীনাথ বাবুর বহির্ব্বাটী)

গোপীনাথ সরকার ও চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী আসীন

চন্দ্র তবে ও টাকাটাও বাড়ী মর্টগেজের সঙ্গে ধরে দিয়ে রেজেষ্টরী করে দিন, খতে আর আমি রাখ্‌তে পারি না।

গোপী আর মেরেকেটে দাদা ডেড়্‌টা মাস, এতদিন সয়ে'চ, আর এই ক'টা দিন ;— এই এখনই ঘটকের আসবার কথা আছে, হোগোলকুঁড়ের মন্মথমিত্রের মেয়ে—বারো বৎসর উত্তীর্ণ হয়—আর রাখ্‌তে পারে না, আমার দরেই ঘাড় পাত্তে হবে।

চন্দ্র। ছেলের বে দেখিয়ে দেখিয়ে কত দিন টাল্‌ছেন বলুন দেখি? আর এক ছেলের বে দিয়ে কি এমন রাজা হবেন যে, রাজ্যের দেনা শুধবেন? ধার কত্তে তো আর বাকী রাখেননি কারো আমায় দু-শো লোক জিজ্ঞাসা করে, "আপনার টাকার কি কল্লেন? আপনি চুপ করে আছেন বলেই আমরা কিছু করিনি"

গোপী তা দাদা, তোমার কথা মান্‌বে না এ তল্লাটে এমন লোক কে আছে? একটু সকলকে থামিয়ে রেখ ভাই, ফুলশয্যার পরদিন আর কারও একটী পয়সা বাকী থাক্‌বে না।

চন্দ্র আপনারা তো মৌলিক, কুলীনের মেয়ে আনতে হবে তা'তে এমন কি টাকা পাবেন যে, সব দেনা শুধবেন? শুনুন, কেন মিছে শুধ বাড়াচ্ছেন বাড়ীখানি ছেড়ে দিন।

গোপী বাড়ী ছাড়ব কি। এল-এ পাশটা অবধি তোমরা অপেক্ষা কত্তে তো আর একখানা বাড়ী কত্তেম এখন কি আর বল্লালি-কুলীন চলে?—এখন কুলীন মর্য্যাদা কালেজের পাশ, মুখুয্যী কনিষ্ঠ উঠে গিয়ে এখন এম্ এ, বি এ, হয়েছে কিছু ভেব না— আমি যদি সোণার ষোড়শ কোট করি, তা'হলে তাই দিয়েই মেয়ে পার কত্তে হবে

চন্দ্র কি কসা'য়ে কাবখানাই ধরেছেন। আপনাদের কায়েতের দেখাদেখি ক্রমে আমাদের ব্রাহ্মণের ঘরেও আস্তে আস্তে ঐ সর্ব্বনেশে চাল ঢুকছে

গোপী যাতে বিলক্ষণ লাভ, তা আবার সর্ব্বনেশে চাল কি?

চন্দ্র। বুঝতে পারতেন মেয়ে থাকত যদি।

গোপী থাকলে সে খরচাও ছেলের শ্বশুরের ঘাড় দিয়ে চালাতুম ; এই সময় সব চাপিয়ে নিতুম

চন্দ্র আহা,—সরকার মশাই কি সদাশয়।

গোপী কেন, এতে আর দোষ কি ?

চন্দ্র আপনাব কিছু ন, বিধাতাব কতক বটে—চোখের চামড়াটা কম দিয়েছেন

গোপী। চক্ষুলজ্জা কল্লে ব্যবসা চলে না, আপনারা কি সুদের বেলা কমতি কবেন ?

চন্দ্র তাও তো বটে, ছেলের বিয়ে আব তেজারতি এক-ই কথা।

(ঘটকের প্রবেশ)

ঘট কল্যাণ হোক, ঐই যে ছোট বাবু এখানে বসে, নমস্কাব, ছোট বাবু ভাল তো ?

চন্দ্র হ্যাঁ, নমস্কাব—তুমি এখানে যে ?

ঘট। বামু আর কুলাচার্য্য উভয়েরই সর্ব্বত্র গতি

চন্দ্র। কুলাচার্য্য না পাশাচার্য্য ! সরকাব মশাই বলছিলেন যে, এখন কুল উঠে গিয়ে পাশ হ'য়েছে

গোপী চন্দ্রবাবু আমার পরমাত্মীয়, ওঁদের সঙ্গে আমাদেব বামুন কায়েতে ভেদ নাই

ঘট মস্ত লোক ওঁরা, আমার প্রতি ভারী অনুগ্রহ এদিক্‌কার তো এক প্রকার কথাবার্তা ঠিক করে এলেম, মন্মথ বাবুর সম্পূর্ণ মত

গোপী মত তো হ'তেই হবে, পাশ করা ছেলে পেলে আর অমত কে হয় কার ? এখন দেওয়া থোয়ার বিষয় কি ?

ঘট গা সাজান এদিকে সমস্তই দেবে ; চুড়ি সুট—ওপর হাতের সমস্ত—সিঁথি, চিক—

গোপী মেয়েটী কি খুব মোটাসোটা ?

ঘট না, দিব্য একহারা, শ্যামবর্ণের উপর চমৎকার মুখশ্রী। আবাব বের জল গায়ে পড়লেই—

গোপী তবে স্থূট হিসেবে চলবে না, গহনা সব হালকা হ'য়ে পড়বে, ও ভরি হিসেবে ধরাই ভাল

চন্দ্র বলেন কি মশাই, সেটা কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরে কি ভাল দেখায় ? ও চাল সোণারবেণেব ঘরে আছে

গোপী লক্ষ্মীশ্রীও তাই তাদেব ঘরে আছে ; টাকাব বিষয়ে সোণাববেণের দৃষ্টান্তে চলাই ভাল ; ও ভরি হিসাবেই দিতে হবে

ঘট। হ্যা হ্যা "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" তা সোণারবেণেরাই হ'ল আজ্‌ কাল মহাজন ; আর বিবাহ বিষয়ে আমরা এখন যা পাব তাই চলবে, শাস্ত্রোপাধ্যায়েতে দেখা যায় না। বুদ্ধিতে কর্ম্ম কত্তে সবাই বাধ্য তবে একটা হ'লে কি রকম হবে ?

গোপী সোণা এক-শো ভরির তা ? আর গা সাজান ক'মে গহনা হয় না, এক-শো ভরি সোণা ধর।

ঘট তা হ'লে বড় চাপাচাপি হয়—পেরে উঠবে কেন ? আমি কি আর সাধ্যমত আপনার দিকে টানতে কসুর করবো ? তবে টানতে টানতে না ছিঁড়ে যায়

গোপী আর রূপোও দু-শো—না হয় এব-শো পঁচাত্তর, আচ্ছা, কাজ নাই, দেড়-শো ভরিই ধর, আমাদের গেরস্থ ঘরের বৌ ঝী তো আর বুট মোজা পরবে না, গহনাতেই পা ঢাকতে হবে ; পায়ে তো আর সোণার গহনা পরবার রীতি নাই, পূর্ব্বাপর একটা বদ নিয়ম চলে আসছে, কাজেই মানতে হবে, কি বলেন মশাই ?

চন্দ্র ওখানটায় মুসলমানের দৃষ্টান্ত ধরেই খাটিয়ে নিতে পারেন

গোপী। কেন, মুসলমানেরা পায়ে সোণা পরে নাকি?

চন্দ্র এমনি তো শোনা আছে।

গোপী তা থাক্, তায় আর কাজ নাই, আমি গেরস্থ লোকের উপর বেশী পেড়া-পীড়ি কত্তে চাই না এই এক-শো ভরি সোণা আঠার টাকার দরই ধর—আঠার-শো টাকা, আর বানি গড়ে নিঃদম দু-টাকার হিসাবে—ও ধর দু-শো টাকা, এই হ'ল দু-হাজার, আর রুপো দেড় শো ভরি—দেড়-শো টাকা, একটু বেদো হয়—তা মরুকগে, আর বানি এক টাকা করে দেড়-শো, হ'ল—তিন শো—হয়ে তেইশ-শো;—

ঘ। গহনার টাকা কি নগদ নেবেন গোপীনা

না তো ক? - আজকালকের চন্দ্র াও গড়াতে আছে া ং স্যাক্‌রা সঙ্গে সব চোর, খাদে পানেই সর্ব্বনাশ আর, বেচতে গেলে আধা কড়িতে বেচতে বে; নগদ টাকার চেয়ে আর কিছু আছে? —হাঙ্গা গুকো নাই

চন্দ্র তবে আপনি বানি ধরছেন কেন?

গোপী ভায়া, এইটে আর বুঝতে পাল্লে না? গড়াতে গেলে তাঁর তো লাগতো, টাকাটা স্যাকরাকে না খাইয়ে আমাদের ঘরে গেলে মিত্তিরজা মশায়ের লাভ না লোকসান?—কি বলেন ঘটক মহাশয়?

চন্দ্র মিত্তিরজা মহাশয়ের লাভ যে দিন থেকে কন্যা প্রসব করেছেন, সেইদিন থেকেই।

ঘট ছোট বাবু, কন্যা দান আর গৌরী দান সমান কথা, এতে ব্যয়ভূষণ চাই, এ একপ্রকার দুর্গোৎসব ব্যাপার।

চন্দ্র তবে বরদানের আড়ম্বরটাই কিছু বেশী, তোমার মুখে মন্ত্র আর সরকার মশায়ের হাতে খাঁড়া;—সাবধান। যেন দম বন্ধর মুখেই কোপটা পড়ে, নইলে বেধে যাবে।

গোপী হাঃ হাঃ হাঃ। বুঝেছ ঘটক মশাই, নাতি সম্পর্ক ব'লে খুব ঠাট্টা কচ্ছে। (স্বগত) বড় ক্যাট্ ক্যাট্ বোলতে আরম্ভ করেছে, টাকাগুলো ফেলে দিতে পাল্লে বাঁচি

ঘট কত ধল্লেন তবে?

গোপী হ্যাঁ, ঐ গেল তেইশ শো আর সিঁথির কথা বলছিলে না?—তা কি জান, ও জড়োয়া জিনিস কেনা আর টাকাগুলো জলে ফেলে দেওয়া একই কথা, তা ও হিসাবে বেশী কাজ নাই, আড়াই-শো টাকাই ধর,—এই হ'ল সাড়ে পঁচিশ শো, কেমন? আমার আবার হিসেব ভাল এসে না; আর মুক্তার মালার ধর গে—কত ধরবে?

চন্দ্র। গোপীনাথ বাবু, কচ্ছেন কি? এ যে দেখ্‌ছি ও ভদ্রলোকের গলায় ছুরি দেওয়া হয়। এক আমি বরং কিছু সুদ ছেড়ে দিতে রাজী হ'তে পারি আমি—কোন্ মন্মথ মিত্তির বুঝেছি, পর তিনি অত টাকার মানুষ নন তো।

ঘট ছোট বাবু বলছেন ঠিক, এত চাপান দিলেই পেরে উঠবে না, আর আমার আপনিও যেমন, তিনিও তেমন, দু'দিকেই তো টান্‌তে হবে।

গোপী। পাঁচ জায়গায় ঘুরে এস, এল-এ পড়া ছেলের এর চেয়ে কোথায় সস্তা পাও দ্যাখ, কিন্তু এই হিসেবে হয় তো আমার কাছে অঙ্গীকার স্বীকার করে যাও।

ঘট। দেখুন, যা রয় সয়, এমনি ক'রে দিন, মন্মথ বাবুর সম্পত্তির মধ্যে ঐ বাড়ী-

খালি, আর একশোটী টাকা নাইনে ; ছোট বাবুও তো সব জানেন বল্লেন

গোপী তা ঐ মুক্তার মালারও আড়াই-শো টাকাই ধর, পূরোপূরি আটাশ-শো টা'কা, খাট বিছানা কাজ নাই, তেমন ঘর নাই, কোথায় রাখি, আর রূপোর বাসন নেওয়া খালি চোরের দৌরাত্ম্য বাড়ান, তা তোমারই কথা রাখলুম—বেশী কাজ নাই—দু'য়েতে সাত শো টাকা ধরে পুরোপুরি পঁয়ত্রিশ শো টাকা হ'ল, আর নগদ পাঁচ-শো টাকার যা কথা আছে

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ! চার হাজার টাকা নগদ! ত হ'লেই তো ভদ্রলোকের বাস্ত-খানিতে হাত পড়বে

গোপী ভাই, আজকাল মেয়ে পার কি অমনি হয়? আজ এই বলছি, আর ছ' মাস বাদে একটী পাশ বাড়লেই দুনো দিতে হবে, তা আমারও একটু টানাটানি হয়েছে, আর বেশী দিন ধরে রাখতে পাচ্ছিনি, তাই আধা কড়িতেই ছেড়ে দিচ্ছি

ঘট ত দেখুন আমি কথা শেষ করে যেতে চাই, আমার সঙ্গে মিত্তিরজা মশা'র নেহাত ঘটক সম্পর্ক নয়, আমরা পুরুষানু-ক্রমে ওঁদের আশ্রিত, আদি বাড়ী ওঁদের আমাদেরই দেশে, তা চার হাজার টাকার কম আপনি রাজি হচ্ছেন না?

গোপী না, তা হ'লে আমায় মারা যেতে হয়, আর আমি রাজি হ'লেও ছেলে রাজি হবে না, আর গর্ভধারিণী অমত করবেন গিন্নী বলেন, নন্দলালের বৌ যদি দশ হাজার টাকার কম ঘরে ঢোকে, তবে তাকে দুধে-আলতায় পা দিতে দেব না

ঘট ও বাবা! তবে গিন্নীকে ডাকুন, তিনি থেকেই সব মোকাবেলা হোক, "স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী", স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে দু'-কুল যায়; শেষ মেয়েটীকে না ভাসিয়ে দেওয়া হয়

গোপী না, সে ভয় নাই, আর গিন্নী এই আড়ালেই আছেন, তাঁর কোন কথায় অমত হ'লে কবাট নাড় দেবেন, আমার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত আছে

ঘট তবে এই চার হাজার টাকা?

গোপী হ্যাঁ, আর ছেলের সোণার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আংটী আর সোণার চস্‌মা

ঘট চস্‌মা!

গোপী ছেলে কি তবে শুধু চখে কালেজে যাবে?

ঘট কেন, চখের কোন ব্যামো হ'য়ে-ছিল নাকি?

গোপী। তুমি দেখছি কিছুই খবর রাখ না, এম্ এর বিদ্যা এখন সূক্ষ্ম হ'য়েছে, চস্‌মা না হ'লে স্পষ্ট দেখা যায় না

চন্দ্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হচ্চে, তবে একটা প্রধান অঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?

গোপী কি দাদ—কি দাদ—বল তো? বুড়ো হয়েছি, কত রকম কি নূতন হয়েছে, সব জানিও না, মনেও পড়ে না

চন্দ্র একটী সোণার ব্যাজ, বিদ্যার চাপে ছেলে ঝুঁকে পড়লে চাড়া দিতে হবে তো?

ঘট হাঃ হাঃ হাঃ!

গোপী। হাঃ হাঃ হাঃ, তোমাদের সবা-দের কি কি দরকার, তোমরাই ভাল জান (স্বগত) সোণার ব্যাজ দেয় নাকি?

ঘট। এ-গুলো র কত ধরেন?

গোপী। না, ও সবের আর নগদ না, নন্দলাল ও সব সখ ক'রে পরবে, নগদের মধ্যে আর ফুলশয্যার দু'-শো টাকা!

ঘট তা মিত্তিরজা যদি এ সব দিতে

সক্ষম হন, তবে পাত্র দেখতে আসবার, দিন স্থির করে আসবো?

গোপী পাত্র আর দেখবে কি? ছবি তুলিয়েছে, নে যেও, আর একখান সার্টিফিকিটের নকল দেব তখন

ঘট না, তবু শুভ কার্য্যে যা রীতি আছে, কত্তে হয়, তাঁরাও আশীর্ব্বাদ করে যাবেন, আপনারাও আশীর্ব্বাদ করে আসবেন

গোপী। আমি এখান থেকেই আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তাঁরা যে দিন হয়, একদিন এসে দেখে যাবেন; খবর আর দেবে কি? সকালে আসবেন, অন্য উদ্যুগ স্মুদ্যুগ আর তো কিছু কত্তে হবে না

ঘট আর পত্র—সে তো আপনাকে গিয়েই কত্তে হবে?

চন্দ্র। আমার পরামর্শে সেটা উকীলের বাড়ী থেকে করে নেওয়াই ভাল।

গোপী (স্বগত) এ কথাটা নেহাত মন্দ বলছে ন (প্রকাশ্যে) সেটা কি চলিত হয়েছে? কাজটা পাকা হয় বটে

চন্দ্র হ্যাঁ, একবারে রীতিমত ষ্ট্যাম্পের উপর কনট্রাক্ট লেখা-পড়া করে রেজেষ্টরি করে নিন, তাহ'লে চাই কি সেই পত্র বন্ধক রেখে টাকা ধার কত্তে পারবেন

ঘট ছোট বাবু বিবাহের উকীল মোক্তার সব অমরা; আর মন্মথ বাবু যা বলবেন, সে কথার নড়চড় নাই, মরদকা বাৎ হাতীকা দাঁত, একেবারে পাকা

চন্দ্র। সরকার মশায়, তা বলে আপনার কাজ ছাড়বেন না, নিদেন লেখা-পড়া কত্তে হ'লে যে খরচটা হতো, সেটা ধরে নিন, সেও একটা নেহাত অল্প বাব হবে না;—ধরেছেন ছুরি তো পুঁচিয়ে কাটুন আমি এখন চল্লুম, আপিসের বেলা হলো, ঘটকঠাকুর, টাকা দেবার সময় আমায় জানিও—আমাদের বিস্তর টাকা ওঁর কাছে আট্‌কে আছে

[প্রস্থান।

গোপী। (স্বগত) একবার ফেলে দিচ্চে পায়ে এর শোধ নেব, এমন শোনাবনাতো (প্রকাশ্যে) কিছু দেনা পাওনা আছে তো একবারে দিগ্ বরে তুলেছে, সংসার কত্তে গেলে কার না ধার কত্তে হয় ঘটকঠাকুর?

ঘট তার আর ভুল কি, আমার যে এই জমিদারের বিস্তর বাকী খাজনা পড়ে গিয়েছিল, গেল বৈশাখের আগন্‌শায় শোধ কল্লেম; তা দেখুন, যদি করে দিতে পারি তো আমায় সন্তুষ্ট কত্তে হবে, ও পক্ষে যে এ সব দিয়ে থুয়ে আর ঘটক বিদায়ের কড়ি থাকবে, এমন তো বোধ হয় না।

গোপী ওর ওপর আর যা করতে পার, অর্দ্ধেক তোমার।

ঘট। ওর ওপর হ'লে তবে ঘটক বিদায় হবে? হয়েছে আর কি।

গোপী না তা নয়, এদিকে তোমার ন্যায্যগণ্ডা রইলই, তবে ওর ওপর হয় তো আরও ভাল না।

(ঝীয়ের প্রবেশ)

ঝী বলি হ্যাঁগা কত্তা মশাই, কেন আমায় এত অপমান কল্যা বল দেখি? গতর খাটাতে এসেছি বলে কি আর মান অপমান নেই? এত-ই কি? কিসের এমন চাকরি।

গোপী কেন—বক্‌ছিস কেন? কি হয়েছে কি?—কে কি বলেছে?

ঝী না বলেছে কি, বলতে বাকী রেখেছে কি? আরও বলবার আছে না কি?—না হয় তুমিই বল; ঐ যে বামুনঠাকুরটী বসে আছেন, উনিই না হয় বলুন; বল না গো ঠাকুর—বল, রাঁড়ী বামনী দুঃখীলোক পেলে

বলতে হয়,—বল—বল, বল্‌তে বল্‌তে যেন সবার মরণ হয়

ঘট ওগো বাছা, আমার ওপর কেন? আমি কি বলতে যাব?—আমি তো তোমায় কখনও চক্ষে দেখিনি

ঝী না, ত দেখবে কেন? গরিব-দুঃখীকে দেখতে হলে সবাই চক্ষের মাথা খেয়ে বসে, চক্ষে আগুন লাগে—

গোপী আবে, চুপ্ কর হাউড়ে মাগী, উনি ঘটকঠাকুর—ওঁর সঙ্গে কি বক্‌ছিস?

ঝী হলোই বা ঘটকঠাকুর, আমি তো আর বের কনে নই যে ঘটককে ভয় করে চলতে হবে—আমায় সবাই ধলধার কে?

গোপী কে বলেছে কি তোকে, তাই বল্‌ না?

ঝী কেন, কে না বলেছে? রাজ্যিশুদ্ধ বলেছে, এই তোমার আদরের মুদী মিনষে, পোড়ারমুখো মিনষে, মিন্‌ষের দোকানে আগুন লাগে না! ওর বাড়ীতে জোড়া মড়া মরে না!

গোপী কেন মুদীর সঙ্গে আবার লাগতে গেছ্‌লি কেন?

ঝী লাগ্‌তে গিয়েছিলুম! সে কি না আমার যুগ্যি লোক, তাই লাগতে গেছলুম; তবে ভাঙবো হাটে হাঁড়ি? দেশশুদ্ধ ধার করে রেখেছ জান না? ছেলের ... দেব দেব করে আমাকেও টাল্‌ দে রেখেছ—দেশশুদ্ধ লোককেও রেখেছ; কেন, আর লোক দেবে কেন ধার? বেশ করেছে মুদী মিনষে! সে বলা তো আমার হয়নি, তোমারেই হয়েছে—আমি কে? দাসী বই তো নয়

গোপী তা বেশ হয়েছে—আমাকেই হয়েছে, এখন তুই বাড়ীর ভেতর যা।

ঝী বাড়ীর ভেতর যাব তো খাবো কি! নেয়ে উঠে চিবিয়ে খাবার চালটী ঘরে নেই, কয়লার ধামা খালি, ডাল তরকারি তো চুলোয় যাক্‌

গোপী (স্বগত) মাগী তো বড় পাজী হয়েছে (প্রকাশ্যে) ত তোর সব না ফুরুলে তো আগে বল্‌বিনি—গিন্নীরও যেমন—

(মুদীর প্রবেশ)

ঝী এই যে মিন্‌ষে বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছে! কি বাড়ী বয়ে গাল দিতে এসেছিস্‌ নাকি! আ মর মিনষে, আস্পর্দ্ধা কম নয়

মুদী কি রে মাগী, অত রেগেছিস কেন?

ঝী মাগী?—মাগী?—মাগী তোর বাপ খুড়ো তের সাতপুরুষ মাগী! যাই দেখি মাঠাক্‌রুণের কাছে, কেমন কর্ত্তা বুঝে নেব, আমার এখনি হিসেব গণ্ডা চুকিয়ে চাই; আমি চোদ্দ পোনের বছর বয়েসে এসেছি—বড় বড় ঘরে কর্ম্ম করেছি—আমায় মুদীতে মাগী বলে! দেশে আমার দ্যাওরের তিনখানা লাঙ্গল, ভাত কে আর জুটবে না!

[ঝীয়ের প্রস্থান

গোপী কি হে চিনিবাস, চাল টাল দাওনি কেন?

মুদী কোত্থেকে আর দেব বলুন? দেড় বচ্ছর সব যুগিয়ে আসছি, তা পুজোর সময় পর্য্যন্ত একটীও পয়সা দিলেন না

গোপী আর ভাবনা নেই, মেরেকেটে কার্ত্তিক মাসটা, অগ্রহায়ণ মাসের ৬ ৯। ১০ ১৫ই চারটে লগ্নের একটা লাগাবই লাগাব, ঐ ঘটক ঠাকুর বসে তখন আগাম দু-শ টাকা নিতে করবার ফ্যাসোদা করে তুলো না হে

মুদী বড় বাবু এক পাশ ধরে অবধি তো ঐ কথা বলেছেন, চেয়ে চেয়ে দেড় বৎসর কেটে গেল; কিছু মনে করবে না,

আপনার যে খাঁই ত কেউ দিয়ে উঠতে পারবে না

গোপী চিনিবাস,দিতেই হবে সে কাল আর নাই; তখনকার চেয়ে এখন দেড়া দিতে হবে, তখন ছিল এক পাশ—

চিনি এখন কি বড়বাবু দেড় পাশ?

গোপী। না হে, এখন ছেলে এল এ

চিনি এলে ফেলে সব বুঝি মশাই টাক এলে

গোপী। এই সামনে বসে ঘটক, জিজ্ঞেস কর এঁকে—বাইরে থেকে আসে তো আর কেন ঘরের টাকাটা বার করি

ঘট হাঁ হে, এবার আমি যখন কাজে হাত দিয়েছি, তখন নিশ্চিন্ত থাক গে, সব ঠিক, অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে সব শেষ করে দেব, আমি তোমার জামিন রইলুম

গোপী তুমি মনে করে যাও যেন নগদ পেয়েছ, টাকা বাক্সয় ভরেছ, যাও জিনিস-পত্তর পাঠিয়ে দাও গে

চিনি। আজ্ঞা—তা দিচ্ছি—করে না দিয়েছি, মোদ্দাৎ—

গোপী দেখেছ? নগদ টাকাটা পেলে কি না,চিনিবাসের আর হাসি ধরে না! যাও—যাও—দাও গে

চিনি আজ্ঞে

গোপী। আবার আজ্ঞে কি? যাও—যাও।

চিনি। দেখুন ঠাকুর, আপনার কথা তবে রাখলুম।

ঘট। পরে দেখে নিও, বেদ মিথ্যা হবে, তবু ঘটকের কথার নড়-চড় নেই

চিনি চল্লেম তবে, প্রণাম হই।

ঘট। কল্যাণ হোক—এস।

[মুদীর প্রস্থান।

আমিও তবে এক্ষণে বিদায় হই।

গোপী হাঁ, বেলাও হয়েছে—আমিও স্নান করবো। দেখুন, আপনি ঘরের লোক, বেয়াই-বাড়ী যেন এ সব কথা না ওঠে, আমি নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ঘটক বিদায় করবো

ঘট রাম! রাম! আমরা এখানকার কথা ওখানে বল্লে কি আর ব্যবসা চলে? আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না, এখন আসি তবে —কল্যাণ হোক বিদায়ের কথাটা যা বল্লেন

গোপী হাঁ হাঁ, তার আর নড়চড় হবে না আসুন, আসুন, প্রণাম

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিলাসিনীর বসিবার ঘর.)

বিলাসিনী কারফরমা ও মিষ্টার সিং

সিং গত বৎসর আমার এখান থেকে ছাড়বার কিছু পূর্ব্বে—সকল রকম দেখে আমার বেশ অনুমান হ'য়েছিল যে, আপনি উমাচরণ গুপ্টাকেই সুখী করবেন

বিলা অনুমান ঠিক ই করেছিলেন, উমাচরণ বাবু একপ্রকার বিবাহ কত্তে স্বীকারও করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মার মৃত্যু হওয়াতে কাছা গলায় দিয়ে, জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন, সুতরাং অমন অসভ্যকে আমি আর স্বামী ব'লে কি ক'রে নিই?

সিং নেংটো গা? নেংটো পা? লেডীর সামনে?—horrible!

বিলা। (Shocking!) শকিং।

সিং মিষ্টার কারফরমা করেন কি?

বিলা। আগে টিচারি কত্তেন, আমি তা

ছাড়ি and একটা প্রেস ক'রে দিয়েছি কামিনী ভট্টাচার্য্যির স্বামীতে আর এঁতে মিলে একখানা বাঙ্গলা কাগজ বার করেন, আর এদিকে আমার সংসারের সকল কাজকর্ম দেখেন

সিং সুখী মিষ্টার কারফরমা যাঁর এমন স্ত্রী। এবার এম্‌-এর জন্য কি subject সব্‌জেক্ট নেছেন আপনি?

বিলা physics ফিজিক্স, স্ত্রীলোকে বিজ্ঞান না শেখাতে আমাদের দেশ উৎসন্ন যেতে বসেছে; বিলাতে বোধ হয় অনেক স্ত্রীলোক বিজ্ঞান শিখেছেন?

সিং বিস্তর; অণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ের এঞ্জিন্‌-ড্রাইভার, ফায়ার-ম্যান্‌ পর্য্যন্ত লেডী, বিজ্ঞান স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে এমনি কোমল দাঁড়িয়েছে যে, সে সব গাড়ীতে চড়লেই ঘুম আসে—

বিলা পার্লেমেণ্টে লেডী মেম্বার আছেন ক'জন?

সিং তিনজন আমাদের প্রাইম-মিনিষ্টারের খুড়ী একজন, আর দু'জন আইরিশ মেম্বার, এঁরা তিনজনেই ইণ্ডিয়ার জন্য ভারী লড়াই করেন

বিলা। আপনি ছিলেন কদিন হলো?

সিং। এ—এ—ইযে যাওয়া আসা নিয়ে —দশ মাস

বিলা আমার ইচ্ছা হচ্ছে, এম্‌-এটা দিয়ে একবার যাই

সিং যাবেন—যাবেন। যান—যান, সেইখানেই এম্‌-এ দেবেন—যান

বিলা নেটিভ স্ত্রীলোক গেলে সাহেবেরা যত্ন করে বোধ হয়?

সিং লুফে নেয়—লুফে নেয়। যান—যান, You will be a curiosity there। ওঃ। আপনি বাড়ীতে খাবার শোবার time পাবেন না Tea there, Dinner here, Picnic abroad, Yachting, Skating, Riding, Driving Sightseeing, আজ Crystal palace, কাল Vaux Hall, holiday everyday; আর presents। Rings, Brooches, Dresses a—la —Paris আর অমনি Barrister টা হ'য়ে আসবেন আপনি সিভিল সার্ভিসেও enter কত্তে পারেন, আপনার এখনও উনিশ হয়নি। যাই হোন, আপনি নিশ্চয়ই যান; এই বেলা থেকে চাল-টালগুলো প্র্যাক্‌টিশ ক'রে নিন আপনি গাউন টাউন পরেন না কেন? আপনাকে ত বড় চমৎকার দেখায়

বিলা কেন, এ ড্রেসে কি আমায় কুৎসিত দেখায়?

সিং কুৎসিত? Angel। —Angel। But I'll prefer you as an English Angel to a native Angel.

(গৌরীকান্ত কারফরমার প্রবেশ)

বিলা ওয়েল্‌ গৌর ডিয়ার, কি খবর? এস তোমায় মিঃ সিংএর সঙ্গে introduce ক'রে দিই; Mr. Sing my old friend, Mr. Karforma my dear husband.

গৌরী বড় আনন্দিত হ'লেম, নাম শোনা ছিল মাত্র, আলাপ হ'ল;— আসা হ'ল কবে?

সিং This day week—আজ রোজ হপ্তা

গৌরী আপনি কোন্‌ লাইনে ঢুকেছেন?

সিং Surgeon, Physician, Accoucheur, M. B. L. R. C. P., L. R. C. S. (Edin.), late Clinical clerk Rotunda Lying in-Hospital, Member Obstetrical Society London &c., &c., &c.

গৌরী বাঃ বাঃ বাঃ। খুব আশ্চর্য্য,

তো, এই মাস আষ্টেকের ভিতর আপনি এতগুলো টাইটেল পেলেন? মেলাই এক্‌-জামিন দিতে হ'য়েছিল দেখছি

সিং Nothing of the kind; বিলাতে আমাদের মত জেণ্টলম্যানকে এক্‌-জামিন্‌ দেবার ইচ্ছা না থাক্‌লে compell কবে insult কবে না আমাদের ইংলিশ manners দেখলেই বিদ্যা হ'য়েছে বুঝে নেয়, কি দিলেই বুঝতে পারে, respectable, আর ডিগ্রি দেয়, আমার একটু প্র্যাক্‌টিশ জম্‌লেই ওভারল্যাণ্ড মেলে এম্‌ ডিটা আনিয়ে নেবার ইচ্ছা আছে।

গৌরী বাড়ীতেই আছেন?

সিং। না, কাপড় ছাড়তে বলে, ভাত খেতে বলে, আমি 5-1 গোরস্থান লেনে আছি

গৌরী Excuse me, কিন্তু কাপড় ছাড়ায় হানি কি?

বিলা। Husband—husband—

সিং। Don't mind Mrs. Karforma, আমাদের বিলাত ফেরতদের dutyই হচ্ছে, লোককে এসব বিষয়ে enlighten—আলো-কিত করা, কি জানেন Mr. Karforma, এখন আমায় পাগলই মনে করুন, আর যাই করুন, সময়ে এই ড্রেস whole worldকে ব্যবহার কত্তে হবে সুয়েজ পার হ'য়েই দেখুন, সব এই ড্রেস।

গৌরী কিন্তু Asiaতে—

বিলা। Shut up; তোমার কাগজ বেরুল?

গৌরী হ্যাঁ, লাষ্ট প্রুফ দেখে দিয়ে এলুম, ভাল কথা, মিঃ সিং মশাই আমার একটা ভারী উপকার কত্তে পারেন। আজ-কাল কাগজে বিলাতের কথা থাকলে খুব পশার বাড়ে, আপনি যদি বিলাতের ভাবিথ দিয়ে পত্র ধরণে কতকগুলো য এ-আকাশ বর্ণনা করে আমার কাগজের জন্য চিঠি দেন।

সিং মিঃ কারফর্মা, আপনি হচ্ছেন আমার dearest friend, বিলাসিনী কার-ফর্মার husband, আপনাকে oblige করা আমার প্রথম কর্ত্তব্য; কিন্তু there is one drawback প্রায় এক বৎসর বিলাতে থেকে বাঙ্গলা একপ্রকার ভুলে গেছি, এই যে আপ-নার সঙ্গে কথা বলছি, সে অনেক কষ্টে, মনে মনে ইংরাজীকে তরজমা ক'রে। আর বাঙ্গা-লীর সঙ্গে ইংরাজী কথা বইবই বা কি এই জন্য, কিন্তু লেখা আমার ক্ষমতার বাইরে, তবে আমি এক কর্ম্ম কত্তে পারি, একখান অনেক দিনের published old Diary আমার কাছে আছে, পাঠিয়ে দেব, date বদলে translate ক'রে নেবেন, exactly suit কর্ব্বে

গৌরী থ্যাঙ্ক, বড় oblige হ'লেম

সিং Nothing—nothing don't mention.

বিলা ও বেলা রান্নার কি উয্যুগ ক'রেছ?

গৌরী কি খাবে বল?—ক'রে দিচ্ছি

বিলা বেশী কিছু না, আমি সকাল সকাল খেয়ে বেরুব; আজ আমাদের "পুরুষ দমন" সভার Anniversary,—রাত্রে ফিরতে পারব কি না বল্‌তে পারিনি; তোমার মাছের ঝোলটোল যা হয় পরে ক'র, আমায় এক প্লেট sago-pudding, আর খান চেবেক কট্‌লেট ভেজে দিও; কিন্তু দেখো যেন সেদিনকার মত পুড়িয়ে ফেল না

গৌরী কয়লার আঁচে ঠিক আঁচ বোঝা যায় না—

বিল। What a stupid; this dear

husband of mine is as stupid, Mr. Singh as—as—as—

সিং। What d'ye call it —

বিলা। Yes quite so ; I І all regret my choice in taking him for my partner ; আমি তোমায় দু'শ দিন বলেছি যে, আমার অবসরমতে ঘণ্টাখানেক ক'রে আমার কাছে বসে একটু একটু সায়েন্সের লেক্‌চার শুনো, তা তোমার হ'ল না, theory of heat জান না, রাঁধবে কি ক'রে?

গৌরী। তা দিও একখানা বাঙ্গলা বিজ্ঞানের বই কিনে দিও, তোমার গ্যানোট্‌ আমি বুঝ্‌তে পারিনি—

বিলা। গ্যানো বুঝ্‌তে পার না ? lie ! মোটা দুই সোজা কথা মনে রাখ না, আর থার্মোমিটারের useটা শিখে নাও, তা হ'লেই হলো। এক-শ ডিগ্রি centigradeএ boiling point, সরষের তেল দু'-শ ডিগ্রিতে জ্বলে উঠে, ১২৫ কি ১৩০ ডিগ্রি হ'লেই বেশ ভাজা হয় কাট কয়লার জ্বাল। সায়েন্স শিখলে বরফের জ্বালে রাঁধা যায়।

গৌরী বরফের জ্বাল ? বরফ —বরফ !

বিলা। হাঁ হাঁ বরফ ; যাকে আইশ বলে, ভাবতে ভাবতে আমরা যা মাথায় দিই, ওলাউঠা হ'লে তোমরা যা খাও—সেই বরফ ; Sir Humphrey Davyর মতে দু'খান বরফ ঘষাঘষি কল্লে রীতিমত heat পাওয়া যায়। আজ বাদে কাল আমি সায়েন্সে এম-এ দেব, আমার husband কি না heatএর theory বোঝে না

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। গুড-ডে মিঃ কারফরমা, নমস্কার Mrs ditto গুড্-ডে গুড্-ডে নীলরতন বাবু।

সিং বিবাহ—pah, if you please—

নন্দ। ভেরি গুড্ ভেরি গুড্, excuse me নীলরতন বাবু, I mean Mr. Singh, আমি আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলেম, সেখানে শুন্‌লেম, আপনি গোরস্থানে আছেন গেলুম সেখানে, আপনার খানসামা বল্লে মিসেস্ কারফরমার বাড়ীতে গেছেন, অমনি এখানে এলেম

সিং আমি তো Noontimeএ বাড়ীতে থাকলেও Not at home ; যা হোক,—আবশ্যক কি ?

নন্দ। এই বিলাতের সব কথা জিজ্ঞাসা করবো ব'লে। আচ্ছা, আপনি তো এই দশ-মাস ছিলেন, দশ মাসে সব সাহেবদের মত হওয়া যায় ?

সিং। ভাল Intelligence থাকলেই পারে।

নন্দ। আপনাকে বলি, আমি এবার এল্-এ দেব, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি, সেখানে এক্জামিন দিলে হয় না ?

সিং। আপনার সেখানে কি যাবার ইচ্ছা আছে নাকি ?

নন্দ ইচ্ছা ? যাবই।

সিং আপনার ফাদারের মত হবে ?

নন্দ। আবশ্যক ? বুড়োদের মত আর কোন্ সৎকার্য্যে হয় ?

সিং তবে টাকার যোগাড় কি রকমে হবে ?

নন্দ। সে যোগাড় বাবাই কচ্ছেন, এক রকম ঠিকও হ'য়েছে

সিং তাঁর মত নেই অথচ টাকার যোগাড় কচ্ছেন, কি-রকম ?

নন্দ তিনি আমার বিবাহের সম্বন্ধ কচ্ছেন, তাতে চার পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

বিলা। বিবাহ ! কিরূপ পাত্রী ?—কি পাশ করেছে ?—কি মতে বিবাহ ?

গ্র্যাজুয়েট, আহা, গৌর বাং

নন্দ সে সব বিশেষ কিছুই জানা যায় নি, বাবাও টাকার কথা ঠিক কচ্ছেন, আমিও তাই হাতাবার অপেক্ষায় আছি

বিলা কিরূপ পাত্রী জানেন না? দেখতে কেমন? আপনার চেয়ে বড় কি ছোট?—কতদূর লেখাপড়া জানে?—আপনাকে বসে রেখে চালাতে পারবে কি না? কিছুই জানেন না? হয় তো কোন অপবিত্র সেকেলে বে-আইনি মতে বিবাহ হবে,—এ সব না জেনে—না ঠিক ক'রে আপনি বিবাহ কত্তে যাচ্ছেন?

নন্দ দেখুন, আমি এক ঢিলে তিন পাখী মারবো। সমাজকে শাসিত করবো, বাবাকে শিক্ষা দিব, আর আমার শ্বশুর হবার যে বেয়াদবি রাখে তারেও শাস্তি দিব বাবা যেমন লাভের লোভে আমাকে একটা জানোয়ার জুটিয়ে দিচ্ছেন, সেই জানোয়ারের বাপ যেমন বাবাকে ঘুষ দিয়ে আমার মত educated manকে একটা পোঁটাপড়া মূর্খের সহচর ক'রে দিচ্ছেন, আর সমাজ যেমন এ সব দেখে শুনেও বিন্ধ্যাচলের মত গা ঢেলে দিয়ে প'ড়ে আছে—আমিও তেমনি বাগে যোগে টাকাটা হাত করবো অথচ বিবাহ null and void হবে

বিলা। কিন্তু বালিকার দশা কি হবে?

নন্দ। There are ten thousand bachelors to choose from, যাকে ইচ্ছা ফের বে কত্তে পারে I will get [illegible] milk white wife with a pair of cat's eyes.

সিং। Nothing like it my lady। আপনি এ কাজ করুন, যদি এতে কোন পাপ থাকে, তবে বিলাত যাওয়ায় তা কেটে যাবে; বিলাত যাওয়ার উপযোগী গুণ আপনারি অনেক আছে, হাট-কোটের মান আপনি রাখতে পারবেন You will make a capital John Bull.

নন্দ। ত দেখে নেবেন, একবার কলাগেছে পার হ'লে কে আমাকে বাঙ্গালীর ছেলে বলতে পারে দেখব! বাঙ্গলা কথাটা ভুলে যাওয়া যায় কি করে বলুন দেখি?

সিং That's a secret amongst our fraternity, আগে প্যাসেজ এন্‌গেজ করুন, তার পর প্রাইভেটলি বলে দিব

নন্দ আর আপনার মত ঐ গায়ের গন্ধটা?

সিং তাও হবে।

বিলা নন্দবাবু, আপনি বিলাত গেলে "চাদরনিবারিণী সভা" চালাবে কে?

নন্দ আমাদের সেকেণ্ড ইয়ারে সবাই উপযুক্ত লোক, একজন যে হয় ভার নেবে, আর একবার ফিরে আসি, চাদর কি "ধুতি-কাপড় নিবারিণী সভা" করবো।

বিলা। গৌর, তুমি বসে এ সব কি শুনছ? যাও বাসাঘরে যাও, কিছু বুঝতে পার না, শুধু ষ্টুপিডের মত চেয়ে আছ

গৌরী এই যাই (স্বগত) খুব সায়েন্‌টিফিক্ মাগ পেয়েছি বাবা,—মাগ যেন পুলিশ!

[গৌরীকান্তের প্রস্থান।

সিং আপনার হাজব্যাণ্ড খুব তো docile

বিলা পতির প্রধান গুণ স্ত্রী-ভক্তি, যে পতি স্ত্রীকে না ভক্তি করে, সে ব্যভিচারী, পুরুষ-বেশ্যা, আর আমরা যদি স্বামীকে দমন কত্তে না পারবো, তবে আমাদের হাই এডুকেশনের ফল কি?

নন্দ দেখুন দেখি,—আর ষ্টুপিড বাবা কি না আমায় একটা থ্যাংড়া মেয়ে জুটিয়ে দিচ্ছেন। কোন stupid this dear.

কথা কইবে ন, নাচতে জানে না, গাইতে জানে ন, পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে, খবর রাখে না

সিং তা আজ যাই, আমার মেডিকেল এডভাইস এ্যাটেসের সময় হলো, ডিস্‌পেন্সারীতে বসতে হবে

বিলা উঠবেন? আবার দেখা হবে কবে?

সিং যবে ইচ্ছা কবেন, No dog ever answered his Mistress' whistle so willingly and promptly.

বিলা Fie—flatterer!

সিং। Then call your mirror by that name.

বিলা আমি কাল ইভনিংএ আপনার ভিজিট রিটার্ন কত্তে যাব, বাড়ীতে থাকবেন তো?

সিং At home and alone,—we will have a cup of tea and sweet tete-a-tete, now goodbye. (shakeshand) Now Nanda Babu come to me any morning যা যা information চাই, সব দেব

নন্দ শুধু information আপনাকে আমায় বানিয়ে ছেড়ে দিতে হবে, আমি আজ থেকেই ছুরি কাঁটা আর আগুন পোষান অভ্যাস কত্তে সুরু করবো

সিং। বেশ বেশ; Ta-ta for the present old chip—expect you to-morrow evening Miss Kiron a

বিলা I remember

[সিংএর প্রস্থান

তবে নন্দবাবু বিবাহ কত্তে চল্লেন?

নন্দ বিবাহ। হয় বিবি নয় আপনার মত গ্র্যাজুয়েট, আহা, গৌর বাবুর কি অদৃষ্ট।

বি। কি, jealousy হয় নাকি?

নন্দ। কেন না হয়? আমি বিলেত থেকে ফেরা অবধি যদি আপনি মিস্ থাকতেন?

বিলা ওয়াইফও তো উইডো হয়।

নন্দ Would to God! সে দিন কি হবে!

বিলা আপনি সাএন্স পড়ছেন, গড বল্লেন যে? গড মানেন নাকি?

নন্দ রাম ওটা কথার কথা বল্লেম, যে দিন গ্যালো কিনেছি—সেই দিন বুঝেছি, গড নেই, তা আজ আসি, আপনাকে আর কষ্ট দেব না

বিলা কষ্ট কি? - কিছু নয়, তা যাবার আগে দেখা হবে তো?

নন্দ। দেখা হবে না, আমাকে একখানা আপনার ফটোগ্রাফ দিতে হবে

বিলা। কত বিবি দেখবেন, আমার ফটোগ্রাফ নিয়ে আর কি হবে?

নন্দ আপনি গাউন পরলে কোন্ বিবি আপনার কাছে লাগে। তবে গুডবাই

[নন্দবাবুর প্রস্থান।

বিলা বেহারা —

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা বহু মহারাজ।

বিলা বাবু ক কব্‌ত?

বেহারা। সশেলা পিনতা।

বি। জল্‌দি হামারা খানা লেয়ানে, বোলো, হাম গোসলখানা সে আতা হায়।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোপীনাথ বাবুর গৃহ।

গোপীনাথ সরকার

গোপী চার হাজার ছ'শ নগদ, চার হাজার ছ'-শ যদি হলো – তার থাকছে কত? চার হাজার আলাদা ধরে রাখ, থাকে ছ'-শ; ছ'-শর ভেতর বের খরচ, গায়ে হলুদ—আইবুড় ভাত—নান্দীমুখ গুরু, পুরোহিত, নাপ্তে—বর আসা যাওয়া, এ সব নিয়ে পঞ্চা শের কম আর হচ্চে না। ঘটককে বলেছি পঞ্চাশ, তা দিচ্ছিনি—পনের দেব, বেশী পেড়াপীড়ি করে আর পাঁচ, তা হ'লে হলো পঞ্চাশ আর কুড়িতে সত্তর, থাকে গে একশ ত্রিশ; তা হ'লে আর রইল কি? চিনিবাস মুদীকেই দিতে কুলাবে না। ওদিক্‌কার বড় ঘর গে চন্দ্র চক্রবর্ত্তিদের কাছ থেকে বাড়ীখানা খালাস করে নেবার—সেও সুদে আসলে তেরশ টাকার ওপর হয়েছে,—

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী ধোপা এয়েছে গো, কাপড় দেবে?

গোপী তের-শই ধর

ঝী। তবুও আসতে বলবো?

গোপী। খতে আর গহনা বাঁধা—সেও পাঁচ সাত শ

ঝী কি বিড়বিড় বিড়বিড় হিসেব কোচ্ছ গো? আমার কথা কাণে তুলছো না যে?

গোপী কি হয়েছে?

ঝী। না, এমন কিছু নয়, আজ মাসের ক-দিন?

গোপী। তেইশ দিন এই তো প্রায় দু-হাজারের ওপর হাতে হাতেই বেরিয়ে যাচ্ছে;— —

ঝী। এখন কি হবে—দেবে?

গোপী। কি দেব?

ঝী এতক্ষণ পরে বল্লে কি না কি দেব?

গোপী কি—বল্ না ছাই, আমার এখন মেজাজের ঠিক নেই, মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

ঝী উঃ। তবু এখনও টাকার পুঁটুলি ঘরে তোলোনি; ধোপা এয়েছে কাপড় দেবে? আর সে ট্যাকা চাচ্ছে।

গোপী। তা কাপড়-চোপড় দিগে না, এখানা আর ছাড়বো না, বেশ ফরসা আছে।

ঝী আর ট্যাকা?

গোপী টাকা?—বল্ গে যা ফুল-শয্যার পরদিন সব চুকিয়ে দেব।

ঝী। এ চুলোর ফুল শয্যা কবে হবে গা? —মনিষ্যির হাড় জুড়ুবে।

গোপী আ মর বেটী। ব্যাটার বেতে অকল্যাণে কথা কস?

ঝী একে আর বেটার বে বলে গা;—প্যাঁটার হাট! মেয়ে দেখা নাই, ঘর দেখা নাই, কেবল ট্যাকা—ট্যাকা, আমাদের গরিবের ঘর হলে এক-ঘরে কত্তো।

[ঝীর প্রস্থান।

গোপী। বেটীকে নে আর চলে না, মাইনেটা জমে গিয়ে বড় মুখ ছুটেয়েছে; আর রাজ্যির দেনা জুটে আছে, পাওনাদারেরা একেবারে মুখিয়ে আছে, এর ভেতর দু-এক ব্যাটা মরে,—তা কি বজ্জাত ব্যাটারা মরবে! ছেলেটার বে দে কিছু পাব—ব্যাটারা মার্কণ্ডেয় প্রমাই নিয়ে বসে আছে!

(গিন্নীর প্রবেশ।)

গিন্নি। এর যে দিয়ে থুয়ে কিছু থাকে, এমন তো বোধ হয় না

গিন্নী হুঁ হুঁ! "গুরুর কথা না শোন কাণে প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে!" আমি তো বলেছিলুম, অত কমে রাজি হয়ো না; নন্দলাল আমার ৮ শ হাজারের

ছেলে! কর্ত্তাপনা করা অমন মেনী-মুখোর কাজ নয়।

গোপী। কি জান, এই দিতেই তাদের সর্ব্বনাশ হবে

গিন্নী। তাদের সর্ব্বনাশ হলো তো আমার কি? আহা, কে আমার সাত পুরুষের কুটুম গো। নন্দলালের পায়ে গেয়ে দেবে, তাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে, এতে পোড়ারমুখো মিন্‌ষের টাকা খরচ কত্তে হাতে আগুন লেগে যায়! আর সে মাগীই বা কেমন? মেয়ের মা? চোখ-খাগীর জামাইকে দিতে চোখ টাটায়? পায়ে গহনা টহনা নেই—বেচুক না।

গোপী। আমি একটা ঠাউরে আছি, আগে সব ঠিক হয়ে যাক না, নন্দকে আড়ালে শিখিয়ে দেব. এখন—সম্প্রদানের সময় একটা কোর্ট করে ব'সবে

গিন্নী। আচ্ছা, এবার তুমি কোচ্ছ কর—আমি আর হাত দেব না, কিন্তু বছরের ভেতর বৌটোর যদি ভাল মন্দ হয়—নন্দর তদ্দিনে পাশ বাড়লে, দেখ দেখিন—তখন ছেলের ফের বে দিয়ে আমি দোতলা বাড়ী, আর নিজের গা-ভরা গহনা কত্তে পারি কি না।

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। বাইরে যাও গো—সব এয়েছে

গিন্নী। কে এয়েছে?

ঝী। সেই মড়িপোড়া মিন্‌ষে, একটা কুপো, আর একখানা বেরুবে কাঠ—

গোপী। মড়িপোড়া মিন্‌ষে কে রে?

ঝী। সেই তোমার সখের ঘটক—যে এই ছেরাদ্দের যোগাড় কোচ্ছে।

গিন্নী। ও কি কথা বে?

ঝী। তাদের ছেরাদ্দের কথা বলছি,—যার ট্যাক খরচ, তারই তো ছেরাদ্দ, আমর নেব, আমর তো রেয়ে বই নয়।

গিন্নী। (সহাস্যে) মাগী যেন কি!

গোপী। বুঝি ছেলে দেখ্‌তে এয়েছে, গিন্নি, কপাটের আড়ালে দাঁড়াবে এস, দেখি যদি কিছু আরও বাড়াতে পারি। ঝি, যা দেখিন চট ক'রে, নন্দকে ডেকে আন, বুঝি এই চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতেই আছে

[কর্ত্তা ও গিন্নীর প্রস্থান।

ঝী। বাবা!—বাবা!—বাবা.—এ কি বেটার বে দেওয়া গা! আহা, বেচারার মেয়ে হ'য়েছে বলে কি যত অপরাধ! একেবারে জবাই করা! কত্তাগিন্নীতে মুখোমুখি ক'রে কেবল পরামর্শ আঁটছেন গিন্নী আবার কত্তাকে বাবা, বলে বাড়ীখানা ছেলেকে লিখে দিক না. সব চুকে যাক এর কায়েত না কসাই? কোথেকে এক উনুনের পাঁশ পাশ হয়েছে—ছেলে পাশ হলো তো অমনি মা-বাপের হাতের মত পেট হলো, যত দাও খাঁই আর মেটে না আহা, সেবার ঘোষেদের উপরো উপর দুটো মেয়ের বে দিয়ে একেবারে সর্ব্ব-নাশ হয়ে গেল; ভিটে গেল, চাকর লোকজন ছাড়িয়ে দিলে;—আহা, তাদের ঘর থাকলে কি আর এ হতভাগা সংসারে ঢুকি। পোড়া কোম্পানীতে এত কচ্চে, এর আর একটু কিছু কত্তে পারে না? ঘাটে ঘাটে যেমন মড়াপোড়ানোর রেট বেঁধে দিয়েছে, ছেলে মেয়ের বেরও তেমনি একটা কিছু করে দেয়, তা হলে মুদ্দফরাস বরের বাপগুলো জব্দ হয় যাই কোথা আবার ননীর গোপাল আছেন, খুঁজে আনি গে, পাশ করে তো রাজা ক'রেছেন, কেবল দেখতে পাই, চক্ষু দুটীর মাথা খেয়েছেন,—নাকের ওপর সার্সী খড়খড়ী বসিয়েছেন আছে আমি এক-

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোপীনাথের বহির্বাটী

গোপীনাথ, মন্মথ বাবু, লোকনাথ বাবু ও ঘটক

ঘটক কৈ তামাক দিলে না? চাকরেরা সব গেল কোথা? ও গোপাল! রাখালে!—বাজার টাজারে গেছে বুঝি? সংসারের কাজ তো কম নয়;—ঝি! ঝি! আসছে—এই আসে আর কি গোপীনাথ বাবুর সব সেকেলে চাল—বুঝলেন মন্মথবাবু! পৈতৃক সেকেলে ঘরদোর কিছু বদ্‌লাননি, বলেন—চণ্ডীমণ্ডপ ভেঙ্গে দালান ক'রে কি কর্ত্তাদের কীর্ত্তি লোপ করবে? মেয়ে পরম সুখে থাকবে, নিজের মেয়ে হয়নি—খাশুড়ীর বৌ-অন্ত প্রাণ হবে, সোণার সংসার, কিছুরই অভাব নেই, চাকর দাসীতে খাটবে মেয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাবে। গোপীনাথ বাবু নিজে পছন্দ ক'রে সব ভারী ভারী গহনা গড়িয়ে দেবেন, তাই নগদ টাকা নিচ্ছেন

গোপী মহাশয়ের কার বাড়ী কর্ম্ম করা হয় বল্লেন?

মন্মথ Swindle Snuggle companyর বাড়ী ক্যাসএ থাকি।

গোপী ক্যাস আপনার হাতে? তবে উপরিও দশ টাকা আছে?

মন্মথ যৎসামান্য। সে কাল আর নাই; কোন-মতে সংসার চালান, আর নিজে ঐ আড়তখানি করেছি।

ঘটক (জনান্তিকে) চুপ চুপ

গোপী আড়ত করেছেন? কৈ, ঘটক দু-হাজারের ও আমার বলো নি?

বাচ্ছে;— —ন আড়তের কথা

ঝী এখন কি হবে—

আর মুখে আন্‌তে আছে! এই গীতের অরসুমটা দেখেই তুলে দেবেন।

গোপী তুলে দেবেন কেন? জামাইকে দিন না।

ঘটক (স্বগত) এই সারলে রে!

মন্মথ আজ্ঞা, সেখানি আমার পরিবারের স্ত্রীধন

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী গিন্নী বলছেন ভালই তো, ব্যান কেন জামাইকে দিক না, গরীব এর চেয়ে আর আহ্লাদ কি? এমন দিন আর কবে হবে?

ঘটক ওরে বাছা তুই এয়েছিস? দু'ই কল্কে তামাক আন্ দেখি

ঝী। বোস, আমার এখন একড়াঁই বাসন পড়ে রয়েচে, তামাক কোথা? বাজারে টোক্‌লা সাধতে যাব, তবে তো সব আসবে, —একলা মানুষ আর কত করবো?

গোপী তুই এখন যা যা, পাগলী কোথাকারে, নন্দ কোথায়?

ঝী দাঁড়াও এখন, আধ ঘণ্টা রবে সিঁড়ি বাগান হোক, সে জলের ঘটী পড়েছে, আরসি বেরিয়েছে, আঁচড়াচ্চেই আঁচড়াচ্চেই, পোড়া চুল আর ফেরে না, সে পোয়াবের কুঁচি সোজা হবে কেন? ব্যাটাছেলের অত সিঁতে কেন গো? সিঁদুর পরবি না কি?

গোপী যা যা, তুই বাড়ীর ভেতর যা; আমার বাড়ী এদ্দিন রয়েছে, আজও কথা কইতে শিখলে না, যা আপনার কাজ কর গে যা।

ঝী। তা যাচ্ছি, যাব না তো কি দাঁড়িয়ে থাকবো? কৈ, মেয়ের বাপ কোন্‌টী? ঐ মোটা মানুষটী বুঝি?—বলি হ্যাঁ গো বাছা, বসে বসে গোঁপ মোচড়ালে চলবে না, আমার তাগা দানা তসর চাই, কর্ত্তা তো টাকা

পাবে,—দেনা শোধ করবে, মেয়েকে ঘর কর্ত্তে হবে আমার সঙ্গে, গিন্নী ঠিক করে আছেন, বৌ এলে আর হেঁসেলে ঢুকবেন না, আমি এমন গয়লার মেয়ে নই, তখন বুঝে নেব

গোপী ওরে বাপু, তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি বাড়ীর ভেতর যা

মন্মথ হবে—হবে, তোম র হবে বৈকি।

স্ত্রী হাঁ—হাঁ——

[স্ত্রীয়েব প্রস্থান

গোপী পুরোণো লোক হ'লে যেন মাথায় চড়ে, তার ওপব আবার মাগী পাগল, তবে বিশ্বাসী লোক বলেই রাখা বাবুর কি নাম?

লোক আজ্ঞে, আমাব নাম শ্রীলোক-নাথ দাস দে

মন্মথ উনি আমার ভগ্নীপতি, বাসদেব-পুরে হাইস্কুলেব হেডমাষ্টার, পূজার ছুটীতে বাড়ী আসছেন

ঘটক মস্ত লোক গো, ভাঙ্গবহাটীর দে ওঁরা, যত মুখ্যি কুলীনের সঙ্গে ওঁদের ক্রিয়া আর লেখাপড়ায় একেবারে কেরাণী, এখন-কার পাশ ফাস নয় ওঁরা সেকেলে

(নন্দলালেল প্রবেশ)

গোপী এস বাবা বস', এই দেখুন, এইটী আমার পুত্র

ঘটক কার্ত্তিক কার্ত্তিক জামাই হবে। মন্মথ বাবু দেখুন, চেহারাটা একবাব—তবু এখনও নায়নি।

মন্মথ নামটী কি বাবু তোমাব?

নন্দ। এন্ সরকার।

ঘটক। বাঙ্গল' ক'রে বল ব'বু, ন'ম বাঙ্গলায় বলতে হয়, ইংরাজী লেখাপড়ার কথা পরে হচ্চে।

নন্দ। তুমি কে?

ঘট। আমি কে জান না? আমিই মূলা-ধার—প্রজাপতির পাশ না, আমি না হ'লে কি বে হয় বাপু? আমি ঘটক

নন্দ ঘটক? দালাল? তোমাব লাই-সেন আ ছে?

ঘটক আম'র লাইসিনি ফ'ইসিনি সব তোমরা

নন্দ Idiot!

লোক। পুরো নামটী কি বাপু?

নন্দ নন্দলাল সরকার, কিন্তু এখনকার ইউনিভার্সিটীতে হান্টারের মত চলিত, সেই মতে এন্, সরকার বল্লেই Sufficient হলো—লোকেবও বুঝে নেওয়া উচিত

লোক। ঠাকুরের নাম?

নন্দ কি ঠাকুর?

মন্মথ পিতার নাম জিজ্ঞাস কচ্ছেন।

নন্দ সামনেই বসে আছেন—জিজ্ঞেস কোত্তে পারেন, আমায় ফর্‌নাথিং ট্রাবল্ দেওয়ার আবশ্যক?

মন্মথ (স্বগত) ব বা, এ কি ছেলে গো! যেন জাহাজি গোরা!

ঘটক ছ'টো লেখা-পড়াব কথা জিজ্ঞেস করুন দে মশাই, এখনক র সব কালেজের ছেলে বাপ পিতামোব নামের ধার ধারে না

নন্দ আবার তুমি কথা কইচ? কথার কি বোঝ, ইংরেজী পড়েছ?

লোক পড়া হচ্ছে কোথায়?

নন্দ সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস, ফ্রিচার্চ ইনষ্টিটিউসন্, কলেজ ডিপার্টমেণ্ট।

লোক। Oro divided by Zero কত হয় বল দেখি?

নন্দ What a question! আপনি গ্র্যাজুয়েট?

লোক। না বাপু।

নন্দ তবে আপনার কাছে আমি এক্-জামিন্ দিতে পারিনি।

মন্মথ উনি একজন সেকেলে senior scholarship holder, পাকা লেখাপড়া জানা লোক, হাই স্কুলের হেড মাষ্টার

নন্দ হ'তে পারে, স্কুলের পড়া এক রকম চালাতে পারেন, কিন্তু সেকেলে লেখা পড়া কলেজে চলে না; Universityর vast area of different knowledge grasp কর্‌বার capacityই ওঁদের নাই physics, *Dynamics, Accoustics, Optics* উঃ! এ সব আইডিয়াই কোত্তে পারবে না।

গোপী। একটু বল, যা জিজ্ঞেস কচ্ছেন, শোনই না, এত শিখেছ কিছু পরিচয় দাও

নন্দ। পরিচয় আর দেব কি! আমার "চাদরনিবারিণী সভার" সব লেক্‌চার পড়েননি?—Graduate's Guardainএ সব বেরিয়ে ছিল; গেল Anniversaryর স্পিচে বলেছিলেম Of man's first disodedience the evil that befell on the intellectual biped breed, nothing excels in enormity, the curse that alighted like a bombarded bombshell on the heads of Bengalees, (hear hear, loud applause) I mean the use and abuse of sinful sheets vulgarly known as Chadar—এই চাদরের চক্করে পড়িয়া বঙ্গবাসী যে কি রাশি রাশি দুঃখার্ণবে মগন হইতেছে তাহা বুঝিতে গেলে ওয়েবেষ্টারের Emphasis খুঁজিয়ে পাওয়া যায় না;—(ঘন করতালি) আর কত বল্‌বো—এই নিন, এই Pamphletএ সব আছে, পড়ে নেবেন।

ঘটক। দেখুন মন্মথ বাবু, লোকনাথ বাবু দেখছেন? একেবারে অদ্বিতীয় কেশব সেন! ইংরেজী বেরুচ্চে যেন তুবড়িতে আগুন দিলে, আর বাঙ্গালাও—কিবা ভনিতে! নিন, বেলা হ'ল, আশীর্ব্বাদ ক'রে ফেলুন—খাওয়া যাক।

মন্মথ এস বাবু, দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাক (মোহর প্রদান

নন্দ আমায় মাপ করুন, আর বসতে পারি না, বিলাসিনী কারফরমার বাড়ীতে আমার এন্‌গেজমেণ্ট আছে, সেখান থেকে গোবস্থানে যাব, Mr. Sing নেমন্তন্ন করে-ছেন।

ঘটক। এস এস, আহারাদি কর গে, বেলা হ'য়েছে।

গোপী ওটা আমার কাছে নয়—তোমার গর্ভধারিণীর কাছে রেখে যাও, হারিয়ে ফেলবে

নন্দ তুমি আর আমাকে political economy শিখিও না Good moring to all of you.

[নন্দলালের প্রস্থান

মন্মথ বাবাজী দেখতে শুনতেও ভাল—লেখা-পড়াও হচ্চে, কিন্তু মেজাজটা কিছু রুক্ষ

গোপী। আগে ছিল না, এই বছর দেড়েক হ'ল হয়েছে; বোধ হয়, ওটা কালেজের গরমি, গোরা মাষ্টারদের কাছে পড়ে কি না

ঘটক হ্যাঁ হ্যাঁ, হ'তেই পারে; "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"; যেমন করাও, তেমনি করে; আর গোরাদের সংসর্গে থাকলেই মেজাজটা একটু ঘুসোঘুসি রকম হয়

লোক ওটার জন্য ভাববেন না—অতটা থাকবে না এই এল-এ ক্লাশটা সর্ব্বশেষে ক্লাশ, আমি ও বেশ দেখেছি; ওটা পার হ'লেই অনেক ঠাণ্ডা হ'য়ে আসবে। একেবারে স্কুলের বেতের হাত এড়িয়ে কলেজে ঢোকে, প্রোফেসরে বাবু ব'লে ডাকে, উঁচু

'"াখি রাজী করুন, চল
উঁচু আমিও যাচ্ছি ক পাতা পড়ে গরম
হ'
গোপী। হ্যাঁ হ্যাঁ
৭৩. প' খেছ ম্যাষ্টার মানুষ কি না—
ঠিক ধরেছে; ম্যাষ্টার না হ'লে ছেলেও চেনে না, আর গয়লা না হ'লে গরুও চেনে না

মন্মথ তবে অনুমতি হয় তো আজ উঠি, আবার একবার আলিপুরে যেতে হবে; একখানা সফিনে আছে

গোপী। সাক্ষী দিতে? ওঃ! আপনার তবে অনেক কাজ?

মন্মথ হ্যাঁ, এক গেরো।

গোপী না না গেরো নয়, মাসে দু'-একটা অমন জুটলে ভাল, ওতে দু'পয়সা আছে।

লোক। সমন্ধী, ব্যাই মশাই এক হাত বড় নিলেন। সত্য সত্য ব্যবসা সুরু করেছ নাকি?

মন্মথ। ব্যাই মশাইদের চাপাচাপিতে চুরি না কোত্তে হ'লে হয়।

গোপী হাঃ হাঃ হাঃ।

ঘটক হাঃ হাঃ হাঃ। ভাল ভাল—দু'পক্ষ থেকে আমার একখানি ছোটখাট কোটা করে দিতে হবে, এবার হরগৌরী-মিলন ক'রে দিচ্ছি।

(ঝীয়ের প্রবেশ)

ঝী এই নাও তামাক খাও

ঘটক। এস এস

ঝী। ওরে আমার ইষ্টিঠাকুর। তোমার জন্যেই নিয়ে এনুম কি না? মেয়ের বাপকে দেব—আমার তাগা দানা তসর চাই।

গোপী। আ মর বজ্জাত মাগী,—বড় বাড়িয়েছিস।

মন্মথ। না, আমরা কেউ তামাক খাইনে, তুমি বামুনের হুঁকো এনে দাও।

ঝী বাউনের হুঁকো কোথায় খুঁজতে যাব?

গোপী যেখানে পাস্, খুঁজে আন।

ঘটক। থাক থাক, আর কাজ নাই।

মন্মথ তবে আসি মশাই— নমস্কার

গোপী। নমস্কার, নমস্কার।

লোক। মশাই আর কষ্ট কচ্ছেন কেন? —বাড়ীর ভেতর যান—নমস্কার।

[লোকনাথ, ঘটক ও মন্মথের প্রস্থান

গোপী। তুই বেটী কি ঠাউরেছিস বল্ দেখি? লোক মানিস না, জন মানিস না, যা মুখে আসে, তাই বলিস?

(গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নী তাই বল্‌তে আমিও আসছি—ছোট মুখে বড় কথা, ছুঁচো-মাগী।

ঝী। ও বাবা! কত্তা-গিন্নীতে দু'জনে যে একবারে তেড়ে এলে,—কি মারবে না কি?

গিন্নী বেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব; বেরো বেটী আমার বাড়ী থেকে, আমার খাস— আমারই ছেলেকে গাল।

ঝী। কি গাল দিলুম তোমার ছেলেকে? ওঃ! মুখ দেখ! ঝাঁটা!—ঢের ঝাঁটা দেখিছি।

গিন্নী আমার ছেলের চুল শোরের কুঁচি? পোড়া চুল? হারামজাদ মাগী।

ঝী গাল ধরবো না কি? শুনবে একবার গাল? ছুটোবো মুখ?

গোপী। থাক থাক গিন্নি, আর কথায় কাজ নেই, অমন লোক রাখতে নেই, ওকে বিদেয় ক'রে দাও।

ঝী। দাও না বিদেয় ক'রে—যাচ্ছি চলে, দাও—এখুনি আমার মাইনে পত্তর চুকিয়ে দাও

গোপী নে যাস্ যখন আমার সময় হবে, তখন দেব

ঝী সময় হয় বুঝিনি

গোপী না বুঝিস, যে ক'রে পারিস, আদায় করিস, নালিস কর গে যা

ঝী নালিস কর্ব্বো? গালাগালের চোটে আদায় কর্ব্বো, রাস্তায় বেরুবে না? আমি এমন গয়লার মেয়ে না। দেখি টাকা আদায় হয় কি না। অন্ন যোড়ে না ঝী রাখা, কি আমার জুন্দর গো।

গিন্নী বেরো নচ্ছার বেটী,—বাড়ীতে বসে গালাগাল!

ঝী না, এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাল্ দিচ্চি গে,নচ্ছার বেটী! —কে নচ্ছার, ভগবান্ দেখছেন আমার টাকা মারলে ভগবান্ দেখবেন, তেরাত্তির পোযাবে না, অই বেটার বে ঘুরে যাবে আজও ধর্ম্ম আছে, এখনও সোমবারের পর মঙ্গলবার হচ্চে, সুয্যির পর চাঁদ উঠছে; আমি যদি সত্যি গয়লার মেয়ে হই, মধুসূদন, যেন তেরাত্তির না পোহায়। এই ব্যাটার শোক যেন পেতে হয়।

[ঝীয়ের প্রস্থান।

গিন্নী দেব বেটীকে ঝেঁটিয়ে?

গোপী আর কাজ নেই, যাক বেরিয়ে গেছে—চল বাড়ীর ভেতর চল

গিন্নী ছোটলোক মাগী!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতী... ভনিতে। নিন, বেলা ...ন—যাওয়া যাক। ...বী হ...

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মন্মথ বাবুর বহির্ব্বাটী

গোপীনাথ, মন্মথ, ঘটক ও পরামাণিক

মন্মথ হ্যাঁ গো ব্যাই মশাই, এখন আবার এ কি কথা?

গোপী আমি কি কর্ব্বো বলুন?

মন্মথ হ্যাঁ গো ঘটকঠাকুর, কথা কচ্চো না যে? ছাদ্‌নাতলায় দাঁড়িয়ে এ কি কথা?

ঘটক ত'ই তো—ও' ন' হো'ক, একটা মোটামেটি ক'রে ফেলুন, শুভকার্য্য সম্পন্ন কর্ব্বার আর বিলম্ব কর্ব্বেন না

মন্মথ। বলি ব্যাই মশাই, উপায় কি? আমার যে জাত যায়, কায়স্থের জাত রক্ষা করুন; যা কিছু সঞ্চিত ছিল দিয়েছি, বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়েছি, আর পাঁচ শ টাকা আমি এখন পাই কোথা?

গোপী কি জান ভাই—দেখ'ল তো আমি ওর একটা পয়সা ছুঁয়েছি? তোমার জামায়ের হাতেই সব, তাকে যাতে সন্তুষ্ট কোত্তে পার কর আমি এক পয়সা—গোরক্ত—সে শালা—মধুসূদন! রাম! রাম!

মন্মথ এ যে ঘোর বিপদ, কথাবার্ত্তা সব চুকে গেল, যা বল্লেন তাই স্বীকার কল্লেম, মাথা বিক্রী করে এক রকম সর্ব্বস্ব দিলেম, এখন পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পেড়াপীড়ি—আমার জাত নষ্ট করা!

ঘটক "গতাং বহুতরা কান্তা, স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী"—এত সহেছেন, আরও কিছু সন; বাবাজীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একরকম

মাঝামাঝি রাজী করুন, চলুন, বাড়ীর ভিতর চলুন, আমিও যাচ্ছি

গোপী হ্যাঁ হ্যাঁ দ্যাখ ব্যাংকের ঠেঁয়ে কিছু থাকতে পারে।

মন্মথ পরম শত্রুরও না মেয়ে হয় আসুন ঘটকঠাকুর

[মন্মথ ও ঘটকের প্রস্থান

গোপী পরামাণিক চট্ যা, নন্দর কাণে কাণে বলে দিগে, নিদেন আধা আধি আছে, আছে মাগীর হাতে আছে। আর দ্যাখ, সব টাকা আজকের মত নন্দ নিজে রাখে, আমায় যেন সাফ রাখে ; আর আমার হাতে টাকা না থাকলে—গুরু, পরামাণিক, ঠাকুর-প্রণামী, শয্যাতোলানিগুলোর জন্যেও পেড়াপীড়ি কোত্তে পারবে না, যা—চট্ যা

পরা যে আজ্ঞে, আমি ঠিক বুঝিয়ে দিচ্ছি

[পরামাণিকের প্রস্থান

গোপী। আমার ছেলে তো, ও র আবার এলে পড়েছে, ঠিক সময়ে কোট করেছে ; বাহবা নন্দলাল! দেব, দেব, ওর বরাবর সাধ বাইরের ঘরটা পরিষ্কার করে, টেবিল চেয়ার কিনে বসে, দেব—কিনে দেব ; টাকা পঞ্চাশ-ষাট নন্দর প্রতি খরচ কর্ব্বো, না হ'লে ভাল দেখায় না ; ধত্তে গেলে এ সব টাকা তো ওরই আঃ, রাতটে পোহালে বাঁচা যায়! পাওনাদার ব্যাটাদের সঙ্গে একটা রফা কোত্তে হবে, একবারে টাকা চুকিয়ে দেব, কিছু কিছু ছুট দেবে না? না দেয় একটী পয়সাও দিচ্ছিনি—নালিস করুক গে, খরচা করে মরুক তার পর কোম্পানীর কাগজ কিনি, না চোটায় খাটাই? চোটার মত টাকা বাড়াবার সুবিধে কিছুতেই নেই। চক্রবর্ত্তীরে বড় নাক উঁচু করে চল্‌তো, এইবার দেখবো। গিন্নীর মনস্কামনা সিদ্ধি হয়, নন্দর বিয়ে পাশ হতে হতে এই বৌটীর গুণ মন্দ হয়, তা হলে দশ হাজারের একটী পয়সা কম নয়। একপ্রকার বড় মানুষ হওয়া যায়। আজকালকার ছেলে যে ছুঁবিয়ে কোত্তে চায় না আবার তাও বলি—সতীনে যে মেয়ে দেবে, সে আর পয়সা দেবে না গিন্নীরও অন্যায়, একটী বেটা বিইয়ে বসে রইলেন দেব না তো ওর গহনা খালাস করে, ফের বেটা বিউক, বে দিক, গহনা খালাস করুক

(ঘটক ও মন্মথের প্রবেশ)

ঘটক জানি প্রজাপতির লীলা, সিদ্ধিদাতা গণেশ সব শুভ কর্ল্লেন, আর যেখানে শর্ম্মা আছেন সব শুভ! সব শুভ!

গোপী কি কি? কি হ'ল কি?

মন্মথ আর হবে কি? বেড়ে পুড়ে নগদ সোওয়া টাকা বেরুল, আর আমার পরিবারের বাকানে পনের ভরির সোণার গোট ছিল—দিলেম।

ঘটক। বেশ হয়েছে—উত্তম করেছেন, আর ও কথ উত্থাপন করবেন না, ও সব আপনার মেয়েরই রইল, দেখে নেবেন আমার কথা, মেয়ে ঐ গোট কাকালে দিয়ে আবার এখানে আসবে, ও টাকা আপনার মেয়েরই বাক্সে থাকবে, আজকালকার মেয়ে, স্বামীকে কাণে ধরে ওঠাবে বসাবে। দেখ্‌লেন তো গোপীনাথ বাবু এক পয়সাও হাতে কল্লেন না

গোপী রাম রাম। ও টাকা আমার ভাদ্রবধূ; আমি ও টাকা ছুঁই। আর আমার আবশ্যকই বা কি? যা হোক, এখন তো সব চুকে গেছে?

ঘটক নির্ব্বিঘ্নে। বর-কনে বাসরঘরে গিয়েছে বিস্তর মেয়েছেলে জড় হয়েছে, মন্মথ বাবুর যত বড়মানুষ কুটুম, খরচেরও ত্রুটি করেননি।

মন্মথ এখন আসুন, আপনি কিছু জল-টল খাবেন

গোপী আমি আর না, অধিক রাত্রে খাওয়া আমার সয় না, যাই—গিয়ে একটু গড়াই গে, আবার সকালে আসতে হবে; ন'টার পরই বারবেলা পড়বে, এর মধ্যেই এদিককার সব সেরে বর কনে নিয়ে যেতে হবে।

মন্মথ কিছু মুখে দেবেন না, সেটা কি ভাল দেখায়?

গোপী। না, আজ থাক্—খাবই তো, এখন ঘর হল—রোজ খাব, পৌত্তুরের হাত ধরে এসে পাত পেড়ে খাব, এখন আসি

মন্মথ তবে আ'র কি বলবো—কিন্তু একটু যা হোক—

গোপী কিছু না, কিছু না—আপনি শয়ন করুন গে, রাত্রি অধিক হয়েছে আর বাড়ীর ভিতর বলে দেবেন,নন্দকে একটু ঘুমুতে দেয়, নইলে অসুখ করবে।

ঘটক হাঁ, আজ তাই দেবে। এখন চলুন আমিও বাসায় যাব, তার পর দুই বেয়'যে কাল সকালে আমায় সন্তুষ্ট কর্বেন, তা হলে শুভকার্য্যের চূড়ান্ত হয়ে যায়, ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ কোত্তে কোত্তে যাব

গোপী তবে আসি এখন

মন্মথ মশাই। মশাই।—প্রণাম হই ঘটকঠাকুর

ঘটক কল্যাণ হোক কল্যাণ হোক—খুব কাজ কল্লে, রাজা-রাজড়ার মত কাজ কোল্লে

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাসর-ঘর

নন্দলাল, সুরঙ্গকুমারী, নৃত্যকালী, মনোমোহিনী ও বসন্তকুমারী।

নৃত্য। কি হে বর। একমনে ভাবছ কি? দুটো কথাবার্ত্তা আমাদের সঙ্গে কও, আমরা তোমার সঙ্গে রাত জাগতে এলুম

নন্দ। (স্বগত) ঠকা হবে না, বাসরে বোবা বেরসিক না বলে।

সুর কি, নৃত্য কি বোল্লে? ওর কথার উত্তর দাও, ও তোমার বড় শালী

নন্দ কি নাম বল্লেন ওঁর?

সুর নৃত্য—নৃত্যকালী

নন্দ বেশ নাম তো,—নৃত্যকালী কি?

সুর নৃত্যকালী কি আবার? নৃত্যকালী—তোমার শালী।

নন্দ আপনি দেখছি. একজন প্রসিদ্ধ কবিবর, মুখে মুখে কবিতা রচনা কোত্তে পারেন; আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম, নৃত্যকালী—ওঁর কি?

মোহি কি আবার? কায়েত,—তোমার শালী কি ডোম হবে নাকি? ওর শ্বশুররা বোস, কালেজে পড়েছ, আর এটা জান না? সে তো সুবি, শালার কাণ মলে

নন্দ তাই বলুন, নৃত্যকালী বোস

সুর ও মা,কোথায় যাবে। হাঃ হাঃ হাঃ নৃত্যকালী বোস। ও মেজদি, তুই নৃত্যকালী বোস? হাঃ হাঃ হাঃ। আর ঠাকুর-জামাইকে বলিস, নাম জিজ্ঞাসা কোল্লে বলে, জীবনকৃষ্ণ দাসী হাঃ হাঃ হাঃ। নৃত্যকালী বোস—সে শালার কাণ মলে, টান তো মোহিনী দিদি ডানকাণ ধরে, আমি শালার বাঁকাণে পাক দিয়ে বোস বের কচ্ছি (কাণমলন।)

মন্দ। উঃ উঃ উঃ। লাগে—লাগে—লাগে। ছাড় ছাড়,—স্ত্রী-স্বাধীনতায় এতদূর করবার কথা নাই। কাণ গেল যে। এ কি স্ত্রী-স্বাধীনতা? কৈ, বিলাসিনী কারফরমা তো গৌরবাবুর কাণ মলে দেন না, ছাড়—ছাড়

মোহি। কেন শালা তবে আমাদের মেয়ে মানুষের নাম বিগ্‌ড়ে দাও। আমাদের অমন "অবলা সরলা" নামগুলিতে ওঁদের কটুকটে পদবী জুড়ে দিচ্ছেন, নৃত্যকালী বোস, আমি তবে মনোমোহিনী দত্ত, ও তবে সুরতকুমারী হাজরা?

বস আমিই তবে গেছি ভাই, আমার ভাতার যে দিন শুনবে, আমি বসন্তকুমারী মজুমদার, সেই দিনেই আমায় পরিত্যাগ করবে, বিট্‌কেল নামের উপর সে বড় চটা।

নৃত্য। যা হোক, বাসর ভাল, যুদ্ধই চলতে লাগলো, দুটো ছড়া বল, গান শোন।

মোহি। হাঁ ভাই ঠিক—ঠিক বলেছিস, একটী গান বল তো ভাই বর।

নন্দ। দাঁড়াও, এখন কাণ জলছে।

বস। এস এস, আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, আহা। দেখদেখিন রাঙা হ'য়ে উঠেছে, সুরি, তুই বড় দুষ্টু, মোহিনীও কম নয়, তুমি গাও ভাই।

নন্দ আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম, আপনারা যে কুসংস্কার বর্জ্জন ক'রে স্ত্রীপুরুষ একত্র মিলে গীতবাদ্যাদি আমোদ কোত্তে শিক্ষা করেছেন, এ ভারতের উন্নতির সোপান-সোপান এ চেলির পুঁটুলিটীর ভিতর কি—সাড়া-শব্দ নেই।

বস। ওর ভেতর সাত রাজার ধন।

সুর তোমার কলা-বৌ, বুঝেছ গণেশ-রাম, এখন গাও, পর তখন চিরকাল পরিচয় নিও।

নন্দ। সভায় গীত বিষয়ে স্ত্রীলোকই নেতা।

সুর। নেতা? নে ভাই নেতাদিদি, বর বলেছে, নেতাকেই গাইতে হবে

মোহি বেশ বেশ, বের বাসর, তোর সেই গানটী গা; শোন একবার তোমার শালীর গলা শোন, যেন পেখা বিদ্যে।

নৃত্য। না ভাই, বাবা শুনতে পেলে বক্‌বেন

সুর। মামা, কোথা? সেই সদরের ঘরে ঘুমিয়েছেন, তুই গা

নৃত্য দেখ ভাই, নিন্দে টিন্দে ক'র না, তোমরা কত জায়গায় গান শোন, আমরা গেরস্থর বৌ—শুনে শেখা বৈ ত নয়।

নন্দ আপনি গান্ না, নিন্দে কি? আমি এ বিষয় কাগজে ভাল করে ছাপিয়ে দেব।

নৃত্য। সর্ব্বনাশ! এমন কাজ ক'রো না, তা হলে আমি গাইব না

বস না না, লিখ্‌তে যাচ্ছে ভাই,—তুই গা।

নৃত্য (গীত।)

'ও মা কেমন যোগী ছি ছি লাজে মরি।
সাধে পায়ে ধরে,বল কি করি লো;—
ভাসে নয়ন দুটী, তোলে বদনখানি,
বলে রাখ রাখ মানিনী লো,—
যোগী অনুরাগে, মান ভিক্ষা মাগে,
(ওলো) যোগীরে যেতে বল,আমরা কুলনারী।'

নন্দ চমৎকার! Bravo। রচনা অতি সুন্দর, আপনার গলাও মধুর!

নৃত্য। এইবার ভাই তুমি গাও, কত থিয়েটার শোন, একটী থিয়েটারের গান গাও।

নন্দ। থিয়েটারের গান! পবিত্র বিবাহ-বাসরে ভগ্নীদের সামনে অপবিত্র থিয়েটারের গান গাইব, আপনাদের কি কুরুচি!

মোহি আর এই যে থিয়েটারের গান শুনলে, নেত্য যে থিয়েটারের গান গাইলে, ওর স্বামী ওকে হামেস থিয়েটার দেখতে নে যায়, ও কত থিয়েটারের গান শিখেছে, কেমন সব গান, ভুল ভাল ঠাকুরুণ বিষয়

নন্দ থিয়েটারের গান গাইলেন! থিয়েটারের গান শুনলেম! ওঃ, তাই এত অশ্লীল! এ কথা আমায় আগে বলতে হয়, আমি উঠে যেতেম; মিসেস কারফর্মাকে জিজ্ঞাস করে এর প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হবে

সুর। ওঁর ভগ্নীদের সামনে গাইবেন না বল্লেন, এখানে ওঁর ভগ্নী কে —জিজ্ঞাসা কত্তো বসন্ত

নন্দ কেন, সকলেই আপনারা সকলেই ভগ্নী

সুর সবাই ভগ্নী? বাসে যেটী ব'সে?

নন্দ হ্যাঁ, উনিও ভগ্নী– গৃহে স্ত্রী হ'তে পাবেন, কিন্তু সমাজে ভগ্নী

(সকলের হাস্য)

সুর খুব শালা বোন যেগো

নৃত্য নে ভাই—বাক্যি রাখ, এখন গান শোন, গাও ভাই, তোমার যা ইচ্ছে গাও

নন্দ শুনুন্ তবে, মনটা একটু পবিত্র করুন, আর পারেন তে চোখ বুজুন।

(গীত)

অন্তিমের সে দিনের উপায় কি হবে
দেহ ছেড়ে আত্মাপাখী যবে উড়ে যাবে
ধমনী হইবে স্তব্ধ, কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ,
চক্ষু হবে দৃষ্টিহীন, চসমা পড়ে রবে।
গৃহে রোদনের রোল, স্বজনের হরিবোল,
সবে বাক্য কবে, তুমি শুনতে নাহি পাবে।

(ঠান্‌দিদির প্রবেশ)

ঠান কে রে হতচ্ছাড় ছোঁড়া অলুক্ষণে! শুভকর্ম্মের দিনে মড়াফেলার গান কচ্ছে?

সুর গাল দিও না গো ঠান্‌দি', তোমার রসিক নাতজামাই

ঠান হ্যাঁ হে দাদা, সত্যি নাকি? এ রসিকতা শিখলে কোথায়?

নন্দ হায় দেশের কি ভয়ানক পতিতাবস্থা! কবে আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকগণ বিলাসিনী কারফর্মা কামিনী ভট্টাচার্য্যির মত হবে

ঠান বিলাসিনী কামিনী কে হে? বাসর-ঘরে বসেই তাদের জন্য হেদুচ্চ? ক'নে কি মনে ধরেনি?

নন্দ ওঁর সঙ্গে আমার এখনও কোন সদ আলাপ হয়নি, বিশেষত মেয়েটী এখন নাবালিকা, এখনও জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য হয়নি, আমার বিদ্বান কথোপকথনের সঙ্গে চাল রাখতে পারবেন কেন?

ঠান যা হোক ভাই, এদ্দিন আমাদের ছিল, এখন তোমার হ'ল, তুমি লেখাপড়া শেখাও শিখবে, যেমন চাল শেখাবে, সেই চেলে চল্‌বে, এখন রাত প্রায় পুইয়ে এসেছে, এই বেলা একটু ঘুমিয়ে নাও। নেত্য, ম দিদি, তোরাও শুগে যা, বররেও একটু ঘুমুতে দে

নন্দ। (স্বগত) আর দেরি করা হবে না, সকাল হবে, সব ফস্কে যাবে, এই বেলা সটকাতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আমার পেটটা কেমন কচ্ছে,--বোধ হয় একবার বাইরে যেতে হবে

ঠান। তা যাও না, যাও না, নেত্য, সে যা তো সঙ্গে করে, ঝীকে বল গে খিড়কিতে জল দেয়, আলো দেয়।

নৃত্য এস ভাই এস, জল খাওসে

সুর হ্যাঁ যাও, যে গান গেয়েছ, খিদে পাবারই তো কথা

নন্দ (স্বগত) অসভ্য। এই এড়াচ্ছি তোমাদের হাত, (প্রকাশ্যে) চলুন

[নৃত্য ও নন্দর প্রস্থান

ঠান নে বর গেছে, ঘোমটা খোল্লো কুমী; বর কেমন? — মনে ধরেছে? পছন্দ হ'য়েছে তো? — কথা ক'স্‌নে কেন— বল না?

কুমু যাও

ঠান। পছন্দ হ'য়েছে?

কুমু যাও —

ঠান পছন্দ হয়নি?

কুমু আমি জানিনি—যাও—

ঠান —ইংরিজী শিখতে পারবি তো? নইলে যে বর, ওর মন যোগাতে পারবিনি

কুমু আমার দায় পড়েছে

সুর দায় পড়েছে কি লো?

কুমু আমি যাব কি না—

সুর যাবিনি কি লো?

(নৃত্যর প্রবেশ)

নৃত্য ও ঠান্‌দিদি, বর কোথা গেল?

ঠান বর কোথা গেল কি লো? তোর সঙ্গেই তো গেল

নৃত্য খিড়কিতে তো নেই, ঝী মুখ ধোবার জল নিয়ে গেল— দেখতে পেলে না

ঠান তবে বুঝি অমনি অমনি গলীর পথ দিয়ে সদরে গিয়েছে

নৃত্য। যেমন গাড়ু ভরা জল, তেমনি রয়েছে তবে ঢুকেছিল কি কত্তে।

ঠান চ' দেখি তবে, ফরসা হ'য়েছে, সদরেই গ্যাছে; কুমীকে নিয়ে আয় সুর, সকাল সকাল বাসি-বিয়ের উয্যুগ কোত্তে হবে

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

—*—

মন্মথ বাবুর বহির্বাটী।

মন্মথ বাবু ও ভৃত্য

মন্মথ সে কি কথা। ছাখদেখিন চৌমাথায় বেড়াচ্ছে বোধ হয়

ভৃত্য আমি খিড়কি দে ঘুরে, এ মোড় ও মোড় সব খুঁজে এলুম, কোথাও দেখতে পেলুম না

মন্মথ পাশাপাশি তো কোন আলাপী লোকের বাড়ী নেই, সেথায় যায়নি তো?

ভৃত্য তত ভোরে আর কে দরজা খুলেছিল? আর বেড়াতে যাবেন কি শুধু পায়ে? খিড়কির দোরে জরির জুতা পড়ে রয়েছে

মন্মথ তাই তো, এ কি হ'ল তবে? কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনে, ছাখদেখিন আর একবার বাড়ীর ভেতর গিয়ে, এয়েছে কি না?

[ভৃত্যের প্রস্থান

কি আশ্চর্য্য! কোথায় গেল? বাসি-বিয়ে কল্লে না—টাকাকড়ি নিয়ে সল্লো না কি? যে ইংরেজী মেজাজের ছেলে—আশ্চর্য্য নেই, সব পারে; তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ!

(গোপীনাথ ও ঝীর প্রবেশ)

গোপী এই যে উঠেছেন, আমার আজ রাত্রে ঘুম হয়নি, একটু গড়াগড়ি দিয়েই এসেছি

মন্মথ বর গেল কোথা? বাড়ী ফিরে যায়নি তো? আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

গোপী সে কি! বাড়ী যাবে কি? বাসি বে হবে, আমি এসে বর-কনে একত্রে নে যাব —সে বাড়ী যাবে কি?

মন্মথ। তবে গেল কোথ? ভোরের বেলা হাত মুখ ধুতে গিয়েছিল, আর দেখতে

পাওয়া যাচ্ছে না, রাস্তা গলীটলি সব খোঁজা হ'য়েছে.—জুতো পর্য্যন্ত পড়ে আছে

গোপী সে কি সর্ব্বনাশ। হাত মুখ ধুতে গেছলো? কোকোব গলে পড়ে যায়নি তো?

মন্মথ। বাম। সে একতালা ঘর ডেনে-জের সঙ্গে যোগ করা, পড়বে কোথা?

গোপী তাই তো তার কাছেই যে সব টাকাকড়ি। সে সব কোথায় রেখেছিল?

মন্মথ। সে নিজের কোঁচার খুঁটে বেঁধে—কসে পেটের কাপড়ের ভেতর গুঁজে রেখে-ছিল।

গোপী তবে তো কেউ রাহাজানি কত্তে পারে।

মন্মথ বর লোটবার জন্য ডাকাত কি শেষরাত্রে খিড়কিতে ওৎ পেতে বসেছিল? আর তা হ'লে গোল হ'তো না? বাড়ীশুদ্ধ লোক জেগে চেঁচালে শুনতে পেত না?

গোপী তবে এ কাজ বাড়ীর ভেতরই হ'য়েছে কথা সোজা নয়, ছেলে গুমখুন হ'য়েছে। আমি এখনি পুলিশে যাব—ক'নে আর বাসরে যে যে ছিল, এদের থানাতল্লাসি কল্লেই মাল পত্তর বেরুবে

মন্মথ আমি যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে মেয়ের বে দিলেম আর আমার মেয়েরা ভাগ্নীরা মিলে বাসর ঘরে খুন করে রাতারাতি লাশ চালান কল্লে? আপনি বলেন কি?

ঝী দেখতে পাচ্ছ না, ভীমরতি হ'য়েছে মিনষের। ছেলেটী কি না ছারপোকা, তাই মেয়েরা বালিসের ওপোর টিপে মেরে ফেলেছে। ষণ্ডা ষাঁড় ছেলে,—বিচুলি কাটা বটিতে কল্লে বটী ভেঙে যায়। সে পালিয়েছে, বাপের হাতে ট্যাকা দিতে হবে বলে রাতা-রাতি সরেছে

গোপী মাগী বলে কি গো। তুই কোত্থেকে এলি এখানে?

ঝী। ওৎ পেতে আছি, তোমার পিছনে পিছনে এয়েছি, এইখানে ট্যাকা বুঝে নেব। এখন মাগী যা বলে ঠিক, সে আদত বয়াটে ছেলে, সে তোমার হাতে ট্যাকা দেবে—তুমি দেনা শুধবে, মাছের মুড়ো খাবে? নান্দীমুখ হয় না—বর দেখা মোহরটা চেয়েছিল যে?—সেই যে গো, যেটা তোমরা দিয়ে এসে-ছিলে দিলে না; বল্লে আমি বোতাম গড়াতে দিয়েছি—আমি সব খবর টের পাই

গোপী। তবেই তো আমায় সেরেছে।

মন্মথ তোমায় সেরেছে—না আমার সর্ব্বনাশ করেছে? এদিকে যথাসর্ব্বস্ব খোয়া-লেম, আবার তার উপর এ কি দায়।

ঝী দিক মিনষে—যেখেকে পারে, ছেলে খুঁজে এনে দিয়ে বাসি বে করা'ক।

গোপী। মাগী বড় মুখ ছুটিয়েছিস তো, মনিবকে মানিস নে?

ঝী উঃ। কি মনিব গো। "ভাত কাপ-ড়ের ভাতার নয় নাক কাটবার গোঁসাই।" দেড় বচ্ছর একটা পয়সার নাম নেই, মনিব। যে মিনষে আমার সব ট্যাকা যে জোচ্চোর মিনষে। দোকানী পশারি সবাইকে মজিয়ে রেখেছে গা। বলে ব্যাটার বে দে ট্যাকা দেবে, এখন কোত্থেকে ট্যাকা দিবি? আর চোর ব্যাটা ট্যাটা আছে? তা তো নেই—মাগ ব্যাচ, খুব জমাদারণী মাগ আছে, কোম্পানীতে কিনে নেবে এখন

(ঘটকের প্রবেশ)

ঘট। এই যে দুই বেয়াইয়ে উপস্থিত; এখন আমার বিদেয়টা ভাল রকম হ'লেই সব চুকে যায়, দুজনের কাছে দু শ টাকার কম আর ছাড়ছিনে, দেখে একখানি কোঠা করবো। ঝী এসেছিস ক'নে দেখলি?—কেমন ক'নে? সাক্ষাৎ গৌরী।

ঝী। এদিকে গৌরীর গৌব পটল তুলেছে

ঘটক সে কি ?

মন্মথ বরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঘটক সে কি কথ ! কোথা গেল ?

ঝী। তোমার ঘটক বিদেয় পৌঁছুতে গেছে, ছেরোম করে এদ্দূর এলে কেন ?

(প্রতিবাসিগণের প্রবেশ)

১ম প্রতি মন্মথ বাবু, এ কি শুনতে পাচ্ছি ?

মন্মথ আর আমার মাথ।

২য় প্রতি বর নাকি পালিয়েছে?

৩য় প্রতি আপনার বড় মেয়ের গহনার বাক্স সেই ঘরে ছিল তাও নাকি নিয়ে সরেছে ?

২য় প্রতি শুনলেম—সে নাকি কায়েতের ছেলে নয় ?

১ম প্রতি। মন্মথ বাবুর যেমন কীর্ত্তি! পাশ করা ছেলে শুনে একেবারে নেচে উঠলেন, আমাদের পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ নেই—কেমন ঘর, তার ভাল কোরে সন্ধান নেওয়া নেই, কোথাকার জোচ্চোর ছোট লোকের ঘর।

২য় প্রতি বরকর্ত্তা আসেনি ?

মন্মথ এই যে দাঁড়িয়ে

২য় প্রতি বলি হ্যাঁ হে, মাথ খোঁড়ের হুড়ী করেছ, মুর্দ্দফরাস খোস্তা নিয়ে শিয়রে দাঁড়িয়ে, আজ বাদে কাল মরবে—তোমার এ কি জুচ্চুরি ?

গোপী আমার অপরাধ কি বলুন ?

২য় প্রতি তোমার অপরাধ কি ? ছেলের সঙ্গে যোগসাজি করে ভদ্রলোকের জাত নষ্ট করা! শুনলুম, ভালমানুষের সর্ব্বনাশ করেছ, যথাসর্ব্বস্ব নিয়েছ।

ঝী জোঁক জোঁক—মিনষে জোঁক গো ভাল মানুষের ছেলেকে চুসে খেয়েছে!

২য় প্রতি আর এখন টাকার মোট ঘরে তুলে—ছেলে সরিয়ে দিয়েছ ?

ঝী সে দিকে নবডঙ্কা! ছেলে ট্যাকা শুদ্ধ সরেছে জোচ্চোর বাপমার ছেলে কি সাধু হবে!

৩য় প্রতি এর ঘটকটা কে ?

ঝী এই যে মড়িপোড়া মিনষে, মনষে আদত জোচ্চোর—জোচ্চোর নইলে অত কথা কয় বিয়েয় নিতে এয়েছে, দিতে পার বাছারা মিনষেকে ভাল করে বিদেয় ?

ঘটক। (স্বগত) এখন সরে পড়াই বিধেয়

৩য় প্রতি বাড়ী কোথা হে ঘটক ঠাকুর ?

ঘটক। বাড়ী আমার দক্ষিণ মল্লিকপুর।

৩য় প্রতি আদত জোচ্চোরের দেশ। এ জুচ্চুরি ঘটকালি কদ্দিন কচ্চে ?

ঘটক আজ্ঞে—ঘটকালি কচ্চি সাতপুরুষ, জুচ্চুরি কখন করিনি

৩য় প্রতি। যা এই কোনে। ডাক তো কেউ পাহারাওয়ালা

ঘটক। বাবা রে—এ কি কথা রে।

[দৌড়িয় প্রস্থান

১-৩য় প্রতি ধর ধর (পশ্চাদ্ধাবন)

ঝী এ মিনষেকে ধরে রাখ, নইলে ওও পালাবে; সদরের কপাট বন্দ করে দেব ? আদায় কর ছেলে ওর কাছে, নইলে সব ট্যাকা যেথেকে পারুক ফিরিয়ে দিক, বাড়ী বেচুক, আমার এক-কম-সাতগণ্ড ট্যাকা পাওনা, তাই থেকে কেটে দিও, দেশে চলে যাই; নয় তোমরা রাখ তো তোমাদের ঘরে চাকরি করি।

(লোকনাথ বাবুর প্রবেশ)

লোক এই যে সব—কেমন, বেশ সব নির্ব্বিঘ্নে চুকে গেল ? কাল এত তাড়াতাড়ি করেও ট্রেণ মিস্ কল্লেম, সমস্ত রাত ষ্টেশনে থেকে এই ভোরের গাড়ীতে আসছি

মন্মথ আরে ভায়া—সর্ব্বনাশ হয়েছে। জান তো সর্ব্বস্ব খুইয়ে এ কাজ কল্লেম, এখন জাত যায়।

লোক। সে কি কথা। কেন,এঁরা কায়েত নয় নাকি ?

মন্মথ। ব্যবহারে তো বোধ হয় না, চামারের চৌদ্দপুরুষ। বাসর থেকে বর পালিয়েছে

গোপী টাকা কড়ি আমি একটা পয়সাও হাতে করিনি, সমস্ত নিয়ে গিয়েছে।

লোক আমরা সে সব বুঝিনি, ওর দায়ী আপনি ; এখন গেল কোথা—কিছু সন্ধান হলো ?

মন্মথ কিছু না, শেষরাত্রে পেট কামড়াচ্ছে বলে খিড়কিতে যায়, পেটটেট সব মিছে, গাড়ুতে যেমন জল তেমনি রয়েছে, ছুতো করে সরেছে।

লোক। রোস রোস—আমি হাবড়ায় নেমে এখানে আসবার জন্য গাড়ী খুঁজচি, দেখি সাহেবের পোষাক পরা ঠিক সেই রকম চেহারা একটা ছোঁড়া আর এক ছোঁড়া ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বেড়াচ্ছে ; আমায় দেখে যেন তাড়াতাড়ি ফিরে জেটীর দিকে গেল। তখন অতটা খেয়াল কল্লেম না, আর করবোই বা কোত্থেকে ? এখন আমার ঠিক মনে পড়েছে, সেই চসমা চোখে—গোয়ারের ঢঙে চলন—ঠিক সেই। একটা ছুঁড়ীও সঙ্গে আছে, জুতোটুতো পায়ে, বো। হয় তাকে নিয়ে পলাবে, কেউ চিনতে পারবে বলে ইংরিজী পোষাক পরেছে।

মন্মথ তা হলে সব আগে থেকে মতলব করা ছিল ? সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এমন হাঘাতেকেও মেয়ে দিলেম হে !

স্ত্রী আমি জানি—ও ছেলের অনেক দিন থেকে দোষ ধরেছে, নইলে ব্যাটাছেলের অত সিঁতে কাটা কেন ? অত সাবান মাখা কেন ?

গোপী মশাই, এখনও গেলে ধত্তে পারবো কি ?

লোক চলুন—সকলকেই যেতে হচ্ছে, আপ ট্রেণ যাবার এখনও দেরি আছে, এখনও ধরা যেতে পারবে

মন্মথ। আর দেরি নয়—আমার গায়ের কাপড়খানা—

১ম প্রতি এই নাও—এই নাও,আমার এইখানাই গায়ে দিয়ে যাও, আর দেরি করো না—দুর্গা শ্রীহরি।

স্ত্রী আমি গাড়ীর পিছনে বসে যাব—মাইনে আদায় করবে, আর সেই পোড়া চেহারায় কেমন বাঁদর সেজেছে দেখবো। আর পাখি ও যে গতরখাগী ডাইনী সঙ্গে আছে, তাকে দুধ ঝাঁটা দিয়ে আসবো—চল গো চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হাওড়া—রেলওয়ে প্লাটফরম।

(মিষ্টার সিং, বিলাসিনী ও নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ আপনার স্যুটটা ঠিক আমার গায়ে ফিট হয়ে গেছে।

সিং ইংরেজের চখে ধরা পড়বে, মোটি-

ভের খাবারও সাধ্যি নেই যে খেতে পাবে, ড্রেসের কি জানে ওরা.

নন্দ . তা এইটুকু বই ত নয় নয়ে গিয়ে সব ড্রেস্ কিনবে, সেখানে সব তৈরি পাব তো?

সিং Every thing, এবং এখানকার চেয়ে ভাল মেক্ আর দরে চিপ্, আর শুদ্ধ প্যাসেঞ্জ টুকুনের মতন কাপড় চোপড় কিনবেন, সেখানে পৌঁছে সব নূতন তৈয়ার কোত্তে হবে, এখানকার ড্রেস্ সেখানে একটাও চলবে না।

নন্দ মিসেস্ কারফরমা হাসছেন যে? আমায় কি সঙের মত দেখাচ্ছে

বিলা ওঃ ডিয়ার নো আপনার পাগ্লামির Manoeuvre মনে হচ্ছে, আর হাসি পাচ্ছে

নন্দ কেমন ভাল হয়নি?

বিলা Cleverly done, আচ্ছা, ঐ শুধু পায়ে চোগার কাপড় পড়ে দৌড়ুচ্ছিলেন, রাস্তায় কেউ কিছু বলেনি?

নন্দ অমন সময় বড় লোক চলতে সুরু হয়নি, হেদোর কাছে, একব্যাট পাহারাওয়ালা আটকে ছিল, তারে বল্লেম, আমার বাবার শ্বাস হ'য়েছে, গঙ্গাযাত্রা করবো, তাড়াতাড়ি খাট কিনতে যাচ্ছি

সিং আপনি ফার্ষ্ট ক্লাশ সাহেব হবেন, খুব presence of mind. I wonder what the old fool is doing now!

নন্দ দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়ছে, আর গালে মুখে চড়াচ্ছে, শ্বশুর মহাশয়েরও বোধ হয় ঐ হাল।

বিলা দম্পতীর মনে প্রণয় না জন্মিয়ে বিবাহ দেওয়ার উপযুক্ত প্রতিফল! Marriage without love is like a—like a—a—a—a—

সিং Coat without a tail.

বিলা Thank you, just so.

(কনষ্টেবলের প্রবেশ)

নন্দ কনষ্টেবল! উপরবা গাড়ী প্লাট ফরম্‌কা পাশ কব আওয়েগা?

সিং Don't you speak to that fellow. I'll enquire of the station-master.

কনষ্টেবল আপ তো বোম্বাই ট্রেনমে যাগা? উস্‌বা আবি দের হ্যায় ও সব হাম ঠিক্ কর দেগা, ট্রেন হোনেসে হাম সব চিজ বস্ত গাড়ী পর উঠায় দেগা আপ্‌কো কুচ নেহি করনে হোগা।

নন্দ বহুত আচ্ছা, হাম্ টোম্‌কো বক্‌সিস্ দেগা।

কনষ্টেবল হুজুর কা মেহেরবানি

[কনষ্টেবলের প্রস্থান

(গোপীনাথ, মন্মথ, লোকনাথ ও বাঁর প্রবেশ)

লোক ঐ—ঐ, ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে, কেমন দেখুন দেখি, ঐ ছোঁড়া বড় নন্দ রে যে দাঁড়িয়ে, ঐ কি না?

গোপী ওই ভয়োটাই তো! দেখছ ব্যাটার দাগাবাজি, আজ পাজিকে পয়জার পেটা করবো (অগ্রসর) বলি, ও কায়েতের ঘরের গণ্ড মুখ্যু, এ কি কাজ তোর? একেবারে মাথা খেয়েছ? আমায় ফাঁকি দে, বাসি-বের ক'নে ফেলে টাকাগুলো নিয়ে এই আবার মাগী বেশ্যাকে নিয়ে পালাচ্ছ?

বিলা Sir! Sir.

সিং Old man! a repetition of another such language, and your grey hairs will not protect you from my wrath.

গোপী কি সাহেব, তুমি কি বলছ ?

সিং বুড়ামানুষ, অমি ত যার পুনরুক্তি এবং টোমার সাদা চুল টোমাকে আমার রাগ হইতে রক্ষা করিটে পারিবে না

গোপী কেন সাহেব, কিসের রাগ ? আমার ছেলেকে আমি বক্‌বো, তে মার রাগ কিসের ?

সিং তুমি এই লেডীকে বেশ্যা বলিলে কেন ?

ঝী তা জুতো পায়ে দিয়ে, ওড়না উড়িয়ে এখানে যে খড়দার মা গোসাই এসেছেন তা বুড়ো মানুষ কেমন ক'রে জানবে ?

সিং চুপ রও ! টোম্ কোন্ হায় ?

ঝী। আমি যে হায় সে হায় ইস, চুপ রহো—ভাবী সাহেব !

গোপী ঝি, তুই থাম্ ও মেয়েমানুষটা তবে কে ?

ঝী ঐ সাহেব ব্যাটার মাগ

সিং হান মিসেস্ বিলাসিনী কারফরম বি-এ, এইবারে সায়েন্সে এম্ এ দিবেন

গোপী তা যা ইচ্ছা করবেন, আমার গরিবের ছেলের ঘাড়ে চেপেছেন কেন ?

নন্দ ছি বাবা তুমি বড় অসভ্য

সিং আপনার পুত্র ব্যারিষ্টার হ'তে বিলাত যাচ্ছেন, ইনি এঁর বন্ধু—গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছেন

ঝী ও হতচ্ছাড়া ছোঁড়া। এতক্ষণ গ্যাড ম্যাড হচ্ছিল, সাদা কথা কইতেই চিনতে পেরেছি। ও সাহেব কোথা ! বুঝেছ গা মেয়ের বাপ ও কলুটোলার তিতু সিঙ্গির ছেলে, ওদের বাড়ী আমি অনেককাল ছিলুম, ঐ ছোঁড়াকে বলতে গেলে হাতে ক'রে মানুষ করেছি, "ঝীমা মুকিকে একটা নালকোলনাউ দেনা" সে সব এখন ভুলে গ্যাছে, এখন আমাকে কোন্ হায়। আহা ! মাগী অল্প বয়সে রাঁড় হয়েছিল। ঐ ছেলে টীকে মানুষ করে তুল্লে, ও মা ! ছেলে একদিন মাগীর সিন্দুক খুলে যা কিছু ছিল নিয়ে নিরুদ্দেশ। "ছেলে কোথা গেল ? ছেলে কোথা গেল ?" দিনকতক পরে খবর এল, ছেলে বিলেতে গ্যাছে, সেদিন গেছলুম গো মাগীকে দেখতে, আহা, কত কাঁদলে, বল্লে ফিরে এসেছে, প্রাচিত্তির কোত্তে চায় না, কোথায় নেড়েপাড়ায় বাড়ী ভাড়া করে আছে ঐ মোছলমানী মাগীর সঙ্গে জুটেছে বুঝি, মাগী নিঃশ্বাস মগের মেয়ে ; আর সোণার চাঁদ বৌ ঘরে পড়ে কাঁদছে নিজের মুখ পুড়িয়েছে, আবার একটা ভদ্র লোকের ছেলেকে বানর সাজিয়ে সেই নরকে পাঠাচ্ছে

মন্মথ বাপু, আপনার মা, ওকে মাজ্‌ছে, আবার ছুঁচুটে ধর কেন মজাচ্ছ ?

সিংহ আপনার কোন কথার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নহ ; ঝি, তুমি কোমল জাতি, তাতে আমার স্মরণ হচ্ছে লেখা পড়া শিখনি—তোমায় মাফ করলুম।

ঝী লেখাপড়া শিখতুম তো তোমার কোত্তে বুঝি ?

গোপী নন্দ, যা হয়েছে হয়েছে, এস বাবা—বাসি বিয়ে টিয়ে করে ঘরে এস

বিলা নন্দবাবু। ঘোর পরীক্ষাকাল উপস্থিত, হৃদয়কে ফায়ার প্রুফ করুন

গোপী। ও গো বাছা, কেন আর ধুনো দাও ?

বিল তরাগণ না পুষ্ট দিলে লোকেরা কখনই উচ্চ কার্য্যে উত্তেজিত হতে পারে না—আমার কর্ত্তব্য আমি করছি

লোক বি-এ পাশ করে এম্-এ পড়ছেন শুনলেম, হাই এডুকেসন্ পেয়েছেন আপনার কর্ত্তব্য কি মা বাপের কাছ থেকে

ছেলেকে তফাৎ কর ? বিবাহের বাসরে পতি-পত্নী ভেদ রব ?

বিলা পতি-পত্নী-ভেদ কি ? একাদশ-বর্ষীয়া বালিকার আবার পতি কি ? সে প্রণয়ের কি জানে ? সে হয় তো পতিকে গুরুর মত ভক্তি কোত্তে শিখবে, দাসী হয়ে সেবা করবে, কিন্তু ভালবাসতে—যে সে ভালবাসা না—যে ভালবাসাকে "লভ" বলে —সে ভালবাসা কখন শিখবে না, আপনার অধিকার স্থাপন কোত্তে শিখবে না, আর এদিকে ছেলে—ফল দেখে কার্য্যের বিচার, এখন ওঁকে চেনে কে ? কিন্তু যখন ইনি ফিরে এসে বারে সাইন্ করবেন, তখন এন্ সরকারের বাপ বলে ওঁর মুখ কত উজ্জ্বল হবে !

বী এই তুমি কেমন কুল উজ্জ্বল করে বসেছ !

বিলা তুমি যদি লেখাপড়া জানতে— তোমার সঙ্গে আমি ঘুসি লড়তুম।

বী লেখাপড়ায় দরকার কি ? অমনি লেগেই দেখ না। আমি অমন ঢের খিষ্টান্‌নী দেখেছি।

বিলা। মাগী· ফের যদি

সিং Let her alone, let her alone, for my sake, come let us be off

[বিলাসিনী ও সিংহের প্রস্থান।

গোপী আয় বাবা নন্দ, বাড়ী আয়

নন্দ আমি যাব না

গোপী যাবিনি ?

নন্দ না

গোপী তোর গর্ভধারিণীর সঙ্গে দেখা করবিনি ?

নন্দ আমার কম্‌প্লিমেণ্ট দিও, ফিরে এসে দেখা হবে

মন্মথ। আমার মেয়ের উপায় ?

নন্দ আমি কি জানি ?

মন্মথ তুমি যে কল্লে—তুমি জান না ?

নন্দ যে পুরো হয়নি, এখনি null and void হয়, তবু আমি স্বীকার করে যাচ্ছি সে যদি আপনার মেয়েকে মিসেস্ কর্ফর মত লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাধীন কোত্তে পারেন, তবে ফিরে এসে আইনমত রেজিষ্ট্রী করে আমার স্ত্রী কোত্তে পারি

মন্মথ হায় হায়, পাশকরা ছেলে ছেলে করে সর্ব্বস্বান্ত না হয়ে, আমি যদি চাকরী-বাকরি করে, এমন একটী পাত্র দেখে মেয়ে দিতেম, তা হলে আর একবারে ধন, কুল, মান জাত সব নষ্ট হতো না অমি তোমায় ছাড়ছিনি গোপীনাথ বাবু, ডুবেছি না ডুবতে আছি আমি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যাব—দেখি, এর বিচার আছে কি না ?

নন্দ। এ সঙ্গত কথা, আপনি বাবার কাছ থেকে ড্যামেজ আদায় কোত্তে পারেন

গোপী। তুই ব্যাটা সমস্ত টাকা গাপ কল্লি, আর আমি ড্যামেজ দেব ?

নন্দ ব্যাটা ব্যাটা করো না বলছি আমি টাকার বসীদ দিয়েছি ?

গোপী তোর মত ব্যাটাকে—ব্যাটা বলা ঝকমারি, তুই ব্যাটা—গুওর ব্যাটা

নন্দ দ্যাখ বাবা, বাবা বলে ঢের সয়েছি, বাপ তুলো না বলছি।

(কনষ্টেবলের প্রবেশ)

কনষ্টেবল ক্যা হায় বুঢ্ঢা, সাবকো কাহে দিক্ করতা—হট যাও

গোপী ওরে বাবু, সাহেব নয়—ও আমার ছেলে

কনষ্টেবল। তোমরা ছেলিয়া ? তোম্ পাগল হুয়া ?

গোপী হাঁরে বাপু, আমার ছেলে— জিজ্ঞেস কর বরঞ্চ।

কনষ্টেবল ক্যা পুছে গ, হামবা আঁখ নেই ? হাম সাহবকা লেড়কা—বাঙ্গালীকা লেডকা পছান্তা নেই ? হট যাও

নন্দ (স্বগত) দেখেছ, কনষ্টেবলটা আমায় আদতে চিন্‌তে প রেনি, বাবাব কথা বিশ্বাস কচ্চে না—কথাগুলো ঠিক এড়িয়ে বেখে যেতে হবে

ঝী ও জমাদ্দার সাহেব, হামাবা কথা শোন, ও এই বুড়োকই ছেলে হায়, ট্যাকা চুরি করকে বৌরুপী সেজে পালাতা হায়, তুমি গ্রেপ্তার কর

কনষ্টেবল আবে চুপ রহো মাগী গেপ্তাব করনেওয়ালি—

ঝী আ মর নচ্ছার ব্যাটা যেন জজ কাজ নেই বাবু আমাব কথায়, বুঝুগ গে বাপ ব্যাটায়, ও দু নককেই সমান, ধর্মের টাকা হয় তো আমার আসবেই আসবে

[ঝীব প্রস্থান

লোক এস ভ ই বাড়ী যাই, সেথায় আবার সব ভাবছে এরা বাপ বেটা দু ই পাজী,বিহিত এর কববই, আদালত আছে—সমাজ আছে .

মন্মথ চল

[লোকনাথ ও মন্মথেব প্রস্থান।

গোপী। আচ্ছা, তুই যেথা ইচ্ছা উচ্ছন্ন যা আমার টাকা দে যা

নন্দ এক পয়সা না

গোপী অর্দ্ধেক দে—কিছু দে

নন্দ আমাব তা হ'লে চলবে না আমাকে সেথায় ভাল ষ্টাইলে থাক্‌তে হবে

গোপী আমি যে তোকে দেনা করে খাইয়েছি ,—কালেজ পড়িয়েছি—পাশ করিয়েছি , পাওনাদারেরা কাল যে আমায় জেলে দিবে

নন্দ কুচ পরোয়া নেই, আমি কৌস লি হ'য়ে আসছি তোমায় ইন্‌সল্‌ভেন্ট নিয়ে খালাস ক'বে দেব—ফি নেব ন .

কনষ্টেবল সাব্ এ কুচ মাংতা ?

নন্দ হাঁ, টোম দেকোটো, ও সাব্ কাঁহা গিয়া ।

কনষ্টেবল আচ্ছ হুজুব গাড়ীকি বি টৈন হো আয়া

[কনষ্টেবলেব প্রস্থান

নন্দ আচ্ছা হাম এখোটং ঘ মুমে যাটা দেখ বাব ,এখানে একটা ঢলাঢলি কবে না , মনেব অগোচর পাপ নেই , তুমিও যেযে দেখা নাই, কিছু নাই—আমায় একটা গ তা বিয়ে দিয়ে টাকাটা হাতাবাব চেষ্টায় ছিলে , আমিও কলেজে পড়েছি পলিটিক্স বুঝি তুমি আমাব চখে ধুলো দেবে ? কিছু ভেব না, টাকা সৎকার্য্যে ব্যয় হবে তখন তোমাকে আব মাকে বিলেতে পাঠাতে পাববে , বুড়ো বয়সে একটা কীর্ত্তি রেখে মরতে পাবে। নাউ গুড্‌বায় । মিসেস্ কাবফর্মা হয় তো রাগ কচ্চেন যাই দেখি গে তুমি বড় অসভ্য, লেডীব মান জান না চল্লেম, মনে আমার কম্‌প্লিমেণ্ট্ দিও, আর দু'জনেই একটু ইংবাজী প'ড়— Farewell for the present

[নন্দেব প্রস্থান।

গোপী অবাক্ ! সব বলে কি তা ওর দোষ কি ? দর বাড়াবাব জন্যে, পাশ করা ছেলে বলে বলে আমিই ফুলিয়েছি, এখন দুনিয়া সবা দেখ্‌ছে , আব যেমন কেন দিকে না দৃষ্টি ক'রে আমি কেবল টাকার লোভে ছেলেব বে দিলুম, একটা ভদ্রলোকের সত্যি সর্ব্বস্ব গেল, বুঝেও কসাইয়ের মত কোপাতে ছাড়লুম না—ভগবান্ তেমনি এক দিক না একদিক দিয়ে আমায় বিলক্ষণ শিক্ষা দিলেন ও যেমন শোনা আছে, পাঁঠী ব্যাচা

টাখা থাকে না—পাঁঠীর পোযাণীব টাকাও থাকে না। যাই গিন্নীকে খবর দিই গে—সিন্ধুক খুলে বসে আছেন—বলি গে তাঁর এল-এ ছেলে সাগব ডিঙিযেছে এরা আবাব নালিস কববে করবে বলে শাসিযে গেল। যাই, হাতে পায়ে ধরে বৌটীকে ঘরে এনে মিটমাটেব চেষ্টা করি গে আসুক ফিরে—প্রাচিত্তির ক'রিযে য হয় একরকম করবো ভিক্ষাব ঝুলি আছে, গলায় দেবাব দড়ী আছে—সেও ভাল, কিন্তু কেউ যেন ছেলে মেয়েব বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগাবের চেষ্টা ন কবে অতি উত্তর অতি চামার। অতি কসাযের কাজ।

যবনিকা-পতন

বৈজয়ন্ত-বাস

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

তিনকড়িমামা, বিপিন, কমলাকান্ত, গোপীকান্ত, হেমেন্দ্র
সুচারু, রাজভট্টগণ, অনুচরগণ

স্ত্রীগণ।

ব্রিটানিকা, ইয়ুরোপা, এসিয়া আমেরিকা এবং আফ্রিকা।

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ।

(রাজভট্ট ও অনুচরবর্গের প্রবেশ ও গীত)

ধীরে কথা কও, ধীরে চলে যাও,
ধীরে দেখ ঐ বহিছে সমীর
অতি ধীরে ধরা-শিরে নামে [illegible]
অতীব গভীর
দেখ তরুশাখে পাতা, নোয়ায়েছে মাথা,
আহা আরো দেখি পশু পাখী আঁখি আজি
ভরা অশ্রুনীর।
রবিকর আজ আকাশে না হাসে,
ছড়াছড়ি হীরা জলে নাহি ভাসে,
কালের নিশ্বাসে দেবদূত আসে বসুমতী তাই
স্থির
মানব নীরব মুখে নাহি শব্দ,
আঁধারে আবরি নগরী নিস্তব্ধ,
অনন্ত শয্যায় মহারাণী যায় রাখিতে পবিত্র
শরীর।
মহীয়সী মহিষী হারা মরি কি শোক গভীর

রাজভট্ট অশীতি শরতে ফুটেছে নলিন,
অশীতি হেমন্তে হয়েছে মলিন,
অশীতি বার ধরা করে রবি প্রদক্ষিণ
অশীতি অঘ্রাণে নিয়ে নব ধান্য,
বঙ্গ ঘরে ঘরে করেছে নবান্ন;
যেই দিন হতে রাণী ভিক্টোরিয়া
বিরাজিল এই ধরায় আসিয়া,
সুশোভিল বসুমতী পুলকে হাসিয়া; —
সেই দিন হতে আর একবার
ধরা পরেছিল নীহারের হার;
অমনি রাণী গো আমার—জননী আমার
ছেড়ে গেল সবাকারে রেখে হাহাকার।
সুদীর্ঘ বরষ রাজ্য করিয়া হরষে
আর্দ্র করি প্রজাহৃদি স্নেহ-সুধারসে
যেই মাতা রাজকন্যা পালিল ধরায়,
সে গো আজ ছেড়ে রাজ কোথা চলে যায়!
হায় হায় বসুধার দেবী যায় চলে!
নিরানন্দ প্রজাবৃন্দ কাঁদে "মা মা" বলে;
শত্রু কাঁদে, মিত্র কাঁদে,
কাঁদে দৌহিত্র সম্রাট;

স্বদেশী বিদেশী কাঁদে গণিয়া বিভ্রাট ;
রাজা গেলে রাজা হবে,
রবে নাকো শূন্য সিংহাসন,
আছে বটে পাত্রমিত্র সুপুত্র রতন
কিন্তু কই দয়াময়ী রমণী অমন !!!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সাগরবেষ্টিত ইংলণ্ড দ্বীপ
শূন্যে ব্রিটানিকা।

(গীত)

ও গো অনেক দিনের পরিচয়
করে-অকস্মাৎ বজ্রাঘাত এমনি কি ভুলতে হয়
সেই বালিকা এই বুকে রাখে কত মধুর খেলা,
যৌবনে আবার পাতিয়া সংসার মধু
পরিবার মেলা।
তার আগে অনুরাগে পেতে সিংহাসন
(দীন-বেদনা-হারিণী রাজ্ঞী কুলরাণী)
কোলে আকিঞ্চন তোমারে আসন,
দিয়াছিল গো তো এ হৃদয়
আজ ব্রিটানিকা কাঁদে
ভিক্টোরিয়া সাথে চলে গেলে দেবালয়।

(ইয়ুরোপা, এসিয়া, আমেরিকা আফ্রিকার আবির্ভাব ও সকলের সমস্বরে গীত)

কাঁদ কাঁদ বালা আজ করি না বারণ
অশ্রুধারা ঢালিবার কোর আছে গো কারণ
শুভ্রহাসিনী সাগরবাসিনী,
দীন দাস দুঃখ চির-বিনাশিনী,
হেসেছ তো বহুদিন,
একদিন দেখি কর গো রোদন।

শুন গো বৃটানিকা সতী শ্বেত অঙ্গে,
কাঁদিতে এসেছি আজি মোরা তব সঙ্গে,
এসিয়া ইয়ুরোপা আফ্রিকা আমেরিকা
সবে মনোভঙ্গে।
সহস্র সহস্র আঁখিতে আর
করি আজ অজস্র বরিষণ।
মহামহিমাময়ী প্রতিমা ঐ তব হয় বিসর্জ্জন

ইয়ু কাঁদ ভগ্নি কাঁদ, আজ শুধু তোমার নয়—সারা ধরার কাঁদবার দিন, আমরা চার কোণ হোতে চারজন তোমার সঙ্গে কাঁদতেই এসেছি আজ কি দিদি শুধু তোমার দুঃখ! যে মণিময়ী প্রতিমা আজ তোমার হৃদয়-সিংহাসন হতে অনন্তের জলে বিসর্জ্জিত হলো, তোমার বড় আপনার বটে, কিন্তু আমাদেরও পর নয়। আজ তেষট্টি বৎসর ধরে তাঁর যশ ও করুণার কিরণে দিকদিগন্ত উজ্জ্বল হয়েছে, আমার সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁর সঙ্গে অতি নিকট স্নেহের সম্বন্ধে আবদ্ধ; আমার জার্ম্মানি তাঁর দৌহিত্র, নবদাম্পত্যী তাঁর প্রাণের জ্যেষ্ঠা বধূ ডেন্‌মার্কের দুহিতা, বিস্তৃত রুষিয়ার কন্যা তাঁর কুলের কুললক্ষ্মী, আর কত বলবো—তুমি তো সব জান; তা ছাড় ভিক্টোরিয়ার পুণ্যময় পবিত্র জীবন, তাঁর আদর্শ পাতিব্রত্য, বিমল অপত্যস্নেহ, অতুলনীয় প্রজাবাৎসল্য আমার কোলে যত মুকুট আছে, সকলকেই যে স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা চরিত্রবান্ ও পুণ্যময় করেছে; তোমার ভিক্টোরিয়ার হৃদয় সবিতার জীবনদায়িনী জ্যোতিঃ যে এই ইয়ুরোপের সমস্ত নগরেন্দ্র নিচয়কে সমুজ্জ্বল করেছে।

ব্রিটা দিদি! আমি তোমার কোলে থাকি; কনিষ্ঠা ভগ্নী, কন্যা বলেও বলা যায়, একটা জল—তোমায় আমায় আড়াল রেখেছে বটে, কিন্তু আমার এই ভিক্টোরিয়ার পুণ্যময় জীবনকালেই বৈজ্ঞানিক বাষ্প সেই দূরত্ব

নিকট করে এনেছিল আমার কল্যাণী রাণীর প্রভাব সৌদামিনীকে বশে এনেছিল, তাই তোমার মঙ্গলবার্ত্তা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শুনতে পাই

এসিয়া দেবি ইয়ুরোপা, তুমি তো ভাই তবু কাছে, কিন্তু আমি ভাই বল দেখি কোথা? আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ভারত, আমার বয়স দেখেই বোঝ সে কতদিনের হয়েছে, তার সন্তানগণ এখন ধর্ম্মে বৃদ্ধ, কর্ম্মে বৃদ্ধ, বীরের পুত্র আজ স্থবির, অশান্তির কারাগারে অজ্ঞানের অন্ধকারে কত দিন কষ্ট পাচ্ছিল; বেদমাতা সরস্বতী কালবশে তাদের ছেড়ে তোমার সন্তানগণকে ক্রোড়ে করে পালন কচ্ছেন বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ গৌতম, বিশ্বামিত্রাদি ঋষির বংশ, ব্যাস বাল্মীকি মনু পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সন্তান, হরিশ্চন্দ্র রামচন্দ্র ভরত যুধিষ্ঠির প্রভৃতির উত্তরাধিকারিগণ, বিক্রমাদিত্য প্রতাপ কালিদাস ভবভূতি আদির শোণিত যাদের ধমনীতে এখনও ক্ষীণরূপে প্রবাহিত, তারা কেবল গোলামীর সেলামী কার্য্যে আপনাদিগের আর্য্যজীবন নিযুক্ত করে রেখেছিল; কিন্তু দিদি! তোমার ভিক্টোরিয়ার বিমল পুণ্য-বিভবে শুভ যশের প্রভাবে তাঁর বিপুল স্নেহের অধিকারী হয়ে আজ তাদের জাতীয় জীবনে আবার নূতন প্রদীপ জ্বলছে। একদিন যে বিদ্যার অঙ্কুর তুমি তার কাছে নিয়েছিলে, তার উন্নত তরু আজ ফলে ফুলে শোভিত করে তোমার ভিক্টোরিয়া তাদের দান করেছেন; তুমি আবার তাদের শিখিয়েছ যে—মনুষ্যত্ব অর্থে দাসত্ব নয়; তোমার সাহিত্য তাদের আত্মসম্মানজ্ঞান জাগিয়ে দিয়েছে, তোমার রাজনৈতিক দীক্ষাই তাদের প্রজাস্বত্ব ভিক্ষা চাইতে শিক্ষা দিয়েছে, তোমার বিজ্ঞান তাদের বলে দিয়েছে যে, জ্ঞানই উন্নতির সোপান, বিদ্যার সৌধশিখরে আরোহণ কল্লে মানব সব সমান, তোমার ভিক্টোরিয়া সাম্যের এক অপূর্ব্ব ছবি জগতে দেখিয়ে দিয়েছেন—যে তোমার সন্তান এবং ভারতসন্তানের পাশাপাশি এক বিচারাসনে অধিষ্ঠান। দিদি ইয়ুরোপা যে সৌদামিনীর কথা তুলেছিলেন, আমি তারই কথা বলে বলছি, সেই একদিন আমায় মুহূর্ত্তে বার্ত্তা দিয়ে আনন্দে বিহ্বল করে দিয়েছিল যে,—আনন্দমোহন বসু পারঙ্গত র‍্যাংলার হয়েছে, কেশব লালমোহন সুরেন্দ্র ইংরাজী বক্তৃতায় ইংলণ্ডকে মোহিত করেছে, রমেশ ইংরাজ যুবকের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়েছে রণজিত ক্রিকেটে জগজ্জিৎ, অতুলের সিভিলিয়ান পরীক্ষায় প্রথম আসন; দিদি গো! সেই সৌদামিনী আবার কাল হয়ে কালবিলম্ব না করে আমায় ডুকরে গিয়ে কেঁদে বল্লে যে, তোদের ভিক্টোরিয়া যায়, তাইতে ভাই হায় হায় করে ছুটে এসে আজ তোর কাছে পড়েছি; জানিস তো ভারত আছে, তাই আমি এসিয়া, নইলে—থাক আর সে কথায় কাজ নেই।

আমে। আমি আর কি বলবে। তোরই তো ছিলুম বোন. তোরই করুণায় আমার দাস ছেলেগুলোর পায়ের শেকল খসে গিয়েছিল, কিন্তু জানিস তো আজকালকার ছেলেরা বড় হলে একটু আপনার কাজ বুঝে নিতে চায়, আপনার মতে চলতে যায়, তোমার আশীর্ব্বাদে তারা আছেও ভাল; কিন্তু যে যা বলুক, স্পষ্ট কথা কইতে গেলে সবই তোমা হতে, অনেক উন্নতি করেছে, অনেক বিজ্ঞান শিখেছে; কিন্তু তুমি যে দিদি গোড়,—তুমি পটুকে শিখিয়েছ, তাইতে আজ তারা গড় গড় নামতা পড়ে, তুমি চাকা গড়তে শিখিয়েছ, তবে তো আজ তার উপর গাড়ী চড়িয়েছে; আর তারা কারা? তোমার আর ইয়ুরোপা দিদির ছেলে বই তো নয়। আমি কোথায় সাগরপারে পড়েছিলুম—খুঁজে পেতে কলম্বস

খার কল্লে, তার পর তোমাদেরই উত্তমশীল সন্তানগণ আমার কোলে গিয়ে ঠাঁই নিলে, তাই তো আমি আজ তাদের মুখ চাই আর মনে মনে তোমার গুণ গাই এখনও তো আমার বাড়ীর লক্ষীর ঘর ক্যানেডায় প'ড়ে আছে, তোমার পূজাও সেখানে নিত্য হয়। তোমার ভিক্টোরিয়া গেছে, একবার চোখ চেয়ে দেখ—আমার ছেলেরা কাঁদছে কি না।

আফ্রিকা আমি আর কি বলবো বল. বিধাতা নাম দিয়েছেন আফ্রিকা—তাই ছেলেদের বলে কাফ্রি; লোকে তো তাদের মানুষ বলেই গণে না, অপমানে অভিমানে দেহের আধখানা তো মরুভূমি হয়ে গেছে; তুমি দিদি স্নেহের চক্ষে চাইলে—তাই বালি ফুঁড়ে একটু জল উঠ্‌লো, গহন বনে ফুল ফুটলো, বুকের ভিতর অনেক মণি কাঞ্চন পুঁতে রেখেছিলুম- কেউ দেখতো না,জানতো না, আমায় একজন বলেই গণতো না। তুমি আগে গেছে, বুকের ধার হাত বুলিয়ে সরিয়ে দিয়ে হীরে মাণিক আলোয় আনলে, তার পর ইয়ুরোপা দিদির আর ছেলেরাও গেল; আমি আবার সভ্য জগতের স্থনজরে পড়লেম দিদি। আমি চিরদিন মলিনকান্তি—তাই আমার বুকে অশান্তি দেখে দয়ার আধার ভিক্টোরিয়া তোমার কাতর হয়েছিলেন; বোন, হাতে ধরে সাধি, আয় এক ঠাঁয়ে মিলে কাঁদি—এই অশ্রুজল যেন আমার হৃদয়ে শান্তিজল ঢলে, যেন বহুগুণময় রাণীর তনয় ধর্ম্মের গার্ড এডওয়ার্ড আমার সহায় হন। দেখ, আমার পোষ্যপুত্রগণ বয়ার নয়, তারা দয়ার পাত্র।

ব্রিটা। দিদি আফ্রিকা, তুমি আমার প্রাণাধিকা, আমার ভিক্টোরিয়া তোমাকে বড় ভালবাসতো; কিসে তোমার মরুর বালি সোণার কণায় পরিণত কর্বেন, তাই যার আমার নিত্য চিন্তা ছিল, যে যুবরাজ আজ আমার হৃদয়ে রাজাধিরাজরূপে বিরাজ কচ্ছেন, তিনি মাতার প্রতি চরণক্ষেপ আজীবন নিরীক্ষণ করে দেখেছেন, দয়া তাঁর জীবনের ব্রত হবে বলে প্রতিজ্ঞ করে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তুমি দুঃখ করো না দিদি, ভয় নাই ভয় নাই

(ব্রিটানিকা ব্যতীত সকলের গীত)

ভয় নাই ভয় নাই দিদি দিয়েছে অভয়
তবে এ ধরায় কে অসহায় আর কারে কার
ভয়।
সারা ধরাবাসী, যার দুখে কাঁদি সুখে সুখে
হাসি,
সেই বিটানিকা আপনি দে আসি হয়েছে সদয়।
ঐ ব্রিটিশ পতাকা, তাই ওর মান রাখা,
বল সবে বল ব্রিটনের জয়।
ভারত পারস্যপক্ষে, যেন নিব ধরে না বক্ষে,
জলধারা চক্ষে—শুধু রাজগুণ কয়।
পুনরায় পুনরায় গায় ইংলণ্ডের জয়
জয় ব্রিটনের জয় জয় ব্রিটনের জয়

রাজ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের অন্তর্দ্ধান।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতানগরী।

বিপিন ও তিনকড়ি মামা।

বিপিন কি হে তিনকড়ি মামা,এ কি—খালি পায়ে?

তিন বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?—কেন টেলিগ্রাম কি পড়নি?

বিপিন। ওঃ মহারাণীর মৃত্যু!—তাই? তা এতে আমাদের খালি পা কর কি উচিত?

তিন। কেন উচিত নয়? রাজারাণী যে পিতামাতার স্বরূপ।

বিপিন অবশ্য সম্মানের হিসাবে তা বটে, কিন্তু অশৌচগ্রহণ কোন্ শাস্ত্রে আছে?

তিন সকল সংহিতাকারই এ ব্যবস্থা দিয়েছেন, আপাততঃ মনু বলছেন "প্রেতে রাজ'ন সজ্যোতির্যস্ত স্যাদ্বিষয়ে স্থিতঃ"*

বিপিন বটে?—এ তো ঠিক নজীর বার করেছ দেখছি, কিন্তু এ রাজা তো আমাদের নিজের জাতি নয়

তিন মনু কৃতাভিষেক রাজা দিয়েছেন, অন্য কোন জাতিসম্বন্ধীয় বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করেন নি, তা ছাড়া একটা হৃদয়ের কথা ধর,—যিনি আমাদের ধন প্রাণ ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন, বিদ্যা দানে মনুষ্যত্ব প্রদান করেছেন, যাঁর প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাবে অন্ন অর্জ্জন করে সপরিবারে পারপোষিত হচ্ছি, তাঁর মৃত্যুতে আপনাকে এক দিনের জন্য জুতা পায়ে দেওয়ার আরামে বঞ্চিত করা—এটা কি অন্যায়? আর এই ক্ষুদ্র কৃতজ্ঞতাটুকু দেখাবার জন্য কোন্ শাস্ত্রই বা আমায় পতিত করবে?

(কতিপয় সম্ভ্রান্ত নাগরিকের প্রবেশ)

গৌরী কি হে পতিত কিসের? ভারী ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা হচ্ছে যে

বিপিন। হ্যাঁ—তিনকড়ি মামা আবার নূতন শাস্ত্র বার করেছেন; মহারাণীর পরলোক হয়েছে, তাই জুতো ছেড়ে অশৌচ নিয়েছেন

গৌরী তা এত মহাপাতকটাই বা কি করেছেন? এ তো কর্ত্তব্যই আমাদের, ইংরাজ রাজতন্ত্র অতি উদার, প্রজার ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি বা পারিবারিক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে না, তা না হলে যদি আজ রাজাজ্ঞামত হতো যে, সমস্ত প্রজাকে কঠোর নিয়ম পালন করে অশৌচ গ্রহণ কত্তে হবে, তা হলে কি হতো বাপু?

কেমেন্দ্র তা বৈ কি, মামা ঠিক কাজ করেছেন আমরা যে মহারাণীকে ভক্তি শ্রদ্ধা কত্তেম, জাতি ও ধর্ম্মভেদ মনে না করে তাঁকে শাসন-পালনকর্ত্রী জননী—মুকুটবিভূষিতা ভারতেশ্বরী বলে পূজা কত্তেম, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই দিনে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কেন, যখন প্রজাস্বত্বের দোহাই দিয়ে সিংহাসনের চরণে আমরা দিন দিন কত উন্নতি, কত প্রতিপত্তির জন্য প্রার্থনা করেছি, তখন তো বলিনি যে আমরা হিন্দু প্রজা, তোমার ব্রিটিশ সন্তানকে যা দিয়েছ, আমাদের তা দিয়ে কাজ নেই, সুখের জন্য যে সিংহাসনের নিকট ব্রিটিশ সন্তানের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবী করেছি এবং করবো, সেই সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অন্তর্দ্ধানে শোকাশ্রু বিসর্জ্জনের অধিকার শুধু তাঁর শ্বেত সন্তানগণকেই দিব কেন? এই শ্যামলা ভারতের শ্যাম সন্তানগণও যে মহারাণীর পরলোকে ব্যথিত হয়েছেন, সে ব্যথা হৃদয়ে ধারণ কর্ব্বার তাঁদের যে অধিকার আছে, তাঁরা যে জাতীয় প্রাণমতে সে ব্যথা প্রকাশ কত্তে উৎসুক, আমরা আজ জগৎকে অবশ্য দেখাব

কমলা। আর ঐ যে শ্বেত ভায়ের সমান অধিকারের কথা বল্লে, সে তো আমাদের এই স্বর্গীয়া জননী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াই আমাদের দিয়েছেন—আমাদের শিখিয়েছেন বণিক্-সম্প্রদায়ের হাত থেকে ভারতের ভার নিজ করে গ্রহণ করে যেদিন তিনি প্রথম সিংহাসন হতে সেই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত অপূর্ব্ব শান্ত "রাজ-পাঠ" পাঠ করেন, সেই দিন হতে জগতের ইতিহাসে এক নূতন কীর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে।

---

* ব্রাহ্মণাদি যাহার অধিকারে বসতি করেন, সেই কৃতাভিষেক রাজার মরণে সজ্যোতি অর্থাৎ দিবসে মরিলে দিবসে রাত্রিতে মরিলে রাত্রি অশৌচ হয়। মনু-সংহিতা, ৫ম অধ্যায়, ৮২।

তিন তবে বল গো বাবা, বল তো, আমি জুতো জোড়াটী ছেড়ে এমন কি দুষ্কর্ম্ম করেছি ?

সুচারু কিছু নয় মামা, কিছু নয়, তুমি লুকিয়ে করেছ; আপনার কর্ত্তব্য পালন করে মনে মনে আপনি সুখী আছ, কিন্তু আমরা প্রকাশ্যে এই শোক প্রকাশ কর্ব্বো ধনে মানে বিদ্যায় এই নগরে যাঁরা প্রধান আছেন তাঁদের কাছে যাব, সমস্ত সম্ভ্রান্ত-লোকের দ্বারস্থ হব, দেশের ভাবী ভরসা ছাত্রদিগকে বলবো, সকলের হাতে ধর্ব্বো, যেন— যেদিন স্বর্গীয়া মহারাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হবে, সেদিন লক্ষ লক্ষ নগরবাসী নগ্নপদে শুভ্রবাসে গড়ের মাঠে যান, সকলে একত্রিত হয়ে সেখানে স্বর্গগতা জননীর গুণ গান করেন

গৌরী হাঁ, আর এই নগর ও উপকণ্ঠে যত সঙ্কীর্ত্তনের সম্প্রদায় আছে, তাদের সকলকেই অনুরোধ কর্ত্তে হবে যে তাঁরাও হিন্দুপ্রথামতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে সেখায় উপস্থিত হন।

তিন। কিন্তু বাবা, শ্রাদ্ধে যেমন সঙ্কীর্ত্তনের প্রথা আছে, তেমনি কাঙ্গালী-বিদায়ের বিধিও তো আছে।

হেমেন্দ্র। আছেই তো, তাও হবে কত দিকে কত অর্থ ব্যয় তো করে থাকি, এতেও সকলে যথাসাধ্য দিন। সব বড়লোকের দ্বারে যাব, এর জন্যে ভিক্ষা কর্ত্তে আমি অপমান মনে করি না

গৌরী সুরেশ, তুমি সেই কবিতা না গান কি লিখেছ, পড় তো;

সুরেশ। (কবিতা পাঠ)

আমরা বঙ্গবাসী অতি দীন
শুনেছিলাম নাকি
একদিন ছিল গো সুদিন।
নাকি বঙ্গরাজ্যে ছিল রাজা বাঙ্গালী,
বাঙ্গালী তখন নাকি হয়নি কাঙ্গালী,
হারা হৃদি ভুজবল কেবল সম্বল
আঁখি ভরা জল হীনের হীন
পড়ে ইতিহাসে, চোখে জল আসে,
নাকি বঙ্গদেশে কার্য্য হতো বঙ্গ
ভাষে বঙ্গভাবে,বাঙ্গালী ছিল গো স্বাধীন।
সে সব তো গেছে অতীতের পারে,
শুনি যেন কথা উপকথাতে;
ছিল পূজ্য জাতি আর্য্য নিজ রাজকার্য্য—
সে মাৎসর্য্যের দিন বহুদিন লীন
তুমি দেখেছিলে মাতা অতি পতিত দুর্ব্বল,
তাই স্নেহে টেনে দিলে কোলে স্থল,
পড়ালে শিখালে কাজকর্ম্ম দিলে
জীবন হল মা নবীন
নিজে রাজ্য নিজ করে,মহতী মহিমা ভরে,
পড়েছিলে “রাজপাঠ” আছে মা স্মরণ—
স্মৃতিপটে সদা জাগরণ;
(দুটো মধুর কথার ভিখারী আমরা)
সেই রাণী মহারাণী ভুলি কি কখন ?
“আমার এই স্নেহ চক্ষে,
এই মাতৃ-প্রেমমাখা বক্ষে,
শ্বেত শ্যাম সম চিরদিন ”
ভারতের ধ্রুবতারা,
তোমারে আজ হয়ে হারা,
আত্মহারা ক্ষিপ্ত পারা
ভেঙ্গে পড়ে দেহ মন যেন হয়ে ক্ষীণ।
ওমা রাণী ভিক্টোরিয়া, আছ শান্তি
রাজ্যে সুখে গিয়া,
অকূলে কাঁদিয়া ফিরি যেন মাতৃহারা
একমাত্র আশা মনে, যুবরাজ সিংহাসনে,
প্রজা-হৃদি আকর্ষণ করেছেন কর্জ্জন
(Curzon)
স্নেহ দয়া বিতরণ, ব্রত ধরে উড্‌বর্ণ
বিষাদে হরষ মোরা—এ তিন অধীন

পাও মা দেবের কান্তি,ভুঞ্জ স্বর্গসুখ শান্তি,
অন্তিমের প্রার্থনা প্রদানে এ দীন

তিন বাঃ, মন্দ হয়নি, কি বল বিপিন ?

বিপি হ্যাঁ, কেমন যেন একটু জাতীয়-হীনতা দে'খ—। ।

তিন। বংপ্রলাপশালী আর্য্যসন্তান ক্ষান্ত হও; মশায়ের যে অনারারি ম্যজি'ষ্ট্রির রায় বাহাদুর উপাধি, ত যুধিষ্ঠিরপ্রদত্ত নয় স্মরণ রাখবেন

কমলা। চল এখন সব উদ্যোগ করা যাক যে কীর্ত্তণটা সে দিন গাইতে গাইতে যাওয়া যাবে, সেইটাই গাইতে গাইতে যাই চল

(গীত)

চল ভাই চল ধীরে—অতি ধীরে
দিতে মাতার প্রতিমা বিসর্জ্জন অনন্ত নীরে
কি ফল বিফল ফুকারি রোদন,
পুষে রাখ হৃদে হৃদয়-বেদন,
কেঁদে চিরদিন দীন মোরা আর,
পাব না অমন মাতা ফিরে
যাও মা গো যাও বৈজয়ন্তধামে,
দেবের সমাজে,
জ্যোতির্ম্ময়ী সাজে বিরাজ বিরামে;
করুণা মুর'ত্ত, ও মা পুণ্যবতী,
পর অমর-মুকুট শিরে
নাহি রসনায় ভাষ—হৃদি গদগদ,
শান্তিতে অশৌচ তাই নগ্নপদ,
হরিপদ-কোকনদে পাবে মা আসন অচিরে
কররে নীরব সংসারের রোল,
সারা বঙ্গবাসী বল,হরি হরি বোল,
হরিনামে স্বর্গধামে ওই যায় গো রাণী সশরীরে.
দয়াল হরি দিও তরী (মহারাণীরে)
ভবপারাবার-তীরে

শেষ দৃশ্য।

ত্রিদিবধাম

সর্ব্বজাতীয় পুণ্যাত্মাগণের সমাবেশ

(স্বর্গের পুষ্পময় দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে করিতে অপ্সরোগণের সঙ্গীত)

ঢাল সুধাধারা, খোল খোল ত্বরা,
ত্রিদিবের দ্বার।
শুন শুভবার্ত্তা, আসে পুণ্য-আত্মা
সতী পবিত্রতাধার
বসে যথা সীতা দ্রুপদ-দুহিতা,
চিতোরের সতী ভীমের বনিতা;
যশোমতী এলিজাবেথ,
পুণ্যবতী অন্য রাণী যথা সমবেত,
কর রে সাজন তথায় আসন,
আসে ভিক্টোরিয়া স্বর্গ উজলিয়া
ধরা করে অন্ধকার।
ডাক সব তারাদলে,
যেন এক সাথে জ্বলে,
বিমলা বিমল শিরে ঢালে শুভ্র জ্যোতিধার।
অপ্সরের দলে দেয় গলে পূত পারিজাতহার॥
ত্রিলোকেতে সবে কয়,
জয় ভিক্টোরিয়া জয়,
ধরা কাঁদে বিষাদে—স্বর্গে আনন্দ-আলয়॥

(মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি সুপ্রকাশ)

ত্রিদিবে ধরায়, ভিক্টোরিয়া জয়,
সবে বল বদনে
দেবীরূপে মানবী এল দেবের সদনে

যবনিকা-পতন।

কালাপানি

বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা।

তালিকা।

দুলালচাঁদ ... ... কলিকাতাস্থ ধনাঢ্য যুবক।

সাধুরাম }
মাখনলাল } ... ... দুলালচাঁদের সহচর

তিনকড়ি ... ... ঐ প্রতিবেশী।

পণ্ডিতজী ... ... ইংরাজি শিক্ষিত পণ্ডিত।

দেওয়ানজী, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, বালকবালিকাগণ, পাকমারা ও তাহার পত্নী, বিলাতযাত্রিগণ, অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ ও সাহেববিবিগণ।

নিস্তারিণী ... ... দুলালচাঁদের ভগ্নী

মেজ-বৌ

ন-বৌ

কাঁসারি গিন্নী।

নাপ্তিনী।

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—উদ্যান।

নারীগণ

ভক্ত নাই আমাদের কর্ত্তাদের মতন
হিন্দুমতে সাহেব হ'তে সতত যতন ॥
যদি খাবে বিলাতি বিস্কুট,
আগে দেবে হরির লুট,
ভক্তি ভরে ঠাকুরঘরে করে নিবেদন।
না ক'রে গো গঙ্গাস্নান,
করেন নাকো ব্রাণ্ডি পান,
নেশা হলে হরি বলে কেঁদে অচেতন
পাছে সকড়ি লাগে হাতে,
তাই চামচে চালান ভাতে,
ধর্ম্ম খেতে ধর্ম্ম শুতে, ধর্ম্মতলায় মন।
পাখী যদি রাম নাম ধরে,
মোহনচূড়া শিরে পরে,
তবে তারে দেন উদরে বলে নারায়ণ ;—
(আবার) শালিক শকুন খান না
কভু এমনি কঠিন পণ।

প্রথম দৃশ্য

দুলালবাবুর বৈঠকখানার ছাদ

(দুলালচাঁদ, সাধুরাম ও মাখনলাল)

দুলাল বটে বটে,বাধ দিচ্ছে, বাধা দিচ্ছে, আমার কাজের উপর কথা , বিলাত যাবার ব্যবস্থাপত্রে সই করবে না ? সে কত বড় তর্কচূড়ামণি আমি দেখে নিচ্ছি   সাধুরাম বাবু ! আজই নোটীশ লিখে দেবেন তো, যেন তিনদিনের ভিতর সমস্ত খাজনা চুকিয়ে দিয়ে আমার জমী ছেড়ে উঠে যায়।

সাধু আজ্ঞে ঠিক ঠাউরেছেন, এ নোটীশ দেওয়াই উচিত , তবে একটা কথা হচ্ছে, দেওয়ানজীর মুখে শুনেছিলাম যে, তর্কচূড়ামণিদের ওখানে তিনপুরুষ বাস, বন কেটে টোল বসান, তিন দিনের নোটীশ (Illegal) ইল্‌লিগ্যাল হবে, আদালতে মঞ্জুর হবে না, নিদেন পনর দিনের (Time) টাইম দিতে হবে

মাখন এ বড় বেজায় আইন, যা'র জমী সে মনে করলে যখনই ইচ্ছা কেড়ে নিতে পারবে না ! ইচ্ছা করলে যদি না বেয়াড়াকে উদ্বাস্তু করতে পারা যায়, তবে আর রাজা-প্রজা সম্পর্কটা রইল কি ?

দুলাল মাখন বাবু, তবে আর আমি বিলাত যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছি কেন ? এখানকার সাহেবদের তো কোন মতে বুঝাতেও পারা গেল না,বাগাতেও পারা গেল না ; একবার বিলাতে যেতে পারলে, মঠো-খা বুকে দিয়ে গোটা দুই লেকচার ঝাড়ব আর বিলাতি সাহেবদের হাত করে, এখান-কার আইন করার কাঠটা নিজের হাতে নেব, তা'হ'লে ঝাঁ ঝাঁ ক'রে, কুসংস্কারমূলক যত বদ আইন আছে, সব রদ্ করে ফেলব। একবার একটু চেপে থাও না সাগরটা পার হই তা যা'ক সাধুবাবু, যত কম মেয়াদে আইনমত হয়, তাই লিখে আজই নোটীশটা দেওয়া চাই।

সাধু তা বেশ, আমি কোর্টে গিয়েই নোটীশ লিখে দেব

মাখন একটা কথা বলছিলেম কি দুলালচাঁদ বাবু, তর্কচূড়ামণির দরুন যায়গাটা খালি হ'লে আমার তাতে একটা প্রজা আছে, আমার প্রেসম্যানের ভাই, একটা হোটেল করতে চায়, ও অঞ্চল হ'লেই তার সুবিধা হয়, আমাদেরও তাতে সুবিধা আছে, ব্যায়রাম স্যায়রাম নিত্যি আছে, ডাক্তারের ব্যবস্থা মতে সুরুয়া খেতেই হয়, জিনিষটা ঠিক পাওয়া যাবে , বিশেষ সে এগ্রিমেন্ট লেখাপড়া করে দেবে, কেরোসিনের বাতি জ্বালাবে না, কয়লার আগুন ব্যবহার করবে না, খাঁটি হিন্দুমতে বোক্‌নোয় করে গঙ্গাজলে ফাউলকারি তৈয়ের করবে .

দুলাল। বেশ, সে যদি হিন্দুমতে হোটেল করে, তা'হ'লে সে তো একজন দেশহিতৈষী, তাকে যায়গা দেওয়া তো আমার কর্ত্তব্য কার্য্য।

মাখন দেখেছ, দেখেছ সাধুবাবু, দুলাল চাঁদ বাবুর (Duty) ডিউটী বোধটা একবার দেখেছ, কি (Uprightment) আপ্‌রাইট্‌মেণ্টি, কি (Straightforwardity) ষ্ট্রেট্‌ফর্‌ওয়ার্ডিটী , এরি নাম (Moral cham bree courage) মরাল্ চ্যাম্ব্রি কারেজ, এরেই বলে (Spirit) স্পিরিট্, এরেই বলে (Alcohol) আল্‌কোহল্

দুলাল। এই নাও, মাখনবাবু আবার কতকগুলো বাজে বকা আরম্ভ করলে , দেখ এই নিয়ে যেন তোমার কাগজে একটা (Article) আর্টিকল্ লিখে বসো না।

মাখন। দেখুন দুলালচাঁদ বাবু, লোকে যা বলে বলুক, আমি কারুব খোসামোদ করিনে, কাগজওয়ালাদের মধ্যে অর্থাৎ (Editor'al Fatality) এডিটোরিয়াল্ ফেটালিটীর মধ্যে আমার মত (Braverousness) বেভ'র'সনেস্ খুব কম এডিটরের আছে, এ কথা আমি জাঁক্ করে বলতে পারি, আপনি যখন সুখ্যাতির কাজ করেন, তখন তা (As an Editor) অ্যাজ অ্যান্ এডিটর,আমার অবশ্য কর্ত্তব্য (Interjective duty) ইণ্টারজেক্‌টিভ ডিউটি মনে করে লিখি আপনি বড় লোক বলে আপনাকে ভয় করে আমি যখন (Right) রাইট বুঝব, তখন যে আপনার সুখ্যাতি লিখতে ছাড়ব তা (Don't do in your mind) ডোণ্ট ডু ইন ইওর মাইণ্ড, কখনই মনে করবেন না

দুলাল তা বলে সে বিষয়টা আমি অত গোপন রাখবার চেষ্টা কল্লেম, আর তোমায় ছাপিয়ে প্রকাশ করে দেওয়াটা কি ভাল হয়েছে?

মাখন (What property) হোয়াট্ প্রপারটী কোন্ বিষয়?

দুলাল সেই যে একটী বিধবাকে আমি লুকিয়ে কত থেকে পাঁচটী টাকা দান কল্লেম,তারপর যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, পই-পই করে মানা করে দিয়েছি, যেন এ কথা না প্রকাশ করে,আর তুমি একেবারে আমার নাম দিয়ে তোমার বাঙ্গাল কাগজে ছাপিয়ে দিলে? শুধু তাই নয়, আবার তাতে আমার নামের আগে মহারাজ পর্য্যন্ত জুড়ে দিয়েছিলে

মাখন। সে কাজটা আমার নয়, (Printer's Devil) প্রিণ্টার্স ডেভিল্, ছাপাখানার ভূতের; ভূতে যদি আপনাকে মহারাজ বলে, আমি তার জন্য দায়ী নয়, আমি অমন (Flattery) ফ্লাটারী নই, আমায় খোসামুদে বলবার যো নাই

সাধু হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কাগজে কেউ ওঁর বিষয়ে লিখলেই বাবু চটে যান; ইংরাজি কাগজে কে কোথায় সব (Correspondence) করেস্‌পণ্ডেন্স লেখে, উনি আমাকেই ধরে বসেন; ও (Truth) ট্রুথও আমি, (One disinterested) ওয়ান্ ডিস্‌ইণ্টারেষ্টেডও আমি, (Veritas) ভেরিটস্‌ও আমি, (Pro bono publico) প্রো বোনো পবলিকও আমি; যেন আমি ছাড়া আর কেউ ইংরাজি লিখতে জানে না, কার মুখ আপনি বন্ধ করবেন, আপনি দেশের জন্য যে রকম লেগেছেন, তা'তে ভারতমাতা একেবারে থরহরি কম্প, চারিদিকে যশের জগঝম্প বাজছে, চেপে রাখবার যো কি

মাখন বলুন, এই যে মহা মহা পণ্ডিতেরা হিঁদুমতে সাহেব হওয়ার পক্ষে মত দিচ্ছে, তাও আপনার খোসামোদ করে?

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন হাঁ বাবা, তোমরা নাকি সব বিলাত যাবে ঠিক করেছ?

দুলাল ঠিক কি তিনুমামা! এই চল্লেম আর কি, তবে আমরা যা'র তা'র মত য চ্ছিনে, আমরা আসল হিন্দুমতে বিলাতে যাব

তিন তা যাবে বৈকি বাবা, যাবে বৈকি তোমরা কি ব বা যে সে ছেলে, একটা কিছু বিদ্‌ঘুটে রকম করবেই করবে, তা আমি জানি; তা বাবা, এ শাস্ত্রমত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

দুলাল। তা আর হয়নি, বড় বড় পণ্ডিতেরা সব পুঁথি বেছে বেছে ব্যবস্থা দিয়েছে।

তিন। কি যোগাড়, কি যোগাড়। হ্যা বাবা, তা কত খরচ পড়লো?

মাখন। কিসের খরচ?

তিন এই ব্যবস্থা নেবার আর কিসের

দুলাল ব্যা-ব্যা-ব্যা ব্যবস্থার খরচ। সে-সে-সে সে আবার কি?

তিন। এই দক্ষিণে গো দক্ষিণে, যাকে এখন কি বলে এই যেমন উকীলকে ফি দিয়ে ওপিনিয়ন নেয়, তেমনি ভট্টাচার্য্যের কাছে ব্যবস্থা নেবার কি চাই তো?

সাধু তিনুমামার সকল কথায় ঠাট্টা

তিন না বাবা ঠাট্টা নয়, আমারও এই খানে একটু গরজ আছে; জান তো আমার ভাঁড়ে মা ভবানী,মোটা দক্ষিণে টক্ষিণে বাড়বার যোত্র নাই, তোমাদের ঐ বিলাতের ব্যবস্থায় উপর একটা ফাউ ব্যবস্থা আমার দিইয়ে দাও না বাবা।

দুলাল তোমার আবার কিসের ব্যবস্থ চাই, গাজার নাকি?

তিন। না না, সে তো সকল ব্যবস্থার গোড়াতেই আছে, আমার এই বে ক্রুগীমতে পাঁঠা খাবার ব্যবস্থাটা করে দিয়ে যাও। গোসাইয়ের সেবক হয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি, জগতের মহা সুখাদ্য পাঁঠা কুল তিলককে আমি উদরস্থ করতে পাই না।

দুলাল দুর পাগল, তাকি হয়।

তিন কেন বাবা, হিঁদুমতে সাহেব হওয়া যায়, আর বোষ্টুমীমতে পাঁঠা খাওয়া যায় না? আমি দিব্বি মোটা মোটা তুলসীগাছ কেটে হাঁড়িকাঠ তৈয়ের করবো, বলিদানের বদলে অজবাজকে বানিয়ে নেব

দুলাল। যাও যাও মামা এ সব (Serious) সিরিয়স্ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করো না। গাঁজাখোর বামুন, শাস্ত্র ফাস্ত্র জান না, মিছে বক কেন? বেদে কি লেখা আছে জান?

তিন খুব জানি, স্পষ্ট লেখা আছে, যে বিলাতে না গেলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রহ্মাঠাকুর ব্যবস্থা লিখেই নিজে যাবার জন্য জাহাজ যুতেছিলেন, তারপর যখন বাবা শুনলেন, বিলাতে গাঁজার তেমন সুবিধা নাই, তখন যাত্রা রোহিত কল্লেন।

মাখন। বেদ না জান, মহাভারত তো পড়েছ, মহাভারতের ভিতর সমুদ্রযাত্রার ঢের প্রমাণ আছে মহাভারত মানবো না?

তিন। মানবে বৈকি যদু, মানবে না মাখনলাল কিন্তু মহাভারতে দ্রৌপদীর পাঁচটী পতির কথা আছে, আর তাঁর শ্বশুরদেরও জন্মের বিষয় কি কি সব লেখা আছে, সেটার বিষয় কি রকম ঠাওরাচ্ছ?

মাখন। ও সব মিছে কং

তিন মিছে কথা কেন বাবা? গোপিনীহরণটীর বেলা মেনে নেবে, আর গোবর্দ্ধন ধারণের বেলা পেছোবে? গরজ বুঝে শাস্ত্রের একটা কথা সত্যি একটা কথা মিথ্যে

মাখন কি জান তিনুমাম —

দুলাল মাখনবাবু তুমি থাম, আমি বলছি. গাঁজা খেয়ে তিনুমামা সব ভুলে টুলে গেছে, ও শাস্ত্র টাস্ত্র এখন বুঝবে না, বিশেষতঃ ইংরাজীতে বেদ টেদের যে সব (Translation) ট্রান্সলেসন হয়েছে, সে সব ওঁর শুভ দেখা শুনা নাই, আমি একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি ঠিক হিঁদুমতে বিলাত যাওয়া যায় তাতে দোষ কি?

তিন। কি রকম, নামাবলীর পেণ্টুলেন্ পরে?

দুলাল ঠাট্টা রাখ, মনে কর যদি আলাদা জাহাজ ভাড়া করে, সঙ্গে বামন, হিঁদু চাকর টাকর, খাবার টাবার সব নিয়ে লোকে বিলাত যায়, তা'হ'লে?

তিন। তা'হ'লে যখন সাত মণ তেলও

ঘুড়বে, বাবাও তখন সেঁইয়া মেরি করে আসরে নাব্‌বেন; কিন্তু বাবা অত পয়সা কার আছে? আমাদের অনেকেরই যে গঙ্গা পার হবার আধপয়সার অকুলন

দুলাল কি, আমি মনে করলে এখনই ঐ রকম করে বিলাত যেতে পারি, দেখি কে আপত্তি করে

তিন বিলাত কেন বাবা, তুমি মনে কল্লে উচ্ছন্ন পর্য্যন্ত যেতে পার যে, তার উপর কথা কবে এমন কার, বাবার মাথার উপর মাথ আছে; কিন্তু সকলের তো আর তোমার মত আট্‌কে বাধা নাই?

সাধু সমুদ্রযাত্রা না করলে, নানাবিধ দেশ না দেখলে মনের উন্নতি হয় না

তিন ভারতবর্ষের ভিতর বোধহয় বরানগর, হাওড়া, দমদমা, বালিগঞ্জ প্রভৃতি এক রাজার দেশ থেকে অন্য রাজার দেশ সকলগুলিই ম'শায়ের দেখা হয়েছে, এখন বাকি খালি বিলাত

সাধু ভারতবর্ষে আবার দেখবার আছে কি? ভারতবর্ষ কি আবার একটা দেশ, এর উদ্ধার করবার জন্যই তো আমরা বিলাত যেতে চাচ্ছি

তিন চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারের জন্য তো বাবা গয়ায় গিয়ে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডি দিতে হয়, বিলাতে গিয়ে বাবা ভারতের পিণ্ডিটা কার পাদপদ্মে দেবে?

মাখন যখন বিলাত থেকে ভারত উদ্ধার করে ফিরে আসবো, তখন টের পাবে কি পিণ্ডি কার পাদপদ্মে দিয়েছি স্বাধীনতা কাকে বলে তাতো জাননা? খালি দাসত্ব করতে শিখেছ, এই যে ভারতবাসীরা বড় চাকরী পায়না, দেখদেখি তার একটা উপায় করে আসতে পারি কি না?

তিন এ কথায় আর আমার উত্তর নাই, চাকরী না করলে কি স্বাধীনতা বজায় থাকে

দুলাল আচ্ছা রেখে দাও, চাকরীকে ... , যদি জাহাজে করে ইংলণ্ড ... , আমেরিকা, এসব জায়গায় না যাওয়া যায়, তা' হ'লে বাণিজ্যের উন্নতি কর যাবে কি প্রকারে? বৈদেশিক বাণিজ্য ভিন্ন কখনও জাতীয় উন্নতি হ'তে পারে না

তিন দেশে যে বাবু এমন কিছু বাণিজ্যের ক্যাঁথাও করে বসেছ, তাতো কৈ দেখতে পাচ্ছিনে, উন্নতি তো পরে করবে, স্কুট এখান থেকে করে নমুনা দেখাওনা কেন? এই যে পুরুষানুক্রমে কোম্পানীর কাগজের সুদে, হাণ্ডনোট, আর কোম্পানীর কাগজের সুদে দেহখানা পুষ্ট কচ্ছো, অপাত্রে দানের ভয়ে মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্তও তো বন্ধ করা হয়েছে

উভয়ে Hear! Hear!

তিন জমিয়েছ তো বিস্তর, কিছু ভাঙিয়ে কেন ব্যবসা বাণিজ্য করন, তিনি ভূমি খাঁটা অসভ্যতা হয়, কে মাথার দিব্য দিয়ে বারণ করেছে বাবা, বসে বসে করন; বিলাত থেকে, মার্কিন থেকে কাপড়ের, কাগজের, ছুরি কাঁচির কল আনাও; আপাততঃ না হয় ইংরাজ চাকর রেখে চালাও, ক্রমে শিখে নিও

মাখন সাহেবের কাছে শেখা!

সাধু Never! Never!

তিন হালফিলই বা বোল্‌ কম্পাস ধরে জাহাজ চালাতে পাচ্ছ, সেও তো গোরা কাপ্তেনকে মুরুব্বি ধরতে হবে; আংবোটদেরই বা একেবারে কালাপানির জল খাইয়ে শ্রীমন্ত সওদাগর না হয় নাই সাজালে? তোমার নবরত্নে তো আট্‌কুটের অভাব নাই, জাহাজে চড়িয়ে তাঁদের

বাণিজ্য করাতে তে বিস্তব খরচ পড়বে, আপাততঃ দু-একশ টাকা দাদন দিয়ে পাঙ্গী করে বৈদ্যবাটীর ' পাঠিয়ে দাও দেখি, সেখান থেকে ? দশগুণ, দশ বিশ কাঁদি কর নেবার আর কিসের কের মতি দেখান, দেখা যা'ক, দশ বিশ টাকার চাকরীর উমেদারীতেও তো ঘোরেন, এতেই বা কোন্ তা না পোষাবে

মাখন কি চাষাভূষোর কাজ করবো? পোস্তার আলু বেগুণওয়ালা হ'ব? (Down-right degradation) ডাউন্ রাইট ডিগ্রেসডেসন্

তিন না (Upright elevation) অপরাইট এলিভেসন চাই, একেবারে এন্ড কোঁ না হ'লে আর চলছে না? শাদা কথা বল না বাবা, সাহেব হতেই হবে, তবে মেয়েটা তাসটার বিয়েও আছে, পুঁক্তি ভোজনের লুচি খাবার লোভও ছাড়তে পাচ্ছ না, তাই এই শাস্ত্র বাণিজ্য হ্যান্ ত্যান্ একটা ঢং তুলেছ বাবা আমাদের এই বাবুদের বিদ্যাবুদ্ধি সব বুঝে নেওয়া গেছে, "দাসত্বং পরাবেদা, দাসত্বং পরাক্ষরা, দাসত্বং পরামুক্তি, দাসত্বং পর-গতিঃ" এই তো হল তোমাদের ইষ্টমন্ত্র, এইরূপ করতে করতে গঙ্গাযাত্রাটা হ'লেই ঢের হ'ল, আর সমুদ্র যাত্রায় কাজ নাই

সাধু বৈ সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা চলে যাক দেখি, দেখাচ্ছি কেমন আমরা বাণিজ্য করতে না পারি।

তিন ঢের দেখেছি সমুদ্র যাত্রাও আমার বাকি নাই একবার গাঁজার খেয়ালে বিবাগী হ'য়ে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত যাওয়া গেছলো, চীনেম্যান, বর্ম্মা, সুরতি মুসলমান, আর্মাণি সাহেব সব কারবারি, সব দোকান সাজিয়ে বসে আছে নোয়াখালি, চাটগাঁ অঞ্চলের অসভ্য বাঙ্গালীরাও দু'একটা দোকানের কারবার করে থাকে, আর আমাদের বাঙ্গালী বাবুদের সঙ্গে দেখা হয় মহাশয় এখানে কি করেন? আজ্ঞে পোষ্ট আফিসে কর্ম্ম করি; মহাশয় আজ্ঞে আমি রেলওয়েতে আছি মহাশয় আজ্ঞে আমি একজন মাড়োয়ারী তরফে কাঠ ■ পান দিয়ে থাকি ব্যবসাদারের মধ্যে জনকয়েক বাবু আছেন, কথায় বাণিজ্য করে থাকেন, শামলা মাথায় দিয়ে উকীলি (Present company always excepted) প্রেজেণ্ট কোম্পানী অল্‌ওয়েজ একসেপ্টেড, মাফ কর সাধু বাবাজী

দুলাল। আরে পাগল বিলাত গেলে যে সাহেবদের সংসর্গে বাণিজ্যে প্রবৃত্তি জন্মাবে।

তিন ঠিক বাবা, লণ্ডনায় তো আজ পর্য্যন্ত তার কিছু পাওয়া যায় নি, সংসর্গ গুণে অনেক প্রবৃত্তি জন্মেছে, কিন্তু মর্য্যাদানি প্রবৃত্তি তে দেখতে পাইনে দেখ, যা করবে ক্রমে ক্রমে কর, একবারে বাড় বাড়ি কিছু নয়, তোমরাও শাস্ত্রের দোহাই দিচ্ছ, আমিও শাস্ত্র কোট করছি দেখ

উভয়ে। (Quote) কোট কর — (Quote) কোট কর

তিন রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের কথা তো জান? সাগর পারে সীতার অন্বেষণ করতে হবে, কে যায় বাঁদর-কুল তিলক হনুমান। কি করে যাওয়া হয়, না একেবারে লম্ফপ্রদানে বাঁদরে বুদ্ধি, লাফ দিলেন, সাগর পার হয়ে গেলেন, সীতার খবরও আনলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখটাও পুড়িয়ে এলেন একেবারে লাফ দেবার গুণ দেখ আর দেব-বুদ্ধি রামচন্দ্র ব্যবস্থা করলেন যে, আস্তে আস্তে সাঁকোটা বেঁধে ভদ্রলোকের মতন পার হও লঙ্কা জয়, রাবণ বধ,

সীতার উদ্ধার, তারপর যে যার ঘরের ছেলে সোণারচাঁদের মতন ডঙ্কা বাজিয়ে ঘরে ফিরে'এল তাই বলি একেবারে লাফ মের না।

সাধু শুধু দেশী বাণিজ্যতে ভাল রকম লক্ষ্মী শ্রী হয় না, দেশের ধন বৃদ্ধি কর চাই

তিন এই এক কথা শিখেছ কিনা, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' ভাল, তার পরের কথাটা জানা আছে কি? "তদর্দ্ধং কৃষিক র্ম্মণি"—আচ্ছা লক্ষ্মীর একবারে কোটা বালাখানা করতে না পার, নেহাত হালফিল একখানা আটচালা মতন করে দাও না বাবা কৃষিকর্ম্ম তো বাণিজ্যের অর্দ্ধেক ফল, তা চাষ বাস কর না কেন দেশ-যুড়ে মাঠ পড়ে আছে, তাত আর বিলাত থেকে মাথায় করে আনতে হবে না?

দুলাল। এইবার মামা ধরা পড়েছে, আপনার ফাঁদে আপনি জড়িয়েছে

মাখন Trap in it's own catch

দুলাল বিলাত না গেলে, ভাল রকম বৈজ্ঞানিক চাষবাস শেখা যাবে কোত্থেকে? হাঁ হাঁ বাবা, মামা এর জবাব আর তোমার গাঁজার বুদ্ধিতে কুলুচ্ছে না।

তিন বাবা দেশে থেকে দাঁড়ি টানাটা রপ্ত কর না, তারপর যখন মহামহিম পাঠ লেখবার উপযুক্ত হবে, তখন বিলাত-ফিলাত যাবার কথা বোঝা যাবে এই তো বাবা তুমি একজন দিগ্‌গজ জমীদার, একেবারে বিলাতি রকম না হয় নিজের এলেকাতে পয়লা পয়লা একটু দেশী রকম চাষ আরম্ভ কর দেখি, কেমন না ফল হয় দেখা যাক এই তো বাবা বারমেসে দুর্ভিক্ষ লেগেই রয়েছে এ বছর কি? না বৃষ্টি হয় নি, সব শুকিয়ে গেল এ বছর কি? না ভারি জল, সব ভেসে গেল যত দোষ সেই বুড়ো বেটা ভগবানের উপর চাপান হচ্ছে, কিন্তু আসল কথাটা তলিয়ে একবার কেউ দেখেন না

মাখন আসল কথাটা আবার কি?

তিন বল দেখি, এই যে দেশ শুদ্ধ লোকের খোরাকির ভার কা'র উপর দিয়ে রাখা হয়েছে? চালে খড় নাই, বাড়ে মাটি নাই, পরণে কপ্নী, মাথায় জট, পেটে পিলে জনকতক চাষার উপর।

মাখন চাষার উপর নয় ত কা'র উপর দিতে হবে?

সাধু গাঁজাখোরের মতে বুঝি (L. I. R. I.) এদের, এম্ এ, বি, এল্‌দের লাঙ্গলে যুতে দিতে হবে?

তিন আগে চাষ করতো কারা? আমাদের মতন গৃহস্থরা, বড় বড় জমীদারেরাও নিজের ক্ষেত রাখতে অপমান বোধ করতো না, এখন যারা চাষী তারা আমাদের কাছে মাইনে খেয়ে, খোরাক পেয়ে, লাঙ্গলখানার মুঠ ধরতো বইতো নয়, তাদের সাধ্য কি যে ধাক্কা সামলে খরচ ক'রে জমীর পাট ক'রে নিজে আবাদ করে এখন আমরা ইংরাজি পড়েছি, বাবু হয়েছি, সভ্য হয়েছি, স্বাধীন হয়েছি, চাপকান এঁটে আফিস যেতে শিখেছি, তারা ভাঙ্গা লাঙ্গলখানা, আধমরা বলদটা নিয়ে ক্ষিধেয় মরে, জলে কেঁপে যা দু'টী চারটী পাচ্ছে কচ্ছে, আর মহাজনের খতে ঢেরা সই দিচ্ছে, এতে দুর্ভিক্ষ হবে না তো কি ধনে ধানে মাচা বোঝাই হবে?

সাধু তবে মামা, তোমার মত কি ঘরে বসে বসে খালি, গাঁজায় দম মারা?

তিন আহা স্বস্তি স্বস্তি, বাপরে তা যদি করতে পারিস, তা' হ'লে আর তোদের ভাবনা কি

মাখন আচ্ছা, তুমি বিলাত যাওয়ার উপর এত চটা কেন?

তিন কৈ, চটার কথা তো কিছু কইনে থাকে বা বেশী বাব; প্রাণে বিশেষ সখ হয়ে গেলেও আমার প্রয়োজন হয়, তুমি যমাল আমার কথাটা হচ্ছে আপত্তি নাই, তবে কাজ আছে যে দেশে থেকেই করতে পার; আর নিতান্তই যদি যেতে হয়, তার জন্য এত মিটিং ফিটিং বহ্বাড়ম্বর কেন? পয়সা থাকে, সাহস থাকে, বিদ্যা থাকে, গেলে ভাল হবে বোঝ, সোজা পথ আছে ঢেউ গুণতে গুণতে চলে যাও।

দুলাল হাঁ তারপর ফিরে এলে তোমরা আমাদের একঘরে কর এই আমারই কথা ধর, সমাজে একটা নাম আছে, বংশমর্য্যাদা আছে, এখন মনে করলে আমি কত লোকের জাত রাখতে পারি, নিতে পারি, আমার কি এক ঘরে হ'য়ে থাকা পোষায়

তিন বাপ দুলালচাঁদ। ঐ একঘরে সম্বন্ধে আমারও একটা ভারি ধোঁকা আছে, নেশা টেশা জমলে মাথাটা যখন স্থির হয়, তখন এক একবার ভাবি, যে লোকে বিলাত থেকে এলে আমরা তাঁ'দের একঘরে করি, না তাঁ'রা আপনারা একঘরে হয়? বাপ মা শিষ্টশান্ত ছেলেটীকে দিব্যি সাজিয়ে গুজিয়ে টাকার রাশ খরচ করে, দুর্গানাম বোলে, ছেলেটীকে বিলাতে পাঠালেন, সখ যে ছেলে আমার লেখাপড়া শিখে মস্ত লোক হ'য়ে আসবে। ও বাবা ছেলে একেবারে জাহাজ থেকে নামলেন ধুচনী মাথায় দে গ্যাড্ম্যাড্ করে ভাত হ'ল খাস্‌্‌তা বিচি, মোচা হ'ল কেলাফুল, চলন বলন ও ■ চাং সব বিপরীত, কাজেই ভেতোবাঙ্গালী বাপ মা কি করে, ভয়ে দোরে খিল দেয়, শুজিণা দশহস্তেন, বাজিনা শতহস্তেন, গজেন সহস্রহস্তেন ■ আর সাহেবেন, বিশেষতঃ দেশী সাহেবেন, লক্ষ হস্তেন লক্ষ হস্তেন যত তফাৎ থাকে ততই ভাল

দুলাল কেন? ইদানী অনেক আমাদের বাঙ্গালী তো বিলাত থেকে এসে দেশী চালে চলছে

তিন তাঁ'রা সমাজে মিশেও যাচ্ছে অনেকটা, যাও একটু আধটু খোঁচ আছে, সে ঐ আগে গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে বলে, একট প্রায়শ্চিত্ত ফ্রায়শ্চিত্ত দুটো একটা হিন্দুমতে ক্রিয়াকাণ্ড করলে সব চুকে যায়, কাল মহিমায় কোন বিষয়েই এমন তত কড়াকড়ি নাই তোমের যে হিন্দুমতে যাওয়ার হুজুগ বাধিয়েছ, এতে সত্যি জাত রেখে যারাও যেত, তাঁ'রাও পেছোবে, কে বাবা সাক্ষী সাবুদ রেখে কৈফিয়ৎ দেয় আর হিঁদুয়ানির হাটে যে সব নেড়া গোড়া আছেন, পাছে হ'তে তাঁ'দের গোছোনিটে বাড়বে

সাধু প্রায়শ্চিত্ত কি জন্য? পাপ করলে তো প্রায়শ্চিত্ত, লেখাপড়া শিখতে, আপনার উন্নতি, দেশের উন্নতি করতে বিলাত গেছে তাতে আবার পাপ কি হিন্দুশাস্ত্রের ঐ কতকগুলো ভিটকিলেমি

তিন আচ্ছ মনে কর বাবা, আমি এক রাত্রে ঘরে তেউড়ে বেউড়ে আছি, তিনপুরে তো কেউ নই হালিস, তে বা মামা বলিস, দয়া করে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে এলি, এটা সুকাজ না কুকাজ করলি?

সাধু তোমার কেন, একটা রাস্তার লোকেরও সৎকার করলে সেটা সুকাজ বলতে হবে

তিন সুকাজ তো, কিন্তু পরে প্রকাশ হ'ল যে, মুখ দিয়ে ছিটে দুই রক্ত উঠেছিল, সুতরাং শাস্ত্রমতে তারও একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এই তো বাবা সুকাজেও প্রায়-

শিক্ষ আছে; এটী আয়ুর্ব্বেদ ধর্ম্মলঙ্ঘনের জন্য, যাকে (Hygienic rule) হাইজিনিক্ রুল্ বল, তেমনি সমাজ-ধর্ম্ম লঙ্ঘনের জন্য, একটু সমাজের মান রক্ষা। বলি বাবা, তোমাদের ইংরিজি ক্লব টুবেব কল ভাঙ্গলে কি জরিমানাটা আসটা দাও না?

দুলাল। ওসব ঝুট্ ঝুট্—শাস্ত্র (Non-sense) ননসেন্স

তিন। কেন বাবা, গোবার মুখ থেকে ইংরিজি করে বেবধনি বুলে, এই তো বাবা সাহেবরা বলেছে আর অমনি উত্তর শিথরি শোযাব নিষেধট মানতে হচ্ছে যারা অনেক দিন বিলাতে ছিল, তাদেরই জিজ্ঞাসা করে বা'ব শুনতে পা'বে সাহেবদেরও শিক্ষে হাঁচি টিকটিকি আছে আর বাবা বুড়ো ঋষি-গুলো এত খামোকা লিখবে কেন, কাগজও সস্তা ছিল না, ছাপাখানাও ছিলনা, অর্দ্ধমূল্যে ঝুড়ি ঝুড়ি বইও বিক্রী হতো না, খবরের কাগজেও সমালোচনা হতো না, (Author) অথর্ বলে (Belvedere) বেল্ভেডিয়রে খানা খাবারও নিমন্ত্রণ হ'ত না, আর স্মৃতি প্রভৃতিতে তত কিছু বেশ রকম বিরহ, প্রেম, দীর্ঘনিশ্বাসের ছড়াছড়িও ছিল না, যে ঠাকুরণরা খাটে শুয়ে পড়তে পড়তে গ্রন্থকারকে নবীন নটবর ঠাওরাবেন; তবে তাদের এত মাথা ঘামাবার কি মাথাব্যথা পড়েছিল?

দুলাল। ও যাই বল, আমর বিলাত যাবই যাব

তিন। যা'বাবা যা' এখনি যা'কে মানা করছে বাপ, কিন্তু ঐ বাহচারিগুলো ছেড়ে দে মাথা খাস এই যে বাবা, বাণিজ্য বাণিজ্য রব তুলেছ, যারা যথার্থ বাণিজ্য করে—আমাদের হাটখোলার বেলেঘাটার মহাজনদের কথাই বল, আর মাড়োয়ারী টাড়োয়ারীদের কথাই বল, তারা যখন বিলাতে বাণিজ্য করতে যা'বার সময় হয়েছে বুঝবে, তখন মিটিংও কববে না, লেক্চারও ঝাড়বে না, ঠিক আপনাদের বন্দোবস্ত করবে, চলে যাবে; গোলও করবে না কাজও হাসিল হবে

মাখন। সে সব তারা ইংরাজী জানে না, সভা সমিতির মানেই বুঝেন, সভা করে লেক্চার টেক্চার না দিলে কি কোন কাজ জমে

তিন। ওঃ তাই কেন তেঙ্গে বল না; অত ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছ কেন? সাফ বল, তোমাদের একটা হুজুগ চাই আপাততঃ অন্য হুজুগ মন্দ পড়ে এসেছে, তাই এইটে নিয়ে খেপেছ; তা' হলে বাবা এত মিছে বকে মচ্ছিলেম কেন? তন্ন একটা কিছু নূতন না পেলে এ আগুন তো তোদের নিভবে না কর হুজুগ, কর হুজুগ, আমার মৌতাতের সময় হয়েছে, চল্লেম

[প্রস্থান।

মাখন। মাম একটা আস্ত পাগল।

সাধু। কিন্তু বড় (Impertinent) ইম্পার্টিনেণ্ট, মুখের উপর যা' তা' বলে।

দুলাল। কিন্তু লোকটা বড় সাদা, আর এ ছাড়া সকল কাজে চৌরস্, হাপে দাপে আছে

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেও। বাবুজী, পণ্ডিতজী দপ্তরখানায় বসে আছেন, বল্লেন বিদায়ের জন্য বামুনরা সব উপস্থিত হয়েছেন, আপনি একবার আসুন; আমি গাইটে দুধে দিয়ে যাই

দুলাল। হাঁ চল চল, এস মাখনবাবু, ব্যবস্থার কাগজ-টাগজগুলো বের করে দেবে এস।

মাখন। চলুন

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুলালবাবুর অন্তঃপুর।

(ন বৌ, নিস্তারিণী ও মেজ-বৌ)

ন-বৌ মাইরি মেজ ঠাকুরঝি। জাহাজের নাম শুনে ভাই আমার মাথা ঘুরছে, সেবারে ওঁর সঙ্গে সাঁতরাগাছির রাসে দেখতে গিয়েই আমার যে অসুখ হয়েছিল, এ সাত সমুদ্র তের নদীর পার হতে গেলে আমি তো আর বাঁচব না

নিস্তা ন-বোয়ের ন্যাকাপনা দেখে গা জ্বলে যায় ন দা' তোকে বলেনি যে আমরা হিঁদুর মত জাহাজে যাব, দেবতা বামুনের আশীর্ব্বাদে ঢেউ লাগবে না, জাহাজ দুলবে না রামায়ণে পড়িছিস্ তো "রামনামের মহিমাতে শীলা জলে ভেসে যায়,বান্দরে সঙ্গীত গায় " এতো একখানা জাহাজ বৈ নয়!

মেজ-বৌ আমি ভাই ঠাকুরঝি, দোলা দুলির ভয় কচ্ছিনে আমাদের পাড়ার মাঠে চড়ক হতো, বের আগে ঢের নাগরদোলায় চড়েছি, দোল খাওয়া আমার সওয়া আছে আমি ভাবছি, জাহাজের কল চালাবে তো সব সাহেবে, পাছে ছোঁয়া ছুঁই হয়,তা' হ'লে কি হবে। হাঁ মেজ ঠাকুরঝি, ঠাকুর জামাই তো সব যোগাড় করছে, ও র কিছু উপায় ঠাউরেছে ?

নিস্তা ওমা তা আর ঠাওরায়নি। একে তো তার নিজেরই অত নিষ্ঠে, তার ওপর তো আমার বদনামি আছে শুচিবাই; আমায় খুব জানে, আমায় বল্লে, কাপ্তেন সাহেবকে বলে জাহাজের খানিকটে জায়গা গোবর ছড়া দে টবে করা তুলসী গাছ দিয়ে ঘিরে রাখবে, সে গণ্ডীর ভেতর আর কেউ আসতে পারবে না ..

(গাহিতে গাহিতে কাঁসারিপিসীর প্রবেশ).

(গীত)

বিবি হতে চল্লি নাকি ধন্যি মেয়ে তোরা।
বারমহলে শুনে এল আমাদের ওরা
শুনে চমকে উঠে গাটা
তোদের বুকের বলি পাটা.
পেটে পেটে ছিল কি গো সবার এত পোরা।
শুনলে যাদের নাম, ওমা গায়ে আসে ঘাম,
ছি ছি রাম রাম রাম ,
সেই সাহেবের বগল ধরে করবি ফেরাঘোরা'

নিস্ত কি গো কাঁসারিপিসি অত গরম কেন, হয়েছে কি ?

কাঁ-পি হয়েছে কি, নেকি জানেন না নাবি ওমা কোথায় যাই, কারে বলি, এ যে ঘোর কলি। মেয়েরা সব একবারে ধিঙ্গি, হবেন ফিরিঙ্গি নাকি জাহাজ চড়ে, ঘাগরা পরে, মুরগী খেবে, চল্লে সব কালাপানি, ওমা এ সব দেখবার আগে আমার চোখে পড়েনি ছানি যেমন সব ভাতার হয়েছেন অলুক উল্লুক, যাগ নে চল্লেন মগের মুল্লুক

নিস্তা পিসী আমাদের পাগল, কোথায় কি একটা শুনে কিনা গোল আসল কথা জানা নেই, শুনিয়ে বোঝা নেই শুনলেন সাড়া তে নিলেন পাড়া

কাঁ পি নে নে থাক থাক থাক, অমনি অমনি ঢেকে রাখ কবিসনেকো বাকচাতুরী, এখনই ভাঙবো হাটে জারিজুরি।

মেজ বৌ পিসী, আমাদের কি নাইকো ধরম নাইকো সরম, না বুঝে না সুঝে কেন মিছে হচ্ছে গরম যত ন্যায়ভুট্ ভুট্ বিদ্যা-নিধি, বলে দেছে বেদের বিধি সাহেব হ'লে হিঁদুর মতে, স্বর্গে যায় সোণার রথে টোল খুলে সব পুঁথি পেড়ে,পুরাণ তন্ত্র নেড়ে চেড়ে, আসল বিচে দেছে ঝেড়ে। যেমন সত্যি কালের তির্থী ছিল বৃন্দাবন আর গয়া কাশী,

বিলেত এখন তিথী হ'ল অর্থ বোঝ পিসী। লণ্ডনেতে সস্তানেতে যদি গঙ্গা পায়, গোর ফুঁড়ে সব রাতারাতি গোলোকেতে যায় সকলে মরি হায় হায় হায়!

কাঁপি ওমা কি আশ্চর্য্যি কি আশ্চর্য্যি! তারা আবার ভসচাৰ্য্যি! হিন্দুর তিথী ম্লেচ্ছর বাড়ী! শাস্তরে বুঝি এই ব্যবস্থা, হতে পারে তোমার ডাক্তারের পয়সা সস্তা।

নিত্য হুঁ হুঁ পিসী, আমার দাদার নয়তো এমনি মান, হাত ধরা তাঁর হাতীবাগান। হামবাই হযে সব ছুটলো লোক, কাকেও কি গিলতে দিলে ঢোঁক যার যেমন পছি, তার তেমনি নৈবিদ্যি আর নিজে গেল নবদ্বীপ, গড় করলে টিপ্ টিপ্ ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা ঢাল্লে, বস্তা বস্তা ব্যবস্থা এনে বাড়ীতে এঁবো পোস্তা বসিয়ে ফেল্লে

(গাহিতে গাহিতে নাপতিনীর প্রবেশ)

(গীত)

টুকটুকে তোর পা দুখানি
আল্তা পরাই আয়
চটক দেখে অবাক হবে
সে লো থাকবে চেয়ে ঠায়
আগে চাই যতন পায়ে,
সোনা তখন পরবি গায়ে,
পাখানি ধরলে মনে
(তবে লো) মুখের পানে চায়।
সোনেলা আঙুলগুলি, অকুলো টাপার কলি,
তুলি করে আল্তা দিলে বাহার খুলে যায়;
ঘুরে ফিরে মনোচোরা লুটিয়ে পড়ে পায়।

ন-বৌ। ইস্! আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, নাপতে বোয়ের দেখা পেলুম এখন বড়লোক হয়েছিস, আমাদের তো মনে পড়ে না।

নাপ —

কত জান ছলা, দুখিনী অবলা,
নানা কথা বল তাই
আছি চিরদাসী, চরণ পিয়াসী,
বড় কিসে হনু তাই?
দুখের পশরা, সদা শিরে ধরা,
দোষে বোষে হই সারা।
দীনভাবে দিন, যায় দিন দিন,
জানিনি বছর ধারা
আল্তা পরাতে, ফিরিতে পাড়াতে,
সারা বেলা যায় চলে
না জ্বলিতে বাতী, ঘরে আসে পতি,
অলসেতে পড়ি ঢলে

ন-বৌ —

বেশ, বেশ, বেশ, ছেড়ে যাই দেশ,
অ র তে রব না পুরে
চরণ বন্ধন, হল নিরঞ্জন,
বালাই চলিল দূরে

নাপ

বালাই বালাই, শত্রুমুখে ছাই,
থাক ঘর আলো করে
অপরাধি হই, তোমা সবা বই,
তবে ক্ষমা কেবা করে
সিঁথের সিঁদুর, হবে নাকো দূর,
পতি যে অমর রবে
বাড়িবে সোহাগ, নব অনুরাগ,
দাসী খুসী হবে তবে

কাঁ-পি ওলো খুসখুসনি, ঝামা ঘষুনি, তুই তো হবি খুসী, এদিকে ধনীর যে সব ঘোড়ায় না বসে, ঘোড়ায় লাগাম কসে, চালাবে বিলিতি ঘুষি কাং কি ছিল না কাণে, না গিয়েছিলি কোন্খানে? শুনিসনি কি সব, পাড়ায় পড়েছে রব চমক্ লেগেছে পীলেতে, চল্লো সব বিলেতে। ঘোঁট বসেছে মোড়ে মোড়ে, যাবেন

সব জোড়ে জোড়ে ভাতাবগুলো বুদ্ধির ঢিবি, মেগেদের করবেন বিবি; তখন কি আর জুতোর ওপর আলতা ঘষে দিবি? এই শোন নাপতিনি। আমি বলে রাখলেম আজ, বাবুনীরা বিবি হবে ফুকবে তোদের কাজ।

নাপ —

আই আই মরি লাজে
কাণে কাণে যে কেমন বাজে,
এ কথ টা সত্যি নাকি দিদি?
বল মোরে মাথা খাও, কুল নাকি ছেড়ে যাও
সাধিবে কি বাদ তবে বিধি?
অকুল সাগর পার, কুলমান থাকা ভার,
কুলনারী সেথা কি গো যায়?
ধরম সরম ভুলে, মুখের ঘোমটা খুলে,
নারী সেথা মাংস মদ খায়।
মরি যেও না যেও না, ছি ছি ধরম খেও ন
ধরে বাখ ঘরে নিজ পতি
পুরুষ পাগল জাতি, নারী ধরমের সাথী,
পতিরে সুমতি দাও সতী
তাপিত নাপিত মেয়ে মুখ তুলে দেখ চেয়ে,
আয়ে তাব দিওনাকো ছাই
নরম নরম পায়, ফোস্কা পাছে পড়ে যায়,
জুতে তাথ পেরন কে ভাই।

কাঁ পি হ্যাঁলো ও পরামাণিকের বৌ, তোর মুখে দেখছি খুব যৌ যেন দাশুরায়ের চেলা, ছড়া বল্লি মেলা এদিকে বিবিরে যে জাহাজের জন্যে, হয়েছেন সব হন্যে। মুখে আর ভাত রোচে না, শাড়ীতে আবক্ষ ঘোচে না। আর কি মাথায় দেবেন ঘোমটা, সাহেবের বগল ধরে নাচবেন বিবিয়ানা থ্যামটা। টেবিলে বসে খাবেন খানা, বাগানে করবেন আনাগোনা বাপ্ বাপ্ বাপ্! মেয়েমানুষের এত দাপ, ছুঁলে পাপ, ছুঁলে পাপ। নে নে ছুঁড়ীরা যাবি যখন মানা তো মানবিনে, ভাল কথা তো শুনবিনে। সেই তো খোয়াবি ধর্ম্ম, করিস আমার একটা কর্ম্ম আসবার সময় আমার জন্যে—ঐ যে কি মনে পড়ে না বালাই—হ্যাঁ হ্যাঁ আনিস বাক্স কতক দেশালাই

নিস্তা নাপ্‌তে বৌ শোন, শোন কাঁসারিপিসী, আমার ভায়ের তেমন নয়, যাবে বিলেতে, কিন্তু থাকবে আসল দিশী ওগো কত ধন্মে মন কত ধন্মে মন যেন সব সাক্ষাৎ সনাতন থাকবে সব পুরো হিন্দু, জাত যাবে না এক বিন্দু কেমন মেজবৌ! আমি যা বলছি সত্যি কিনা ভাই?

মে-বৌ তা আবার জিজ্ঞাস্ করছো ভাই যা বল্লে তা ঠিক ঠিক ঠিক আমি চেয়েছিলেম লেকৃলেশ, বলে না না ধর্ম্ম যাবে পরতে হবে চিক্, ধর্ম্মের বেলা এঁদের জ্ঞান থাকে ন দিক্‌বিদিক্।

কাঁ পি আচ্ছ তোদের কাছে তোদের ধর্ম, কিন্তু জাহাজে চড়া কি মেয়েমানুষের কথা? জাহাজ হেলবে দুলবে টলবে, বাব গায়ে কে ঢলবে, লোকে শুনলে কি বলবে, কে কত কথা তুলবে ত কি প্রাণে সয়, গোল উঠবে রাজ্যিময়

নাপ ছি ছি লাজের কথা, তাকি হয়, তাকি হয়

বৌদিদ আমাদেরও ঐটুকু ভয়, ঐটুকু ভয়

কুলনারীগণ — (গীত)

কেমন কেমন মরি করবে গা।
কেমনে লো কুলনারী দেব জাহাজে পা।
নাগর সাগরে যায়, সবে সাথে নিতে চায়,
সব থাকে যার যাক সে ভেসে,
আমরা যাব না।
তরী ম্যাকি ভারি দোলে,
কার গায়ে কে পড়ে ঢলে,

লাজে যে যাব মরে,
আমার সবে না লো ও —
অবাক হয়েছি শুনে, সই সবে না বা।
[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দুলালবাবুর সদর বাটীর প্রাঙ্গণ
(ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ)

প্র, ভ ও সার্ব্বভৌম। এবারে আবার কি বন্দোবস্ত? চিরকাল তো আসি আর বিদায় লয়ে যাই, এ থাম্‌ক থাম্‌কা অপেক্ষা করিয়ে রাখলে কেন?

সার্ব্ব বড়লোকের বাড়ী ঠিকানা কি, বোধ হয় বিদায়ের পূর্ব্বে কিছু ফলাহারের আয়োজন আছে।

দ্বি, ভ তোমার মুণ্ড আহারের আয়োজন আছে, সার্ব্বভৌম কি বাতুল হলেন কি? বৃথা কতকগুলো প্রলাপ বকছো এখন সব নব্যবাবুরা কর্ত্তা, ফলাহার দূরে থাক, বিদায়ের পরিবর্ত্তে প্রহার না দিলেই রক্ষা

প্র, ভ প্রহর, সে কি। ব্রাহ্মণ সন্তানকে বাটীর মধ্যে প্রহার, এমনটা হতে পারে না। অবশ্যই পূজার বিদায় পাব, আমার প্রপিতামহ থেকে এদের খাতায় নাম লেখান রয়েছে

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেও। আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, আর আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা সব কোথায়?

সার্ব্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের অভাব নাই, তবে দেওয়ানজী মহাশয়ের উপস্থিতি অভাবেই সকলে মহা ভাবিত হয়ে, কেহ কেহ দ্বারদেশে, কেহ কেহ প্রাঙ্গনে, এইরূপ নানা স্থানে অবস্থান কচ্ছেন এক্ষণে আপনার উদয় হ'ল, আমাদের যথাযোগ্য বিদায় পেলেই আপনাকে ও বাবুজীকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে যাই

দেও এবার আর শুধু আমার একলার হাত নয়, বাবু আসছেন, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সকলকে বিদায় করবেন

সকলে কারণ—কারণ?

দেও কারণ অবশ্যই আছে কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম

সার্ব্ব উত্তম উত্তম, যজ্ঞেশ্বর যখন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করবেন, তখন অবশ্যই কোন বিশেষরূপ বিদায়ের বন্দোবস্ত আছে, এ পক্ষে সন্দেহ এর নাস্তি

(দুলালচাঁদ ও পণ্ডিতজীর প্রবেশ)

পণ্ডিত (See so ny Bra n al Brahmin mor h open stand I ave) সি সি সাই বাবু, অল্ বামিন মাউৎ ওপন, ষ্ট্যাণ্ড হাভ, সব বামুন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে

দুলাল পণ্ডিতজী, এখন যা বলতে হয় এঁদের বলুন

পণ্ডিত (you tel, that good show) ইউ টেল, দ্যাট গুড্ শো, তুমি বল্লেই ভাল দেখাবে (I as no hing know) আই ঝ্যাজ্ নাথিং নো, আমি যেন কিছু জানিনে

সকলে। জয় হোক, বাবুজীকে আশীর্ব্বাদ করি যেন অজর অমর হন

প্র, ভ আহা দেখ একবার বাবুজীর কিরূপ

চ, ভ মরি মরি, যেন কর্ত্তার ছাঁচে ঢেলে গড়েছে

দ্বি, ভ। কি গজেন্দ্র বিনিন্দিত নশ্বর গঠন

সার্ব্ব দেওয়ানজীর শ্রীমুখাৎ শ্রুত হলেম যে, এবার বাবুজী স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে আমাদের সম্মান রক্ষা করবেন ভালই হয়েছে, উত্তমই হয়েছে, আপনার পিতৃ-পিতামহেরা অতি সুবন্দোবস্তই করে গেছেন, আপনা হ'তে তা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত আমরা প্রত্যাশা করি

দুলাল। বাবাদের আমলে যা ছিল তা ছিল,আমি এখন সে সব রাখছিনে, (Will) উইলে কতকগুলো বার্ষিক দেবার কথা আছে, দিতেই হবে, কিন্তু তোমাদের আমার একটী কাজ আগে করতে হবে

সার্ব্ব শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ একোদ্দিষ্ট আপনার যা করতে বলেন, আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি কি বল তর্কবাচস্পতি ?

দ্বি, ভ নিজ হস্তে খোলা কেটে।

দুলাল তা নয়,তা নয়, সকলকে এক একটা সই করতে হবে

সার্ব্ব এ আর কি,এ আর কি শুধু সই বই তো নয়, প্রয়োজন হয়, অনুমতি হ'লে আপনাকে জলসই পর্য্যন্ত করতে অসম্মত নহি

দুলাল। না না, আমাদের সমুদ্রযাত্রা কর্‌তে হবে, তার একটা ব্যবস্থা চাই

সার্ব্ব এতো পড়েই রয়েছে, এর আর ব্যবস্থা কি ? যখন তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধওয়ালাদের অন্তিমকালে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা আছে, তখন দানসাগর শ্রাদ্ধওয়ালাদের চরমকালে যে সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা হবে তার আর সন্দেহ কি ?

দুলাল তা নয়, তা নয়, সমুদ্র গমনের ব্যবস্থা

সার্ব্ব লন লন, যার ব্যবস্থা প্রয়োজন, লন, আর ব্যবস্থার রাজা ঐ তো স্বয়ং পণ্ডিতজী উপস্থিত রয়েছেন

পণ্ডিত সবাইকে বলুন- (Who who sign arrangement lette) হু হু সাইন য়্যারেঞ্জমেন্ট লেটার, যে যে ব্যবস্থাপত্রে সই করবে' (he he get farewell) হি হি গেট্ ফেয়ারওয়েল্, সেই সেই বিদায় পাবে

দুলাল পণ্ডিতজী কি বলছেন, সবাই শুনছো, ব্যবস্থাপত্রে সই করতে হবে, বিলাত যাবার ব্যবস্থাপত্র

সার্ব্ব আনেন, কি ব্যবস্থাপত্র সই করে দিচ্ছি, বিলাতে পাঠিয়ে দিন সেখানে ডাক যায় তো ?

পণ্ডিত (Eye finger give, shut up tell) আই ফিঙ্গার গিভ্, সট্ অপ্ টেল্, চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলুন, নইলে এরা বুঝতে পারবে না

দুলাল কথাটা হচ্চে কি, আমরা হিন্দু মতে বিলাত যাব, তোমাদের ব্যবস্থা দিতে হবে, তাতে কোন দোষ নাই

সার্ব্ব কঠিন সমস্যা—কঠিন সমস্যা। কৈ আমি গঙ্গা-স্তবের ভিতর তার তো কোন উল্লেখ দেখি না

তৃ ভ। মনসাপূজার মন্ত্রেও তো কৈ বিলাত এমন কোন কথাই নাই।

দ্বি, ভ কি মনসাপূজা, গঙ্গাস্তব বল্‌ছো, সমস্ত ব্রতমালা আমার কণ্ঠাগ্রে, তার মধ্যে তো বিলাত শব্দই প্রয়োগ নাই

পণ্ডিত (Tell) টেল্ বেদে (have) হ্যাভ মনুতে (have) হ্যাভ্।

দুলাল। বেদে আছে, মনুতে আছে, মনুকে চেন তো ? একজন ভারি খোট্টা পণ্ডিত ছিল।

সার্ব্ব সে খোট্টা ফোট্টার কথা আমরা শ্রবণ করতে চাই না, কি রকম বিলাত

যাত্রে কি ব্যবস্থা, আমাদের সব ভেঙ্গেচুরে বলুন।

পণ্ডিত (Yes break break and tel) ইযেস্ ব্রেক ব্রেক এণ্ড টেল্ ভেঙ্গে চুরেই বল

দুলাল বলি বেদ কটা ছিল তাতো জান?

সার্ব্ব স্থিরোভব, স্থিরোভব একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চেরে বেদ, হাঁ৷ চারটী বেদ ছিল

দুলাল সেই বেদে আর মন্ত্রে আর—আর—আর –

পণ্ডিত শ্রুতিতে

দুলাল হ্যা হ্যা, স্মৃতিতে লেখা আছে যে, বিলাত যাওয়ায় কোন পাপ নাই বেদ-ব্যাস, কালিদাস, ভীষ্মদ্রোণ, ভীমার্জ্জুন, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, ধৃতরাষ্ট্র এরা সবাই বিলাতে গিয়াছিলেন।

সার্ব্ব। বিলাত তো সাগর পারে, তা হনুমান তো সেইখানে গমন করেছিলেন, ত বাবুজী কি সেই পথ অবলম্বন করবেন মনস্থ করেছেন?

সকলে সাধু। সাধু।

দুলাল। হাঁ৷, কিন্তু আমরা জাহাজ চোড়ে যাব, বিলাতের আসল নাম হচ্চে লণ্ডন, তাতো জান?

সার্ব্ব সম্ভব—সম্ভব, ভাল ভাল হাত লণ্ঠন তো সব সেইখান থেকেই আমদানী হয়?

দুলাল পণ্ডিতজী সেই কথাটা আপনি বলুন, আমার ভাল মনে আসছে না

পণ্ডিত Very good, Very good, I tell, I tell) ভেরি গুড্ ভেরি গুড্ আই টেল,আই টেল। কি জান সার্ব্বভৌম। সেবারে এসিয়াটীক্ সুস্যাইটীর মিটিংএ বিলাতের বড় বড় সাহেব ভট্টাচার্য্যেরা প্রতিপন্ন করেছেন যে ঐ লণ্ডন,যাকে তোমরা বিলাত বল, সেইখানেই বাল্মীকি মুনির তপোবন ছিল, সীতাকে রামচন্দ্র সেইখানেই বনবাস দিয়েছিলেন

সকলে। কিরূপ? কিরূপ?

পণ্ডিত ঐ লণ্ডন হচ্ছে (Thames) টেমস্ নদীর তীরে, আর বাল্মীকির তপো-বন তো জানই, তমসা নদীর তীরে ছিল, তখনকার তমসাকে এখন Thames টেম্‌স্ বলে

সার্ব্ব সম্ভব, সম্ভব। কিষ্কিন্ধ্যা যে ঐখানটা বরাবর—তার আর সন্দেহ এব নাস্তি

পণ্ডিত। আমাদের বাবুজী সেই বিলাত যাবেন, তোমাদের সেই ব্যবস্থাপত্রে সই দিতে হবে, যে বিলাত যাওয় শাস্ত্রসম্মত

সকলে। কি বল সার্ব্বভৌম? কি বল তর্কচঞ্চু?

পণ্ডিত (Tell sign no give, fare-well no get) টেল্, সাইন্ নো গিভ্, ফেয়ারওয়েল্ নো গেট্, সই না দিলে বিদায় পাবে না (Annual stop) অ্যানুএল ষ্টপ্ বার্ষিক বন্ধ

দুলাল। ও গুজ্-গুজ্ কচ্চো কি সব? আমার কাছে সাফ্ কথা সইটা দাও বার্ষিক নাও, বিদায় নাও, না হয় আমার বাড়ী এই পর্য্যন্ত।

সার্ব্ব ও তর্কচঞ্চু, বিদায় যে একেবারে বন্ধ কথা বলছে?

তর্ক, ভ তাই তো।

সার্ব্ব এ বিষয়ে গুরুদেব কি লিখেছেন, বাসায় গিয়ে একবার পুঁথিখানা দেখার আবশ্যক করে না? আর বার্ষিক তো আমাদের বহুকাল হতে প্রাপ্যর মধ্যে

হয়ে গেছে, এ ব্যবস্থার জন্য অন্ন দক্ষিণার কিরূপ বন্দোবস্ত হয়েছে?

পণ্ডিত (That my burden tell a give) দ্যাট্ মাই বর্ডেন্ টেল্ এ গিভ্ সেটা আমার ভার—বলে দিন

তুলাল সে পণ্ডিতজীর কাছে একেবারে ধরে দেওয়া হয়েছে, ইনি যাকে যা ভাল বুঝবেন তাই দেবেন; এখন সই করবে কি না বল? আমার আর মিছে বক্‌বার সময় নাই

তু, ভ ও সার্ব্বভৌম। আর কচকচিতে কাজ নাই, যে বাবার উচ্ছন্ন যাবে আমাদের কি, একে তো আমাদের মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অন্ন মারা যেতে বসেছে যা কিছু পাওনাগণ্ডা হয়, ছাড় কেন, দাও এক একটা আঁচড়ে; আর শাস্ত্রেও তো আছে, "যস্মিন্ দেশে যদাচার" দেশ বুঝে আচার করবে কৈ নিয়ে আসুন বাবু, কোথায় আপনার পত্র, আমরা সকলে সই করতে প্রস্তুত, কেমন গো সকলে—

সকলে। হ্যাঁ—না হ্যাঁ,—না, তা অবিশ্যি তা—তা—হ্যাঁ, ন।

সার্ব্ব নাও তর্কচঞ্চু, তুমিই আগে

তু, ভ। আরে কও কি সার্ব্বভৌম? তুমি থাকতে,—তুমি থাক্‌তে, না হয় বিদ্যে ফুটফুটই কর না

চ, ভ আরে বল ঐ ন্যায় কচ্‌কচিকে।

সার্ব্ব রেখে দাও তোমাদের গণ্ডগোল; এস, কোথা পত্র কৈ?

তুলাল দেওয়ানজী।

দেও। আজ্ঞা সেই ছাপান কাগজ তে? আমার হাতেই আছে, আসুন ঠাকুররা দস্তখৎ করুন।

পণ্ডিত। (One One) ওয়ান ওয়ান, একে একে (round goods do not) রাউণ্ড্ গুড্‌স্ ডু নট্, গোলমাল করবে না

(সকলে সই করণান্তে বার্ষিক গ্রহণ)

(তর্কনিধির প্রবেশ)

তর্ক বার্ষিক না কি জানি সব খাটা হইল? রও, দেওয়ানের পোলা রও, খাতার বন্দ করিও না, এহনও অধ্যাপক বিস্তর থাকি আছে দ্যাহ দ্যাহ, আমার নাম দ্যাহ, হলধর তর্কনিধি, নিবাস সুবর্ণগ্রাম, জিলা বিক্রমপুর, বার্ষিক দুই মুদ্রা

পণ্ডিত। আরে এস এস তর্কনিধি। এত বিলম্ব যে? বার্ষিক যে সব দেওয়া সাঙ্গ হ'য়ে গেল, (This East Bengal Brahmin, name Plough Catch, Discussion Jewel, very much opposite) দিস্ ইষ্ট বেঙ্গল বামিন্, নেম্ প্লউ ক্যাচ্, ডিস্কসন্ জুয়েল, ভেরি মাচ অপোজিট্, বড় বিপক্ষ, (His sign at he must take) হিজ্ সাইন্ এট হি মাষ্ট টেক্ বি, ওঁর সই নিতেই হবে

তুলাল এস ঠাকুর, ঐ দেওয়ানজীর কাছে একখানা কাগজ আছে, ঐটা সই করে বার্ষিক নিয়ে যাও

দেও। এই যে—এই যে।

তর্ক কিসের কাগজ? স্বাক্ষর কিসের? এতো কোন বৎসর করি না

তুলাল। একটা শাদা কাগজে সই—একটা সাদা কাগজে সই

তর্ক। শাদা কাগজে স্বাক্ষর কিরূপ? আমি অধ্যাপক বটি, নিবাস খান বিক্রমপুর জেলার অতি সান্নিধ্যে, উকীল রোহিণীকান্ত বাগ আমাগোরি গ্রামে, আইন কানুনের খবরও রেখে থাকি, শাদা কাগজে স্বাক্ষর অত্যন্ত বে-আইনী, কি লেখা আছে দেখি

পণ্ডিত (Paper show, paper

show, he not see leave) পেপার শো, পেপার শো হি নট সি লিভ, না দেখে ছাড়বে না।

দুলাল নাও দেওয়ানজী, ছাপার কাগজটাই দেখাও, না সই করলে তো বিদায় পাবেন না।

দেও এই দেখুন, এই ছাপা।

তর্ক হঃ কি ল্যাকছেন; হিন্দু-হিন্দু হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা—কাবং? গঙ্গাতীরে আর কি সৎকার অইতে দিবে না কোম্পানি নাকি? শব ছাহ কি সমুদ্র যাত্রা করাইতে হইবে নাকি?

পণ্ডিত আরে না হে তর্কনিধি! এ শব দেহের যাত্রার কথা হচ্ছে না, এ হিন্দু-সন্তানগণের সুস্থ শরীরে সমুদ্র যাবার ব্যবস্থা।

তর্ক সুস্থ শরীরে গঙ্গাযাত্রারই আবশ্যক হয় না, তা সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজন?

পণ্ডিত হাঃ হাঃ হাঃ, (Leg round, leg round) লেগ রাউণ্ড, লেগ রাউণ্ড, পাগল পাগল। তা নয় তর্কনিধি! কথাটা হচ্ছে কি তোমায় স্পষ্ট বলি, শাস্ত্রসাগর মন্থন করে স্থির করা গিয়েছে যে, পোতারোহণে হিন্দুমতে সমুদ্র পথ দিয়া বিলাতাদি ম্লেচ্ছ-দেশ গমনে দোষ এব নাস্তি।

তর্ক কেডা কইছে—এমন শাস্ত্র? কোন্ পুঁথিতে এরূপ বেল্লিক তন্ত্রের ব্যবস্থা আছে?

দুলাল বেদে আছে, বেদে আছে?

তর্ক আরে রন বাবু, আপনি শূদ্র

দুলাল। কায়স্থ—কায়স্থ, ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়

তর্ক বেদে আপনার অধিকার কি? বেদের কি জানেন আপনি? মা কোমলা ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন ভোগ করেন, আর পাঁচজন ব্রাহ্মণ সজ্জনকে প্রতিপালন করেন; বেদ-শাস্ত্রাদির কথায় অনধিকার প্রবেশ করবেন না।

পণ্ডিত (Babu stop, Babu stop I make him addition) বাবু ষ্টপ, বাবু ষ্টপ, আই মেক হিম্ এডিসন, আমি ওকে ঠিক করছি তর্কনিধি! শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রার কোনরূপ নিষেধ নাই, বরং স্মৃতি শ্রুতি আদিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

তর্ক আরে রাখেন আপনার স্মৃতি আর শ্রুতি কলিযুগের কথা কন আমাগোর ঘরে আমার প্রপিতামহের অস্ত লিখিত এমন সব পুঁথি আছে, যাহ কুত্রাপি পাইবার নয়, ইসে নামডাই হরং হইছে না, কি এক পুঁথিতে আমি দেখ্‌ছি, স্পষ্ট উক্ত আছে—

'গোমাংস্ ভক্ষণং যজ্ঞে হয়মেধ তথৈবচ,
সমুদ্র যাত্রা চণ্ডাল সংস্পৃষ্টান্ন ভোজনম্,
কলৌ সর্ব্বং নিষিদ্ধং স্যা - মহেশানি নগংসয়,
কুম্ভীপাকে তু তৎকর্ত্তা নিবেসেৎ ক্রিমিসঙ্কুলে।'

ইত্যর্থে—গো মাংস ভক্ষণ, হয়মেধ কিনা অশ্বমেধ যজ্ঞ, সমুদ্র যাত্রা চণ্ডালের অন্ন ভোজন, কলিযুগে এ সমস্ত নিষিদ্ধ ইতি পার্ব্বতী প্রতি মহেশোবাচ, যে লঙ্ঘন করে তার কুম্ভীপাক নরকে ক্রিমিমধ্যে বাস, ইথে সংশয় নাস্তি।

দুলাল দেখ ঠাকুর, তোমার ও বাঙ্গালে শাস্তর আমি শুনতে চাইনি, সই করবে কিনা বল, সই করতে বিদায় পাবে, নয় তো পাবে না, আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

তর্ক। কি! অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিমু তবে বিদায় পাইমু?

দুলাল। বড় বড় পণ্ডিতেরা সব সই করে গেল, আর উনি এলেন কোথা ধাপ-ধাড়া গোবিন্দপুর থেকে নূতন শাস্ত্র বের করতে, গামলা চড়ে বুড়িগঙ্গা পার হবার

শাস্ত্র আছে, আর জাহাজে চড়ে সমুদ্র পার হবার শাস্ত্র নাই

তর্ক চারী চেপে বুবিগঙ্গাষ পাব হওন, বুবিগঙ্গাব জল তে লবণাক্তও নয় আর কৃষ্ণবর্ণও নয়; আর পণ্ডিতজী আপ নারে না প্রশ্ন করি, কোন্ কোন্ পণ্ডিত এইরূপ অশাস্ত্রীয ব্যবস্থা দিছে? তাদের শাস্ত্রে কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞান নাই

"অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রানি ব্যবতিষ্ঠন্তি যে নরা,
রৌরবে নরকে তে তু বসেয়ুঃ যুগসপ্তকম্ "

ধর্ম্মশাস্ত্র না জেনে ব্যবস্থা যে প্রদান করে, সপ্তযুগ তার রৌরব-নরকে বাস হয

সার্ব্ব বলি ওহে তর্কনিধি. তুমিই ব্যবস্থা দিতে পার আর আমরা জানি না, শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে—

"আস্তিকস্য মুনের্মাতা বাসুকী ভগিনস্তথা
জরৎকারু মুনেঃপত্নী মনসাদেবী নমোস্তুতে "

সকলে গরুড়- গরুড় গরুড়!

তর্ক আরে তুমি বরই অর্ব্বাচীন

সার্ব্ব আমরা অর্ব্ব চীন আর তুমিই বাচীন

দুলাল না, বড় বড় পণ্ডিতরা ধর্ম্মশাস্ত্র জানেন না, আর উনিই জানেন

তর্ক শাস্ত্র জ্ঞান থাকতে মিথ্যা ব্যবস্থা দিইছে, তার তো আর পরিত্রাণ নাই, শাস্ত্র-কার কইছেন—

"জ্ঞাত্বাপি যে বদেন্মিথ্যা তস্য মৃত্যু যৎ কৃতং।
সপ্তজন্ম ভবেত্তেন, বিষ্ঠাকীটো ন সংশয়ঃ "

সে-মহাপাতকী সাতজন্ম বিষ্ঠাকীট হয়ে বাস করবে

দুলাল হাঁ, তারা বিষ্ঠাকীট হবে, আর তুমি ক্ষীরের হাঁড়ীর মাছি হবে; এখন কাগজে সই করে বিদায় নেবে, না অমনি অমনি পথ দেখবে?

তর্ক। এ অশাস্ত্রীয় স্বাক্ষর না করলে বিদায় পাইমু না?

দুলাল না।

তর্ক পাচ্ছাব করি তোমার স্বাক্ষরে, আর প্যাচ্ছাব করি তোমার বিদায়ে, এ হেজিপেজি অধ্যাপক পাও নাই; আমার বারী পূর্ব্ববঙ্গ, অত অর্থোলোভ রাহি না, লাঙ্গল তো আছে, শাস্ত্র লোপ হয, দ্যাশে চাষ করে খাইমু, অর্থলোভ দেহাযে অশাস্ত্রীয ব্যবস্থা লও, উৎসন্ন যাও, উৎসন্ন যাও, নরকের কীট অইযে রও

দুলাল দরওয়ান! দরওয়ান! এই বামুনকো নিকাল দেও

পণ্ডিত (Cold be cold be) কোল্ড বি, কোল্ড বি, ঠাণ্ডা হোন্, ঠাণ্ডা হোন্

তর্ক কেরে পাপিষ্ঠ দরযান ঐছে, মেরুযাবাদি ঠেকাইযে ব্রাহ্মণেরে অপমান করবা, ত্রিবাঞ যাব না, ত্রিবাঞ যাব না

(অর্জ্জুন ঠাকুরের প্রবেশ)

অর্জ্জুন কড় হইছন্তি? কড় হইছন্তি? দঙ্গা হইছি কাঁই? বঙ্গাড়ী পণ্ডিত ঠাকুড় ক্রোধং নকুড়, ক্রোধং নকুড়; ব্রাহ্মণকুড় জন্মগেহণং অভিমান দানম্ নৈব কর্ত্তব্যং ইয়া পণ্ডিতজী স্বয়ং উপস্থিত, বিদাযং দীয়-তাম্, বিদায়ং দীয়তাম্

তর্ক হঃ উনে মেরা পণ্ডিত আইছে, ইহারে স্বাক্ষর করাইয়ে ব্যবস্থা লয়ে লও

অর্জ্জুন কিং স্বাক্ষড়? কিং স্বাক্ষড়? গুটা টঙ্কা বিদায বর্ষিক অছি, মিলিব, আশীর্ব্বাদ কড়িকিড়ি চলি জিব

তর্ক। আরে ও শুনছো কি কটকের পোলা, বাবুর পোলা বাবু বিলাত যাইবন, সমুদ্র পার হইবন, ম্লেচ্ছ সহবাস করবন, তোমার উৎকল শাস্ত্রে আছে নাকি? ব্যবস্থা দিবে? লওযত উরে নেয়ার ব্যবস্থা লইয়ে

উৎসন্ন পথে যাও, নিপাত যাও,নিপাত য ও প্যাচ্ছাব কৰি তোর বাবীতে, প্যাচ্ছাব কবি তোব মুয়ে; প্যাচ্ছাব কবি তোব ট হাব, যা কোমল মস্তকে বহেন

[প্রস্থান

দুলাল বাঙ্গাল বামুন ভাবী পাজী, কি বলেন পণ্ডিতজী,ওব পৈতে উলিযে যা কতক দেব নাকি ? ত তো হিন্দুমতে পাবা যায

ভট্টা হঁ হাঁ, শাস্ত্রসঙ্গত শাস্ত্রসঙ্গত

পণ্ডিত (Kee n Kee) কিপ্ কিপ্, থাক্ থাক্, 'নীচ যদি উচ্চ ভাযে, সুবুদ্ধি উড়ায হাসে ' (Low if high foa , intelligent fy goose) লো ইফ্ হাই ফ্লোট্ ইণ্টেলিজেণ্ট ফ্লাই গুজ্, ও অর্জ্জুন ঠাকুব। সমুদ্রযাত্রাব ব্যবস্থা দিতে হচ্ছে ?

অর্জ্জন আপনমাণ্ড কড় কইছন্তি ? সমুদ্র প ড হইকিড়ি কৌঠি জিব ? পুরুষো ত্তম—যাউ, যাউ, দোষ নাস্তি

"পুরুষোত্তম সন্দর্শে ক্ষেত্রে চৈব উমাপতে সমুদ্রযাত্রা চাণ্ডালস্পৃষ্টান্নস্যাপি ভোজনম্ সুপ্রশস্তং সদা প্রোক্তং নৈব নিন্দ্যাং তথা বুধৈঃ জাতং পাপং ততো যস্মাৎ ীযতে বিষ্ণু-দর্শনাৎ "

ইতি শাস্ত্রবচনং-- টীকাকাব অর্থ কড়িছন্তি, সমুদ্রযাত্রা কুড়ু, চণ্ডাল অন্ন ভোজনং কুড়ু, পরন্তু জগড়ন্নাথ বিদ্যমান পুরুষোত্তম ঠাকুড় দড়শন যেঠি করহুন্তি, সেঠি পাপ ন বর্ত্ততে, জগড়ন্নাথ যে ঠায়েড, সে ঠাযেড় সক্কল জাতেড় অন্ন খাও, আর জাহাজ চড়ি-কিতি সমুদ্রে যাও

সার্ব্ব হাঁ হাঁ, এ তো ঠিক হযেছে শাস্ত্রে তো স্পষ্টই ব্যবস্থা রয়েছে—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা যৎ পলায়ন্তি স জীবতি "

ভট্টা। সচী—পতী।

দ্বি, ভ তার আব মাষ নাই

পণ্ডিত (Goo. Leen, good been) গুড্ বিন্. গুড্ বিন, তার হয়েছে ভাল হযেছে

দুলাল কি বকম ? কি বকম ?

পণ্ডিত (A terwar's tell, Afterwards tel) আফ্টাব ওযার্ডস্ টেল্, আফ্টার ওযার্ডস্ টেল্. পরে বল্‌বো অর্জ্জুনঠাকুব, ঐ ব্যবস্থাটা লিখে তোমাব নামটা দস্তখৎ কবে দাও দেওয়ানজী, অর্জ্জুনঠাকুবেব বিদায দাও ওঁব এক টাকা কবে লেখা আছে বুঝি , দুটো টাকা দ ও, দুটো টাকা দাও

দাও এই যে এই যে

অর্জ্জুন। রজা হও বাবুজী, রজা হও, পুরুষোত্তম মঙ্গল কড়ুন

পণ্ডিত (Hoa Dulal Babu, business compromise be) হিযাব দুলাল বাবু বিজ্‌নেস্ -কম্প্রোমাইস্ বি, কাজ রফা হযেছে , আমার এত দিন এট মনে হযনি, হিন্দুব দেবতা জগন্নাথ তো সমুদ্রের ধাবেই রযেছেন, আর শ্রীক্ষেত্রে অন্নদোষও নাই যদি কোন ফিকিবে জগন্নাথকে নিযে বিলাত যাওযা যায, তা হলে আর কারুব কোন কথাটা কবার যো থাকবে না, যেখানে জগন্নাথ সেইখানেই শ্রীক্ষেত্র

দুলাল বাহবা বাহবা। এ বেড়ে কথা; সময-মাফিক ঠিক লেগে যাবে ; রসুন, এব একটা কমিটি করছি, তাতে এ (Resolution) রেজোলিউসন পাশ করে দিব যে; হিন্দুধর্ম্ম প্রচাব কববার জন্য জগন্নাথকে নিযে আমবা বিলাত যাব আর আর ঠাকুরের নানান্ নিষ্ঠে, নানান ভিন্নকুটী, জগন্নাথ সমুদ্রের ধাবেই আছেন, যার তার ভাত খাচ্ছেন, তাঁর কখনও বিলাত গেলে জাত যাবে না। আজই একটা (Branch) ব্রাঞ্চ

সভার আয়োজন করা যাক আসুন, তার নাম রাখা যাবে —"হিন্দু ধর্ম্ম মহা-বিস্তারিণী গণ্ড গোল"

পণ্ডিত বেড়ে হয়েছে, বেড়ে হয়েছে, কেল্লা মার দিয়া কেল্লা মার দিয়া—(Beat the Fort William, beat the Fort William) বিট্ দি ফোর্ট উইলিয়েম্ বিট দি ফোর্ট উইলিয়েম্

পণ্ডিতগণ — (গীত)

ধন ধন ধন ধন ধনং
বাবুদের বিলাত গমনং,
ধর্ম্মের বেড়েছে মাত্রা, সমুদ্রে হবে যাত্রা,
বাপের হয় না গঙ্গাযাত্রা গৃহে মরণং
আসছে সব বিধি দিতে, এমনি বিধি হবে দিকে,
দেখেননি যা বিধির পিতে চৌদ্দ ভুবনং
মহাতীর্থ কলিকালে পুরাণে লণ্ডনে বলে
পুথি খুলে দিব বলে নাস্তি খণ্ডনং
ঋগ্বেদেতে স্পষ্ট উক্তি, চাহ যদি পরা মুক্তি,
ভক্তিভরে পেটং ভোরে মুরগী মারণং
আকণ্ঠ মটনং খেলে বৈকুণ্ঠেতে যাবে চলে,
অখাদ্য সংযোগে মদ্য সদা শোধনং,
জলযোগে নিশিযোগে দধি ভোজনং,
ইতি শাস্ত্রশাসনং

হ-য-ব-র-ল, জ-ড়-দ-গ-ব, চ-ট-ত-ক-প, সহর্ষেণ,

ইহাগচ্ছ উহাগচ্ছ ভূরি ভূরি শাস্ত্রবচনং
হিন্দুশাস্ত্রে নানা অর্থ, অর্থ বুঝে করি অর্থ,
ভো ভো স্মার্ত্ত শিরোমণি ন্যায়ভূষণম্,
যেন তেন প্রকারে। (চাই) ধন ধন
ধন ধন ধনং

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দুলালবাবুর বাটীর সম্মুখ

(বালকবালিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

আর আমাদের সাহেব হবার বাকী কি
বাবারা সব চল্লো বিলেতে,
আমরা শিখিছি এই এ, বি, সি
ফুট্ ফাই গড়ের মাঠ, হাট কোট পেণ্টুলন আঁটি,
চট্ করে চাঁদপালঘাট্টি, টলে টলে চলেছি
খেলে মুরগী ভাতে ভাত, আর যাবে নাকো জাত,
দাদারা সব খুদে সাহেব, দিদিমণি বিবিটী
জাহাজেতে করবো পুজো, ইংরিজী মা দশভুজো,
সাহেব কেষ্ট, সাহেব বিষ্ণু, বোম্ ভোলানাথ বিলিতী।
সাহেব হবো, হিঁদু রবো, বাবাদের কি বুজরুকি

প্রথম বনেট পরা ঘাঘরা ঘেরা,
মা জননী মোর,
সাজছে কেমন বেজা দাদা,
বল না বাবা তোর।

দ্বিতীয় ল্যাজ কাটা কোট গায়ে মাথায় ধুচুনি,
আমার বাবার দেখিস যদি হাত পা খেঁচুনি

তৃতীয় আমার বাবা কিচ মিচ করে,
আর বলে না বোল দিশী,
আহ্লাদেতে যাচ্ছে চলে, বগলে ঝুলছে পিসি

চতুর্থ নূতন খুড়ী মাথায় ঝুড়ী হাতে মালার ঝুড়ী,
নামাবলি কেটে এঁটে করেছে কাঁচুলী
বুড়ো খুড়োর দেখে শুনে লেগে গেছে ভাব,
যেন গোলাম কচ্ছে সেলাম, বলে বিবিসাব

সকলে — (গীত)

আয় আয়, সাহেব বিবি,
সাহেব বিবি খেলবো নূতন ধাঁজ
লুকিয়ে ভাই পরেছি তাই, ইংরিজী এই সখের
সাজ
দাদা যেন জন সাহেব, আমি যেন নেলী,
খেলবো না, (হুর্‌রে) 'তেলি হাত পিছলে
গেলি,"
সে খেলা খেলতে গেলে, কেমন লাগে লাজ
আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াডুম্‌ সাজে,
ডান মৃদং ঝাগর বাজে,
ইকড়ী মিকড়ী চাম্‌চিকড়ী, চামে কাটা
মজুমদ র,
ছি ছি খেলবো না আর
হাল্কা খেলা, পদ্মা নাচি আজ

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

বন

(পঞ্চানন ও বেদিনীর প্রবেশ)

(গীত)

ফাঁদ পেতে বনের পাখী ধরা দেখি দায়
তারে পায় না নাগাল সাত-নলায়
সে যে মানে নাকো পোষ, পাখী ছুঁলে ক'রে
রোস,
ফুস করে উড়ে যায় সাড়া যদি পায়॥
মিছে আটাকাঠী কর, তাতে দেয় না সে ধরা,
বাণ মেরে প্রাণ বধতে হবে, আড়ে থেকে
হায়

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

টাউনহলের সম্মুখস্থ পথ

(দুলালচাঁদ, মাখনলাল, সাধুরাম, পণ্ডিতজী ও অন্যান্য স্ত্রীপুরুষগণ)

সকলে — (গীত)

পূজিতে গোরাচাঁদে আমরা করেছি এ
জীবন পণ
সাগর বাহিয়ে যাইছি ধাইয়ে,
গোরারই দেশেতে তাই হে এখন
আহা মরি মরি কবে বিলেত দেখিব,
গোরাপদ পূজে, রঙ্গে গড়াগড়ি দিব,
গোরেতে গাড়িবে ঘণ্টা নাড়িবে,
চরণ পীড়নে সেথা হইলে মরণ
ধপধপে বিবিগুলি দলে দলে দলে,
হাতে ধরে সাথে সবে নাচিবে গো 'বলে,'
রূপের মেলাতে তুফান খেলিবে
যুড়াবে যুড়াবে এ পোড়া নয়ন
হ্যাটে কোটে বুটে নটবর-বেশে,
(আহা গোরার কিবা বুটের প্রহার)
যখন ফিরিব নেটিভের দেশে
তরাসে স্বদেশী কাঁপিবে দেখিয়ে
মূরতি ভীষণ

মাখন কেমন পণ্ডিতজী, হুজুগ কেমন জাঁকিয়ে উঠেছে? বাবুর কীর্ত্তি দেখে লোকে সব বলছে কি?

পণ্ডিত বলবে আর কি, সব দেখে শুনে (Head round go) হেড রাউণ্ড গো। মাথা ঘুরে গেছে

সাধু কীর্ত্তি রেখে গেলেন, ধ্বজা উড়িয়ে গেলেন।

পণ্ডিত (Flag Fly) ফ্ল্যাগ ফ্লাই

দুলাল আমি কে, আমি কে, আমাকে বাড়ান তোমাদের একটা রোগ

পণ্ডিত। (No sic ness, no sick-ness, all true) নো সিক্‌নেস্, নো সিক্‌নেস্, অল্ ট্রু।

সাধু (True) ট্রু কি না কালকের (Daily News-এ, a true Hindu) ডেলি-নিউসে এ ট্রু হিন্দু, সই করা একটা (Corr-espondence) করেসপণ্ডেন্স দেখতে পাবেন,শেষ বলবেন না যেন আমি লিখেছি

দুলাল গুজব খুব উঠে গেছে, কেমন ?

মাখন হাটে—বাজারে বাইরে ঐ কথাই কেবল ও (Municipal) মিউনিসিপালই বলুন, (Leper Asylum) লেপার য়্যাসাইলম্, (Consent Bill) কন্‌সেণ্ট বিলই বলুন, পাঁচ সাত বছরের ভিতর যত কাজে হাত দেওয়া গেছে, কোন হুজুগ এমন জঁাকে নাই

দুলাল হুজুগ হুজুগ বর কেন ? ইংরাজী ক'রে (Agitation) য়্যাজিটেসন্ বলতে পার না ?

পণ্ডিত (Yes, vegetation, vegeta tion tell) ইযেস্, ভেজিটেসন্, ভেজিটেসন্ টেল্।

দুলাল। (Agitation) য়্যাজিটেসন্ না ক'রে তিনকড়ি মামার কথা শুনে অমনি আস্তে আস্তে বিলাতে চলে গেলে কি এত ধূমধাম প'ড়ে যেতো ? না আমার—আমার না হোক, তোমাদের পাঁচ জনের নাম বেরুতো ?

মাখন তার আর সন্দেহ কি ! কত রাজা রাজড়া তো হিন্দুমতে বিলাত গিয়েছে, কিন্তু তাতে কি এত হাঙ্গাম প'ড়েছে ? এই সভা এই মিটীং, এই (Lecture) লেক্‌চার, তর্কবিতর্ক, (Pamphlet) প্যাম্ফলেট্ ছাপান না করলে কাজটার (Importance) ইম্পর্-ট্যান্স বাড়তো না (Byron) বাইরন্ বলে-ছেন, (Full many a gem of purest ray serene) ফুল্ মেনি এ জেম্‌স্ অফ্ পিয়রেষ্ট রে সিরিণ্, রত্ন হীরে মাণিক অন্ধ-কারে লুকিয়ে থাকে, হুজুগ —এই (Agita tion) য়্যাজিটেসন্ চাই, (Agitation) য়্যাজিটেসন চাই

সাধু পুলিশে উকীলী করি বলে অনেক শালা ঠাট্টা করে, এইবার ঠিক ব্যারিষ্টারটা হয়ে আসছি

মাখন এডিটোরীর তো এক্‌জামিন নাই, কোন বালাই নাই, তবে ফিরে এসে বাবু যেমন কোট চোগা পরবেন, যে ধাঁজে চলবেন, আমিও ঠিক সেই রকম করবো, এতে আমাকে খোসামুদেই বলুন, আর যাই বলুন

দুলাল পণ্ডিতজী আমাদের সঙ্গে গেলে বড় মজা হ'তো, তাই কি ওখান থেকে আপ-নারে সিক নেস এক্‌জিবিসনের ঠিক দিতে প রতুম

১ম টেবিট মেরে

পণ্ডিত (No No, I catch fish, no touch water) নো নো, আই ক্যাচ্ ফিশ্, নো টচ্ ওয়াটার, ধরি মাছ না ছুঁই পানি (Here remain, all business drive) হিয়ার রিমেন্, অল্ বিজ্‌নেস্ ড্রাইভ্, এই-খানে থেকেই সব কাজ চালাব

দুলাল আপনার বোন, কষ্ট হতো না, শাস্ত্র থেকে যেমন যেমন ব্যবস্থা দিয়েছেন, আমি তার সব আয়োজন ঠিক করছি তালুক থেকে পাখমারা শিকারী সব আনিয়ে সুন্দরবনে পাঠিয়েছি, বনবন, বজ্রকুট, আর আর যত রকম হিন্দুপাখী তারা আনে যাব ধরে আনবে

পণ্ডিত (No No, I blessing do, you go) নো নো, আই. ব্লেসিং ডু, ইউ

গো, পাঁজিতে দেখ গেছে, আজ বড় শুভ-দিন 'ক্রিস্মাস্' আশীর্ব্বাদ করছি, হুগ বলে চলে যাও

দুলাল চল সব, যেমন আস গেছে, তেমনি সংকীর্ত্তন করতে করতে একেবারে সব জাহাজে চল আজ আমরা জাহাজ দেখতে যাব বলে কাপ্তেন সাহেব খুব ভাল করে জাহাজ টাহাজ সাজিয়ে সেখানে বল-টলের উদ্যোগ করেছেন হরি হরি বল জাহাজেতে চল

সকলে হরি হরি বল জাহাজেতে চল

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন এই যে বাবাজীরা সব এইখানেই জমাট বেঁধেছ

দুলাল আর মামা ঠকে গেলে, আমাদের সঙ্গে তো গেলে না, বিলাতে কত মজা দেখতে, যে সাহেববিবি দেখে এখানে সব ভয়ে কাঁপ খায়, সেই বিবি সেখানে জল গরম করে দেয়, সাহেবের জুতো বুরুশ করে

তিন তা বাব, তোরা যাচ্ছিস যা, বিবির গরম করা জলে আমার নাম করে একটা ডুব দিস, আমার আর গিয়ে কাজ নাই মোদ্দাৎ বাব তোরা দেশ ছেড়ে চলি, কিন্তু এখানে একটা বোধ হয় ভাল রকম হুজুগের শ্রাদ্ধ পাকবে, তোরা থাকবিনি, মাতবে কে, তাই ভাবছি

দুলাল সে কি সে কি! কিসের হুজুগ মামা?

সকলে কি মামা! কি মামা!

তিন থাক্, যাত্রা করে বেরিয়েছিস, আর শুনে কাজ নাই বাব

দুলাল না মামা! না মামা! কি হুজুগ শুনতেই হবে, বল?

মাখন বিলাতের হুজুগ (Agitation) ম্যাজিস্ট্রেসী হবে নাকি?

পণ্ডিত (Tel double no ton) টেল্ ডবল্ নাদাব, মামা (tel) টেল্?

তিন আজকের কাগজে দেখছিলেম, একটা সাহেব এক বেটা ভিখারীকে পুলিশে দিয়েছিল, মেজেষ্টর তাকে ছেড়ে দিয়েছে, সেই জন্য সাহেব নাকি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যাবে, সাহেব কাগজওয়ালারাও কেউ কেউ তাই নিয়ে নাকি খুব লেগেছে, পুলিশও এদিক ওদিক দু'চ বেটে ভিখারী ধরা পাকড়া করছে, যে রকম গোড়া পত্তন, কাজটা জমালে জমতে পারে কিন্তু তোরা যাচ্ছিস, জমায় কে, তাই ভাবছি

মাখন আহা—হ দিন কতক আগে এইটে হ'ত ত 'হ'য়ে এটা শুদ্ধ জমিয়ে দিয়ে তার পর যাওয়া যেতো

সাধু বাস্তবিক ভিখারীরা বড় বদ্-মায়েস, কথায় কথায় পাজি বেটা বেটীরা (Penal Code) পেনাল কোড অমান্য করে, আমি আমার (Wife) ওয়াইফকে বলে দিয়েছি, ভিখারী এলেই ওষুধ হয়েছে বলে ফিরিয়ে দেয়

পণ্ডিত শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতের ভিক্ষা করতে নিষেধ আছে চল চল, এখন যাত্রা কর, যাত্রা কর, (Do Opera, do opera)

দুলাল রসুন রসুন, কথাটা বড় দাঁড়াল, যখন সামনে একটা হুজুগের যোগাড় হচ্ছে, বিশেষত ভিখারী নিয়ে গোলযোগ, সুতরাং আমাদের দাতব্য সভার (Jurisdiction) জুরিসডিক্সনের ভিতর এসে পড়েছে, এটা না সেরে এখন যাওয়া হতে পাচ্ছে না

সাধু, মাখন সে কি, সে কি! বিলাত যাওয়া বন্ধ!

পণ্ডিত একেবারে (Not go?) নট্ গো?

দুলাল। একেবারে নয়, আপাততঃ বন্ধ রাখতে হবে, আমরা চলে গেলে কথাটা নিভে যাবে, এখনই সভা করে ভিখারী-দমনের (Agita ion) য়্যাজিটেসন্ করতে হবে, বিশেষ সাহেবেরা এতে (Interested) ইণ্টারেস্‌টেড, মাখনবাবু, সাধুবাবু, এখন বিলাত যাওয়া হলো না

সাধু অ্যাঁ আমি ব্যারিষ্টার হতে পাব না ?

মাখন তা বল্লে কি হয়, বাবু যা বল ছেন ঠিক, এখনই বিলাত যেতে হবে. এমন তো কোন কথাই নাই,দেশে কোন হুজুগ—এই তোমার গিয়ে (Ag'ation) য্যাজি টেসন্ করবার জিনিস ছিল না, তাই ঐ (Subject) সাব্‌জেক্ট নেওয়া গেছেল, বিশেষ আমাদের কাজ হাসিল হয়ে গেছে, হুজুগ জমে গেছে, নাম বেজে গেছে, এখন গেলেও চলে, না গেলেও চলে,তা বলে হাল-ফিল একটা হুজুগের ধুয়া পাওয়া যাচ্ছে, সেটাকে পায়ে ঠেলা যায় না (Shakespeare) সেক্সপিয়র বলেছেন—

"Remote from cities lived a swain
Unvexed with al the cares of gain "

অর্থাৎ দেশে হুজুগ থাকতে বিলাত যাওয়া হতেই পারে না

তিন কেমন বাবা দুলালচাঁদ ! গাঁজা-খোর বলে তাচ্ছিল্য কর, খরচটা কেমন বাঁচিয়ে দিলেম দেখ ; কোথায় যাবে বাবা সাত সমুদ্র তের নদী পার, ঘরের ছেলে ঘরে থাক, তোফা কাজ বাতলে দিলুম, তোমার ষষ্ঠীবাবুকে ডাক, লেক্‌চার ঝাড়াও, তালি বাজাও, বকেয়া সামিয়ানা আছে, উঠানে টাঙ্গিয়ে দেদার সভা কর,আবার এটা ফুরুবে, দোসরা হুজুগ দিচ্ছি , যখন মামা আছে,আর তার গাঁজার তম্বী আছে, তখন হুজুগের ভাবনা কি ? এখন যাই বাবা,আমার আবার টিপ্ টানবার' সময় হয়ে এল

[প্রস্থান

দুলাল। দেশে হুজুগ থাক্‌তে বিদেশে এখন যাওয়া হতেই পাবে না

মাখন কোন মতেই না, কোন মতেই না, কথাটা হচ্ছে—হুজুগ চাই—হুজুগ চাই—হুজুগ চাই

সকলে।— (গীত)

আমরা খালি হুজুগ চাই হুজুগ চাই
বিদেশে আর যাই কি রে ভাই,
দেশে যদি হুজুগ পাই
দেশ হুজুগে আর মজুক,
আমরা বুঝি কেবল হুজুগ,
হুজুগ বিনে বুজরুকি আর চলবার চারা নাই
মিছে শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, বাণিজ্য আর শিল্পকর্ম্ম,
শর্ম্মাদের মর্ম্মকথা নামটী জাহির ভাই
মিলেছে নূতন হুজুগ, ঘুচেছে বিলেত যাওয়ার বাই

[সকলের প্রস্থান

পট-পরিবর্ত্তন

উজ্জ্বল আলোকমালা-সজ্জিত অর্ণবযান

(সাহেব ও বিবিগণ)

(গীত)

Farewell ! Farewell ! Gungajee
we will sail across the sea.
Burah Burah Babu for our freigh
With their lily-face and belly weight

Ha! Ha! Ho! Ho!
Hi! Hi! Hi!
Our Captain Brahmin,
A genuine Kulin Brahmin,
All the crew
Are Hindu true;
From Bo' S'n Jack to Peer
Baboorchi;
On Christmas Eve
With your leave
We'll carry the Babus both He
and She.

যবনিকা-পতন

একাকার

প্রস্তাবনা

গন্ধর্ব্বলোক

গন্ধর্ব্বরাজ, রাণী ও অপ্সরাগণ

অপ্সরাগণ — গীত

কেন আসে আঁখিজল, কেন বা বিকাশে হাসি
কে বহিছে দুখপুঞ্জ ভুঞ্জে কেবা সুখরাশি

রাণী —রমণী দুখিনী সদা পুরুষের দাসী
পুরুষে পরে না ফাঁস নারীরে পরায় ফাঁসী

রাজা —

ফাঁসী নয় প্রেমহার, রমণীর অলঙ্কার,
হার পরা বিনা ভার, নারীর নাহিক আর,
পুষিতে তুষিতে নারী দাস মোরা অভিলাষী

অ, গণ

না না উঁচু নীচু নাই, দোঁহে দোঁহা মুখ চাই,
এ ভাবে সকলে সুখী সমান সবাই।

রাণী —

আমি হাত পেতে আছি, তুমি দাও যদি বাঁচি,

রাজা ।—

আমি চৌদ্দভুবন ঘুরে এনে দাও বলে যাচি

অ, গণ —

মিছার বিচার কর রাজা রাণী দাস দাসী
জীবলীলা ভাব খেলা সুখে দুখে মেশামেশি

(নেপথ্যে বিকট কোলাহল)

রাজা —

এ কি এ কি অকস্মাৎ, কোথা হতে এ উৎপাত,
শান্তির আবাস-পাশে এ কি অমঙ্গল
ঝালা পালা হ'ল কাণ, পিশাচের ঐকতান,
নরকের দ্বার কিবা হ'ল অনর্গল

রাণী।

রক্ষ রক্ষ প্রাণেশ্বর ডরে কাঁপে কলেবর,
মাতিয়াছে পুনঃ বুঝি দুষ্ট দৈত্যদল

সখী

বাড়িবে নারীর মান, সম্মুখে যে বিদ্যমান,
রমণী রক্ষার তরে পুরুষের বল, —
কেন সখি মিছামিছি হতেছ বিকল ?

(একজন গন্ধর্ব্বের প্রবেশ)

গন্ধর্ব্ব —দেব।

আশ্চর্য্য, অদ্ভুত কাণ্ড, ধরা বুঝি লণ্ড-ভণ্ড,
পশু পক্ষী কত পশে ত্রিদিব-আবাস
আপন অবস্থা বুঝি, আসিছে ভীষণ কষি,
অভিযোগ করিবারে শচীপতি-পাশ

রাজা —

কিবা আছে অভিযোগ, আমি দিব মনোযোগ
দেবরাজে নাহি যেন করে জ্বালাতন।
ছিন্নমতি জীবদলে, আন ত্বরা এই স্থলে,
দ্বার পার হলে যাবে ইন্দ্রের সদন

[গন্ধর্ব্বের প্রস্থান।

প্রিয়ে নাহি কিছু ভয়, অতি নীচ জীবচয়,
ভব-মাঝে নরের অধিক সবে হীন

রাণী —

তবে ত এ ভাল খেলা, আজব জীবের মেলা,
এ আমোদে আজিকার কেটে যাবে দিন

(পশুপক্ষিগণসহ গন্ধর্ব্বের পুনঃ প্রবেশ ও
পশুপক্ষিগণের একত্রে কোলাহল)

রাজা আরে রে নিকৃষ্ট জীবদল !
কি হেতু এ বিকট চীৎকার,
কি সাহসে পশ আসি ত্রিদিব-আবাসে ?

গন্ধর্ব   কাক নামে পক্ষী এক অতীব চতুর,
  গরুড়ের পাশে পেয়ে পথের সন্ধান,
  শুনি, পাঠায়েছে হেথা সবে ,
  আপনি আসেনি ধূর্ত্ত কি জানি কি ভয়ে
রাজা   একে একে কর নিবেদন
  কার কিবা মনের বেদন
ব্যাঙ   হালুম হালুম হালুম
  বেজায় জুলুম,   জুলুম জুলুম জুলুম
  আমি এমন বাগা   তামাম গায় দাগা,
  এক লাফে পগার পার,
  ডগার নাই মালুম ?
  আমার কেন দেয়নি ডানা ?
  উড়তে হল কেন মানা ?
  সখ হ'লে খেতে পাখী,
  ফুড়ুক করে পালায় উড়ে,
  হা করে দাঁড়িয়ে দেখি
  আমি উড়বো উড়বো উড়বো
  তবে ছ ড়বো ছাড়বো ছাড়বো ,
  হালুম হালুম হালুম,
  বেজায় জুলুম,—জুলুম জুলুম জুলুম ।
ভল্লুক   হুম হুম গাঁ
  হুম হুম গাঁ,
  যেথা সেথা যা,
  মুল্লুক জোড়া নাম,
  ভাল্লুকচন্দর রাম
  নখের আঁচে আঁচে
  চড়তে পারি গাছে,
  মাছের কাছে যেতে চাই,
  জলে ডুবলে খাবি খাই,
  ডোবা নালা পুকুর পাথার,
  ডুব দে দেব সাঁতার—
  সাঁতার সাঁতার সাঁতার
  হুকুম চালাও ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ—
  হুম হুম হুম গাঁ গাঁ গাঁ ।
পাখী । প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক চিঁ চিঁ চিঁ ।।
  ঠোঁট দেখে চিনেছ কি ?
  অহং চিড়িয়া
  কিচির মিচির বুলি
  খেতে চাই ঠুলি,
  ডানা মেলে আশমান জুড়ে
  ফুস করে যাই ফর্ ফর্ উড়ে,
  কিন্তু রোদে যখন পাখা জ্বলে,
  সাধ বড় হয় ডুব জলে ,
  আজ নেব হুকুম মাথা খুঁড়ে
  তবে দুনিয়ায় যাব উড়ে
  হুকুম হবে কি হবে কি হবে কি ?
  প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক চিঁ চিঁ চিঁ
মৎস্য   কোঁক্ কোঁক্ কোঁক্ ।
  খালি জল গিলি আর মারি ঢোঁক্ ;
  ঠ্যাং ছাড়া রাং ছাড়া বেয়াড়া ছাঁচ,
  আঁসে ঘের শাঁসে পেরা জলভরা মাছ
  দাও চারটে ঠ্যাং, নিয়েন যেমন ব্যাং—
  ড্যাং ড্যাং ড্যাং চলি করে রোক
  কোঁক্ কোঁক্ কোক্
  কোঁক্ কোঁক্ কোঁক্

(বানরের প্রবেশ)

বানর   কিচ্ মিচ্ কিচ্ মিচ্ হুপ্ হাপ্ হুপ্ ,
  মানুষের মত মানুষ আসছে
  চুপ্ চাপ্ চুপ্
  সামনে কে—জান কি ?
  স্বয়ং মিষ্টার ম ন্কি
  আদর করে বাঁদর বলে আছে নাম ডাক,
  সবই দেখ মানুষের মত
  বেশী ল্যাজের ভাঁক
  কিস্কিন্ধে ক'র্বো বিফরম্ ,
  ছেড়েছি তাই জেতের ধরম,
  গাছের ডালের মত বেশ—
  তাই চেয়ারে দিছি ঠেস ;
  চশমা দিছি চোকে,
  অবাক্ হয়েছে লোকে :

হব মানুষের মত বোধ ,
তাই এখানে ঢোকা
শুন্‌ছ ওহে গন্ধর্ব্ব,
দেখ্‌ছ তো সভ্য ভব্য,
হব নব্য, খাব "গব্য",
লিখবো কাব্য,
বল্‌বে লোকে বক্তা,
পোক্তা হুকুম দিয়ে লেখ একটু নোক্তা
আহা মরি মুখ দেখ কিবা অপরূপ
কিচির মিচির কিচির মিচির
হুপ্ হাপ্ হুপ্

রাজা দূর দূর মূর্খ জীবদল
কোথা গেল সরল সে পশুজ্ঞান,
মানবের মত কেন হলি রে পাগল ?
উড়িতে বাসনা বড় বনের শার্দ্দূল,
দন্ত নখ লম্ফ ঝম্ফ দাও বিহগেরে

বাঘ না না না হালুম হালুম হালুম

রাজা কি কহ বিহগ
পক্ষ বিনিময়ে হবি কি রে চতুষ্পদ ?

পাখী না না না চিঁ চিঁ চিঁ।

রাজা। চতুষ্পদ তীক্ষ্ণ নখ মীনেরে দানিয়ে
ভল্লুক স্বচ্ছন্দে যাও জলধির তলে

ভল্লুক ও মীন না না না গোঁ গোঁ গোঁ
চিঁ চিঁ চিঁ

রাজা মানবের হিংসা কপি নাহি কর আর
সকল সমান দেখি বিভিন্ন আকার
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা আর কর কপিরাজ
ত্বরায় মিলিত হবে উভয় সমাজ

বানর। জাত যাবে জাত যাবে হব অপমান
যেমন আছি তেমনি রব রাজা হনুমান্

রাজা নিজ ভাগ্যে দিয়ে দোষ
নাহি হও অসন্তোষ,
নিগূঢ় সন্ধান বলি শুন জীবগণ।
নিজ নিজ গুণে জেন সবে বলবান্,
ধাতার নিয়মবলে সবাই সমান।
যে ব্যাঘ্রে বল দেখি আকুল বিহগ,
সে শার্দ্দূল আজি দেখ উড়িবার তরে,
এসেছে কাঁদিতে দুঃখে দেবরাজ দ্বারে
মীন তুমি হীন কেন ভাব আপনায়,
জলে জেন তব কাছে সবে পরাজয়।
নিজ নিজ গুণে তুষ্ট থাকহ সকলে,
দুষ্ট আশা নাহি কর যাও ধরাতলে

[পশুপক্ষিগণের প্রস্থান

রাণী ত্যজেছে সুমতি সতী বুঝি ধরাধাম,
তাই নাথ সেথা ঘটে হেন গণ্ডগোল ;
বিধির বন্ধন সবে খুলিবারে চায়
বোঝ না কি বিপর্য্যয় ঘটিবে হে তায়

রাজা হীনমতি পশু পক্ষী কি দোষ এদের,
বুদ্ধিমান্ নর ইথে দেখায়েছে পথ
দেবের বিহারস্থল অপরূপ সুশ্যামল,
মরতে ভারত-ক্ষেত্র অতি পুরাতন,
ঋষিগণ করে যথা প্রথমে প্রচার
স্বরগের সুখ-সমাচার ;
বিধির বিচার সূক্ষ্ম করি নিরীক্ষণ,
লোকাচার চমৎকার করিল স্থাপন
নানাজাতি জীবজন্তু দেখিয়ে সৃজন
নরমাঝে জাতিভেদ করে প্রবর্ত্তন ;
পরস্পর নির্ভরের করিয়া নিদান,
করিলেন সবাকার সন্তোষ বিধান ;
সেই সে ভারতে এবে নব অবতার,
অহং জ্ঞানে মত্ত সবে বুদ্ধির বিকার,
ঋষিগণে ভগজ্ঞান ঘৃণা পুরাতনে
বজ্রধরা কল পাতে গৃহেতে যতনে ;
সাম্য সাম্য রব তোলে নাহি বোঝে অর্থ,
বিপ্লব ? বিন আনি ঘটায় অনর্থ ;
সাম্যের না বুঝে তত্ত্ব করে একাকার,
একাকারে ঘরে ঘরে উঠে হাহাকার।
চল প্রিয়ে সবে আজি যাই ধরাতল।
দেখি গে কেমনে নর ভোগে কর্ম্মফল

বাজ. চল চল নাথ যাই তবে ত্বর

আয় আয় সগচবি দেখি গিয়ে ধরা

সকলে — গীত

ও'পা যদি বাতাস লাগে গায়

মলয়া ন কি আছে হাওয়া সহা না হ যায়

যদি যেতে যেতে ধরা, যৌবনে ধরে গো জরা,

ধূলি লেগে কালি যদি ধরে কনক কায়

বিজলী ভাবিয়ে মনে মেঘ যদি কোলে টানে,

মাটীতে হাঁটিতে যদি বাজে কোমল পায় ;

অলি যদি ফুল ভুলি মুখে চুমো খায়

[সকলের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(মধুবাবুর বহির্ব্বাটী)

মধুবাবু, প্রেমচাঁদ ও বেচারাম

মধু ওহে চক্রোবর্ত্তী, আজ কিছু নিজের গরজ টরজ আছে নাকি সকালে ত আর এ দিকে তোমাকে বড় দেখতে পাইনে?

প্রেম আজ্ঞে বড়বাবু, বাজার টাজার নিজেকেই করে নিতে হয় ত ব পর ছেলে ছুটোকে নিয়েও একবার বসতে হয়, ক্ষমত ও নেই যে মাষ্টার রাখিয়ে দিই, পাড়ায় পালেদের বাড়ীতে মাষ্টার আছে, সেখানে পড়া বলে নিতে যেত, তা তাঁরা আর যেতে দেন না, বলেন কি—

মধু ওরে চা'র কি হ'ল? হাঁ, তার পর তুমি কি বলছিলে—বল

প্রেম আজ্ঞে আমার ছেলেদের কথা বলছিলাম, পালেদের বাড়ীতে পড়তে যেত তা আর যেতে পায় না, তাঁদের মেজবাবু নাকি বলেছেন যে, আমাদের গরীব দুঃখী লোকের ছেলেদের সঙ্গে বসলে দাঁড়ালে তাঁদের ছেলেরা ও ছোটলোক হয়ে যাবে

মধু ও টাকা দিয়ে মাষ্টার রেখেছে, তারা বলতেই ত পাবে তা যাই হোক, ছেলেই পড়াও আর যাই কর, যে স্থলে চাকরী কত্তে হয়, সে স্থলে দু'বার আসা যাওয়া রাখতে হয় যখন হাম্বাগ ব্রাদারের বাড়ী প্রথম এপ্রেন্টিস থেকই তখন দু'বেলা লালচাঁদ বাবুর বাড়ীতে হাজরে দিতে যেতুম ঘোষজা ম'শাইকে এখন ডব্‌সন্ সাহেব হামেসা ঘরে ডাকে টেকে, আজকাল সাহেবের লোক হয়েছেন চিনিব চিনে নিয়েছেন, আমাদের ত গ্রাহ্য করবেনই না

বেচ আজ্ঞে, সে কি কথা আজ্ঞে কচ্ছেন আপনাকে গ্রাহ্য করিনে? সাহেবের কাছে যাই আর যা করি, সবই ত আপনার অনুগ্রহে

মধু হাঁ, তবে এষ্টাব্লিসমেন্ট কমাবার কথা হচ্ছে, সোমবার দিন সাহেব আমাকে রিডক্‌সন লিষ্ট তৈয়ের কত্তে বলেছিলেন, প্রায় ১৫।১৬ জন কেরাণী কমবে, তা'তে চক্রোবর্ত্তীরও নাম পড়েছে, ঘোষজা ম'শাই, আপনার নামটাও পড়ে গেছে

উভয়ে আজ্ঞে, সে কি

প্রেম বড়বাবু আমার আর একটী দিনও গরহাজির পাবেন না, দুবেলা বাড়ীতে আসবো আমি ও আছিই, তবে ছেলে ছুটোকে পড়াচ্ছিলেম থাক্ গে—পড়ে শুনে আর কি হবে, বেঁচে থাকে ভাত রেঁধে—পাঁউরুটী বেচে খাবে

বেচা। আজ্ঞে, আমার এত দিনের চাকরী, এই বৃদ্ধ বয়স হ'ল, এখন আমার নাম রিডক্সনে আপনি ফেল্লেন? তা হ'লে আমার উপায় হবে কি?

মধু তোমার ভয় কি, তোমার ডবসন সাহেব মুরুব্বী রয়েছেন তিনি মনে কল্লেই তোমাকে অন্য যায়গায় বড় কর্ম্ম করে দিতে পার্ব্বেন। তবে কি—বড় সাহেব আমায় বল্লেন যে, মধু যাদের জবাব দিয়ে তুমি কাজ চালিয়ে নিতে পার্ব্বে, তাদেরই নামের একটা লিষ্টি করে আমায় দিও আমি তাই দিয়েছি, ঘোষজা মশায়ের কাজ এমন কি বেশী কিছু ত নয়, আমি খোকাকে বলেছিলেম, সে স্বীকার হয়েছে, তার কাজ তোমার কাজ দুই করবে

বেচা খোকা?

মধু ঐ যে তোমরা যাকে অস্তিবাবু বল, আমার এই কোলের শালাটী ছোকরা খুব চালাক ও এরির মধ্যে সাহেবের নজরে পড়েছে, টেঁকে থাকতে পাল্লে পর ওর হবে ভাল দেখছি

(সোণার প্রবেশ)

সোণা আজ্ঞে, চা হয়েছে

মধু আমার আজ পেটটা কেমন গরম আছে, আমি আজ চা খাব না, বাবুদের দিগে যা

সোণা তারা সব খাচ্ছে

বেচা আজ্ঞে এখন আমার উপায় কি হবে? গরীবের অন্নটী আর এ বয়সে কেড়ে নেবেন না

মধু ডবসন সাহেবকে ধর গিয়ে, তোমার ভাবনা কি হে?

বেচা আজ্ঞে, সাহেব দরবারে ডেকে পাঠালে কাজেই যেতে হয়, অদিন কি সেখানে আপনাকে ডিঙিয়ে যাই, আমায় না হয় বদলে আর কোন ডিপাটমেণ্টে দিন, যাতে আর কোন সাহেবের কাছে যেতে না হয়

সোণা বাবু, সাহেবের কাছেই যাও আর যেখানেই যাও, কোথাও কিছু হবার যো নেই, আমাদের বড়বাবু সে সব মুড়ো মেরে রেখেছে, যদি ভালই চাও, তবে বড়বাবুর খোসামোদ কর

মধু তুই চুপ কর, আমার খোসামোদ করবার আবিশ্যক কি? সাহেবের চাকরী, সাহেব যার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন, তারই ভাল হবে

প্রেম আজ্ঞে, সাহেব সন্তুষ্ট থাকা না থাকা সে আপনারই হাত

সোণা এ্যা—এ্যায়, বাবু, তুমি ঠিক বলেছ; শুনলে বাবু ঐ বাবু যা বল্লে, আমাদের বাবু যা বলবে, সাহেব তাই শুনবে, তোমরা হাজার কর্ম্মকাজ দেখাও, বাবু যার নামে একটু কল টিপে দেবে, অমনি তার দফা রফা, কি বল গো বড়বাবু, আমি ঠিক বলছিনে?

মধু তুই এ সব কথায় কথা কস্‌ কেন? আচ্ছা পাগল—

বেচা আজ্ঞে, পাগল হোক আর যা হোক, সোণা বলছে মিছে নয়

সোণা কেমন বাবু, বুঝেছ ত, বাবুকে ধরে পড়ে থাক যে আখেরে ভাল হবে; সোণা পাগলই হোক আর যাই হোক—হক কথা বলে তোমার উপর বাবু কবে থেকে চটেছে জান, বুঝেছ ঘোষজা-মশাই বাবু, মার বাপের বাড়ীর গাঁয়ে যে পুকুর পিতিষ্ঠে হয়েছেল, তার দরুণ এখানে খাওয়া দাওয়া হ'ল না? সে দিন তুমি কেন এলে না বাবু?

মধু সোণা, ও সব কথা কি? আমার বাড়ী কেউ আসুক না আসুক থাক না থাক, আপিসের চাকরীর তার সঙ্গে সম্পর্ক কি?

সোণা আপনি রাগ কচ্ছেন, তাই বলছি; ও বাবু সে দিন বলে পাঠিয়ে ছ্যাল যে, পেটের অসুক করেছে, হুঁ হুঁ বাবু—বড়বাবুকে ফাঁকি দেবে? তুমি কায়েত কি না, কলুবাড়ী খেতে হলে জাত যাবে

মধু সোণা, এখান থেকে য

সোণা তা যাচ্ছি, সোণা হক্ কথা বলে, কেন কলু অমন্দ জাতটা কি? কি বল গো চক্রবর্ত্তী বাবু, তুমি ত বামুন—তুমি যে কত বার আমাদের এখানে পোলাও পর্য্যন্ত খেয়ে গেছ, আর ও বাবু কায়েত বৈ ত নয়, কত বামুন পোলো খেলে, আর উনি লুচি খেতে পারে না?

(কাচা গলায় উমাচরণ মিত্রের প্রবেশ)

কি গো বাবু, তোমার অমন চেহারা হয়েছে কেন? জুতো টুতো সব কোথায় গেল?

উমা দেখতে পাচ্ছিসনে বাপু, কাচা গলায়, মা মরেছেন।

সোণা তা কি জানি বাবু, কলকেতা সহর এ বড় মুস্কিলাৎ জায়গা, এখানে কত লোক কত ঢং করে সেই বড় বাবু—সেই তোমার কাছে একজন একবার গোরু মরেছে বলে জুচ্চুরি কত্তে এসেছিল

মধু মিত্তিরের খবর কি? আজ কদিন হ'ল?

উমা আজ্ঞে ২৬ দিন তিন দিনের ছুটী আমায় অনুগ্রহ করে করিয়ে দিতেও হচ্ছে

মধু সাহেবকে জানাও তাঁকে বল

উমা আজ্ঞে তা তে জানিয়েছিলেম তা তিনি বলেন যে, শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধ তোমায় যা কত্তে হয়, এর পর একটা ছুটী টুটী দেখে করো এখন;—তাড়াতাড়ি কি দরকার? দেখুন দেখি মশায়, এ কি কথা? ওঁরা তো আমাদের আচার-ব্যবহার জানেন না, আপনি একটু বুঝিয়ে বল্লেই হয় যে, সেটা হয় না, আদ্যশ্রাদ্ধ স্থগিত থাকে না

মধু। হাঁ হাঁ, সাহেব আমায়ও ঐ কথা কাল বলছিলেন বটে

উমা আজ্ঞে—আজ্ঞে—তার পর আপনি কি বল্লেন?

মধু আরে ভাই, আমি কি সাহেবের মুখের ওপর কথা কইতে পারি? আমায় বল্লে, মিত্তির ছুটী চাচ্ছে তা ওর মা'র শ্রাদ্ধ কি এর পর কল্লে হয় না? ত আমি কি করি, বল্লুম যে, পুজোর ছুটীর সময় সারলেও সারতে পারে

উমা আজ্ঞে, সে কি? আপনি নিজে বাঙ্গালী, আমাদের রীতি পদ্ধতি সব জানেন, আপনি সাহেবকে বলে দিলেন যে, আদ্য-শ্রাদ্ধ স্থগিত থাকতে পারে?

মধু আমি ত ভাই তোমাদের মতন ইয়ং বেঙ্গল নই যে, সাহেবের সঙ্গে তোমাদের মতন কথা-কাটাকাটি করবো, তা যদি কত্তুম, তা হলে আজ যে আমার অবস্থা দেখছো, তা কখনই হত না; আপিসের বড় বাবুও হতেম না, জুরিতেও বসতে পেতেম না, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও দিত না, আমরা সাহেবকে দেবতা বলে জানি আর ও দিনে আমি তোমায় ছেড়েই বা দিই কেমন করে, তা হলে আপিসের কাজের যে গোল হবে, তোমার যে দিন শ্রাদ্ধ পড়ছে—আমার কোলের শালা খোকার বৌয়ের "সাধ" পড়েছে সেই দিন, ওর দিদি তার আগের দিনই যাবেন, ওকে সঙ্গে যেতে হবে, আবার ও আমায় বলছে যে, ওর টেবিলে যে দুটী ছোকরা বসে, তারা ওর বিশেষ ফ্রেণ্ড—তাদেরও ছুটী দিতে হবে, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে

সোণা হাঁ, মা বলছেন, আমাকেও যেতে হবে, তিনি কদিন বাদ মামার বাড়ী যাচ্ছে—দুদিন না থেকে কি আসবে? তুমি বাবু তোমার মার শ্রাদ্ধ ফ্রাদ্ধ আর একদিন তখন করো আমরা একটু আমোদ আহ্লাদ

কত্তে যাব, তাতে আর বাগড়া দিও না মার মামার বাড়ী গেলে খুব মজা হয়, আমি একবার সেই কাপড় নিয়ে গেছলুম, ওঃ, কত গাছপালা, কত পুকুর, আর সেই বুড়োর সঙ্গে আমি খুব পোট্ করে নিছি, তাদের বাড়ী ঘানিগাছ আছে কি না, খুব চড়বো আমি গেলেই মার মামা বুড়ো আপনি নেবে বসে আমায় ঘানিগাছে চড়ে ঘুরতে দেবে আর বাবু সেখানকার যে তেল, তাতে পোড়া খেয়ে বেঁচে যাব, তোমরা যদি একবার খাও বাবু তা আর ভুলতে পাবে না, নাক মুখদে ঝাঁজ বেরোয়

(একজন সরকারের প্রবেশ)

মধু তুমি কোথা থেকে আসছো ?

সর আজ্ঞে মশায়, আমি ঈশান বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের কল থেকে আসছি, সেই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার হিসাবটা এখনও দেখা হয়নি

মধু সে হিসেব ত সোজায় মিটছে না, তোমাদের বাঁড়ুয্যে মশাইকে নিজে আসতে বলো, জিনিসপত্র সব অতি খারাপ হয়েছিল, যা ময়দা দিয়েছিলে লুচি তো বিশ্রী মোটা মোটা হয়েছিল।

সোণা উনিত সেই কলের বাবু বলত বড়বাবু, সেই তেলের কথা একবার ; বাবু, মানুষ চেন না, ঠকাতে আস, এ কি যে সে যায়গা পেয়েছ, যে যা তা জিনিস দিলেই হ'ল, কামারবাড়ী কি ছুঁচ বেচতে আসতে হয় ? বাবু আপিসেই বেরুক আর যাই করুক, একেবারে তো আর অজ্ঞাত হয়ে যায়নি যে, তেল চিনবে না তেলের মোট নাবাতেই মা মুকে বলে দিয়েছে যে, অদ্ধেকের ওপর সোরগোঁজা আর পোস্ত মিশেল বাবু যেন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছে, মার মামার ঘানি আছে, শুনলে মার বাবাও এখনও গাছ চালায়, ট্যাকা করেছে, তবু এখনও বলে, জাত-ব্যবসা ছাড়বো কেন ?

মধু সোণা, রেখে দে তোর সব পাগলামি, বেয়াদব বেটা কোথাকার

সোণা তা বাবু, সোণা পাগলই হোক আর যাই হোক হক কথা বলবে, কলুবাড়ী এসে তেল ঠকিয়ে যাবে, ট্যাকা দেবে না ? বাবু তুমি এখন দাম দিও না, সে তেল একটু আছে, আমি মামাবাবুর কাছে গিয়ে দাম ঠিক করে নিয়ে আসবো তুমি বাবু যেমন কল কল থেকে তেল নিতে যাও, ঘরে তেল মজুত রয়েছে, মামাদের ওখান থেকে তেল নিলেই হয়, তারা যার কত দুঃখু করে

উমা (স্বগত) চমৎকার দৃশ্য, কলুবাড়ী, বামুন তেলের দামের জন্য হাজির, কপুর গোলাম তার জিনিসের দোষ ধচ্ছে, দাম কাটছে মোদ্দাৎ চাকর ব্যাটা এক পাগলামির ঢং করে করেছে ভাল, ন্যাকাম কত্তে কত্তে মুখের উপর খুব বলে নেয়, আমাদের চেয়ে ভাল

(বাবুজানের প্রবেশ)

বাবুজান সেলাম বড়বাবু

মধু আয়ে এস এস বাবুজান যে, এদিকে কি মনে করে ?

বাবুজান কাল সাঁজে একবার এ পাড়ার দিকে এয়েছিলুম, অনেক দিনের যাওয়া একটী আমাদের দেশের মেয়েমানুষ এই আপনাদের পাড়াতেই ঘর ভাড়া করেছে, কাল তার বাড়ীতে আমোদ আহ্লাদ করেছিলেম

মধু বেশ বেশ

উমা (জনান্তিকে) দেখছো গোয়েন্দা, বেটার স্পর্দ্ধা দেখ, বড়বাবুর মুখের উপর বেটা মেয়েমানুষের বাড়ী যাবার কথা বলছে, কথাটী কবার যো নেই, আর, আমার শ্বশুর

বাড়ী যাবার নামটী পর্য্যন্ত কল্লে এখনই মুখের উপর দশ কথা শুনিয়ে দিতেন

বাবুজান। হাঁ বড়বাবু কাল টিপিনের পর আপনি যখন বড় সাহেবের ঘরে গেছ্লেন, তখন সাহেবের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল? আমি সেই সময় একবার নিচের তামুক খেতে গেছলুম, কথাটা শোনা হয় নি

মধু। কেন কেন, সাহেব তোমায় কিছু বলেছেন না কি?

বাবুজান না, আমি এখনও ত সাহেবকে জিজ্ঞসিনি, তখনই সাহেব একখানা জরুরী চিঠি দেলে,বলেন্টিয়ার বারিকে নে যেতে,আর জিজ্ঞসবার সাবকাশ পেলেম না, কিন্তু সাহেবের মুখখানা বড় ভার ভার দেখলাম,আপনার ওপর কিছু গোসা টোস করেছে নাকি?

মধু। এঁ্যা, মুখ ভার ভার দেখলে কেন বল দেখি আমি তো তেমন কথা কিছু বলিনি তা দেখ বাবুজান তোমায় আর কি বল্বো তুমি আমাদের বড় আপনার লোক, তোমার মতন মানুষ প্রায় দেখা যায় না, দেখ, আজ তুমি ত বিকেল বেলা কুঠীতে যাবে, খেলা টেলা হয় যদি, মেজাজটা যদি ফুর্ত্তি দেখ তা হলে সেই সময় গুছিয়ে গাছিয়ে—তোমায় আর শিখিয়ে দিতে হবে না, আমার হয়ে দুটো কথা বলো

উমা (স্বগত) আচ্ছা বাবা, কতক শোধ হচ্ছে, যেমন আমাদের খ্যাঁতলাও, তেমনি পেয়াদার পায়ে তেল হচ্ছে

মধু। কি হে বাবুজান, কথা কইছো না যে, তুমিও যে মুখ ভার কল্লে?

বাবুজান। তাই ত বড়বাবু, আপনি যে আমায় মুস্কিলে ফেল্লে এই পাঁচ বাবুতে রাতদিনই সাহেবকে চটিয়ে রাখে, ওদের ত বিবেচনা নেই শরীলে, অ র তুমি আমি যদি সাহেবের মুখ-ঝাম্টা খেয়ে

উমা (স্বগত) দুর্গা আছেন দুর্গা আছেন, বাঁচলেম, তাই ভাবছিলেম যে, পেয়াদা সাহেব এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাদের কিছু বল্লেন না কেন,এতগুলো ভাঙ্গা কুলো আমর এখানে পড়ে রয়েছি, আর পেয়াদা সাহেব ছাই ফেলতে পান না

(কলুবৌয়ের প্রবেশ)

কলুবৌ গলায় দড়ি, গলায় দড়ি, মুখে আগুন অমন চাকরীর, মুখে আগুন অমন চাকরীর, মুখে আগুন অমন আপিসের, মুখে আগুন তোমার সাহেবের, মুখে আগুন অমন ট কার

মধু এ কি, এ কি,একেবারে বাইরে যে এ কি এ?

কলুবৌ বাইরে -তা কিসের লজ্জা, কাকে লজ্জ, ছোট লোকের – ইধিক জেতের আবার লজ্জা কি? এই গয়না গাটী সব এখনি দূর করে ফেলে দেব, এক জাত নিয়ে যেথায় সেথায় অপমান ঘাটে পথে লাঞ্ছনা

মধু। আবার এখন জাতের খোঁট কোথায় হ'ল? জাত, জাত তো আমার বাবার ভেতর, সব আপিসের ভদ্দর লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না?

কলুবৌ কিসের ভদ্দর, ঢের ভদ্দর দেখেছি তুমি মনে কর বুঝি তোমায় সবাই মান্যি করে। চাকরীর পিত্যেশে ট্যা কার খাতিরে তোমার মুখের সাম্নে কিছু বলে না, আড়ালে ঠাট্টা করে না? তফাতে গিয়ে হাসে না? বলুক না সব ভদ্দররা।

সোনা হাঁ ম হাঁ; মা ঠিক বলেছ, আমি কদ্দিন শুনেছি, বাবুরা সব এইখানে এমনিটী থাকে, বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় গাল পাড়তে পাড়তে যায় হাঁ বড়বাবু, মা সত্যি বলেছে, তোমাকে "শালা" "কলু শালা" ছোট লোক ছোট লোক, যাচ্ছে তাই বলে ঐ চক্রবর্ত্তী

মশাই বাবু একদিন বাপান্ত কত্তে কত্তে যাচ্ছেল, না চক্রবর্ত্তী মশাই ?

প্রেম। কবে রে সোণা ?

সোণা সেই.বল্লে না তুমি ? একজন কে বল্লে, "মধো শালা" আর তুমি বাপন্ত কল্লে

কলুবৌ সোণা, থাম্ বলছি, কথার ওপর কথা কস্‌নে এর একটা বিহিত কর, হয় জেতে ওঠ, নয় যেমন কলু, তেমনি কলুর মতন থাক ; দাও আমায় ঝুড়ি করে গোবর আনিয়ে দাও আমি রাস্তায় গিয়ে ঘুঁটে দিচ্ছি তোমার ঐ চাপকান পাকড়ি চুলো য দাও, দিয়ে ঘানি কেন, পুজোর দালানে গাছঘর কর

সোণা হো হো, তা হলে বেড়ে মজা হবে মা ঠিক বলেছে, তা হলে আমি মাইনে পত্তর কিছুই চাইনে, ছুটী ছুটী খেতে দিও, আমি রাতদিন ঘানিগাছে বসে ঘুরবো এই দেখ, ও কলের সরকার বাবু, আমাদের বাবু যদি ঘানি করে, তাহলে তোমাদের কল টল সব ঘুরে যাবে, তোমাদের বাবু তখন খারাপ তেল দেওয়ার মজাটা টের পাবে বাবু বামুন হয়ে, কলুর অন্ন মারতে যাওয়া অমনি নয়

কলুবৌ সোণা, আবার কথা কচ্ছিস, আমার রাগ বাড়ছে, তা জানিস,আমায় বেশী রাগালে কি হয়, মনে আছে ত ?

সোণা ও বাবা, তা মনে নেই ; শুনছো গা বাবুর, যাকে রাগাল অমনি নয়, ঐ অত বড় যে বড়বাবু, যাকে আপনারা শুদ্ধ ভয় কর, তাকেই একদিন কাঠের চেলার বাড়ী ধপা-ধপ্ পিটে দিলে

মধু সোণা, দূর করে দেব বলছি, রাত দিন পাগলামি ভাল লাগে না চক্রোরবর্ত্তী তোমরা তবে এখন যাও।

উমা (জনান্তিকে) কেমন, আমি বরাবর বলি যে, সবাইকে বিশ্বাস করে, শ্যাক আর পাগল ছাড়া সোণা বেটা নেকা পাগল সেজে একবার বলে নিচ্ছে দেখছো, মনে কচ্ছো কি বেটা কিছু বোঝে না ?

[কেরাণীত্রয় ও সরকারের প্রস্থান

মধু বাবুজান, তা হলে তোমারও বেলা হ'ল—

বাবু হাঁ বড়বাবু, আমিও এবে এসি

মধু দেখ বাবুজান, এ সব ঘরের কথা যেন সাহেবের কাণে না ওঠে, ঘরের ভিতর কার কি না হয় বল ? বিশেষ ওঁর আবার হিষ্টিরিয়া আছে মনিবের কাণে সব কথা কি তুলতে আছে ?

বাবু সে কি কথা ? সাহেবকে এ সব কথা কি আমি বলতে পারি। আমার যে লালিগটে ছেল বড়বাবু সেটা কি ভুলে গেলে, সেই একটা বনাতের চাপকানের কথা

মধু না না, ভুলিনে, ভুলিনে, শুধু চাপকান কেন, তোমার পাগড়ী টাগড়ী শুদ্ধ একটা পুরো সুটই করিয়ে দিচ্ছি ; আর দেখ, ঐ চক্রোবর্ত্তী টক্রোরবর্ত্তী ক'জন ছিল, ওরা শুনে গেল, আপিসে গোল টোল করবে কি বোধ হয় ?

বাবুজান হাঁ, তুমি নিশ্চিন্দি থাক বড়বাবু, আমি সকাল সকাল আপিসে গিয়ে বাবুদের এমনি ইশেরায় কড়্‌কে দেব যে, ও সব বাতই মুখে আনবে না, এখন এসি, স্যালাম

মধু সেলাম, সেলাম

[বাবুজানের প্রস্থান

হ্যাগা বৌ, তোমার এ কি রকম আক্কেলটা বল দেখি ? আজ একেবারে আমার মাথাটা কেটে গেলে ?

কলুবৌ তবে আমি যে অপমানি হয়ে নাথি খেয়ে এনু সে কথাটা ধচ্ছে না বুঝি?

মধু তুমি আবার কোথায় অপমান হলে? কার কাছে নাথি খলে?

কলুবৌ ধোপার কাছে ধোপার কাছে সেই ধোপাকে চেন না? যে মুন্সেফ হয়েছে, তোমাদের চেয়ে বড় চাকরী করে, মাইনেই কম পাক আর যাই পাক, মান বেশী তোমাদের চেয়ে

মধু কে রাজকৃষ্ণ? হাঁ, ঢের মান বেশী

কলুবৌ বেশীই হোক আর কমই হোক তার বাড়ীর বামনী এসে আজ আমায় যাচ্ছেতাই শুনিয়ে গেল পোড়া এমন লোকের হাতেও পড়েছিনু গে যে সে জাত তোলে

মধু বলি, সেই কোন্ নন্দের ভটচাযি্য? সেও.ত ধোপা

সোণা আরও ছোট জাত, না গো বড়বাবু? আমরা তো কলু—ঘানি ঘুরিয়ে তেল বের করি, তারা যে পাঁচ জেতের ময়লা কাচে

কলুবৌ তবে আমিও তাদের অথা-ভারা বলু, আর বামনী মাগী উল্টে তাই বলে? আমি ছোট লোক বলি, সেও আমাকে ছোট লোক বলে, আমি ত আর বড় হতে পারু না; আর পাশের মিত্তিরদের ছাত থেকে ছুমাগী কায়েতনীর যে হাসি ঠাট্টা কেন কিসের জন্যে, বামনী এত শোনাবে কেন? বামুনের কি চারটে হাত আছে? গলায় গাছ ছুচ্চার সুত দিয়ে তো বামুন, যদি ভদ্দর হতে চাও তো পৈতে নেবার ব্যবস্থা কর, ট্যাকায় সব হয়, ট্যাকা খরচ করে ভট-চাযি্য মটচাযি্য দিয়ে একটা শাস্তর বের কর, পৈতে নাও

সোণা ঘ ঠিকড়ে বলেছে বাবু, তুমি পৈতে নাও, কলু বামন্দ জাত নয়, তবু বামন হলে আরও মজা হবে, মা তোমারও পৈতে পরতে হবে, বামুনদের শুধু মদ্দরা পৈতে পরে, আমাদের কলুদের মেয়ে মদ্দ সব পৈতে পরবে, তা'হলে বামনের চেয়ে বড় হয়ে যাবে

কলুবৌ কি, চুপ করে রয়েছ যে? কথ কও না

সোণা ও আর বাবু কথা কইবে কি, তুমি মা আমায় গোটাকতক পয়সা দাও, তাগ সুত কিনে আনছি

কলুবৌ তুই থাম বলি হ্যাগ, কি হবে?

মধু তা য হোক হবে, সে ত আর এখনকার কথ নয়, দু একজন ভট্টাচায্যিকে হাত কত্তে হবে ত?

কলুবৌ সে য কত্তে হয়, ত তুমি জান, আমি কিন্তু এই বলুক ভগবন প° কলু,ম, তের তিরেয মধ্যে যদি পৈতে না নিতে পার, তা'হলে আমি তোমার ঘর-সংসার চলোয দিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাব, বাবার দোকানে বসে উড়্ খি করে তেল বেচবো, আর যত লোককে ডেকে ডেকে তোমার পরিচয় দেব।

মধু আচ্ছা, য হয় একটা হবে। আপি সের বেলা হ'ল, এখন চল আচ্ছা পাগল,

সোণা পাগল নয় বাবু, মা প না কথ বলেছে । মা, আমি খবরদার বলছি, বাবুকে ছেড় না, পৈতে নিতেই হবে, চল বাড়ীর ভেতর চল

[সকলের প্রস্থান

— —

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—

জুতার-দোকান

মুচি ও মুচিনীগণ

(গীত)

কারিগিরি মুচিগিরি বড় ছোট নয়
ছোট ছে ছোট, আউর বরবে নকে হাম
ইংরাজিটী পোড়বে থোড়া,
পিনিহে পেবে জামা জোড়া,
খাড়া খাড়া বনিযে যাবে বড়াবাবু নাম
চড়ে লেবে ট্রাম গাড়ী,
গড় গড় যাবে সাহেব বাড়ী,
তড় তড়া তড় চলবে কলম ফুঁড়বে নাকো চাম
নেন্দু চামার নেহি তেখন নন্দবাবু নাম

(কাণফুঁড়ী মিস্ত্রীর প্রবেশ)

কাণ॰ আরে কেয় রে চামার লোগ, কি গোলমাল লাগিযে ছস, কাম টাম ছোড়ে দিযে গান-বাজনা লাগিয়ে দিয়েছিস যে, নেশ টেস পায়েছিস নাকি ?

১ম মুচিনী আরে মিস্ত্রীজী, তুমি কি বলতিছে গো ? কাম তো হোবেই করবে, লেকেন বিচবিচমে থোড় বহুত নাচ গানটী না করবে তো কলক তার ভাত কেমন করিয়ে হজম হোবে ?

কাণ॰ আরে এ ক্যা ! হিঁযা মেযামানুষ এসে জমে গেছে ? কামের জায়গায় মেযা মানুষ ? দোকান থবে ইস্ত্রীযা লোক ? তবে ত সত্যনাশ দেখছি, আরে বাহোয়া বাহোয়া

১ম মুচিনী আরে শুন তো ভাই মিস্ত্রী, তুমি বক্ বক্ কেন কৈ রছে ? তু যা আপন ঘর যা, ঘরে কেউ আছে না ? বহে তে ঘুম কর যাকে, সামকে আসিস, কাম বুঝে সুঝে লিস্ ঝুট মুট খিট খিট কেন করিস্

কাণ॰ ওহো, এ বাঘিনী কার মাসী রে ? এ বাক্টু গ, এ মের রু কিস্‌কে ? দেখে থেুর দোকানে এমনি গোলমাল করেগা তো হাম সবকো নেকাল দেগা, দোসরা মুচী ভরতি করেগা এ লোককো যনে বোলে, সে ইস্তে সবকো ও ব ব দেগা

১ম মুচিনী বাবা রে ও মবদোয়া এ কেয় ? ভুলিযে ভালিযে বুলায়ে সে আসলি, এখন হজুৎ যে জলিয়ে যায়, তু লোক কা মিস্ত্রী তো জবাব দিচ্ছে, রোটি কি দোটুকরা মিলবে, না-উপাস করে মরবে ? হামিকে এমনি জবাব কি বাত বলতো, হামি দোকানে থুক দিযে চলে যেত, তুলোক মবদ আছিস না কুত্তা আছিস, চুড়ি খুইয়ে কাম করবি

নন্দ কি মিস্ত্রী, কি বলছে গো, জবাব কি বাত বি বে বলছে ?

কাণ॰ কি বোলবে আর, তু লোক কাজ-কর্ম কোরবে না তো বসিযে বসিযে তলব দেবে নাকি ? কামে গাফিলি কোরলেই জবাব দেবে।

সকলে হাঁ হাঁ হাঁ জবাব দেগা আরে মিস্ত্রী জবাব দেগা হুঁ হুঁ হাঁ।

(গীত)

জবাব দেও জবাব দেও জবাব দেও আবি
ঘরে বসে কাম পাবে পয়সা জমো ভাবি
ঝটসে লেয়াও বক্সিসা, যেতনা তলব বকেয়,
জলদি জলদি চুকায় দেও সব দাবি
এ কেয় পাইছো জেরাণা,
দেখলাও চোক রাঙ্গানী,
ছুকরী গেলে চুকরি কেঁদে খেয়ে মরবে খাবি
হামি দিচ্ছে দেড়া কাম, তবে লিচ্ছে পুরা দাম,
পয়সা অমনি মাংনা দেতা কবি
অস্তর মস্তর লে লে লে, হিসাব কৌড়ি লে দে দে,
বুঝে সুঝে লে জুতি মুতি লে লে ;তের
চাবি ;—
পঞ্চাইতে খবর দেবে মুচি কোথা পাবি

কাণ আরে এ ঝণ্টুয়, এ নন্দুয়া, আরে গোঁসা করো কাহে? হামি উমরে বড়া আছি, দুটো মিঠা কড়া বোলবে না তো বোলবে কে? পরদেশে আসছে, বাপ দাদা সাথে নেহি, হামি না শিখাবে তো চাল চলন শিখাবে কে? রাগ না করো কাম করো আরে বিটিয়া সব, এ দুকান তো তুহারি

সকলে হাঁ হাঁ, ভাল বোলেছে, কাণ ফুড়ী মিস্ত্রী বড়া ভালা লোক আছে

কাণ নন্দুয় বাবু কুথাবে?

নন্দু আখুনে তো আসেনি

কাণ ক্যা—এগার বাজতে চল্লে, এখনও আসেনি?

(গদাধর দত্তের প্রবেশ)

গদা সেলাম মিস্ত্রী সাহেব

কাণ। কিগো দত্তো বাবু, এখন ঘুম ভাঙলো নাকি? ঘাড়টা দেখছো, কেত বাজছে?

গদা আজ্ঞে মিস্ত্রী সাহেব, আজ একটু বেলা হয়ে পড়েছে বটে, কাল রাত্রে ছোট মেয়েটার বড় জ্বর হয়েছিল, তাই তাকে কোলে করে আজ সকালে ডাক্তারখানায় যেতে হয়েছিল, সেই জন্য একটু দেরি হয়ে পড়েছে

কাণ তোমার মেয়েব বেমো হোলে তো হামার কি আছে গদাই বাবু? ছেলে মেয়ের বেমো হ'লে পরের কামটা চলে না, ডাক্তারের ঘরে গেছলো বোলে যাটো গেলে কি হামার কাছে বারো টাকার বদলে এগার টাকা লেবে?

গদা। কি করবো সাহেব, হঠাৎ হয়ে পড়েছে, বাড়ীতে আর কেউ পুরুষ নেই, আমি একলা, আজকের দিনটা কিছু মনে করবেন না।

কাণ না, হামি ও সব বাৎ শুনতে চায় না হামি কাম চায়, কুথা চাহে না, তুমি আসেনি, কারিগর লোক কি কাম করছিলো না, বাবু, তুমি অন্য যায়গা দেখো হামার এখানে তুমার পুষাবে না

গদা কারিগরেরা কাম করেন, তা আমি কি করবো বলুন, আমি থাকলেও তো ওরা আমার কথা শোনে না, তবে আমার উপর রাগ করেন কেন?

কাণ নেহি নেহি বাবু, চলা যাও, মাস কাবারে আসো; পাওনা কৌড়ি চুকায়ে দেবে

গদা রাগ করবেন না মশায়, আমার আজকের দিনটা মাপ করুন দেখুন, ছাপোষা মানুষ, আপনি যদি বিদেয় করে দেন, তা হলে একেবারে সপরিবারে দাড়িয়ে মারা যাব।

কাণ হামি কোন বাৎ শুনবে না, তোমার যা জবাব বলে

(একজন বেকার বেবাগীর প্রবেশ)

বে, কে আ বাবু, আমি দাড়িয়ে শুনছি, মিস্ত্রী সাহেব তো কিছু অন্যায় কথা বলছেন না, পরের চাকরী অনেক বুঝে সুজে কোত্তে হয়, মেয়ে তো আর একদিনে মারা যেত না

গদা বেশ মশায়, আপনি খুব ভদ্রলোক, গেরস্থ লোকের অন্নটা যায়, কোথায় দু'কথা ভাল করে বলবেন, না ফোড়ন দিতে এলেন

বে, কে বাবা, যে দিনকাল পড়েছে, চাচা আপনা আপনা বাঁচা, আজকের বাজারে মাথা খুঁড়লে তবে চাকরী মেলে, শরীর পাত করে তবে সেটা বজায় রাখতে হয় আমি যখন কবরওয়ালা লে য়ারিস সাহেবের ওখানে বেরুতেম আটটার ভেতর হাজরে দিতে হোতো, এক পয়সার বাতাস খেয়ে সমস্ত দিন কেটে গেছে ভাল কথা —লোয়ারিস সাহে-

বের ন মে একটা কথ মনে পড়ে গেল, ওখ নকার মুচ্ছুদ্দি ছিলেম বাব এই দোকান ছাড় আব কোথাও থেকে জুতো নিতেন না, কাণকুঁড়া সাহেবের মতন গুটু বার্ণিসের ডবল স্পাইং আর কোথাও তৈয়ের হয় না; 'মশ্ব' মশায়,আপনার যদি লোকের দরকার হয়, তা আমি এখন বসে আছি তিন মাস ম্যালেরি বায ভুগে সোযারিস সাহেবের ওখানকার চাকরিটে খুইয়েছি, এই দেখুন, আমার হ তের লেখা একখান দরখাস্ত সঙ্গেই আছে, বিল কত্তে, একাউন্ট বাখতে,যা বলবেন,সবই পাবি, মধ্যে একবার টেংাব সপ করে কিছু লোকসান দিয়েছি, আপনার এখানে দরকাব হয়, হাতাহাতি করে দু'চাব জোড়া সাত সেলাইও করে দিতে পারি, কল চালানও আমার বেশ জ না আছে

গদা মশায় ব্রাহ্মণ, প্রণাম হই

বে, কে না, আমি ব্রাহ্মণ নই

গদা মশায় ভাঁড়াচ্ছেন কেন? আগুন কি চাপা থাকে, আপনার কথায় ধরা পড়েছেন

বে কে কি রকম?

গদা মশায়, আমি দত্ত, কায়েতের ছেলে হয়ে জুতোর বিল লেখা চাকরী পর্যন্ত স্বীকার করেছি, আর মশায় যখন সেলাই পর্যন্ত উঠেছেন, তখন কুলের মুখুটী না হয়ে যান কোথায়

বে, কে না হে, আমি কায়স্থ আমরা বোস

গদা তা হলেও হতে পারে, তবু কুলীন, আমার মাথার ওপর আছেন, তা আর গরীবের অঃটাতে হাত দেন কেন, মাইনেও তো শুনলেন বারটী টাকা বই নয়, এতে আর আপনার কি হবে?

বে, কে ওহে, তাজকের বাজারে বার টাকাই দেয় কে? আজ সাত মাস বসে বসে দেনা কত্তে থাচ্ছি, আর আ বা কাজ দেখাতে পালে মিত্রা সাহেব কোন না ক্রমে দু-এক টাকা বাড়িয়ে দেবেন

কেঃ হাঁ, মুনিবকে খুসী কোত্তে পাল্লে, চুরি চামারি না কোল্লে, দু'পয়সা তোফা আছে লেকেন বাবু,মালপত্র বিস্তর থাকবে নগদ বিক্রীর টাকা বাবুর কাছে তামাম দিন জিম্মা থাকে, এখানে কাম কোত্তে হোলে একটী জামিন দিতে হোবে, আমার জান-বিৎ একটী ভেয়েমানুষ গদাই বাবুকে সুপা-রিস কোরছিল তা'হ ওকে রাখলে

(একজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ "সুরধুনী মুনিকন্যে তারয়েৎ পুণ্যবন্তং যৎপলায়ত্তি স জীবতি", কি বাবা কি বাবা জুতে ওয়ালা সাহেব,তোমার এখানে লোক রাখবার কথা হচ্চে,জামিন চাই বাব? আ মার মেজ ছেলেটী গত বৎসর এল-এ দিয়েছে, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ—আর পড়াবার শক্তি নাই, তা'রে যদি রাখ তো আমি উত্তম জ মিন দতে পারি; নবদ্বীপে আমার যৎ-কিঞ্চিৎ ব্রহ্মোত্তর আছে, তা'র কাগজপত্র রাখ ভাল, নচেৎ কোন বড়লোকের জামিন চাও, তা'ও দিতে পারি, আমার প্রতিপালক হচ্ছেন রাজা দামুরাম শা—আমি তাঁরই ওখানকার সভা-পণ্ডিত, 'সর্ব্বতীর্থ মধ্যে গঙ্গা, দাম্পত্যঃ কলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া", এখং আশীর্বাদ কচ্ছি, অন্যত্র তোমরা চাকরি চেষ্টা কর, এটী আমার পুত্রের জন্য ছেড়ে দাও

গদা বেশ মশায় আমি আজ তিন বৎসর এখানে আশা করে থাচ্ছি, মনিব একটু রাগ করেছেন—আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কোথায় দুকথা বলবেন, না আমায় তাড়িয়ে আপনার ছেলেকে বসাতে চাচ্চেন?

(উমেদারগণের প্রবেশ)

১ম উ　চাকরী আছে? চাকরী আছে?

২য় উ　মশায়, আমায় যদি রাখেন তো আপনার বই খাথা থেকে তাগাদা আদায় পত্তর সব কত্তে পারি

৩য় উ　মশাইয়ের যদি এ কর্ম্মটা লাগে, তা হলে আমায় সঙ্গে অ্যাপ্রেন্টিস নেবেন, আমি বাড়ী থেকে টেবিল চেয়ার নিয়ে আসবো

ব্রাহ্মণ　"যস্ দ্বারে মহ ঘোরে আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব পতিব্রতা"; পাষণ্ড ব্যাটারা, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পুত্রের চাকরীটীর জন্য দাঁড়িয়েছি আর সবাই ক্যাঙ্গলার মতন এসে তা'রই উপর পড়লে, আমি পৈতে ছিঁড়ে ব্রহ্মশাপ দেব আমার ছেলের এ চাকরী না হয় যদি, তা'হলে যে এ কর্ম্ম করবে, সে নির্ব্বংশ হবে

কে, কে　কেন বল দেখি ঠাকুর, ঐ জন্যই তো বামুন ঠাকুর মানতে ইচ্ছে করে না; তোমরা অধঃপাতে গিয়েই তো আমাদের এই দুর্দ্দশা হয়েছে; একটা চাকরী পাবার জন্য পৈতে ছিঁড়তে এলে? যখন পৈতে ছেঁড়ার কথা মুখে এনেছ, তখনই তো তোমার ব্রাহ্মণত্ব গেছে, আগে প্রায়শ্চিত্ত করে ফের বামুন হও, তখন তোমার শাপ গাল শোনা যাবে

গদা　ও নন্দ, বাবা, এ তো ক্রমে ভারি গোল বাঁধলো দেখছি, যেন ভাগাড়ে শুকুনি পড়েছে, তুমি আমার হয়ে মিস্ত্রী সাহেবকে দুটো কথা বল, তোমার কথা থাকবে, তোমাকে মনে মনে একটু ভয় করেন, তা আমি জানি, দেখ, এ মাসের মাইনে পেলে তোমায় আমি দুটো টাকা দেব, বল বাবা বল, দুকথা জোর করে বল

নন্দু　আচ্ছা, তিনটী টাকা দিও, তোমার চাকরী হামি রাখিয়ে দিচ্ছে　মিস্ত্রীজি, গদাই বাবুকে ছাড়িও না, পুরাণ লোক আছে, কাম কাজ সব বুঝে লেছে, নজর তৈয়ারি হয়েছে, পাঁও দেখলে জুতোর মাপ আন্দাজ কোরতে পারে, হাম্মেশা হাতে কাজ থাকলে খরিদ্দারকে আপনি জুতা পিনিহে দিতে পারে, নয়া লোক আসলে বড়া গোলমাল হোবে, নয়তুন বাবু লিয়ে হামি কাম করতে পারবে না, গদাই বাবুসে হামসে বনিয়ে গেছে

কাপ　আচ্ছা নন্দু এবার তুমি যখন সুপারিস কোরছে, তখন হামি তোমার কথা রাখলে, লেকেন আজকে দেরিকা জন্যে এক টাকা জরিমানা হলে, যাও বাবুলোক সব ছুটী করে, এ দফে হামি গদাই বাবুকে মাপ কোলে

১ম উ　জানি আজ যখন জীবনের মুখ দেখে বেরিয়েছি তখনই জেনেছি, অদৃষ্ট অদৃষ্ট

ব্রাহ্মণ　সর্ব্বনাশ হোক, সর্ব্বনাশ হোক, তুই ব্যাটা কোথ কার কায়েত? ব্রাহ্মণ ছেলের জন্য চাকরীটে চাইলে, ওই ছেড়ে দিতে পাল্লিনে? দূর দূর　বেল্লিক ব্যাটা, আমার টাকার দরকারটা বুঝলিনে, সংসারের খরচ কত জানিস? এখন আর চাল-কলা ভট্‌চাযিয় বামুনের চলে না, কনিষ্ঠ পুত্রটীর জ্বর হয়েছে, ডাক্তারের হুকুম, এই দ্যাখ ব্যাটা, এক বাক্স বিষ্কুট কিনে নিয়ে যেতে হচ্ছে, মনে করিসনে ব্যাটা যে এ বিষ্কুট খেলে জাত যাবে, এ হিন্দুর হাতের তৈয়ারি, কে সি, বোস কোম্পানির বিষ্কুট, শ্রীবিষ্ণু! — বিষকুট্‌কুট, এ সব খরচ যোগাব কোথা থেকে রে ব্যাটা পাষণ্ড, আমায় নিরাশ কল্লি, তেরাত্রের মধ্যে চাকরী যাবে—যাবে—যাবে

[ব্রাহ্মণ ও কেরাণীর প্রস্থান

কাপ — ওরে নন্দু, কাম করো, ডিপটী বাবুর জুতী আজ সমকো তেজতেই হোবে দরতোবাবু, বিল কয়ঠো জলদি লিখে দাও, ফিন্ তোমাকে জেটিতে যেতে হোবে চামড়া আজ খালাশ করনা চহি আর বাচুয়াকে কেমন পড়াচ্ছ গে, চ বট কেতাব ছিঁড়লো লেকেন সব হরফ চিনলে, আজ হামি সব লেড়কাকে পেঠিয়ে দিবে, ভাল কোরে পড়াইও এবাং কেতাব ছিঁড়লে তোমার তলব কেটে কিনে দেবে

[কাংফুড়ের প্রস্থান

নন্দু — এ গদাই বাবু, হামাকে কিছু ইংরাজী পড়াবে? বর্ণ্ট অর্ণ্ট, সবাইকে ইংরাজী পড়াও, হামার ইচ্ছে হইছে, হামলোক চাকরী কোরবে না, কেরাণী হোবে না, লেকিন জুটে ইংরেজী পড়লে, 'ইযেস নো' বুলি বোলে, ভদ্দর হোয়ে যাবে, আর কেউ চামার বোলবে না, বাবু বোলবে

গদা — তা তোরা যে শিখছিলি - শিখতে শিখতে ছেড়ে দিলি কেন? বই পোড়ে এখন কতকালে বাবু হবি? আমি মুখে মুখে তোদের কত ইংরেজী কথা শিখিয়েছিলেম সব ভুলে গেছিস?

নন্দু — ভুলবে কেন ওসব ঠিক হয়াদ আছে, শুনবে?—বোল ত ভাই, গদাই বাবুকে সব শুনায়ে দে ইংরাজী

সকলে — (গীত)

হো হো হো সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু-
বুরুস্।

হাতকো বোলে হ্যাণ্ড, পেটকো বোলে বেলি,
আউর নাককো বোলে নুজ্
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্
চাউলকো রাইস বোলে, ধানকো ধান,
আউর হক্ মানে ভুঁয়্
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্
রোটীকে ব্রেড কহে, দুধকো মিল্ক,
সুকখাকে কহে যুথ্
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্
চোরকো মানে থিফ, ঠক্‌কো মানে চিট,
আউর এ ইবকে কহে খুস্
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্
ফাদার বাবা, পোদার চাম,
জুতি জানো সুজ
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইডেন গার্ডেন

যাদব ও রাধানাথ

যাদব — তোমরা কি হে মশাই গেলে তিন চারশ টাকা উপায় করছো, কিছু করেও নিয়েছ, তুমি বলবে না কেন, আর তার উপর গবর্ণমেণ্টকে চাবি তার মধ্যে কন্ট্রাক্ট পাবার উপায় বোধ হয় আছে, তাই এখন ইংরেজ-ভক্ত হয়ে পড়েছ

রাধা — আর রাগ করো না ভাই, তবে সে হিসেবে কি তুমি কিছু উপায় করতে না পেরে আর গবর্ণমেণ্টের কাছে কোন প্রত্যাশা না থাকায় সাহেবের উপর চটে দেশহিতৈষী হয়ে পড়েছ?

যাদব। শুধু আমি কেন অনেকেই চটেছে। আমাদের দেশ—আমরা বসে খাবো, কথা পাব না, খেতে পাব না, আর কোথা থেকে ইংরেজ উড়ে এসে জুড়ে বসে এখানকার মোটা মোটা চাকরীগুলি দখল করে আমাদের দেশের টাকাগুলি ধরে নে যাবেন

রাধা — কই, জনার্দন্ লা। বেশ খাটে না

গদিতে কি নেড়কটাদের বড়বাজারের কুঠীতে একজন ইংরেজকেও তো চাকরী কত্তে দেখতে পাইনে। ইংরেজের চাকরী ইংরেজ কচ্ছে, এটা কি বড় আশ্চর্য্যের কথা? দেশটা দখল করেছেন ইংরেজ, রাজকার্য্য ও এক রকম ব্যবসা, তার পর রেলওয়ে বল, জাহাজের কাজ বল, বড় বড় সওদাগরী আপিস ইত্যাদি যা কিছু বল, যেগুলি বেশী চাকরীর যায়গা সবই ইংরেজের, তা সেগুলিতে ওরা যদি একেবারে ওদের জাত-ভাইকে বঞ্চিত করে, ত হ'লে কি ধর্ম্মে সবে? এই আমি যে কারবারটুকু করেছি, এতে আগে আমি আমার যতগুলি স্বজাত পেয়েছি, তাদের কর্ম্ম দিয়েছি, তা'র পর আর যা কিছু দু-একটী বাকী, তা বাঙ্গালকেই দিয়েছি, এদের বদলে ইংরেজ ফরাসী ওদিকে থাক, আমি যদি খোট্টা কি উড়ে মিস্ত্রী সব রাখতুম, ত হলে কি লোকে আমায় ভাল বল্‌তো?

যাদব। ত হ'লে আমাদের উপায় কি হয়? দেশের লোক অন্নের জন্য কোথায় যা'বে?

রাধা। আপিসের চাকরী বই যদি অন্নের অন্য উপায় না থাকে, ত হলে লাট-সাহেবী থেকে রাস্তাবন্দিগিরী পর্য্যন্ত সমস্ত চাকরীগুলি দেশের লোককে দিলেও সবার সঙ্কুলান হয় না। উপস্থিত বেকারের সংখ্যা তো কম নয়, তা'র পর সাল সাল বাড়ছে কত—ত দেখবার জন্য বেশী দূর গিয়ে কাজ নাই, একবার এই কলিকাতার স্কুল ক'টা ঘুরে এলেই বুঝতে পার্ব্বে। তবু ইংরেজের সব কাজ হাতে নেবার জন্য বাঙ্গালী উপযুক্ত হয়েছে কি না, সে তর্কও আমি এখানে তুলছি না। আরও বলি, জাতভাইকে পুষছে বলে ইংরেজকে দুষছো; কিন্তু তা পুষেও কত লক্ষ দেশী লোককে পুষছে বল দেখি, এত চাকরী স্থল আমাদের দেশে আর কোন রাজার আমলে ছিল? কত কেরাণীগিরী চাকরী ইংরেজ তৈয়ের করেছে বল দেখি? তা সবাই যদি ঐ দিকে ছুটবে, তা কত লোকের যায়গা হবে? সে হিসাবে তোমার আমার যদি পাঁচ পাঁচটী ছেলে হয় তা হ'লে গবর্ণমেণ্টকে এক একটী নূতন আপিস খোলবার বন্দোবস্ত কত্তে হয়। রোগের গোড়াটা ধর না ভাই, চাকরীর চেষ্টা যে ক্রমে এপিডেমিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাদব। তা সেও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের দোষ, টেক্‌নিক্যাল স্কুল কেন এখনও করছে না, তা হ'লে তো দেশের লোকে সব শিল্প-ব্যবসা শিখতে পারে।

রাধা। আচ্ছা ভাই, তোমাদের স্বাধীনতার মানেটা কি, আমায় বুঝিয়ে দিতে পার? এদিকে তো বল, আমরা সব কাজের উপযুক্ত হয়েছি কিন্তু কোন একটা দরকার পড়লেই অমনি "দে গবর্ণমেণ্ট দে," লেখাপড়া শিখবো, গবর্ণমেণ্ট স্কুল করে দিলে তবে চলবে; পয়সা চাই, সংসার চলে না, দাও গবর্ণমেণ্ট তা'র একটা উপায় করে, রাজনৈতিক, সামাজিক, নাগরিক যা যখন কিছু উন্নতির আবশ্যক হবে, সব গবর্ণমেণ্টের দোহাই; ক্রমে বিবাহের খরচের রেট, দম্পতি-মিলনের বয়সের বাঁধাবাঁধি, ঠাকুরবাড়ীর পূজার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে; দিন কতক বাদে দেখছি, গবর্ণমেণ্টকে বাড়ী বাড়ী রাঁধা ভাত পর্য্যন্ত পাঠাবার জন্য দরখাস্ত করা হবে; তা হলে স্বাধীনতাটা রক্ষা করা হবে কি রকম? ইংরেজদের বলা হবে কি যে, তোমরা আগে পিছে ঢাল তলোয়ার খিঁচতে থাক, আমাদের গায়ে মাছিটী না বসতে পারে, আমরা

আহারাদির পর একটু নিদ্রা দিয়ে উঠে তামাক-টামাক খেয়ে খানিক বা লেক্‌চার দিলেম, খানিক বা রাজ্যশাসনটা করে নিলেম

যাদব লোহা পিটে পিটে ক্রমে কামারের বুদ্ধি আরও মোলায়েম হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না—তাই ঠাট্টা কচ্ছো কলেজ ডেস্ক্ কি ভুলে গেলে তুমি লেক্‌চার দিতেন ?

বাধা হুশ বার ঝকমারি করেছি, তার জন্য তুমি আমার কাণটা ধরে দুগালে দুই থাবড়া লাগিয়ে দিতে পার, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু জঠরানলের মতন গুরুমশাই আর পৃথিবীতে নেই, আপিসের দাঁত-খিচুনিতে আর বালামের বাজার দেখে যে জ্ঞান লাভ হয়েছে, ভলম্ ভলম্ মিল স্পেন্সার পড়ে আর টী গ্‌ নগেটী কসে তার আধ কড়াও হয়নি নিজে তো পাসের চাপরাস বেঁধে এ্যাপ্লিকেশন বগলে সপ্লিকেসন করে করে হায়রাণ হলেম, তার পর একবার ভাবলেম, মহম্মদ জব্ গিজ্‌নীর চৌদ্দপুরুষের নাম ঢের মুখস্থ করেছি, একবার নিজের বংশের ইতিহাসের পাতাটা উল্টোই না কেন; দেখলুম, যাকে তুমি হাতুড়ী পেটা বলছিলে, প্রপিতামহ পর্য্যন্ত তার দ্বারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে গেছেন ; এই কল্‌কেতাতেই বেশ কার কারবার ছিল, দেশে একটু জমী-জিরেত চাষ-আবাদ ছিল, ঐ হাতুড়ীর জোরে বাড়ীতে দুর্গোৎসব অতিথিসেবা পর্য্যন্ত হতো, স্বজাতের ভিতর একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, কাঁরুর বাড়ী কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম হ'লে হাজার নিমন্ত্রিত লোক অপেক্ষায় থাকতে, কার সাধ্য জগৎ-কুমার (আমার প্রপিতামহ) যতক্ষণ না দোবজা কাঁধে চটি জুতো ঠ্যাকোস কর্ত্তে কর্ত্তে উপস্থিত হন ততক্ষণ খেতে বসে—তা'র পর ঠাকুরদাদা মহাশয় ইংরাজী পড়ে সাহেবের চাকরী কর্ত্তে ঢোকেন, আমাদের বংশে তিনিই প্রথম "ভদ্রলোক" অর্থাৎ তাঁর আমলেই চাষবাস দুর্গোৎসব অতিথিসেবা এইগুলি বন্ধ হয়ে গাড়ী ঘোড়া চাকর বাকর কাপড় চোপড়ের ধুম বাড়ে বাবা উকীলের বাড়ী ঢুকে 'ভদ্র' চা'ল বজায় রাখবার জন্য প্রথমেই নিজের ভদ্র সনখানি বাঁধা দেবার লেখাপড়ার মুসুবিদা করেন ; কাকারাও সব "ভদ্র", কামিজ গায়ে দিয়ে বাবার ভাত খান ; বড়দা মেজদাও বেশ 'ভদ্র' লোক মদ খেয়ে রাত্রে বাড়ী আসেন না তা'র পর আমি বংশের প্রথম 'পাস', "ভদ্রতার" মাত্রা কিছু বেশী, একদিন ক্রিকেট্ ক্লাবের এ্যানিভরসারী স্পোর্টসের চাঁদা দিতে হবে দশটা টাকার নেহাৎ প্রয়োজন মা'র বাক্স ভেঙ্গে ভলান্টিয়ার কর ছাড়া স্ট্রেট্‌ফরওয়ার্ড উপায় আর কিছু নেই, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে দেখি যে কলখানা ভদ্রী খাবার কোন চাবিই লাগে না, উত্তম ভদ্র ... এমন সময় হঠাৎ মনে স্ফূর্ত্তি হ'ল যে কি আমি কামারের ছেলে' একটা কল খুলতে পার্ব্বো না ? তখনই পেরেক ছিঁচকে দুমড়ে দামড়ে এক রকম করে নিয়ে বড়াক্‌সো বাক্সটা খুলে ফেল্লেম, বড়ই আহ্লাদ হ'ল যে হাঁ, যথার্থ কামারের ছেলে বটে, নিজের বরাতেও জেল নেই ছেড়ে পুরোগ্রাসে খেলা তেও উপবাস করে মরা নাই, তাই সেই সঙ্গে সঙ্গে এইটে মনে এল যে ভাল, বাবা রের ছেলে বলে দাপট করে কল তো ভাঙ্গলেম, তা ভাঙ্গাভাঙ্গি না করে এই দাপটে কল গড়ি না কেন ? জেতের বিদ্যা চুরিতে না খাটিয়ে রোজগারে খাটাই না কেন ? তার পর তা'ই থেকে তোমার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে যা হোক দুমুঠো এনে খাচ্ছি, খাড়ীখানি

খালাস হয়েছে আবার জগদম্বা যদি কৃপা করেন,তা'হলে আসছে বছর মা'কে আন্‌বার ইচ্ছা আছে তা'র পর সেই "ভদ্র আনার' গড়াগড়ির সময় স্বজাতের ভিতর দুদশ জন যারা মুখ টিপে টিপে হাসতো, তা'দের ছেলেপুলেরাও আমার কারখানা থেকে দু পয়সা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই গ্রামার ছেড়ে হামার ধরেই ভাই আমার সাম্যভাব গিয়ে গ্রাম্যভাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্য্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি, ভদ্র লোক হয়ে সাহেবের উমেদারী কর্ত্তে গিয়ে তাঁর দরওয়ান চাপরাসীর খিচুনি খেয়ে এসেছি, এখন ছোট লোক হয়ে এইটুকু লাভ হয়েছে যে, নিজেও দু পাঁচজন দরওয়ান চাপরাসী রেখছি আর সময়ে সময়ে এক আধটা সাহেবও আমার কারখানায় চাকরী পাবার জন্য দরখাস্ত কর্ত্তে আসে দেখে শুনে আর ভুগে আমার তো ভাই বেশ বিশ্বাস হয়েছে যে, আমাদের এই দুর্দশার প্রধান কারণ, যে যার জাতব্যবসা ছেড়ে দেওয়া

যাদব। জাত-ব্যবসা কি—ব্যবসার আবার জাত কি? যার যা ইচ্ছে, সে সেই ব্যবসা কর্ত্তে পারে

রাধা পার্কে না কেন? হাত আছে, পা আছে পারে না কি আমি বলছি? কিন্তু কি জান ভাই, মনটা কিছু লাফানে ধাতের হয়ে পড়ে; কেদারায় বসে টানাপাখার হাওয়া খেয়ে কলম পেষা বেশ লেফেফা দুরস্ত, বাইরে থেকে খুব জমকাল, মেহনৎও কম, সেই জন্য সবাই লাফিয়ে তা'ই ধর্ত্তে চায়, কিন্তু জেতের কড়াকড়টা ঠিক বজায় থাকতো,তা হলে আর এটা হতে পারত না সব ব্যবসার—সব কাজের হিসেবমত ভাগাভাগি থাকতো।

যাদব এ কত বড় পন্ডপ ত দেখ দেখি, যার একপুরুষ ছুতোরগিরী করেছে, তা'র বংশে বরাবরই সকলকে ছুতোরগিরী কর্ত্তে হবে? কারুর যদি উন্নতি কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, সে পার্কে না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে আমাদের দেশে এখন কায়েত বামুন ছাড়া অন্য জাত থেকে কত বড় বড় লেখাপড়াওয়ালা লোক হয়েছেন, তাঁদের দ্বারা দেশের কত উপকার হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু তাঁ'রা যদি মূর্খ হয়ে নিজের জাত ব্যবসা কর্ত্তেন, তা হলে কি হতো?

রাধা কিন্তু একটী ছুতোর ডাক্তার একটী ধোপা উকীল, একটী নাপিত এডিটারের জায়গায় কত ভরদ্বাজ কশ্যপের বংশ, ধর ব্রাহ্মণ পাঁউরুটীওয়ালা হয়েছে বল দেখি? কত আচার-বিনয়-বিদ্যাদি-গুণসম্পন্ন কায়স্থের সন্তান এখন কমলামেবু বরফের কুল্পী মাথায় করে বেড়াচ্ছে বল দেখি? আর মূর্খ পণ্ডিতের কথা কি বলছো? কেতাব পড়া—তা কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মপুস্তক ছাড়া অন্য জ্ঞান উপার্জ্জন কর্ত্তে কোন জাতিরই নিষেধ ছিল না, কিন্তু লেখাপড়া কল্লেই যে জাত-ব্যবসা ছাড়তে হবে,তার মানে কি? এই যে বুদ্ধি,যে অধ্যবসায়, যে পরিশ্রম ও যে মনোযোগের বলে তুমি সায়েন্সে এম এ, পাস করেছ, সেই বুদ্ধি, সেই অধ্যবসায়, সেই মনোযোগ, সেই পরিশ্রম যদি তোমার জাতীয় ব্যবসায় কৃষিকর্ম্মে প্রয়োগ কর, তা হ'লে তুমি তোমার নিজের, পরিবারের, দেশের,. কত উন্নতি—কত উপকার কর্ত্তে পার বল দেখি?

যাদব তা তো আমি রাজী আছি, জয়েণ্টষ্টক্ প্রিন্‌সিপলে একটা এগ্রিকলচারল কোম্পানী করবার চেষ্টাও আমি কচ্ছি, কিন্তু সমস্ত দেশের লোক এখনও তেমন উন্নত হয়নি, তেমন এন্‌লাইটেণ্ড হয়নি, আমি এন্‌করেজমেণ্ট পাচ্ছি কৈ?

রাধা ঐ দেখ ভাই, লিমিটেড কোম্পানী কর্ব্বে, ডাইরেক্টর হবে, সেক্রেটারী হবে, ঐ ঘুরে ফিরে সেই কেরাণীগিরী ক গজ কলমে ক্যালকুলেসন্ কসে রিপোর্ট লিখে যতটুকু কৃষিকর্ম্ম হয়, তাতে রাজী, নয় বড় জোর সোলা হ্যাট মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে একবার মাঠ তদারক করে আসবে—কেরাণীগিরী + প্লাস্ সাহেবী—তা তোমার দোষ কি ১৯২০ বৎসর অভ্যাস করে যা শিক্ষালাভ করেছ, তা তো কর্ত্তে যাবেই লেখাপড়া শিখ্তে একটু মাথার খাটুনি হয় বটে, কিন্তু শরীরের একটু আয়েস, একটু বাবুগিরী অভ্যাস হয়ে যায় এই দেখ না গবর্ণমেন্টের খরচায় বা অন্যরকমে যে ক'জন বাঙ্গালী বিলাত থেকে চাষ-বাস শিখে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি, কেউ স্কুলমাষ্টারী, কেউ বা চাষের রিপোর্ট লেখা চাকরী কচ্চেন, কিন্তু নিজের একাউণ্টে চাষ আবাদ করবার প্রবৃত্তি কারুরই হয়নি; আর হবেই বা কি রকম করে? একটা বড় ইংরাজী রকম ক্ষেত-খামার না হ'লে তো আর তাঁরা হাত দিতে পার্ব্বেন না, (বোধ হয়, তার মূলধনও নেই), এর কারণ কি? বিলেতে এগ্রিকলচারল কেমিষ্ট্রী, ভেট্রিনারি, বুককিপিং, ফারমিং, ষ্টিম প্লাউয়িং ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিষয় শেখা হয়েছে বটে, কিন্তু লাঙ্গল ধরা, গোরুর লেজ মলা, রোদ জল খাওয়া, চাষার সঙ্গে বসা, ধুলো মাখা, এই সব আবশ্যকীয় বিষয়গুলি শেখা হয়নি, সেটা শিখতে গেলে বাল্যকাল থেকে অভ্যাস কর্ত্তে হয়, ছেলেবেলা থেকে ঐ সব কর্ত্তে কর্ত্তে গায়ে ও প্রাণে এমনি সয়ে যায় যে, ক্রমে ওতে শরীরও খারাপ হয় না, আর মনে অপমানও বোধ হয় না, বরং ওর ভিতর যে সুখটুকু, যে মানটুকু, যে গর্ব্বটুকু লুকান আছে, সেটার উপর দৃষ্টি পড়ে, তা'ই চাষা সন্ধ্যাবেলা মাটী মেখে ধানের বোঝা মাথায় করে, গান গাইতে গাইতে বাড়ী যায়; আর তোমার হেডক্লার্ক বাবু চাপকান পরে, ট্রাম চড়ে, একেবারে দুনিয়ার উপর চটে যমকে নিমন্ত্রণ দিতে দিতে ঘরে ফেরেন

যাদব ও তুমি সব কি বলছ, আমি বুঝতে পারিনে, মাটীমাখা আবার শিখব কি?

রাধা এই যেমন কালিমাখা শিখেছ দেখতে পাও না, ম্যাডিকেল কলেজে পাঁচ বচ্ছর রক্ত পুঁযে ঘৃণা ছাড়তে শিখে তবে সার্জ্জারি কর্ত্তে বেরুতে হয় অভ্যাস বড় জিনিস, অভ্যাসে শুধু শরীর নয়, মনও বশ হয় হেস না, এটা ছোট কথা বটে, কিন্তু দৃষ্টান্তের জন্য বলি, যে মেথর সহরের ময়লা মাথায় করে বেড়ায় একটা গন্ধ মরা ইঁদুর তা'কে ফেলে দিতে বল্লে সে ছোঁয় না, তা'তে তা'র জাত যাবে, মান যাবে,—যে মুদ্দফরাস-শেষ কাজ যে কশাই বড় বড় 'কত কি" সব হাসতে হাসতে স্বচ্ছন্দে কাটে, একটা মাছি মারতেও তা'র কষ্ট হয়। সুখ দুঃখ, ক্লেশ আরাম, সহ্য অসহ্য, মান অপমান, এ সকলেরই বোধাবোধ কেবল অভ্যাস ও সংসর্গগুণে। এই জন্যে সেকেলে ঋষিরা শ্রমজীবীদের পক্ষে হায়ার এডুকেসন নিষেধ করে গেছেন। তাঁ'রা জানতেন, যেমন একালে দেখা যায়, গাউন পরে কন্ভোকেসনে গিয়ে লাট সাহেবের হাত থেকে বিএ, এমে, ডিগ্রি আনার পর রাঁদা বাটালি নিয়ে বাবুরা বাক্স গড়তে পারে না; তেমনি সেকালে সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল পড়ে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন জয় করে এসেও কেউ তাঁত বুনতে বসতে পার্ব্বে না

যাদব কিন্তু তা'তেও তোমার (হেসি-

ডিটারি) বংশগত জাতিভেদের থিওরি বজায় থাকছে না যে ছেলেকে টেক্‌নিক্যাল এডুকেসন দেবার ইচ্ছে হ'বে, তা'কে একটু ছেলেবেলা থেকে হাতে হেতেড়ে কাজ শিখতে দিলেই হ'ল

রাধ কা'র কাছে শিখতে দেবে? হারাণ ডেপুটীর ছেলে পরাণ কুমোরের কাছে বসে হাঁড়ী গড়্‌তে শিখতে কি সহজে চাবে? গবর্ণমেণ্ট টেক্‌নিক্যাল স্কুল কচ্ছে না বলে চট্‌ছো, দুঃখ কচ্ছো, কিন্তু তোমার সেই "হম্‌বগ" ঋষিগুলো কি গ্রাণ্ড পারমানেন্ট ভলেণ্টারি টেক্‌নিক্যাল স্কুলের বন্দোবস্ত করে গেছেন বল দেখি? Each caste was a special school for a particular industry, এক এক জাত এক একটা স্কুল, এক এক কারিকরের ঘর এক একটা ওয়ার্কসপ ছুতার "জাত", কাঠের কাজ শেখবার একটা পার্মেনেণ্ট স্কুল, লোহার কাজ শেখবার স্কুল কামার "জাত"; এদেশে চাষ র কাজটা সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন; চাষের কাজের ফিল্ড খুব এক্‌স্‌টেনসিভ, এই জন্য চাষের কাজ শেখবার জন্য একটা নয় চার পাঁচটা স্পেশ্যাল জাত আছে, আর প্রায় সব জাতেরই নিজের কাজ ছাড়া চাষ করবার জন্য যেন একটু exofficio প্রিভিলেজ্‌ আছে সেই ঋষিদের হম্‌বগ্‌ বলতে লজ্জা করে না? কি জ্ঞান কি দূরদৃষ্টি! কত বড় উদ্ভাবনা-শক্তি দেখ দেখি, বাপ ছেলেকে কাজ শেখাবে, অত বড় ইণ্টারেষ্টেড্‌ গুরুমশায় আর কোথায় খুঁজলে পাবে? আর যে বাপ পৃথিবীতে সবার উপর মান্য, তিনি যে কাজ করেন, তাঁ'র কাছে থেকে সেই কাজের স্নেহমাখা শিক্ষা পেতে সন্তানের সহজেই আমোদ, উৎসাহ ও প্রবৃত্তি হবে বুড়ো বামুনরা তো আর জানত না যে, কালে বাপকে ড্যাম বল ফুল বলা, বিদ্যাদিগগ্‌জ সব জন্মাবে? বাপকে ছোট লোক বলে নিজে ভদ্রলোক হ'তে যাবে? তা'র উপর হেরিডিটী বাপের গুণ ছেলেতে বর্ত্তায়, বাপের প্রবৃত্তি ছেলেতে জন্মায়, এ কথা তোমার ইংরেজেও স্বীকার করে ছেলের instinct inclination এর জন্য একাউণ্ট ফর্‌ কর্ত্তে হ'লে বরং আমাদের পূর্ব্বজন্মজাত নক্ষত্র এগুলো ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু ইংরেজ টিংরেজের হেরিডিটী বা বংশ-লক্ষণ ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

যাদব কিন্তু যাই বল আর যাই কও, ভাল রকম এডুকেশন না পেলে কোন দেশেরই উন্নতি হয় না।

রাধা কে বলেছে যে এডুকেসন চাই না, আর কেই বা তোমায় বল্লে, এডুকেসন মানে বই পড়া এই যাদি চরকা তাঁত টাঁতগুলো এদেশে গোড়ায় বেদব্যাস-শুকদেবও তৈয়ের করেননি, আর যখন তৈয়েরি হয়েছে, তখন তোমার বিলেত জন্মায়ওনি যে অনক্ষর কারিকর প্রথম চরকা তৈয়ের করেছিল, তা'র সাথে যে বিলাতী স্পিনারি তৈয়ের করেছিল, তা'র চেয়ে কম্‌তি ঠাওরাও নাকি?—কুমোর তো হাঁড়ী গড়ে, মাটী বয়েছেন জগদীশ্বর একটা গোড়া পেলে তা'র উপর অনেকে ফালাও কর্ত্তে পারে আর রসো, হালফিলই দেখ, তোমার এখানকার ইনভেন্‌সনের রাজা তো এডিসন, কলেজ ইউনিভারসিটি চুলোয় যাক, তিনি যে স্কুলেও বড় বেশী ডিগ্রেসন্‌ নিখেছেন তা'রও এমন কিছু বেশী নজীর নাই বুক-এডুকেসন্‌ যে দরকার নাই, তা আমি বলছি না ডিগনিটী অফ লেবার যদি এপ্রিসিয়েট করা যায়, শারীরিক পরিশ্রমের সন্মান রেখে মিস্ত্রী কারিকর কৃষককে যদি আমরা আদর করে

আমাদের সংসর্গে আসতে দিই, তা হলে আমাদের সঙ্গে মেশবার জন্ম তাঁদের ভিতর অনেকে নিশ্চয়ই অবসরমত লেখা-পড়া শেখে এই যে সব এখানকার বড় বড় সাহেব মার্চ্চ্যান্ট দেখতে পাও, এঁদের ভিতর অনেকেই ১৩ ১৪ বৎসরের সময় এপ্রেণ্টিস ঢুকে ছেন, সমস্ত দিন কাউণ্টারে জোত থেকেও এঁরা বয়সকালে চেম্বার অফ দি কমার্সের প্রেসিডেণ্ট হ'বার, সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডিনারে বক্তৃতা দেবার উপযুক্ত হন তা'র পর আমাদের দেশে লোক-শিক্ষার, যাকে মাস্ এডুকেসন বল,তা'র আর একটী সহজ উপায় আছে; বার মাসে তের পার্ব্বণ, বার ব্রত, পাঠ, কথকতা যাত্রা আমোদ ইত্যাদি সবই এডুকেটিং, সব থেকেই শিক্ষা পাওয়া যায়, আবার এই বঙ্গদেশে কাশীরাম, কীর্ত্তিবাস য দুখানি অমূল্য বই লিখে গেছেন তা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে লোককে শিক্ষিত কচ্চে; —

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্"

এই দুটী ছত্রে ইতর ভদ্র স্ত্রী পুরুষ সকলকেই শিক্ষার প্রতি যে প্রবৃত্তি দিচ্ছে, তা তোমার জর্ম্মাণ পুলিসের ঠাকুরদাদাও এ জন্মে পার্ব্বে না কি কথায় বার্ত্তায়, কি ধন্মভাবে, কি আচার-ব্যবহারে, আমাদের দেশের সামান্য সাধারণ লোক যতটুকু উন্নত, এমন আর কোন দেশে নাই ইতর লোকের অবস্থা হ'তে দেশের যথার্থ অবস্থা বুঝা যায়; যেমন কিউ-গার্ডেন দেখে ইংলণ্ডকে উর্ব্বরা দেশ বলা যায় না, পল্লীগ্রামের পড়ো জমি দেখতে হবে; তেমনি বিলেতের ভদ্র সাহেবদের দেখেই বিলেতকে একেবারে সভ্যভূমির আদর্শ বল্লে হবে না, ইংলণ্ডের ইতর লোককে দেখলেই বুঝতে পার্ব্বে যে, বিলেত হাড়ে টক

যাদব তবে তুমি এখন কি কর্ত্তে চাও? এক রকম তো সব ভেঙ্গে চুরে গেছে আপ। ততঃ উপায় কি?

রাধা আলাদীনের প্রদীপ ঘষার মতন তড়ি ঘড়ি কিছু হ'বার যো নেই সেই দ্রোণাচার্য্য প্রথম যে দিন ধর্ম্মের জন্য বেদাধ্যয়ন ছেড়ে, স্বার্থের জন্য ধনুতে বাণ যোজনা করেছিলেন, সেইদিন থেকেই আস্তে আস্তে ভাঙ্গতে শুরু হয়েছে, অনেকদিনে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে; প্রথমে রবিশ্ সাফ কর্ত্তে হ'বে, তা'র পর আস্তে আস্তে অনেক দিনে গড়তে হবে, ভাঙ্গবার চেয়ে গড়তে বেশী সময় লাগে, তা তো জান? আমাদের উন্নতি কর্ত্তে হ'লে তোমরা যা'কে পেছনো মনে কর সেই পেছুতে হবে; সাহেবী ধরণ সামনে আদর্শ রেখে হিন্দু উন্নতি কর্ত্তে যতই চেষ্টা করবে ততই অধঃপাতে যাবে; হিন্দুর উন্নতির উপায় সেই পুরাতন হিন্দুর আদর্শ আশ্চর্য্য এক এমো মেলি দেখি যে, পাছে সাহেবের আমাদের অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার এবরিজিনিসদের মত মনে করেন বলে প্রতি কথায় আমরা তাঁদের সামনে গর্ব্ব করি যে আমরা পুরাতন আর্য্য জাতির বংশ, আমাদের ব্যাস ছিল, বাল্মীকি ছিল ভীম ছিল,অর্জ্জুন ছিল; আয়ুর্ব্বেদ ছিল, জ্যোতির্বিদ্যা ছিল; ভাস্কর কার্য্যের উদাহরণে উড়িষ্যার মন্দির দেখাই, শিল্পের জন্য ঢাকা মসলিন দেখাই, আরও কত কি দেখিয়ে তো আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে সভ্যজাতির প্রিভিলেজ ডিম্যাণ্ড করি, কিন্তু আপনাদের নিজের কাজের বেলায় সে সমস্তই ইগ্নোর করি, শাস্ত্রগুলো আরেবিয়ান নাইটের গল্প মনে করি; সাহেবঃ শরণং বিনা গতিরন্যথা জেনে বসে থাকি

যাদব তবে কি আবার সব খুঁচে গণ্ডয

করে এই লেখ পড়া ভুলে যে যার জাত ব্যবসা ধর্ত্তে হবে?

রাধা যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল কাজ ভাগাভাগি করে নিতেই হবে, শরীর খাটতেই হবে; তবে আজ বা ভটচার্য্যি মশায়ের হাতে লাঙ্গল দিয়ে তুমি ঘণ্টা নাড়, আবার তোমার ছেলে কাল জুতো সেলাই কর্ত্তে বসুক, আমার ছেলে অন্নের অভাবে বিহারী-লাল কর্ম্মকার নাম বদলে বিহারানন্দ স্বামী হয়ে গেরুয়া পরে ধর্ম্মপ্রচার কর্ত্তে বেরিয়ে যান; এই রকম পোড়াধরা খিচুড়ি চলতে থাকবে কিন্তু বংশগত জাতিভেদের বন্দোবস্ত ভারী পাকা, ভারী কায়েমি, এই জাতিভেদই সাম্য সাম্য মানে তোমারও ঘটী আছে, আমারও ঘটী আছে; নয়, তোমার না হয় ঘটী আছে আমার না হয় বাটী আছে, যেমন পরকালে তরবার জন্য তাঁতিকে ব্রাহ্মণের কাছে যোড়হাত করে দাঁড়াতে হবে, তেমনি ব্রাহ্মণকেও ইহকালের লজ্জা নিবারণের জন্য তাঁতির দ্বারস্থ হ'তেই হ'বে; প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে জোর আছে, আমি প্রত্যেক জাতিকেই সম্মান করি, তবে কাক কাকের মধ্যেই সুন্দর, তিনি যদি ময়ূরপুচ্ছ পরেন তবে আমি শ্রীদাঁড়কাকচন্দ্র রায় তাঁকে একটু ঠোকরাব। কেন তিনি দুটো রংচঙে পাখার লালচ করেন? ঐ কাল রূপেই তাঁর আদর কত—কত দরকার। এই কলকেতা সহরেই একদিন কাক না থাকলে মিউনিসিপালিটীকে মাথা চাপড়ে পাগল হ'তে হয়, পাড়াগাঁয়ে তো কাক আছে বলেই কনসারভেন্সি টেক্স দিতে হয় না, আর ময়ূরের তো সংসারে বিশেষ কিছুই প্রয়োজন দেখি না, তা'র পর আওয়াজের কথা ধোর্ত্তে গেলে কাল কাকতে তাঁর কাছে নাইটেঙ্গেল, পালকের বালক না থাকলে সংসারে তাঁকে চায় কে সাদা ময়ূর কে পোষে মদারামও যে ক'দিন কুরুচ ফেলেন সে ক'দিন তাঁর পানে কেউ ফিরেও দেখে না এই ভেদ ভেদই সাম্য রক্ষা করেছেন। এটা বেশ মনে রেখ মেয়েদের গোঁফ বেরুলেই আর পুরুষের যে যটা মিলেই সাম্য হয় না।

যাদব তোমার কথায় যে দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে হে

রাধা এই বেল নেশার ঝোঁকে ঝাঁ করে লেগে যাও, জুড়ুতে দিও না যাও

যাদব তবে—আর দুএকটা কথা—আছে—

রাধা। আর এখানে দাঁড়িয়ে মাথা ধরান যায় না কথা কইলে ঢের কথা আছে, একদিন সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেড়াতে কারখানার দিকে যেও যত বকাতে পার তে মায় সঙ্গে বকবো তখন বরং একটু আগে বলে পাঠাও যদি তিনকড়ি মামাকেও খবর দিয়ে আনিয়ে রাখব, সে বুড়ো আর এ আমার আট গুণ বক্তা তাঁ'র হাতে আর ছাড়ান ছিড়েন নেই

যাদব হাঁ হাঁ হাঁ, বুড়োকে কদিন দেখিনি যে?

রাধা জান তো বুড়ো চিরকালই একটু লোকজন ভালবাসে, এই বড়দিন উপলক্ষে বিস্তর ভদ্রলোকের পায়ের ধুলো তাঁর ওখানে পড়বে, জন কতক বিদেশী বড় বড় লোকও আসবার কথা আছে, তা'দের অভ্যর্থনা আমোদ টামোদ দেবার জন্য বুড়ো ভারী ব্যস্ত, তা'র মাথা'র ঠিক নেই এখন চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা

গোলাঝাড়ুনীগণ

(গীত)

ঝাড়ুবনাকে ঝাড় আর,
(আমব) ভাসিযে দেব কুলো
ইঞ্জিরিতে হযেছে হুজুর আমাদের ভুলো
ভুলোর তিন তিনটে পাশ,
দেশে তুলে দেব চাষ,
কোন্ শালী আর বুন্‌তে দেবে
ধান ছেড়ে তিসি তামাক তুলো
হবে উকীল সামল দেবে মগজে,
ভুলো খবর লিখবে কাগজে.
মুচ্ছুদ্দী হ'যে দেখ না কবে—
রেখে দাসী চাকর—
ভুলো ছাপোবাটে শুলে
ভুলো পেটে, গতর খেটে, গড়িয়েছিনু দানা
ভুলো আমায পথা—
ভুলুবাবুর রোজগার হলে করবো কাশী গয়া—
নাড়বে হাঁড়ী বামনী রাঁড়ী
আমরা ছোঁবনাকো চুলো

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিমতলা স্নানের ঘাট।

কায়েত-গিন্নী ও বামুন-গিন্নী।

কা-গি। দিদিকে আজ ক'দিন যে ঘাটে দেখিনে?

বা-গি আর বোন্, ক'দিন এখানে ছিলাম না সেই হুগলী ইষ্টিসেনে নেমে হেঁটে গিয়ে সন্ধ্যার পর পৌঁছুতে হয়, গাজির গাঁ বলে এক গ্রাম আছে সেইখানে গিয়েছিলেম

ক-গি কেন দিদি সেখানে কেন?

বা-গি আর কেন বোন্ পেটের জন্য কি আর জাত-জন্ম রইল. ইনি তো কিছুই রেখে যাননি ব, সোণা রত্তি রূপো রত্তি একটু লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাই বেচে কিনে কষ্টে-সৃষ্টে ছেলেটাকে মানুষ কল্লেম, ছেলেও আমার লক্ষ্মী, বাছ আলুভাতে ভাত খেয়ে পরের খোসামোদ করে পড়া বলে নিয়ে দুটো পাশ পর্য্যন্ত দিলে, তা আমার আর পড়া বারও সাধ্যি নেই, আর দুপয়সা না আনলে সংসারও চালাতে পারিনে; এই দেড়টী বচ্ছর এর দোর ওর দোর করে বেড়াচ্ছে তা একটা কর্ম্ম আর জুটছে না আমার বাপের বাড়ীতে ছেলেবেলা যে নাপতিনী কাজ করতো, শুনলেম, তার ছেলে নাকি এখন কোথাকার জজ হয়েছে তা পাঁচ জনে বল্লে যে, এই বেশ সে ছুটী নিয়ে বাড়ী এসেছে, এককালে তোমার বাপের বাড়ীর অনেক খেয়েছে পরেছে, তাকে গিয়ে ধর ঐ যে গাঁয়ের নাম কল্লেম, সেইখানেই সে নতুন বাড়ী করেছে, তাকে ধল্লে ধরণীর একটা হিল্লে লেগে যেতে পারে; কি করি বোন্, একদিন যাকে আলতা পরাতে পা বাড়িয়ে দিয়েছি, পেটের দায়ে তারই খোসামোদ করতে গিয়েছিলেম।

কা-গি। তা কিছু হ'ল? কিছু করে আসতে পাল্লে?

বা-গি আর বোন্ সে কথা আর কি বলবো, গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে আর কেমন করে মিছে কথা কই? আমি কি অত গড জানি,

শাদাসিদে মানুষ, আগে যেমন ডাকতুম,গিযে তেমনি নাপতে-বৌ বলে ডাকতেই হুমাগী দাসী তো খালি আমায মারতে বাকী রাখলে আর একটা গহনা-গাটী-পর ছুঁড়ী শেষ বুঝলেম, সেটা ছোঁড়ার বৌ, সে তো হাঃ হাঃ করে হাসতে আরম্ভ কল্লে সে হাসি দেখে-কে ? হাসতে হাসতে ছুঁড়ী শেষ দাঁতকপাটী মেরে তেউড়ে মেউড়ে পড়লো, ঝি মাগীরা তখন আমায় ছেড়ে জলের ঘটী নিযে পাখা নিযে বৌয়ের সেবা করতে বসলো শুনলেম নাকি ফিট না ফাট্ হযেছে ; পয়সা হ'লে ব্যাটাছেলে তো লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে ফিট্ ফাট্ হয, মেয়ে মানুষে ডাক্তারের পযস হ'লে এই দেখলেম তেউড়ে মেউড়ে ফিট্ ফাট্ হয ছোঁড়া সেই সময বাড়ীর ভেতর এলো, ও মা দেখি, আর সে চেহারা নেই, রং আরও কাল হযেছে, মস্ত ভুঁড়ি হযেছে। যাকে নাপতে-বৌ বলে ডেকে বেশ শিক্ষা পেলেম, ব্যাটার কাছে সে পুরণো পরিচয় আর তুল্লেমই না,বল্লেম, বাছা, তোমাদের ছেলেবেলা যে গাঁয়ে বাড়ী ছিল, আমরাও সেই গাঁয়ে থাকতেম, তা ভগবান্ তোমার ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন, আর তুমি বরাবরই লক্ষ্মী ছেলে, কত লোককে পুষছ, এই রকম বিস্তর খোসামোদ করে বল্লেম যে, আমার ধবণীর একটা উপায় তোমায করে দিতেই হ'বে,' বাছা আমার দুটো পাশ করেছে, কাজকর্ম্ম যা দেবে, তা'ই পারবে তা প্রথমে তো চিনতেই চায না, শেষ অনেক সাধ্যি সাধনার পর বল্লে কি না—শুনলে বোন্ চমকে যাবে, তেজের কথা শুনেছ, বল্লে কি না যে, এখন তো কাজ-কর্ম্মের সুবিধে নেই, তবে যদি আমার সঙ্গে থাকে, রাত্রে কাগজপত্র নকল করবে, দুটী ছেলেকে পড়াবে আর বাসায রাঁধবে, তা' হ'লে পনের টাকা করে মাসে দিতে পারি

কা-গি ও মা, কি ঘেন্না। তা হোক না, বড় হযেছিস্ হ', কলিকালে তোদেরই দিন-কাল পড়েছে, তোদের ঘরে লক্ষ্মী ঢুকবে না তো কি আর কারুর ঘরে ঢুকবে, তা তো ঢুকবেই না, তা বলে কি এত দর্প কত্তে হয়, মুখে না বলিস মনে মনে জানিস তো এক-কালে এদেরই খেযে মানুষ হয়েছিস, তা কর্ম্ম করে দিস না দিস, বামুনের মেয়ে তোর বাড়ী ব'য়ে গিয়েছে 'খপ করে মুখের ওপর তা'র ছেলেকে বাসায রাঁধুনীগিরি করবার কথা বল্লি। হে'ক ব'পু ক'লি, ২৩াই কি এত ধর্ম্মে সইবে।

বা গি ও বোন্, সব সয়, বাছা যদি আমার পেটে না জন্মে কোন মুচী মুর্দ্দ-ফরাসের ঘরে জন্মাত, তা হ'লে বোধ হয় দুঃখ ঘুচ্ তো

কা গি আর আমিই বা বলছি কি ; রেঁদে ভাত খাওযান তো বামুনের কাজ ; আমার ছেলেই বা কি কচ্চে, আমার দাদা-শ্বশুর শুনেছি পঞ্চাশ টাকা মর্য্যাদায় কম মৌলিক কায়েতের বাড়ী ভাত খেতেন না, আমাদের পেঁজের বোসেদের ঘরে কথাই ছিল যে, ছেলে মুখ্যু হয়, দারগাগিরী করে খাবে আমার প্রিয় তো দুটো পাশের পড়া পর্য্যন্ত পড়েছিল, সেই প্রিয় এখন দরজীর দোকান করে বসেছে,ছত্রিশ জাতের পা পর্য্যন্ত নিজে হাতে মাপ নিযে কাঁচি ধরে কাপড় কাটে, এখন ওটুকুও থাকলে বাঁচি এই পোড়া ইংরাজি পড়ায় কি আর জাত-জন্ম আছে, ছোট বড় বিচার আছে, সবাই যাচ্ছে আপিসে চাকরী কত্তে, কোম্পানী তো আর চাকরী বিইয়ে দিতে পারে না তা দরজীর ছেলে কেদেরায় বসে কেরাণী-

গিন্নী কল্লে কায়েতের ছেলেকে ছুঁচ ধরে দরজীগিরি কত্তে হবে বইকি।

বা-গি। চুপ্ কর বোন্ চুপ্ কর, কে নাইতে আসছে দেখেছিস?

কা-গি। ও মা, সত্যি তো, কলু-বৌ যে।

বা-গি। ও মা, তুই কচ্ছিস কি, কলু বৌ বলিস কাকে? পাঁচ সাত শ বামুন কায়েতের ছেলে এখন ওর ভাতারের তাঁবে চাকরী করে

(কলু-বৌ ও বিশুর মার প্রবেশ)

কলু-বৌ। বিশুর মা!

বি-মা। কেন মা।

কলু-বউ। এই জন্যে গঙ্গা-চ্ছানে আসতে গা লাগে না, ঘাটের পথে কাকর দেখেছিস, মাগো, গোড় মুড়োটা জ্বলে গেল

বি-মা। তা মা, এটা তোমার নিজেরই দোষ, তুমি মা ভারী দুষ্টু মেয়ে, আমার কথা তো শুনবে না, আমি এত বলি যে লোক-জন বল, সামিগ্রী পত্তর বল, কিছুরই তো অভাব নেই, বলি, এই যে অতগুলো বেয়ারা বসে বসে খাচ্ছে, কেন গঙ্গা নাইতে যাবার সময় বাবুর বটুকখান থেকে একখানা বড় কেদারা নিয়ে চলুক না, তুমি মা গাড়ী থেকে নেমে সেই কেদারাতে বসলে, চাকর মিন ষেরা ধরাধরি করে তোমায় একেবারে গঙ্গার গর্ভে নাবিয়ে দিক, আর না হয় বাবুকে বল, একখানা বড় দেখে বনাত টনাত কিনে এনে দিন, গাড়ীর কোল থেকে সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত পেতে দিলে তা'র ওপর দিয়ে তুমি চলে যেতে পার, তা তোমার তো নিজের শরীরের ওপর একটু যত্ন নেই, অমন তুলোর মতন পা, চলে যেতে পদ্ম ফোটে, ধুলো কাঁকর মাড়িয়ে চল্লে ও পা আর ক'দিন থাকবে

কলু-বৌ। বিশুর-মা কিছু করিনে, এতেই পোড়া লোকে এত বলছে, তা'র ওপর যদি আবার কেদারাতে বসিয়ে বেয়ারায় গঙ্গায় নাবায়, তা হলে কি আর আমায় বাঁচতে দেবে?

বি-মা। না—ও দেবে না, পোড়া লোকের তো খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই, খালি আমার মা লক্ষ্মীর ওপর চোক দিচ্ছেন তোদের অদেষ্টে ধন কড়ি হয়নি, তা সে যে ভগবান্ দেয়নি, তা'র সঙ্গে বোঝা পড়া কর গে যা, আমার মা জননীর ওপর হিংসে করে মরিস্ কেন? চোক চোকে বাছা আমার পাঁকাটিটী হ'য়ে গেছে, আহার একেবারে বন্দ হ'য়ে গেছে

কলু-বৌ। (ঢেঁকুর তুলিয়া) হেউ— দেখ্ দেখি বিশুর মা, কাল রাত্রে তুই জোর করে মুখে গুঁজে দিয়ে, বাবড়িটুকু খাইয়ে দিলি, আমার পেটে কি ও সব সয়?

কা-গি। (একান্তে) আহা, তা বই কি, বাছার আমার শুঁটকি মাছ দিয়ে চিঁচিঙ্গে খাবার ধাত, জোর করে বাবড়ি মালাই খাওয়ালে সইবে কেন?

কলু-বৌ। হেউ—উঃ মা গো, বাবড়ির সঙ্গে পেস্তা ছিল বুঝি? এখনও ঢেকুরের সঙ্গে তা'র গন্ধ বেরুচ্ছে উঃ। পেস্তা-গুলো কি দুর্গন্ধি, কেমন করে মানুষে খায়?

কা-গি। (একান্তে) তা বই কি, গন্ধ বলি চোনা গে বলেন। খোসবোতে খোস-বোতে এক খোরা পান্তা উড়ে যায়

বি-মা। দেখ মা, তোমার বাপ রাজাই হোন আর যাই হোন। বাপু, তারী মিথ্যেবাদী, তুমি বেটী মিছুকের মেয়ে রাবড়ি খেয়ে অসুখ করেছে বলে আমার দোষ দিচ্ছ, আমি দশবার মানা করলেম না গো, ঐ নাচ্ পো ওটি বই রাবড়ি নয় আর কচুড়িই বা লুচি

খেয়েছ, ওর ওপর ঐটুকু খেলে পেটে গিয়ে গোলমাল কর্‌বে

কা গি (একান্তে) খালিপেটে পড়্‌ল কি না।

বি মা বল্লুম, যদি হজম কত্তে চাও ত ওর সঙ্গে নিদেন সাতটা কদ্‌লি আঁব খাও, তা তুমি হরগিজ্‌ মাচটা বই মুখে কল্লে না

কা-গি (একান্তে) আ মবি! এরা কিছু জানে না, ওর সঙ্গে কুড়িখানেক কাঁটালকোষ দিতে হয়

কা-গি (সহাস্যে) তুই পাম

কা গি হাঁ দিদি, এই গলাব কাছে একটু ফাঁক আছে কি না সেইখান দিয়ে বাতাস ঢুকে ঢুকে ঢেঁকুর বার কচ্ছে, কাঁটাল কোষে ঐটুকু বুজে গেলে আব কোন গোল থাকতো না

কলু বৌ তা নয় তা নয় বিশুর মা— তবে বলব? না না, তুই বকবি, বলবো না—

বি-মা না না, বকবো না, তুমি বল, এমন পাগল মেয়ে দেখেছ, আহা, মা আমার দেবলোক থেকে ছুটে এসেছেন

কা-গি —(একান্তে) আহা বামুনের মেয়ের কি দুর্গতি গা। পুরণো কাপড়খানা, একটু মশলা দেওয়া তেল টাব পিত্যেশে কি খোসামোদ গা।

বি-মা বল না ম, কি বলবে?

কলু বৌ কাল বাগানেব যে ডালি এসেছিল, তা'ই থেকে চারটে চালতা আব একটা তাল লুকিয়ে রেখেছিলেম কাঁচা চালতা নুন দিয়ে আমি ছেলেবেলা থেকে বড় ভালবাসি আর তেমেব সময় সাঁজের বেলা আমাদের বাড়ীতে আর বাঁধা হতে না, তোবা শুতে গেলে আমি সেই তাল আর চাল্‌তা কুটা চুপি চুপি খেয়ে ফেলেছিলেম

কা গি (অগ্রসর হইয়া) মা, তুমি আমার কৃপা কর আমি এতকাল তোমারই অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছি—মা তুমি আমায় খ ও।

কলু বৌ কে গা তুমি?

কা গি হ্যাঁ মা তুমি আমায় খাও সংসারের গতিক দেখে আমার হাড় জরজর হয়েছে, দয়া কর মা, আমায় খাও, তুমি অনায়াসে পার

কলু-বৌ কে বে এ মাগী?

কা-গি মা, আমি এদ্দিন তা'ই ভাবি যে, দেশ শুদ্ধ লোকের অম্বলের ব্যাম কেন? তুমি সবার খিদে হরণ করেছ মা।

কলু বৌ মাগী পাগল নাকি?

কা গি না মা। ঐ বিশুর মা যা বলেছে, হয় তুমি ছলতে এসেছ, নয় তোমায় কিসে পেয়ে বেখেছে কি খিদে মা! নে মা তের পাঁচজনে হাড় জ্বালালি, আব আমার সয় না নে মা নে, আমায় খা মা।

কলু বৌ কে তোমার?

কা গি ইত্তিক জাত মা ইত্তিক জাত, কায়েত বামুণ আমি কায়েতের মেয়ে, ইনি অবধি আমার চেয়ে ছোটলোক বামুনি, তা আমায় খেলে তোমার অখাদ্দি হবে না মা, আমাব মাথা খাও, তুমি ভালব মাথা খাবে

কলু বৌ আমব মাগী, কোথাকার ছোটলোক গা?

কা-গি এই কলুপাড়াব মা কায়েত বামুনের মেয়ে ম, আমবা তোমাদেব পাড়ায় এক ঘরে।

(খোপা বৌ ও রাখালের মার প্রবেশ)

খোপা বৌ এই গঙ্গা বেড়ে গঙ্গ তোমব এই গঙ্গাকে ঠাকুব মনে কর, কিন্তু বাবু আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে যে, গঙ্গা ঠাকুর নয়, ঠাকুব কি, গঙ্গ একটা মানুষই নয় গঙ্গাব হাত পা নাক মুখ চোক নটুক কিছুই

নেই গঙ্গা জল বই আর কিছুই নয় গঙ্গার আসল নাম হচ্চে গ্যাঞ্জেস্ বাঙ্গালীরা গ্যাঞ্জেস্ বলতে পারে না বলে গঙ্গা বলে ডেভিড্ গ্যাঞ্জেলিস্ বলে একজন পর্টুগিজ সাহেব প্রথমে এই নদী এ দেশে আনে, সেই গ্যাঞ্জেলিস্ থেকে নাম হয়েছে গ্যাঞ্জেস্

র-মা আহা, দেখছ, বাবু আমাদের কেমন বুদ্ধিমান, পাছে বাছা আমার ভুলে গঙ্গাকে দেবতা বলে চিনে ফেলে, তাইতে আগে থাকতে সাবধান করে দিয়েছে

কলু বৌ ও মা, এ আবার কে সেই ধোপানী না ? আ মুখে আগুন, উনি আবার গঙ্গাচ্ছানে এসেছেন নাকি মা, এ যে হাওয়া খাওয়ার সাজগোজ দেখছি

বি-মা ত মা, এখন ছোট লোকদেরই তো মান বেড়েছে ধোপানী কলুনী—আ মর, কি বলতে কি বলে ফেলেছি,—ধোপানী মুচিনীদেরই এখন পায়া ভারী ; তবু ভাতার মুন্সেফ বই ত নয়, দারোগা হলে না জানি কি করতো

ধোপা-বৌ ও একটা মোটা মাগী কে ? ও সেই কলুদের বৌ মা,ওর ভাতার কোথায় কি একটা আপিসে কেরানীগিরী করে ম কি করে

রা-মা তা মা.কলুর ঘরে আর কত হ'বে ঐ হয়েছে ঢের ; এ কি মা তোমাদের রজ-কের ঘর যে, হাকিম হবে ? রজক বড় সৎ-জাত, তোমরা জান ত ? শুনেছি, সেই যে কোথায় কি কি নাকি রাজ্যি আছে সিঙ্গে-পুর না কি, সেখানে রজকের মান্যি বামুনের চেয়ে বেশী

ক গি (একান্তে) এখানেই বা মান কমতি কি মা ? সেই পুজোর পরে গেছেন আবার শীত ফুরুলে যদি অনুগ্রহ করে দেখ দেন রাঁধুনী বামুণ গড়াগড়ি, কেরাণী বামুন ছড়াছড়ি, পুরুত-বামুণ হুড়োহুড়ি, কিন্তু এক কুড়ির হিসেবে দাম দিলেও ধোপা ক'জন পাওয়া যায় মা ?

ধোপ বৌ বাবু বলেন যে, রজকেরা আদত রুশিয়ান, সেথাকার বোজ্যাক না—কি ; তাই কশিয়ানের কজ আজ কোজ্যা-কের ভ্যাবৃট নিয়ে কি একটা গ্যাজাক করে ফেলেছে

রা মা হাকিম হলে বাবু কত জানে। তা হাঁ মা, আমার রাখালকে আজ খাওয়া দাওয়ার পর বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেব ? তুমি একটু বলে ক'য়ে যা'তে একটু কিছু হয় বাছা, তা তুমি করো তোমার বড় দয়া মা, তোমার বড় সদা প্রাণ মা

কা-গি (একান্তে) আহা, মিনি কড়িতে হয়, প্রাণটা একেবারে বাসীধোপ দিয়ে নিয়েছে

ধোপা বৌ উঁঃ। কিসের গন্ধ আসছে, মড়াপোড় গন্ধ বুঝি ? এ সময় মড়াপোড়ান বড় অন্যায়, লোকে একটু হাওয়া খেয়ে বেড়াবে

রা-মা তা পোড় লোকের কি একটু বিবেচনা আছে মা, সময় নেই অসময় নেই, লোকের ভাল মন্দ ভাবা নেই, অমনি ফস্ করে মরে পড়ে তুমি ম বাবুকে বলে ক'য়ে এর একটা বিহিত কর না তিনি হাকিম মানুষ, মনে কল্লে এখনই মরবার একটা টেইম্ বেধে দিতে পারেন

কলু-বৌ আ মুখে আগুন। এতক্ষণ এসেছেন আমায় যেন দেখতে পাচ্ছেন ন, যেন চেনেন না ,—ডেকে দুটো মজ করি বলি ও আতর—বলি এখানে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটা দেখ- -কথ ই কও

ধোপ-বৌ ও হো হো আতর। ভাই, আমি এতক্ষণ ভাল দেখতে পাইনে এই

অনেক রাত অবধি জেগে পড়তে হয় কি না তাইতে চোকটা একটু খারাপ হয়ে গেছে, বাবু বল্লেন, বোধ হয় শীগ্‌গির আমায় চসমা নিতে হবে

কা-গি (একান্তে) দাড়ি রাখালেও চোকের বালাই যাবে

ধোপা-বৌ আর ভাই, আজকাল আমি আতর মাখি না কি না, ল্যাভেণ্ডার অডিকলম মাখি, তাইতে আতর কথাটা মনে ছিল না ত কিছু মনে করো না ভাই তুমি—তুমি কেমন আছ?

কলু-বৌ আর আছি অমনি এক রকম

বি মা। অমনি কেন থাকবে? বেশ আছ, কেন বেশ থাকবে না? কা'র ধার করে খেয়েছ যে, বেশ থাকবে না? বেশ যে না দেখতে পারে, সে দেশ ছেড়ে চলে যাক

কলু-বৌ বিশুর-মা, এখন একটু থাম ত হাঁ আতর, তুমি খুব পড় অনেক লেখাপড়া শিখেছ?

ধোপা বৌ হাঁ, আমাদের না শিখলে চলবে কেন, শুনেছি, মুন্সেফি কত্তে কত্তে বাবুদের বুদ্ধির গতোর বাড়ে, তা'র পর সব জজ হ'লে এমনি হয়, যে তখন পরিবারকে সব পরামর্শ দিয়ে রায় লিখে দিতে হয় তা আমার বাবু শীগ্‌গির জজ হবে কি না, তা'ই আমি তাড়াতাড়ি বেশী করে লেখাপড়া শিখছি তোমাদের কি জান ভাই, ভাতার হাজার হোক কেরাণী বই ত নয়, তোমাদের মুখ্যু সুখ্যু থাকলে ক্ষতি নেই, আমাদের কি করবো ভাই, বিধাতা স্বামীকে উঁচু করেছেন, হাকিম করে তুলেচেন, আমাদের একটু পড়াশুনা না করে চলবে কেন?

কলু-বৌ। হাঁ, হাকিম সাহেব হ'লে হাকিমী একটা মানের চাকরী বটে, কিন্তু শুনেছি দিশী হাকিম সর্দার চাপরাসী, কেরাণীরও হেঁজ। আর আপনার ঘরে বসে টাকা রোজগার করা একটা ভাগ্যির কথা, নইলে দুটী ভাতের জন্যে বেদের টোল বেঁধে আজ হিল্লি কাল দিল্লী এই করে বেড়ান ঝকমারি। আমাদের বাবুর তাঁবে পাঁচ সাত শ কায়েত বামুন চাকরী করে, কত লোককে অন্ন দেন

ধোপা বৌ হাঁ, হাকিম ছোট চাকরী বটে, তা বই কি। আমাদের বাবু আর কিছু করে না, তবে যা'কে খুসী তা'কে জেলে দেয়, এর ধন তাকে দেয়, রামার বাড়ীখানা শ্যামার ভাগে ফেলে দেয়, হলার ধানের ক্ষেত কেড়ে নিয়ে প্যালাকে দেয়, আর বড় কেউ নয়, জেলার জজ সাহেবের শুনেছি, এই গুণে আমাদের বাবুকে বেশী ভালবাসে

রা মা আহ কত গুণ!—কি গুণে মা, কেন জজ সাহেবেরা বাবুকে বড় ভালবাসেন?

ধো-বৌ এই বুঝলে না, বাবুর মত হাকিম না থাকলে জেলার জজদের যে চাকরী থাকে না, বাবুর যত মকদ্দমা সব আপিল হয় কি না, তা সবগুলিই জেলার জজকে কেটে বদ্দ বদ্দে দিতে হয়, মুন্সেফের সব রায় যদি বাহাল থাকে, তা'হলে জেলার জজ আর রাখবে কেন কোম্পানী?

কলু-বৌ তা কেরাণী না থাকলে হাকিমরা যে মাইনে পায়, তা'র হিসেব কত্তে কে?

ধোপা-বৌ। থাক ভাই সে কথা থাক। এখন তোমায় আমার একটু উপকার কত্তে হবে; কলকেতার হাওয়া আমার সইছে-নি, বাবু আমাকে এখান থেকে শীগ্‌গির দারজিলিং নে যাবে, সেখানে শরীর থাকবে ভাল

কা-গি (একান্তে) কাছে বুঝি সাজিমাটীর খান-টান আছে?

ধোপা বৌ আর আমার অসুখ,

খোকাকে দুধ দিই ন, সে এখন গাধার দুধ খায়— .

কা গি (একান্তে) আছে বই কি ভগবান্ আছে বই কি. ঐ দেখ আঁতুড় থেকে গাধার দুধ খাইয়ে মানুষ করে তুলেছে, জাতমহিমা কি নেই

ধোপা বৌ তা যা বলছিলেম,—সেও দারজিলিংএ গিয়ে থাকবে ভাল এখন ভাই তোমাকে আমার একটী উপকার কত্তে হ'বে বাবু আমার মাথবার জন্য ভাল চমৎকার খোসবোওয়ালা তেল এনে দিয়েছেন, কি "কুন্তলীন" ন কি নাম, তা তেলটা ভাই তুমি খুব ভাল চেন, আমার যদি সেই তেলটা দেখে ভাল হ'বে কি মন্দ হ'বে ব'লে দাও।

কলু বৌ হাঁ, তা ও 'কুন্তলীন" তেল ছাড়া আমি নিজেই আর কিছু মাখিনে, ওর চেয়ে ভাল তেল আর নেই, তুমি নিতে পার কিন্তু আমি তোমার ভাই ক জ কল্লেম, তোমায় ভাই আমার একটী উপকার কত্তে হ'বে; আমার খস্‌খসে চাদরে ঘুম হয় না বলে, বাবু ইংরেজের বাড়ী থেকে বালিসের ওয়াড় বিছানার চাদর টাদর তৈয়ের করিয়ে আনিয়েছিলেন, কেমন নরম, কেমন ঝালর টালর দেওয়া. তা ভাই দুঃখের কথা বলবে কি,মুখপোড়া ধোপাকে কাচ্‌তে দিয়েছিলেম —তা মিনষে এমনি হতচ্ছাড় ছোটলোক হাড় হাবাতে অপ্পেয়ে,—সকালবেলা মুখ দেখতে নেই অযাত্রা কোথাকার,—কি বল ভাই আতর, ব'লতে পারিনি?

ধোপা বৌ হঁ তবে আপনার গায়ে হাত দিয়ে ব'লতে হয়।

কলু বৌ গায়ে হাত দিয়ে ব'লবো কি ধোপা ধোপা ছোট লোক ধোপা ধোপ— ছোটলোক—ধোপা মিনষে আমার সেই ওয়াড় টোয়াড় একেবারে মাটী করে দিয়েছে ত তুমি ভাই যদি একদিন আমার ওখানে গিয়ে সেগুলি ঠিক ঠাক করে দাও, সাবান-টাবান আমি সব দেব এখন

ধোপা বৌ তোমাদের কাপড় ভাই বড় তেল-চিটি-চিটে হয়, খোল্‌ কাটে ভেজা ভিজি হয় কি ন ?

কলু বৌ তা হোক আতর, তুমি সে মনে ক'ল্লেই পরিষ্কার ক'রে দিতে পারবে, শুনেছি, তোমার বাপের সেই মসলা, মরবার সময় তোমাকেই বলে দিয়ে গিয়েছে

কা গি হাঁ ধোপা-গিন্নী কাজটা নাও নাও, মজ্‌বীর বদলে কলু বৌ তোমায় দু'ক লসী চোনা অমনি দেবে এখন

[কায়েত গিন্নী ও বামন-গিন্নীর প্রস্থান

ধোপা বৌ ও মা, আমি কচ্ছি কি? এখনই যদি এখান দিয়ে বাবুর কোন চাপ-রাসী যায় ত হলে ও দেখতে পাবে যে, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাকিমের মাগ হ'য়ে কেরাণীর মাগের সঙ্গে কথ কচ্ছি, তা হলে কি হ'বে? বাবুকে যদি বলে দেয়, তিনি শুনলে বড় রাগ করবেন ও ভ ই, আমরা যে ভিতরে আতর টাতর যাই থাকি পুরুষ মানুষ তে সে সব বোঝে না, তা'রা মান বোঝে, এই পাঁচজনকে জিজ্ঞেস কর, সবলে তে জানে ভাই যে এ ছাবী গেলে আমার বাবুর সামনে তোমার বরকে হাত যোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'বে,কেরাণীদের তো তাঁর মুখপানে চেয়ে কথা ক'বার হুকুম নেই

কলু-বৌ ও আমার পোড়া কপাল। 'মুখের' কথায় মনে পড়লো, এ আমি কচ্ছি কি? আজ ছুটী হ'লে আপিসের কতকগুলো বাবু. তা'র সব বামণ কায়েত, বাবুর কাছে খেতে চেয়েছে, আর আমি সে কথা ভুলে গিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার মুখ দেখছি? আহা হা,. অতগুলো ভদ্র

লোকের খাওয়া মাটী হ'বে! তোমার মুখ দেখে গেলে ভাই তো পোলোর হাঁড়ি কিছুতেই টিক্‌বে না আয় বিশুব-মা, চ'লে আয়

(গমনোদ্যত)

ধোপা-বৌ এঁরা চলে যায় যে, জবাব দিতে পেলেম না, কলুর মুখ দেখ্‌লে কি হয় তোর জানিস? শীগ্‌গির বল, ও যে চলে যায় ও—আতর—ও—আতর ও কলুনী কেরাণী আতর—

কলু-বৌ কি লো ধোপানী-পেষদানী

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

*

রাস্তা

মাড়োয়ারী বালকগণ

(গীত)

কাম্ দেও কাম দেও কাম্ দেও রামজী,
আয়া কলকাত্তা
কাম দেও ভালা ক ম য় দে হো রূপেয়া,
রূপেয়া রূপেয়া রূপেয়া,
হো কানাইয়া বাকা
স্কুলমে জিন যাঁউজী,
থোড়া পড়্ ভাই এ, বি, সি,—
সওদামে পয়সা করু চাদি, ঝাঁ ঝা ঝাঁ ঝা
পাঁপ্‌পড়্ বেচু ঘিউ বেচু বেচু কাপড়া শাড়ী,
দালালী করু বগ্‌গী মাঙাউ,
বাঁবাউ হাবিলী-বাড়ী
নে কবী কর্‌কে বাবুগিরি
থুক্ থুক্ থুক্ থুক্ থুঃ—
জমা কর্ লেও টাঁকা—
টাঁকা টাঁক টাকা

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

*—

আপিসের সম্মুখ

জমাদার ও কেরাণীগণ

জম হামার কাছে দাদা গোলটী করলে কি হোবে? হুকুম মাঙ্গায়ে লেও হাম আবি ফাটক্ খুলিয়ে দিচ্ছি দশ বাজে পাঁচ মিনিট বাদ বন্ধ কর্ত্তে হুকুম ছিলো, হামি দশ মিনিট হোতে বন্ধ করিয়েছে হারাণ বাবুর আজ্ঞা সাত মিনিট লেট্ হোলো, ওবি হাম আপনার ঘাড়ে ঝুকি লিয়ে উন্‌কো ছোড়িয়ে দিয়েছে, আর তো দাদা হামি পারে না আজকাল যে সব নৈতন সাহেব আসছে. এরা তো হামার ইজ্জৎ জানে না; ক্লক্ষি খসকা বদ্ জবান বোলে দেয়, তোম লোকনা জন্যে কি দাদা বুড়া ব্রাহ্মণ এত্তাদিন বাদ গালি শুনবে? যাও মুখুর্জ্জি বাবু,আজ ঘর যাও বাবা,কেয়া করেগা, দু'রোজকা তলপ যাগ, কোষ্ট হোয় হামাকে বে ল্ও, হামি তোমাকে দোঠো রোপেয়া করজ্ দেবে, ঔর নেহি মানে কেসিয়ার বাবুকো বোল্ দিও, লও দিকা হামকো দে দেয়

(উমাচরণের প্রবেশ)

উমা এই যা—ফটক বন্ধ হ'যে গেছে! ও মিশিরজী খোল, ভিতরে যাই

জম মিত্তিরি বাবু, উটী আর হোবার যো টী নাই, ক্লক্ষি সাহেবকো জান তে, কাল চক্কড়াবকুড়ি বাবুকে লিয়ে ইজন্যে বড়া গোলমাল হোয়ে গেছে

উমা। আমায় তো জান জমাদারসাহেব, বরাবরই এই রকম হয়; দুপুরের কম আসতেম না, এ তবু এই কত করে তবে তাড়াতাড়ি আসছি জান তো ঠাকুর, আফিংটা আস্‌টা খাই, আমাদের ঘুমই ভাঙতে ন'টা বাজে এখন একটুখানি খোল আমি ঢুকে ক

করে যাই আবার দেখ কেদারায় যেমন চাদর বাঁধা থাকে, তেমনি ঠিক আছে এই করে বার বচ্ছর কাটালেম, এখন শেষাশেষি কি চাল বদলান যায়?

১ম কে খোলো জমাদার সাহেব, একবার দরজাটা খোলো আজকার দিন যা হ'য়েছে, কাল থেকে আর ছাই পিণ্ডি না হয় না খেয়েই আসব এই দেখ, এই মতিবাবু টবি বাবু ট্রেণে আসেন, কেমন করে এঁরা দশটার ভেতর এসে পৌঁছুবেন?

২য় কে ঝড়োঠাকুর, ম্যালেরিয়াতে ভুগতে ভুগতে এসে আপিসে ওষুধ খাই, তবু কামাই করি না, ছেড়ে দাও বাবা

উমা ও জমাদার সাহেব, বলি চেয়েই দেখ, কথা কচ্ছো না যে?

জমা চেঁচামেচি করো না বাবু, সাহেব ওপরে আছে

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। এই দরয়ান দরজা খোলে, হাম্ ভিতর যাগা।

জমা (ব্যঙ্গস্বরে) আপনি কে আছে বাবু?

যাদব আমি ক্লর্কি সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে দরখাস্ত আছে

জমা ওঃ চাকরী জন্যে আসছে বাবু? হামি তো একেবারে ডর্ পাইয়ে গেছলো, বুঝলুম লাট সাহেব বুঝি আসলো! বাবু ভুলে গিয়েছে, এটা যে শ্বশুরবাড়ী নয়, কোম্পানীর আপিস, "দরোয়ান দরজা খোল দেও" হুকুম এখানে চলছে না বাবু!

যাদব তোম তো ভারী ইম্পার্টিনেন্ট্ হায় তোম কি হামকে যে-সে-মূর্খ কেরাণী পায়?

উমা কে হে বাবু সোণারচাঁদ বিশ্বান্ কেরাণী! ভারী লম্বাই চওড়াই ঝাড়ছ যে? কাঁচা স্কুল থেকে বেরিয়েছ বুঝি, এখনও বেঞ্চির গন্ধ গা যে আছে? এককালে আমরাও অমন তেরিমেরি করেছিলেম, এখন এই যে কোঙ্গে ও র দেখছ, এ কেবল বড় সাহেবের চাপরাসীর দাব্ড়ীতে দাড়িয়েছে এসেছ কি চাকরীর চেষ্টায়? ঐ দেখ,দরজার গায়ে কি লেখা, "No Vacancy—Applications not received."

যাদব ও আমার জানা আছে, ও একটা General order, আমাদের জন্য নয় perhaps you don't know I am a graduate.

জমা বাবু, হামি বুড়া মানুষ, ইচ্ছা করে কা'কেও বেইজ্জৎ করে না; আস্তে আস্তে ঘরে যাও, চাকরী এখানে হোবে না, ঐ বাবু যা বলে, লিখা পড় যেও

যাদব তুমি দরজাটা খোল, হয় না হয় আমি বুঝবো

জমা। দরজা খুলবে না। দেখতে পাচ্ছ না, এত বাবু দাঁড়িয়ে আছে, এরা এখানে চাকরী করে,বেলা হয়েছে ঢুকতে পাচ্ছে না, আর তুমি ত চাকরী মাঙ্গতে এসেছ

যাদব ওরা servant, চাকর, আমি independent, স্বাধীন, আমি এখনও তো চাকরী স্বীকার করিনি

উমা তা এখানে আস্ হয়েছে কেন? নিজের গঙ্গামণ্ডল পরগণাটুকু স্বাধীন দানপত্র লিখে দেবার জন্য নাকি? বলি, ও স্বাধীন--স্বাধীন বাবু--

যাদব আপনাদের এতগুলো লোকের আজ লেট হয়েছে, অবশ্য কেউ না কেউ ডিসমিস্ হ'তে পারেন, তা'হলেই ভেক্যান্সি হ'বে

(টমাস সাহেবের প্রবেশ)

জমা সরে খাড়া হও বাবু, সরে খাড়া হও বাবু, সাহেব আস্‌ছে সেলাম হুজুর।

টমাস ক'বাজা জমাদাব জী? বাবু লোক সব খাড়া কাহে?

জমা সাড়ে দশ হো গিযা গবীব পরও য়াব, এ বাবু লোক টেইন্ কো দশ মিনিট বাদ আযা আপকা বি হুজুব আজ লেট্ হো গিযা।

টমাস হাঁ, মেমসা'ব হাঁসপাতাল'ম হ্যায,উন্‌কো খবব লেকে আতা ছাটা লেও? Babus, you can go home today আব দাঁড়িয়ে কি কববে বাবা? আজ গরে গিযে তাসটা খেলিযে লেও, তোমাদের বাঙ্গালীর বাবা ঐ দোষট আছে punctuality বাখতে পার না, time এর ভ্যালুটা বোঝ না

উমা। (স্বগত) সাহেব বুঝি সাড়ে দশ টার পব এসে খুব punctuality রাখলে? তবু যদি চামড়াখানা সাদা হতো

যাদব Good morning Sir, I want to see Mr, Flunky.

টমাস Do you!—and what's your business pray!

যাদব I am a graduate of the Calcutta University, Mr. J. C. paul, M. A., in Science. I have at last made up my mind to enter Government service.

টমাস। How kind of you! The Government is obliged to you I am sure! Are you a Congress-man Babu?

যাদব I don't think I am bound to answer that question here, Sir

টমাস Oh you have a long tongue I see জিব বড়া লম্বা আছে। জমাদাব,বাজে আদমীকো হিঁযাসে হটায ডেও

উমা Sir S! Mr. Thomas, আমাদেব যেতে হুকুম দিয়েই দিন

টমাস Une defu wretches এক দম বন্ধ কবো

(সাহেবেব ভিতবে প্রবেশ)

জমা (যাদবেব প্রতি) যাও বাবু যাও, হট্‌কে খাড়া হও, কেন অপমানটা হোবে?

উমা (যাদবেব প্রতি) সবে এস না বাপু, দিলে খাসকা টমাস সাহেবকে চটিযে আমরা সাহেবকে ধরে ঢুকে পড়বো মনে করেছিলেম, কোথেকে আজ আপদ এসে জুটলে?

যাদব আপনাদের মত লোকের জন্যই তো আজ আমাদের এরূপ দুরবস্থা ঐ কালা ফিরিঙ্গিটার খোসামোদ কত্তে হবে। আপনাদের মধ্যে একতা নাই, আসুন দেখি আজ আপিস শুদ্ধ সকলে একমত হয়ে প্রতিজ্ঞা করুন যে, কাল থেকে আব কেউ আপিসে আসবেন না, দেখি কেমন ন সাহেবেব জব্দ হয়।

পীতা আর মশাই কি সেই সুযোগে ভাই বন্ধু নিযে আমাদেব জাযগাগুলি দখল করে বসেন?

যাদব। কি, আমি এমন অপমান স'যে কখনই চাকরী কববো না, আমি কালই কাগজে এই সমস্ত ঘটনার বিষয় লিখে দেব

উমা ক্ষম দে গোকুল। তোর আব কাগজে লিখে কাজ নেই বাবা, ধর্ম্মঘট করে চাকরী যে ছাড়্‌বো, তা হলে দাক্ষিং হস্তস্য ব্যাপারং চলন্তি কেমন করে?

যাদব। কেন, বাণিজ্য করুন, Joint stock company করুন

উমা আপনি কেন তাই করুন গে না আমরা ন হয় জন বতক অসভ্য চাকরী বাকরী করি সেটা বড় সুবিধা হবে না না? আমরা জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী কল্লে আপনি অনুগ্রহ ক’রে আড়াই শ টাকা মাইনে নিযে সেক্রেটারী হবেন বাবা, একটু আধটু দুর্দশা বরাবরই ছিল, কিন্তু এই যে ইংরেজের দরজায় হাড়ীর হাল, এ তোমাদেরই মহিমাতে দাঁড়িয়েছে চাকরী বাকরী না থাকাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, এক কাঠা ভূঁই রেখেও প্রজাত্ব স্বীকার কর’ না, রাজদ্বারে আশাও নেই, ভরসাও নেই, সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে বক্তৃতা কর, আর্টিকেল লেখ, আর সাহেবেরা একেবারে জাতের উপর চটে গিয়ে আমাদের বিমনমনে দেখেন বাবা, চাকরীটা করেও খেতে দিলে না? বাপু, স্বাধীন-বাবুদের কংগেস আর চাকরে বেচারিদের ডিস্‌গ্রেশ একই পথে সুরু হয়েছে যা বল আর যাই কও

যাদব Cowards! their lice is not to be seen on the face of earth এমন ভয়-পাবিত জাতি পৃথিবীর মুখের উপর নেই

পীতা মিত্তিরজা, থাম, বাড়ী যাওয়াই মঙ্গল।

উমা হাঁ, এ মুখ দেখে আর এই মিষ্ট লাপের পর আমি ঢোকবার হুকুম পেলেও সাহেবের সামনে আর আজ যাচ্ছিনি, তা’হলে কাল আর আসতে হ’বে না; দু’এক ঘা না খেতে হ’লে বাঁচি বাবুজীর পসার কেমন, ও বেলা হাঁড়ি টাঁড়ি চড়’বে, না বাজারে জলখাবারটা খেয়ে কাটাবার চেষ্টা দেখব? বক্‌নোখানা চলতে পারে—না? এখনও কাঁচা বয়সে তত পুরুষ্টু হওনি তো?

(বিনোদকৃষ্ণ নন্দনের প্রবেশ)

বিনোদ মশাই মশাই, রুক্কি সাহেব কি এই আপিসেই থাকেন?

পীত হ, তুমি কোথেকে আসছ?

বিনোদ আজ্ঞে, আমার একটু দরকার আছে তাঁ’র নামে একখানা চিঠি আছে

উমা আসল কথাটা কি "Being given to understand" তে? ‘তা’ ঐ দেখ—"No vacancy"

পীত চিঠি আছে বল্লে না? কা’র সুপারিশ এনেছ?

বিনোদ আজ্ঞে—আজ্ঞে অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি, কানাই সেন বাবু চিঠি দিয়াছেন—

পীতা ও হো হো হো হো, কানাই সেনের চিঠি এনেছ? ত হ’লে দেখ দেখ, তোমার হ’লেও হতে পারে। সেই মোটা বাবুটী হে, হামেসা সাহেবের কাছে আসে, সেই কানাই সেন, রুক্কি সাহেব তার কাছে টাকা ধার করেছে বোধ হয়। দেখ চ’কতে পার ত তোমার লাগলেও লাগতে পারে, মুরুব্বী ধরেছ ভাল

বিনোদ মশাই, আমি তো চিনিনে, আপনারা যাবেন, আমাকে সঙ্গে করে গিয়ে যা’তে চিঠিখানা সাহেবের হাতে পড়ে, করে দেবেন?

পীতা বাড়ী কোথায়—তোমার নাম কি?

বিনোদ আজ্ঞে, আমার বাড়ী ভবানীপুর, নাম বিনোদকৃষ্ণ নন্দন

উমা "নন্দন"! তবে কেন বাবা এ "বন্ধনে" পড়তে এসেছ? আপনার ব্যবসা কর গে না, তোফা ইজ্জতে থাকবে, এর চেয়ে ঢের পয়সা বেশী পা’বে ইংরাজী পড়েছ, বেশ করেছ, তা হলেই যে কেরাণীগিরী

কত্তেই হ'বে, এমন তে কিছু মাথার দিব্যি দেওয়া নাই লেখাপড়া জেনে ব্যবসা কত্তে পাল্লে আরও বেশী উন্নতি কত্তে পারবে, বড় মানুষ হ'যে যাবে আমরা ভুক্তভোগী, পরামর্শ শোন, এখানে এস না, চেয়ারে বসে চাপকান গায়ে দিয়ে টানাপাখার হাওয়া দেখতে শুনতে বেশ, কিন্তু বাবা দিল্লীর লাড্ডু যো খায়া ওভি পস্তায় যো না খায় ওভি পস্তায়া

(বাবুজানের প্রবেশ)

বাবুজান কি জমাদারজী, এখানে হাট জমিয়েছ যে ?

জমা এ বাবুলোক শুনবে না, হামি কি করবে ভাই, লেট করে আসছে এখন হামায় বোলে, দরজা খুলো

বাবুজান তোমরা কেমনতর লোক গা বাবু ? এই গরীব বুড়োটীর অন্নটা মারবার চেষ্টায় আছে কেন ? তোমাদের বল্লে তো শুনবে না তোমাদের জন্যে বড়বাবু পর্য্যন্ত আমরা পর্য্যন্ত সাহেবের কাছে বকুনি খাই আজ আর ঢুকতে পাচ্ছ না, যাও, সাহেব ওপরেই বসে আছে, এখান থেকে গোলমাল গেলে একেবারে ভারী হাঙ্গাম বাধিয়ে দেবে

জম বাবুজান মিঞা, তোমার যে আজ এত দেরী হ'ল। ভাই ?

বাবুজান আর জমাদার, সে কথ কেন পুছ কর, কাল রাতে ডালহৌসিতে নাচ ছ্যাল, সেখানে সাহেবের সাথে গেলাম, রাত দু'টোর পর বাসায় ফিরি, ভোর বেলা উঠে দেখি, আটটা বেজে গেছে আবার মেম সাহেবের টাপ কেলা কেনবার ফরমাস্ ছ্যাল, তিনি গোসা করবে, দৌড়ুলাম সেই ধর্ম্ম সাহেবের বাজার আমার কি আর মর বার ফুরসুৎ আছে ? কুঠিতে যেতেই সাহেব চিঠি লেখে পেঠিয়ে দিলে সেই মিণ্টন সাহেবের আড্ডায় সেই ভাল ঘোড়ার রেসে হয়েছ্যাল, তা'র খবর নেসতে, এর জলদি জবাব আনবার হুকুম ছ্যাল জবাব না পালে আজ সাহেব কামে বসবে না তা গফুরকে সকাল সকাল পেঠিয়ে দেছলাম, সাহেব আলেহ পানি টানি দেক্ত। নাও এই ব বু দের সব তেড়িয়ে দিয়ে তুমি ফটক একে বারে বন্ধ করে ভেতরে বস, ভগীরথ আনে আমার জন্যে দু'দোনা পান রেখে তো

পীতা ওহে ছোকরা, দেখ, এই বড় সাহেবের চাপরাসী, একে ধর না, যদি তোমার চিঠিখানা বড় সাহেবকে হাতে করে দেয় আমরা বলতে গেলে খিঁচোয় খেতে আসবে

বিনোদ চাপরাসী—

বাবুজান চাপরাসী —কে হে তুমি ছোকরা ? ভদ্দোর লোকের সঙ্গে কথ কইতে জান না ?

বিনোদ এই—না, ন, আমি জানিনে, আমার এই চিঠিখানা আছে, বড় স হেবকে দিতে হবে

বাবুজান কিসের চিঠি ? চিঠি টিঠি লেবার হুকুম নেই, তুমি চাকরীর যোগে এসেছ নাকি ? ভাল জ্বালা কল্লে, সাহেবকে আর বাচতে দেবে না দেখছি

বিনোদ বাবু,তুমি দাও দেখি সাহেবকে এই চিঠি, এ দেখলে স হেব রাগ করবেন না, এ কানাই বাবুর চিঠি, কানাই বাবুকে দেখনি ? সেই যে তোমাদের সাহেবের কাছে আসেন

বাবুজান ঢের বাবুকে দেখেছি, কল কেতায় আলে সব মানুই বাবু হয়

পীতা ওহে বাবুজান মিঞা, দাও না গরীবের চিঠিখানা, স্থপ রিসট ভাল, ছোক-রার একটা উপায় হ'য়ে যেতে পারে, দেখ না

তোমার দ্বারা যদি পরীবেশ এ॰ট উপকার হয়

বিনোদ দাও বাব, চিঠিখানা দাও

বাবুজান তোমরা আপনার চরকায় তেল দাও, পরীবের উপকার ক'ত্তে গেলে চের লোকের কত্তে হয়; সাহেবকেও জ্বেলিয়ে তুল্লে, আমাকেও জ্বেলিয়ে তুল্লে. এই পাও তোমার চিঠি ঐ পড়ে রইল

(বাবুজানের ভিতরে প্রবেশ)

বিনোদ মশাই কি করে চিঠিখানা পাঠাই, দেখা হলেই আমার চাকরীটী হয় কানাই বাবুর সঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে, সাহেবই কানাই বাবুকে আমায় ॰ঠিয়ে দিতে বলে দিয়েছেন

উম বাবা, যমের সভাব চেয়ে যমের দ্বারের ভয় বেশী আচ্ছা, বল দেখি, মনে মনে যমকে ন যমের দূতকে ক'কে বেশী ভয় বল বোধ হয় ? ত এই উপরে আছেন যম, আর যাঁর সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, উনি হলেন যমদূত কাজ ক'রে ক'রে ওঁর মিষ্টি বাণী যখন একবার শুনি, তখন মনে হয় এখনি গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই তবে সাহেবদের মত আমাদের ইনুসিওর কর নিজের প্রাণটা নয়, মুখ চাওয়া পাঁচটা আছে, এই জন্য চট করে আত্মহত্যাটা করা যায় না

যাদব (স্বগত) "The anglo Indian official and his chep[rasi]," বলে কয়ে এটা লিডারে বের ক'র্ত্তে হবে, এই রকম করে আরম্ভ করা যাবে আর কি The reign of terror is coming, thick vast clouds, dark as pitch, is overhanging the fate of India—

উম কি বাব, কলমবাজীর মসলা গুঁড়ুচ্চ না কি ?

(মধবাবুর প্রবেশ)

উম তফাৎ তফাৎ হঠো সব কেহ, বড়বাবু আ'তা, সেলাম পরীব পরোয়ার

উম (জনান্তিকে) মুখুয্যে মশাই, একবার বলে দেখুন

পীতা বড়বাবু মশাই, আজ হঠাৎ একটু বিপদ হ'য়ে পড়েছে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আর সাহেব গোল টোল করবেন না

মধু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, দেরী হয়েছে, তা আজ আর তো উপায় নেই, বেশ বাড়ী গিয়ে বসে থাক, ছুটী হ'ল মন্দ কি ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

পীতা আজ্ঞে, আপনি পরিহাস কচ্ছেন ? কি করবো, অদৃষ্ট মন্দ, চাকরী ক'ত্তে এসেছি, এ ছুটীতে ত লাভ নেই, আপাততঃ এক-দিনের পাঁচ মিনিট দেরীর জন্য দুদিনের মাইনে কাটা যাবে, তা'র পর এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ পেন্সনের আশায় পড়ে আছি, আর দেড়টা বছর গেলেই আপদ চুকে যায়, তা'তেও গোল উঠবে, মশাই, আজ একটু দয়া করুন

মধু হাঃ হাঃ হাঃ আমি কি করবো, সাহেবের কড়া হুকুম জান তো, আর সাহেবেরই বা দোষ কি, তোমরা আত্যন্তিক বাড়াবাড়ি করে তুলেছ, হামেশা লেট — বিশেষ মুখুয্যে, তোমার বাপু রোজ রোজই লেট হয়

পীত কি করবো, দেখুন বুড়ো মানুষ, ঢিকুতে ঢিকুতে সেই আলমবাজার থেকে আসতে হয়। রাত থাকতে উঠি, ব্রাহ্মণ, এ বয়সে একটু ইষ্ট-দেবতার নামটা আসটা নিতে হয়, গঙ্গাস্নান-টান ক'ত্তে হয়, আর রন্ধবার্যে স্বপাকেই আহারটা করি, এইতো আপনি সাহেবকে

বুঝিয়ে বল্লেই আমার আধ ঘণ্টা রেয়াৎ হ'যে যেতে প্যারে

মধু ওঃ বাপ রে সাহেবের মুখের ওপর কি কথ কইতে পারি আর বলি ঠাকুর, পরের চাকরী কত্তে গেলে এত বামনাই পোষায় না, পুজো আহ্নিক ফাহ্নিকগুলো রবিবারে কল্লেই হয়, আর নিজে রেঁধে খাওয়া বল্লে বুঝি ওটা বাপু ভিট্‌কিলিমি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ পুজোফুজো ভট্‌চায্যিগিরি এখন শিকেয় তুলে রাখ, পেন্সন হ'লে তখন যা হয় করবে

পীতা কি, তে মার চাকরীর জন্য পুজ আহ্নিক ছেড়ে দেব ব্রাহ্মণের আচার পরি ত্যাগ করবো, তা আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন, পূজা আচারের মর্ম্ম আপনি বুঝবেন কি? আপনি যথার্থই বংশের তিলক, আপনার এই অবস্থার উন্নতি দেখে আমার সময়ে সময়ে সন্দেহ হ'তো যে, বোধ হয় আপনার গর্ভধারিণী কোন ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আজকের কথায় বুঝলেম যে, আপনার শরীরে নির্জলা কলুর রক্ত বিদ্যমান, প্রকৃষ্ট ঘানি নক্ষত্রে বলদ রাশিতে আপনার জন্ম, আর আমি যে কুলে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, নৈকষ্য কুলীন হ'য়ে ম্লেচ্ছের উপাসনা কলুর দাসত্ব করতে গেছিলেম আমারও যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, এরূপ অপকর্ম্ম না করলে, যে কলুকে আমার পিতৃ-পুরুষেরা ঘৃণায় পাদপ জল দিতেন না, সেই কলু আমায় ধমকে পূজ আহ্নিক বন্ধ করতে বলে তা যা হয়েছে হয়েছে, সমস্ত পরিবার না খেয়ে মরে সেকার তবু এ ব্রাহ্মণের অধর্ম্ম আর করবো না, এই সময় আজ থেকে চাকরীর মুখে আগুন পেন্সনের মুখেও আগুন। কলু-বড়বাবু, তোমার সাহেব বাবাকে বলো যে পীতাম্বর মুখুয্যে আর কলম ছুঁচ্ছেন না, বৃন্দাবনে গিয়ে সপরিবারে মাধুকরী মেগে খাব দূঃ তোর চাকরী হা ভগবান্

[পীতাম্বরের প্রস্থান

মধু ছোট লোকেদের বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে

উমা ঐ য আজ্ঞা করেন, বড়বাবু সত্যই বলেছেন—

[মধুবাবুর প্রস্থান

ছোট লোকের স্পর্দ্ধা না বাড়লে তুমি ঘানি গাছ ছেড়ে এসে কেদারায় বসে পড

যাদব। সেটা কিছু অন্যায় নয়, লেখ পড়া দেখে পোষ্ট দেওয়া উচিত—জাতি দেখে নয়

বাবুজান (বারাণ্ডা হইতে) এই জমা দার, কি কচ্ছো? সাহেব যে ভারী চট্‌ছেন, দেউড়ীর গোলমালে তাঁ'র তে তাঁ'র, আগা-গই মাথা ধরে উঠেছে। হাঁগ, তে মরা কেমনতর বাবুগ, বসে কথা শোন না কেন, অপমান না হয়ে ছাড়ছ না? স হেব এবার চাবুক খুঁজছেন এই জমাদার, তুমি দরজা বন্ধ করে বস, নৈলে তোমার নামে আমি রেপোর্ট করবো।

জম যাও, বাবু সব যাও

[জমাদারের প্রস্থান

বিনোদ চিঠিখানা পৌছিলেই আমার একটা উপায় হ'তো।

উমা চল হে, আর কেন, এর পর চাবুক খেতে হবে, সাহেব যদি ভুলে যায়, ঐ পেঁড়ে ব্যাটা উস্কে দেবে মুখুয্যের পথ নেওয়াই ভাল চল

[যাদব ব্যতীত সকলের প্রস্থান

যাদব "To be o not to be that was the question to be is now the emphatic decision" পুরো পেট্রিয়ট হই, কিন্তু ভ বতেম, আজ একেবারে নিশ্চিত স্থির

বল্লেম এই পেট্রিয়ট হলেম, দেশের জন্য প্রাণ দিলেম এম, এ, দিলেম, ক্লার্কশিপ একজামিন দিলেম, তবু চাকরী হ'ল না। ইংরেজ চাকরী দিলে না, গবর্ণমেণ্ট অমায় চিনলে না — আচ্ছা, দেখে নেব They have let loose a wild beast আজ থেকে আমি ইংরেজের শত্রু, দেশের জন্য লাগব, patriotism, independence, Lecture, Meeting, কাগজে Article— এ্যা চাকরী দিলে না?—

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

— ॥ —

রাস্তা

বৈষ্ণবীগণ

(গীত)

ভেক নিয়ে এক বাধিয়েছি ভাই গোল
(এখন) ঘরে ঘরে চলছে মেকি,
খিচুড়িতে মাছের ঝোল
(মাগ্‌গী) বাগায় ছেলের ভাত,
আর থাকবে না কে জাত,
নীচের বাধন রহবে কিসে
গোড়ায় গেরোয় পড়বে গোল
বামুন যদি গড়ে জুতো,
কেন না, মুচি পরবে সুতো,
ধোপা সে তো বাপের ঠাকুর,
ভাটপাড়াতে খুলবে টোল ,—
(এখন) নেড়া নেড়ী বাড়াবাড়ি ,
হরি হরি হরি বোল

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

— ॥ —

পুলিসকোর্ট

অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয় ও ইণ্টরপ্রিটার ইত্যাদি

নবাব (বেও ইণ্টারপ্রিটার সাব্, আপকা ভেস্‌রা ম্যাজিষ্ট্রেট কাঁহ হ্যায়? হাম্ দোনো সকস্ কেৎনা দেরতক বয়েঠ রহেঁ? লিখন উখনা যো হোগো সাহেবই তো লিখেগা ফির ও যে আদমী আয়েগ ও কেয়া করেগা? ওনে চুপ চাপ বয়েঠ রহেগা, আজকো মাফিক্ দোনো আদমীসে চালায় লিজীয়ে স্থরু করিয়ে, মোকদ্দমা বোলাইয়ে

ইণ্ট হজুর, মেহেরবাণী করনে জেরা মাফ কিজয়ে. পান্ সাত বাগ পাহারা-ওয়ালা ভেজ হ্যায়, কৈ সকস্ কো আবি পতা ছে আয়েগ আজ কমিশনার কো টেলিগ্রাফ্ বহু, উন্‌নে চিঠ্‌ঠি ভেজ দিয়, যে এক ভারি কেস্ লড়নেকা ওয় বস্তে আলিপুর চল গিয় আনে নেই সেখেগ

নব চোপ—চোপ

(কেনারাম উকীলের প্রবেশ)

কেন (ইন্টারপ্রিটারের প্রতি) ওহে ভাই, নীলমণি তরফদারের মোকদ্দমায় আমি আছি, নামট ডাক হ'বার একটু আগে আমার কাছে পাহারাওয়ালা পাঠিয়ে দিও

ইণ্ট আপনি বসুনহে না জাইয়ে; এখান থেকে গিয়ে আর কি বলোন? কোন ঘরে মোকদ্দমা আছে নাকি?

কেন ও তুমিও যেমন মোবারা কোথায়? আজ সোমবারট মারামারি ফরমারি আসছে অনেকগুলো. ব্রাজোটায়

বৃষ্টি যদি এক টা লাগে, পাহারাওয়ালা পাঠিয়ে দিও ভাই একটু, আমি চল্লুম

ইন্ট ক'াকে আবার দিই, কেউ যেতে চায় না, কি জান, ওদের একটু খুসী রাখতে হয়, সরকারী কাজ তো নয়, করবে কেন ?

কেনা তোমার ভজনবামকে পাঠিয়ে দিও, আমি দেব এখন আনা দুয়েক

ইন্ট (হাসিয়া) দু আনায় কি পাহার ওয়ালার পেট ভরে হে ?

কেনা। আর বেশী পাব কে থায় ? না হয় হেঁটে যাব, ট্রামওয়ের ভাড়াটা বাঁচিয়ে ওকে ঐ দেব, এদিকেও তো বেশী নয়, বে বা তো বাধাব, মোটে দেবে বলেছে একটী টাকা, কেনটু জুটেছে শ্যামা, তা সে আবার চা'র আনা কেটে নেবে, ত দিও ভাই পাঠিয়ে, আমি চল্লুম।

নেপথ্যে চোপ্ চোপ্, হাকিম আয়া, হাকিম আয়া এসেছে, এসেছে

নবাব আ গিয়া, আ গিয়া, সুরু করো, বোলাও, বোলাও,ফির্ হিঁয়াসে যানে হোগা, কুক্ সাহেব কো আড়গড়ামে জুড়ি খরিদ করনে কো ওয়াস্তে

সাহেব Now go on go on, we have a meeting at the Royal Exchange I must be there by three

ইন্ট সব হাজির করো

কন চোপ্ চোপ্ গাওয় ওয় সব নিকাল যাও,আসামী ফরীযাদি হাজির—হাজির—

(মধুবাবুর প্রবেশ)

এঃ চোপ্, কাঁহা যাও, হিঁয় হিঁয়া হিযা (গোলমালে মধুবাবুকে ধরিয় কাঠগড়ায় উপস্থিত করণ)

মধু আরে করিস কি, করিস কি—আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাস ?

কনে কাঠগড়াকা ভিতর আও, হাকিম কে সামনে খড়া হোও

মধু আরে, আমি কেন ? আমিই তো হাকিম, আমাকে ডেকে ডুকে নিয়ে এল হাকিমি কত্তে

কনে ওঃ ভুল হো গিয়া, হুজুর, ভুল হো গিয়া, আপ্ আজ কো হাকিম হ্যায় ? উপর চড়্ যাইয়ে, কসুর নেই হামারা হুজুর আজকাল পছাননা বড়া মুস্কিল হ্যায় হুজুর, এক রোজ এক বাবুকে দেখতা আসামী হোকে খাড়া হ্যায়, দোসর রোজ ওহি হাকিম বন্ যাতা

সাহেব। Ah! you are to be my colleague this day? come up come up, be quick.

মধু Yes Si – going—going

নবাব আরে বাধিয়ে জনাব গোইং গোইং, চল আইয়ে সামনে করিয়ে।

সাহেব Sit down Babu, বৈঠো খাড়া কাহে ?

মধু You sit Sir, I can't sit where you sit, কি বলেন ইন্টারপ্রিটার মশাই ? সাহেবের সঙ্গে এক চৌকিতে বসা আমাদের উচিত নয়, মনিবের জাত ওঁরা আর উনি আমায় চেনেন না আমাদের বড় সাহেবের কাছে ওঁকে মধ্যে মধ্যে যেতে দেখেছি

ইন্ট বসুন বসুন, এখানে দোষ নেই; না ব'সলে চলবে কেন ?

নবাব বৈঠিয়ে সাহেব (স্বগত) ইয়ে ক্যায়সা আহাম্মখ হ্যায় ?

মধু তবে ব'সতে হবে এঁ্যা ? দেখুন ইন্টারপিটার মশাই; যখন আর দুটী বাজালী হাকিম সঙ্গে থাকবেন, তখন আমায় অনু-

ওঃ করে ডেকে পাঠাবেন সাহেব লোকের সঙ্গে একত্রে বসা ওই কাজটা বেয়াদবি হয় Sir the I sit with you most … …

সাহেব Sit down … sit down

ইন্ট ঐ মিউনিসিপালিটীর ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে ডাক না, আর তুলসী ঘোষ আসামীকে ডাক

কনে আও আও ইনস্পেক্টার বাবু, ইধার আও তুলসী ঘোষ আসামী হাজির তুলসী ঘোষ আসামী তুলসী ঘোষ—

২য় কন (তুলসী ঘোষকে ধাক্কা দিতে দিতে) চলা আও জল্‌দী।

ইন্ট তোমার নাম তুলসী ঘোষ?

তুলসী আজ্ঞে ধর্ম্ম-অবতার, শুধু ঘোষ বোল্লেও আমার সাড়া পাবেন

ইন্ট দুধে জল দিয়েছিলি?

তুলসী আজ্ঞে ধর্ম্ম অবতার, গয়লায় কখন এ কাজ পারে?

ইন্ট বজ্জাতি রেখে দে, কতটা জল দিয়েছিলি বল?

ইনস্পে S… the mil…—

ইন্ট। বাঙ্গালায় বলুন না

ইনস্পে দুধ ওর এনালাইজ করা হয়েছিল, এক সেরে এক পোয়া ওপর জল আর মাইক্রোবও বিস্তর ছিল, একেবারে মাইক্রসকোপে দেখা গেল, পোকা কিল বিল কচ্চে

তুলসী পোকা কিল বিল কচ্চে? দোহাই ধর্ম্ম-অবতার, ত হ'লে সে ওঁদের কলের জলের দোষ, পুকুরজল কোন্ শালা দিয়েছে

কন চোপ রাও

ইন্ট The defendant admits the offence

সাহেব Yes, what is the punishment? Imprisonment or fine

ইন্ট Simply fine

তুলসী ধর্ম্ম-অবতার! আমার অনুধাবনটা নিবেদন কল্লেন না? দশ সেরের দরে খাঁটী দুধ আমি কেমন করে দেব? এই টেক্স বাবুর শ্বশুররা এখন তা'ই চা'ন, দিতে পারিনে বলে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন

কন চোপ রাও

সাহেব Mr C…, what amount of fine will do in this case? Pass the book to me

ইন্ট Need n't trouble yourself sir, five rupees will do for the first offence

সাহেব Five R… yes you say? Very well, fine, six rupees

ইন্ট যাও, ছয় রোপেয় জরিমানা

[তুলসীর প্রস্থান

সাহেব Next case

(উমাচরণের প্রবেশ)

উমা হুজুর, আমার একটা নালিশ আছে এই গরমির দিন ও'কোঠা হ'তে করে টুনটে পেতে যদি ফুটপাথে একটু হাওয়ার জন্য বসি, ত হ'লে ওই অমনি পাহারাওয়ালা, জমাদার, ইনস্পেক্টর পঁচিশ দিন থেকে এসে তাড়া মারতে থাকেন, Obstructing the town … … কিন্তু মিউনিসিপালিটী মশাইরা এই চা'র মাস হ'ল আমার বাড়ীর সামনে দরজা আটকে একটা পাঁজা খোয়া ঢেলে রেখেছেন, তা'র পর আজ প্রায় বিশ পঁচিশ দিন হ'ল ঐ পাঁক তোলা সেই যে বড় বড় চৌবাচ্চা বার করে আছে, তা দুটি দরজা আটকে রেখেছেন, আর এক-

টাকার গাড়ীখানি তো ছেলেদের পড়বার জানালার নীচে বরাবর থাকে। এর উপায় কি? রাস্তাবন্দী সাহেবকে বলে বলে তো উপায় হ'ল না। এখন আমার বাড়ীতে একটী ক্রিয়া আছে, পাঁচজন আসবে আমি Municipalityর নামে obstructing the public thoroughfareএর নালিস করে সমন প্রার্থনা কচ্ছি

(সকলের হাস্য)

ইন্ট This babu

সাহেব I understand, I understand, very good the Municipality ought to be taught a lesson, summons granted

ইন্ট But you have no power to issue summons in these cases sir.

সাহেব No?—then send him away.

ইন্ট আপনি নীচে যান, এ নালিস এখানে হ'বে না, আপনি নীচে থেকে সমন চা'ন গিয়ে

উমা আবার নীচে যেতে হ'বে,—জ্বালাতন করেছে। আবার এই ইলেকসন আসছে না? এবার বাড়ীতে কেউ ঢুকলে হয় ভোট নিতে—

[উমাচরণের প্রস্থান

সকলে (হাস্য)

সাহেব। Next case, Next case

ইন্ট বোলাও গরীবউল্লা পাহারাওয়ালা নালিস করনেওয়ালা, গোকুলরাম আসামী?

১ম ক এই গরীবউল্লা আও, গোকুলরাম আসামী হাজির—গোকুলরাম আসামী—গোকুলরাম—

(গোকুলকে লইয়া গোরীবউল্লার প্রবেশ)

ইন্ট তোমার নাম গোকুলরাম?

গোকুল। দাদ

১ম ক চোপরাও

ইন্ট মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিলে—বল?

গোকুল আজ্ঞে ঠোঁট খুল্লেই তো এই পাহারাওয়ালা সাহেব চোপরাও করবেন, ইনি কি আপনাদের উপর?

ইন্ট বল বল আমার কথার উত্তর দাও, মাতাল হয়েছিলে?

গোকুল আজ্ঞে যিনি এনেছেন ঐ পাহারাওয়ালা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন

ইন্ট কেয়া হুয়াথা বোলো?

গরিব (হলফ পাঠ) হুজুর, বরা মাতুয়ালা হুয়াথা, ব্যালকুল চলনে নেই স্যাক্তা, সবকের পর গির পরতা, এই স্যাখেন

গোকুল শুনুন ধর্ম্মাবতারেরা শুনে যাবেন,—মশাই, ঐ বুড়ো বাবু মশাইটীকে বলেছি, আমার এইটে ঢুকে গেলে বুঝবেন, এখন এই পাহারাওয়ালা সাহেব যা বলেছেন তা শুনে রাখবেন। গির পরতা বেহুঁস হোত তা'বপর কি?

১ম ক চোপরাও

গোকুল আবে দূর বাপু, তুই চোপরাও চোপরাও করে জ্বালালি যে!

গরিব একবারেই বেহুঁস, এই স্যাখেন হামকো বহুৎ মার কিয়া, উর্দ্দী ফাঁর দিয়া, লণ্ঠন তোর দিয়া

গোকুল চলুক চলুক থামলে কেন? বল—দাড়ি উপড় দিয়া, কাণ মোচড় দিয়, ভুঁড়ি ফাঁসড দিয়া—

১ম ক চোপরাও

গোকুল হুজুররা একবার দেখছেন, আপনাদের সামনেই কর্ত্তাদের মেজাজটা একবার দেখছেন; এতেই বুঝে নেবেন যে, বাইরে আমাদের সঙ্গে কত অমায়িকতা করে থাকেন

ইণ্ট বল বল তোমার কি বলবার আছে ?

গোকুল আর বলবো কি ধর্ম্ম অবতার, বুঝতেই তো পাচ্ছেন. পাহারাওয়ালা সাহেবকে কিছু দক্ষিণে দিতে পারিনে তাই এই বিড়ম্বন , নইলে আমার তে এই কৃষ্ণের জীব দেখছেন , তা'র উপর ওঁরই কথা প্রমাণ চলতে পাচ্ছিলুম না গির্ পড়ছিলুম, বেহুঁস ছিলুম. এ অবস্থায়ও যদি ওঁকে মার ধর করে, কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে দিতে পেয়ে থাকি, তা হ'লে তো পাহারা ওয়ালা সাহেবের এখনই পেন্সন নিয়ে বৃন্দা বনবাস করা উচিত

ইণ্ট তুমি কি বকছো ? এখনও নেশা আছে নাকি ?

গোকুল আজ্ঞে, অল্প মাত্রায় গেরস্থের ছেলে,রোজ রোজ তো টাকার সুবিধা হয় না, একদিন পয়সা খরচ করে খেয়ে তা'তেই পাঁচদিন নেশাটা বজায় রাখতে হয়

ইণ্ট Admit guilt

সাহেব What is one the punishment, Two Rupees

গোকুল আজ্ঞে হুজুর ওটা আমায় জিজ্ঞাসা করুন, টু রুপিজে এবার হ'বে না, নীচের কোর্টে একবার দুটাকা একবার চারি টাকা হয়ে গেছে, এবার ফাইভ্ রুপিজ করুন।

সাহেব You want to see me, Eh ? Fine ten Rupees

গোকুল ধর্ম্ম-অবতার, একটু বেশী হ'ল ওদিকেও ডিউটি বাড়ছে,আবার আপ-নারাও এদিকের রেট চড়াবেন, তা হ'লে আর পেরে উঠি কৈ ? ধর্ম্ম অবতার, আমি নিতান্ত কোম্পানীর খয়েরখাঁ ভক্ত, এই আমরা এক ফিলিটে প্রায় ১০১২ জন ছিলুম ও ধারে শুঁড়ীদের এ গা'র পাহার ওয়ালা সাহেবদের বাড়াবাড়িতে সবাই এদের ছেড়ে দিয়ে গাঁজা ধরেছে,দলের মধ্যে আমিই হুজুর এখনও কোম্পানীর মান রেখেছি, তবে লয়্যাল্টীর সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রেটিযটিজিম আছে, তা'ই দারুটাই খেয়ে থাকি, মোদ্দাৎ গাঁজার চেয়ে ঢের বেশী পয়সা দেওয় যায় , হিসেবমত ধত্তে গেলে আমায় একটা খেতাব টেতার দেওয়া উচিত, তা না করে একেবারে অত ফাইনের রেট্ চড়ালে আমিও গাঁজা ধরবে , তা কিন্তু বলছি রেখে ঢেকে বাড়াব না, আবার কোন না এই ছোটদিনের পরই আসছি, রাস্তা দিয়ে বাড়ীতে আসতেই হ'বে পাহারাওয়ালা সাহেবের "এই শালা কাহা যাতা হায়" শুনে যদিও চুপ্ চাপ্ চলে যাই, তা হ'লে বাপ চৌদ্দপুরুষ তুলেও রেগে রাগিয়ে দিতে পারেন তা'র পর একটা খোঁচিয়ে কথ কইলেই রুলের বাড়ি বা তেরে চিকিৎসা করে কোতো থানায় নিয়ে যাবেন, অবশেষে বাধিগৎ বরাদ্দ আছে,"গির পড়া,উদ্দী ফাড়া, পাহারাওয়ালা তোড়া" করে এইখানে হাজির

নবাব যাদ্রি বাৎ কহেগা তো মেয়াদ দেগা

গোকুল সেলাম। তবু ভাল, তবু ভাল, শ্রীমুখের একটা কথা শুনতে পেলুম, মেয়াদ দেন, আপনাদেরই জেলখানা, সেখানে যে ক'দিন থাকা, খাওয়াও বন্ধ, এখানে আসা যাওয়া বন্ধ

ইণ্ট যাও, যাও

গোকুল সেলাম ইণ্টারপ্রিটার সাহেব, সেলাম পাহারাওয়ালা সাহেব, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন

সাহেব (মধুকে লক্ষ্য করিয়া) Now your signature please

গোকুল। হুজুর বৃদ্ধ মানুষ ঘুমুচ্ছেন, ওঁকে

আর কষ্ট দেব না, আপনিই নামটা লিখে দিন, উনি জেগে উঠে কলম ছুঁয়ে দেবেন (সকলের হাস্য, কনষ্টেবল বক্‌সিস চাওয়া ও গোকুলকে ধাক্কা দেওন) বাবা ধাক্কা দিচ্ছ? ভাল, সব জিনিসেরই ফাউ আছে

[গোকুলের প্রস্থান

সাহেব। Next case, Next case.

ইন্‌ট। (মিউনিসিপাল ইন্‌স্পেক্টরের প্রতি) মশাই, আপনার কেশ এইবার, নীলমণি তরফদার আসামী

ভজন নালমানিক তলকদাব আসামী —নালমানিক তলকদার আসাম—নালমানিক

ইন্‌ট ওরে, কেনারামবাবু উকীল আছে, একবার দেখ তো

(কেনারাম উকীলের প্রবেশ)

কেনা (অস্তভাব) এই যে, এই যে, এসেছি, এসেছি,; ও নীলমণি, ও নীলমণি, এগিয়ে এসে দাঁড়াও না, যোড় হাত কর, যোড় হাত কর।

নীলমণি। করেছি, তা'র পর কি বলবো? ছিরিবিষ্ণু নমধ্য—

কন। চোপরাও

কেনা। You honour—উঁ উঁ উঁ উঁ, আই আই আই—

নীল হুজুর, পাথাটা একটু জোরে টানতে হুকুম কর্ব্বেন, উকীল বাবু ঘামছেন

ইন্‌স্পে চুপ্ কর, Sirs analisce এর দোকানের তেল থেকে একটু সরষের গন্ধও পাওয়া যায়নি, চীনের বাদাম সোরগোজা আর যত unhealthy ingredients, হেল্‌থ্ অফিসারের রিপোর্টে প্রকাশ যে,এই তেলের দোষেই সহর খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে—

নীল। একটু ধর্ম্মের দিকে তাকিয়ে কথা ক'বেন টেঁকোবাবু, গরীব লোক পেয়ে অমনি মাল্লেই হয় না আমার তেলের দোষে সহরের যত অমঙ্গল হচ্ছে?

ইন্‌স্পে চুপ্ কর; এই তেলের দোষেই জ্বরবিকার, পক্ষাঘাত, ওলাউঠা—

নীল বল বল রাস্তায় ধূলো, নর্দ্দমায় গন্ধ, ন'টা না বাজ্‌তেই কলের জল বন্ধ, কলে সাপ, বেলা দশটা পর্য্যন্ত রাস্তায় মেথরের ভিড়, গ্যাস মিট্ মিট্ এই সব আমার তেলের দোষে হচ্ছে। হুজুর লিখে নিন, জেলে দিন জেলে দিন, ঘরে না হয় বলদ দিয়ে ঘানি টানাতুম, জেলে গিয়ে নিজে টানব, কলুর ছেলে তা'র আর কি!

সাহেব Order.

কন চোপ্ চোপ্।

নীল আরে থাম্ বা'পু, চোপ চোপ করে মাথার ভেতর কিচির মিচির করে দিচ্ছে, যা এজেহার দেব মনে করে এসেছি, সব ভুলে যাচ্চি হাঁগা বাবু, আমার তেলে এই সব খারাপি হচ্ছে, তুমি দেখেছ?

কেনা হাঁ, দেখেছ? Yes—did you saw? did you saw? did you saw?

(সকলের হাস্য)

Answer me indirectly, did you saw? did you saw?

নীল আরে র বাবু র। তোমায় বুঝে নিয়েছি, আর অপ্রস্তুত হতে হ'বে না, টাকাটা স্বীকার করেছি,ধর্ম্ম খোয়াব না, দেব। ধর্ম্ম-অবতার! সোরগোজা চাড্ডি মিশেল না দিলে সরষে ভাঙ্গা হয় না, এ আপনি সকলকে জিজ্ঞাসা করুন্; এই যে জেলের তেল, জেলের তেল, তা তা'তেও সোরগোজা মিশেল দিতে হয় আমার যেন জাত ব্যবসা, কত ভদ্দোর ভদ্দোর মানুষ তো সেখানে নিজে হাতে তেল ত'য়ের করে এসেছে, তাঁ'দের ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ও মিশু-

নোতে শরীলের কোন অমন্দ করে না (মধুকে দেখিয়া) ওঃ হরি আমি এতক্ষণ দেখতে পাইনে, চোখ গেছে একেবারে,—তুমি ওখানে বসে বাবা। বাবাজী আমার হাকিম হয়েছে, সুবিচার হবে—সুবিচার হবে, পেস্কার মশাই বাবু, বাবাজীকে তুলে দিন তো,তুলে দিন তো, আহা, ছেরম হয়েছে, সমস্ত দিন খেটে একটু তন্দ্রা হয়েছে, উনি বুঝতে পার্ব্বে, বাবা বল তো বাবা, সোরগোজায় কি কোন শরীলের অমন্দ করে? কেরাণীই হও আর দারগাই হও, হাজার হোক কলুর ছেলে তো বটে বাবা, তোমার অছাপা তো আর কিছু নেই, মুটো মুটো ট্যাকা লাইসেন্সি দেব, দুটী সোরগোজা না চালিয়ে দিলে চলবে কেন?

কনে চোপ চোপ

নীল আর চোপ চোপে কাজ নেই, আমি কে জানিস? হাকিম আমার জামাই আহা! বেঁচে থাক বাবা, রাজ্যীপুষী হও তোমার কাছে মামলা পড়েছে বাবা সুবিচার হবে মধু, আমার তেমন ছেলে নয়

মধু। কে তুমি? এখানে আমি কা'কেও চিনি না

নীল চখে জল দিয়ে নেও বাবা, চখে জল দিয়ে নেও, ঘুমিয়ে পড়েছিলে, ঠাওর পাচ্ছো না; আমি যে তোমার শ্বশুর নীলমণি তরফদার, আমার সুগ্যি জামাই, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক

মধু এ আদালত, এখানে ও সব কথা কেন?

নীল আহা, দেখছো বাবা, আমার কত লজ্জাশীলে। ভগবান্ তোমায় বড় করেছেন, লজ্জা কি বাবা? আমি যেখানে সেখানে তোমায় আশীর্ব্বাদ করবো, রাজা হও—লাজ হও, কেওলী আমার রাজরাণী হোক,কেওলী আমার বড পয়মন্ত; কেওলী পেটে আমি একটা গাতের সরষে কিনে দেড়-শ ট্যাকা পাই, সে হ'তে আমার ছ-খানা গাছ বাড়ে, আমি বরাবর বলি,বাছার আমার লক্ষীছিরি আছে, ক্যাঙ্গাল যখন পাঁচ বছরের মেয়ে, তখনই কত গুছুনেছিল, ওর মা'র সঙ্গে গিয়ে এই ছোট ছোট ঘুঁটেগুলি দিত, আহা! আমার সেই ক্যাঙ্গালের জামাই আজ রাজা হয়েছে। সুবিচার কর বাবা, সুবিচার কর। বল তো খদ্দেরে পাঁচ আনার ওপর দর দেবে না, আমি খাঁটি সরষের তেল দিই কোথা থেকে?

নবাব এ কা হ্যায়? মধুবাবুকো আসামী জামাই বোলতা, দামাদ্‌কো তো জামাই কহেতা? বাহবা ইংরাজ বাহাদুর কলু কোবি পাকড়কে হাকিম বানায় দিয়া? কলু বি হাকিম বন্ যাতা! হ্যাম নবাব হোকে কলুকাসাত বৈঠেঙ্গে হাম আজই ইস্তফা দেগা, কলুকা সাত এক দরবারমে বৈঠকে হাকিমি নেই করেগা। সাহেব উঠিয়ে, আপকো ভো বি ইজ্জৎ-হ্যায়, হিয়া নেই বৈঠিয়ে, ও হাকিম কলু হ্যায়।

সাহেব। A! what?

নবাব কলু Sir কলু, that man oilman, herecome, হাকিম ভয়া বাবু বনকে

সাহেব Indeed! Oh you Babu, টোম কাহে হামারা সাথ্ বয়েঠ্‌মে আয়া? No more case this day, I am not going to sit in court with a low fellow, come away নবাব সাব,

[উভয়ের প্রস্থান।

নীল বাবা,আমার এখন কি হ'বে? সব চলে যে? মধু, বাবা, তুমি একটা ফায়ছালা করে দাও। আহা! সোণারচাঁদ আমার

হাকিম হয়েছেন, ব্যাঙ্ক আলো করে বসেছেন।

মধু। তুমি দূর হও এখান থেকে, পাজী ছোট লোক, কে তোর জামাই? আমি আজই তোর মেয়েকে তেজ্যিপুত্তুর করবো, দশে ধর্ম্মে আমার গালে মুখে চুণ-কালি দিলে—পাজী বুড়ো!

নীল। কি, জামাই হয়ে আমায় পাজী? ব্যাটা আমার ভদ্দোর হয়েছে; চল দেখি জেতের চক্কোরে, তোর কি আমার কা'র মান বেশী দেখি, আমি কি হেঁজি পেঁজি? ভুলে গেছ ব্যাটা, আমি যে জেতের মোড়ল, আমি মনে কল্লে তোকে একঘরে কত্তে পারি, একটা মজ্‌লিস্ কি চক্কোর টক্কোর হ'লে আমার কত মান গিয়ে দেখিস, কেও্‌লীর খাতিরে আদর করে ভাল বল্‌ছিলেম চাকরী করে তো মাথা কিনেছিস, এখনও ব্যাটা তোর বাড়ী আমার কাছে বাঁধা জানিস্‌নে, জাত-ব্যবসা ছেড়ে মাথায় পাক বেঁধে খালি নবাবী বেড়েছে, কায়েতই হোক, বামুনই হোক, যে যা'র ঘরে বড় আছে, আমার ঘরেই কি আমি কমতি? ইঞ্জিরি পড়ে জাত স্বীকার কত্তে বুঝি লজ্জা লাগে?

মধু। দেখ, আমায় আপমান কর না, বল্‌ছি

নীল। উঃ! ব্যাটার আমার মান দিন-কাল উল্টে গেছে, তা'ই দুটো লোক মুখের ওপর খোসামোদ করে, তো ব্যাটার আবার মান কি? যা'র নিজের স্বজাত, যাকে মানে না, তার আবার মান! জেতের ভেতর তোকে পোঁছে কে? বুড়ো মা আছে, দেখি তা'র ছরাদে তোর বাড়ীতে কে থুথু ফেলতে যায়! এক-ঘরে করবো ব্যাটাকে, একঘরে করবো; অধর্ম্মে নাস্তিক ব্যাটা, ব্যাটা জাত-ভাঁড়ান আর বাপ তাঁরা-নোতে তফাৎ কি রে ব্যাটা? তো ব্যাটার মন ছোট, তা' নইলে কুল ছোট কিসে রে ব্যাটা? আমার ছোঁয়া ভাত নয় কায়েতে খায় না, আর কায়েত আমার ভাত ছুঁলে তা নষ্ট হয় না? গোল্লায় গেছিস, ইঞ্জিরি পড়, এ সব জান্‌বি কি? তেলের কাজে লাভ কত, তা জানিস? তো ব্যাটার তো ভদ্দোরগিরি চাকরী করে বাড়ী বাঁধা পড়েছে, আর কত হোম্‌রা চোম্‌রা বামুন যে ফাঁকি দিয়ে তেলের কল করে নিয়ে দশখানা বাড়ী করে ফেল্লে; কেন আমার ঘানি বলদে টানে তা'র ঘানি না হয় কলে টানে, ফারাক তো এই;—দূর—দূর—

ইন্দ্র। মশাই, চুপি চুপি রিজাইনটা দেবেন, কোন্ দিন আবার কি কেলেঙ্কারি হ'বে।

মধু। আচ্ছা দেখাচ্ছি, দেখাচ্ছি, এর শোধ নেব, তবে ছাড়বো, সাহেব তো আমার হাতে, আমার আওতায় আর কেমন কায়েত বামুন চাকরী পায় তা দেখছি!

নীল। যা ব্যাটা, তোকে ত্যাগ কল্লুম, আমার মেয়েকেও ত্যাগ কল্লুম।

মধু। এই তোর মুখও আমি বন্ধ কচ্ছি, জেতের খোঁটা ঘোচাচ্ছি,—হয় খ্রিষ্টান নয় ব্রহ্মজ্ঞানী হ'ব, তবে ছাড়ব; এখনই নীচের কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট করে যাচ্ছি যে, আমার সাধ্‌খাঁ পদবী বদলে আজ থেকে ব্রহ্মানন্দ পদবী নিলুম, আর সাহেবের হাতে পায়ে ধরে সার্ভিস ব'য়ে আর গ্র্যাডেসন্ লিষ্টে সাধ্‌খাঁ কাটিয়ে ব্রহ্মানন্দ করে নেব, আজ থেকে মধুসূদন সাধখাঁ নয়, মধুসূদন ব্রহ্মানন্দ।

[প্রস্থান।

কম। আরে হাকিম চলা যাতা, হাকিম চলা যাতা, মামলা কোন্ দেখেগা?

নীল ঐ ইজিরিগুলো ছেড়ে দে না, তোদের মামলা আমিই করে দিচ্ছি, অমন লাখ লাখ করেছি; গাঁয়ে আমি পঞ্চায়েৎ, জমিদারের ঘরেও আমার খাতির আছে।

[প্রস্থান।

কন আরে,আসামী ভাগ্‌তা—ভাগ্‌তা ভাগ্‌তা

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা

মহিলাগং

গীত

দেখবো এবার আঁখি ঠেরে
আছে কিনা আছে ধার।
এই বেলা না সামলে নিলে
থামবে না ছার "সংস্কার"
ধবলো দেখি বিষম নেশা,
করবে না কেউ জাতের পেশা,
উল্টো আশায় সব খোয়ালে
ভাতের তরে হাহাকার।
আমরা যদি সত্যি সত্যি,
করবো আদর মুটে পতি,
চাষ ছেড়ে দাস হ'তে গেলে,
কাণ মলে ভাই দেব তা'র
শোবার ঘরে শাসন হ'লে
ভবে যাবে একাকার।

গন্ধর্ব্বলোক।

অপ্সরাগণ।

গীত

হাঃ হাঃ হাঃ। হাসি ধরে না
ধরে না কোথা রাখি বল
ধরার ধারা হেরে লো সই হয়েছি পাগল॥
খেল্লুম আজ ভাল খেলা,
ধরাতলে পরীর মেলা,
(এখন) ভর করে বোন্ সোণার চাঁদে
পরীবাসে চল ;—
বর দিয়ে যাই নরের যেন হয় সুমঙ্গল।

যবনিকা-পতন

সাবাস আটাশ

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত।

নাটকীয় পাত্রপাত্রিগণ।

পুরুষগণ

রাজা বিজয়কৃষ্ণ হরলাল	.. কলিকাতানিবাসী ভদ্রলোক।
কমল ভূতনাথ, নেপেন, পিয়ারী, বঙ্কু, চরেণ, ধরে ও খগেন	কমিশনারগণ
রঙ্গলাল	জনৈক ভদ্রলোক।
ভবানী ও রসময়	সবর্ব্বের কমিশনার
বাঁশী	ভবানীর শ্যালক।
ভোলানাথ	জনৈক গৃহস্থ।
বটকৃষ্ণ	নূতন উকীল।
অনঙ্গরানন্দ শব্দব্যোম.. ..	লেডি-স্কুলের পণ্ডিত
হেমন্ত	ঐ প্রফেসার
বনমালী পাঁজা	ঠিকাদার

পুঁটে, কৃষকগণ বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শ্যামাসুন্দরী	হরলালের স্ত্রী
ক্ষীরোদা	রসময়ের স্ত্রী
গিরিবালা	প্রতিবেশিনী।
অনঙ্গমঞ্জরি, মঞ্জুকাঞ্চি, বরাননী, পঙ্কিনী ও কুন্তলীন-কুন্তলা	ছাত্রিগণ।

মহিলাগণ, নাপতিনী ও পরিচারিকা, গোয়ালিনিগণ, ঝাড়ুওয়ালিগণ, মুর্দ্দাফরাসনিগণ ও অভিনেত্রিগণ

সাবাস আটাশ

সূচনা

বধূমাতাগণ

(গীত)

ছি ছি ছি ছি .ছেড়ে দাও না ভাই
ও মিনি মাইনের চুলোর চাকরীর
মুখেতে দে ছাই
মিটীং করে এস ঘরে শুকিয়ে সোণার মুখ,
বুঝবে কি নীরস পুরুষ ফাটে নারীর বুক,
আবার দুখের উপর দুখ দেখ না বকুনি বড়াই
আমরা নিয়েছি আবদার,
বলছি নাথ শুন খবরদার,
আর পা বাড়িও না'ক মাড়িও না'ক
টউনহলের ধার,
যান যাক সে বালাই
খেয়ে ঘরে তাড়িয়ে বনের মোষ,
মিনি দোষে ধরে ক'সে এ কি লো আপশোষ;
ফোঁস ফোঁসানি কাঞ্জিক স'য়ে
বল্ না আসে ছেড়ে ঠাঁই
মিষ্টার নাথ বাবু নাথ শোন প্রাণের স্কোয়ার,
বলি পায়ে ধরে মাথার কিরে
আর সয় না খোয়ার;
মানে মানে মান রাখ না
আমরা তা'তে বর্ত্তে যাই
নৈলে দাড়ী নেড়ে গাড়ী চড়ে বেড়িও না'ক আর,
জেলে গোঁফে আগুন কোটো'বেগুণ
পরে শাড়ী চুড়ি চন্দ্রহার;
পুরুষ হয়ে পৌরুষ গেলে
রইলো কি শুধাই তাই?
তোমরাই কি বল ছাই
(হ্যা হ্যা) ফাই—ফাই—ফাই।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হরলাল বাবুর অন্তঃপুর

(হরলাল ও শ্যামাসুন্দরী।

হর আর বাড়ীতে কাজ নেই, ও কথা রেখে দাও, এখন জমীটুকু কেনা দামে বেচতে পাল্লে বাঁচি

শ্যামা ও কি অলক্ষণে কথা। কত কষ্টে হয়েছে, তা বেচবার নাম কর কেন?

হর বেচবার নাম কচ্ছি বড় প্রাণের দুখে। কুপ্রবৃত্তি উথলে উঠেছে কি না। একে প্লেগের হাঙ্গামেতে জমীর দর তো থমথমে হয়েই গেছলো, তার উপর এই নূতন আইন পাশ হবে শুনে একেবারে নেমে গেছে।

শ্যামা তোমার যেমন কথা! আইন হয় হবে, তা বলে কি কল্‌কেতায় মানুষ থাকবে না? না লোকে বাড়ী ঘর দোর কর্ব্বে না? যাই ত না কখনই বা অবসর পাই, তবু যদি কখনও সন্ধ্যেতে তেতলার ছাদে উঠি—ও মা, যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি, ভারা বাঁধা, সব নূতন বাড়ী হচ্ছে আর জাহ্নবী নাইতে গেলে ইটের গাড়ীর ভিড় ঠেলে আমাদের গাড়ী এগুতেই পারে না সবাই বাড়ী করছে, ওঁর এক ঢং।

হর। দেখ, যা আইন আছে, এতেই তো আমি কল্‌কাতায় বাড়ী করতে নারাজ

ছিলেম আমার জমী, আমার পয়সা, আর প্রাণধন সাহেব যে বড়োকর্দ্দি পেয়াদাকে সঙ্গে এনে মুখ নাড়া দেবেন—এ আমি সইতে পারবো না তার উপর নূতন আইনের ব্যবস্থা—ও বাবা, দণ্ডবৎ!

শ্যামা কেন, তাতে হবে কি? কোম্পানী কি এখন বাড়ী করলে তাগ বসাবে?

হর। আরে দূর প্রাগলী, এক কোম্পানী শিখে রেখেছে—কোম্পানী কে—এর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? এ হচ্ছে মিউনিসিপাল

শ্যামা। তা সে পালমশাই কি করবেন?

হর। ছি ছি! আমি এলে ফেলু, কত মিটিংএ এ্যাটেণ্ড করি, কাগজে করেস্পণ্ডেন্স লিখি, আর তুমি আমার স্ত্রী হ'যে মিউনিসিপাল উচ্চারণ করতে পার না? এতে আমার বড় কষ্ট হয় একটু যদি ভাল করে পড়তে

শ্যামা তা হলে যে এই আড়াই মাস রাধুনী ছেড়ে গেছে, আর কি রান্না-ঘরে ঢুকতেম? আটুটার ভেতর আপীসের ভাত রাধতো কে?

হর Certainly—তা তোমার গুণ অনেক আছে, আর তার জন্য আমি তোমার কাছে সর্ব্বদাই গ্রেটফুল থাকি,—

শ্যামা আর ঘেঁটের ফুল কাজ নেই, একটা সিরেট ফল পেলে বাঁচি তোমার সে মিস্নেপালই হোক আর মাগীপালই হোক, বাড়ী করলে কি করবে, তা শুনি?

হর শুনবে কি? এখন তো বাড়ী করতে গেলে নিজের বাড়ী কি রকম হবে, তার নক্সা দিতে হয় এর পর সমস্ত ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকতে হবে।

শ্যামা কেন, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

হর। কাদের সঙ্গে?

শ্যামা। ঐ যাদের কথা বল্লে—ভরতবর্ষ না কি—তাদের সঙ্গে?

হর Pity P ty so dearly d. nce, so sweetly little. | শ্যামা, ও কথা তুমি বুঝবে না, আমি সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন—যে ভিটেয় আমি বাড়ী কর্ব্বো, সেইখানে ইলিস মাছ ভাজতে চড়ালে যত দূর তার গন্ধ যায়, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব—পশ্চিম বায়ু নৈঋত—অগ্নি ঈশান—

শ্যামা। ভূত প্রেত দানা দৈত্যি—দক্ষিণ মশান

হর। মরি. রসিকতাটুকু আছে দেখি যে।

শ্যামা। বোঝ না, এই বালাই—প্যাঁজের গন্ধ না দিলে তো তোমার কাছে রস মজে না; এখন যা বলছিলে বল

হর বলছিলেম আর কি, সেই যত দূর গন্ধ যায় বা দৃষ্টি যায় যাই বল—ততদূর চারিদিকের বাড়ীর আঁচে আঁচে নক্সা দিতে হবে। তার পর ইঞ্জিনীয়ার এসে দমকল বসিয়ে জমীর জল শুষবে; শেষ—এখানে এতটা ছাড়, ওখানে এতটা বাড়, কোমর ভোর পাড়া বাঁশভোর খাড়া, এতটা উঠোন বারাণ্ডা চতুষ্কোণ, এইখানে ঘর, এইখানে দোর, এইখানে নর্দ্দামা, তার পর ড্রেনেজের সুড়ঙ্গ, জলের কল, নোংরা নল—আর কত তোমায় বলবো

শ্যামা ভাল, না হয় হলোই বা; না হয় কোম্পানী দূর মরুক গে. তোমার ঐ পাল সাহেবের হুকুমে ভদ্রাসনখানা ভালই হলো; তোমার জমীর তো আর কমি নেই, একবার বই তো আর দু'বার নয়, কষ্টে সৃষ্টে না হয় করলেই বা

হর আমার যেন একটু বেশী জমী আছে, কিন্তু সকলের কি তা সুবিধা হবে?

আচ্ছা, তা যাক, আপনার দিক দিয়েই দেখি, একবার বাঙ্গালী হয়েই বোঝাই।

শ্যামা হ্যাঁ টু টুনী সাহেব,তাই বোঝাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমিও বুঝবো

হর দেখ, আপাততঃ ঈশ্বরের ইচ্ছায় চারটী বাবাজী আছেন, এখনো তুমি কার্ত্তিক পূজা চালাচ্ছ, আরো কি হয় কি জানি, কিন্তু ধর নয় চারটীই, মনে কর, আম র অবর্ত্তমানে—

শ্যামা বালাই, ও কি কথা।

হর বলি, বালাই বল্লে তো রেহাই নেই, একদিন তে বর্ত্তমান দেখাতেই হবে; আর বর্ত্তমানকে মুর্ত্তিমান্ দেখলেই বর্ত্তমান লোপ হবে। তখন চারটী ছেলে যদি ভিটেখানি ভাগ করে নিতে চান, তা হলে কোন্ ইঞ্জিনীয়ারের ঠাকুরদাদা এসে ঐ "পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে বাড়ী কর গে ভেড়ের ভেড়ে" গোছের চারিখান বাড়ী ভাগ ভাগী করে দিতে পার্ব্বে?

শ্যামা। বেশ তো, ভালই তো, ছেলেরা একসঙ্গে থাকবে।

হর। আর চার বেটী বৌ যে চার চেয়ে ষোলো ব্যাটা কাটাকাটী করবে

শ্যামা। তাই নাকি সবাই কোচ্চে –

(পুঁটের প্রবেশ)

হর। কি রে পুঁটে?

পুঁটে কাকীমা, কাকীমা, কাকা! দেখ, আমি একখান খবরের ক গজ পেয়েছি এতে কত কি ওযুধের কথা লেখা আছে, এখানা রাখ, তোমায় আর ডাক্তার ডাকতে হবে না

শ্যামা। কি কাগজ রে পুঁটে?

পুঁটে নূতন বেরিয়েছে;—"ব্রহ্মাণ্ড"। হ্যাঁ কাকা, অণ্ড তে ডিম, তবে ব্রহ্মা কি ডিম পাড়তেন?

হর দূর পাগলা, ওগুলো ইতরের কথা, বলতে নেই।

পুঁটে দেখ কাকা, কাকীমা শোন—কেমন একটা মজার নূতন ঔষধ ছাপিয়েছে

শ্যামা কি ওষুধ পড় না শুনি

পুঁটে এই শোন, এই শোন—

আশ্চর্য্য কাণ্ড অদ্ভুত ব্যাপার!!
আর কষ্টের ভয় নাই।

দিবা-মরণারিষ্ট।

"মিসর দেশে তারভী নদীর তীরস্থ ভয়ঙ্কর মরুভূমির বিজন বনবাসিনী পরমহংস পবিত্র জক ভূতপূর্ব্ব স্বামী—আপাতত শ্বশুর—শ্রীমৎ ঘৃতভৃতানন্দ মহারাজা, চতুর্দ্দশ বর্ষ ঘোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভরূপ দু'টী ডিম্ব প্রসব করিয়াছেন"—কাকা, ঐ দেখ, এই খবরের কাগজে সিদ্ধিপুরুষের ডিম্ব প্রসব লিখেছে;—

হর। তা লিখুক, ও যার যেমন প্রবৃত্তি, তার তেমনি ভাষা; একটা গল্প শুনবি—যে বিদ্যাসাগরের চরিতাবলী পড়ছিস, তিনি একজন ভট্টাচার্য্যি বামুনের লেখা একখানি ব্যাকরণের দু'এক জায়গা কেটে দিয়েছিলেন, ভট্টাচার্য্যি তাই না শুনে রেগে বল্লে- "বটে, বিদ্যাসাগর আমার বইয়ে কলম চালিয়েছে, তবে এবার আমি তাঁর বইয়ে কোদাল পাড়বো" বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোন লোক এই কথা বলাতে সেই মহাপুরুষ একটু হেসে বলে ছিলেন,—"তা যার যা অস্ত্র"

পুঁটে হ্যাঁ কাকা, বিদ্যাসাগর মহাশয় মানুষ ছিলেন? এমনি করে কথা কইতেন? আমি মনে কত্তেম, কোন ঠাকুর।

হর। হ্যাঁ, ভাই। এখন তুই কি ওষুধ পড়ছিলি পড়, আমায় বেরুতে হবে।

পুঁটে প্রথমটীর নাম রতি-কেশরী অর্থাৎ কেশরীর ন্যায়—

হর যা যা,ছেড়ে দে—আর কিছু থাকে পড়

পুঁটে আর যেটা মজার, সেইটেই তবে শোন দ্বিতীয় ঔষধ "দিবা-মরণ রিষ্ট" অর্থাৎ এই অরিষ্ট প্রত্যহ সেবন করিলে আর রাত্রে মরিতে হইবে না। দিবসে হাসিতে হাসিতে কাসিতে কাসিতে বঠশ্বাস হইবে মঙ্গলময় মরণের এমন ঔষধ আর নাই। এই "দিবামরণারিষ্ট" বা অন্য কোন নাম দিয়া আর যাঁহারা ঔষধের বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহারা ঘোর প্রতারক, একমাত্র আমরাই এ বিষয়ে যুধিষ্ঠির। পরমহংস মহারাজ এই ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করিতে আদেশ করিয়া ছেন, তবে কেবলমাত্র ডাক-মাশুল ও পরোপকারব্রত-পালনের খরচার জন্য ৫৵০ মাত্র শিশি প্রতি লইব। তাহার সহিত উপহার সনাতন ধর্ম্মের সার "খবাণ্ড পুরাণ" এবং প্রত্যেক ভদ্রলোকের প্রয়োজনীয় "অনঙ্গ অভিসার" নামক দুইখানি কুড়ি টাকা মূল্যের অমূল্য গ্রন্থ লেবেলের সহিত শিশি ফিরাইয়া দিলে "কামরূপ কেচ্ছা" রহস্য-পুস্তক পাইবেন এই রহস্যপূর্ণ পুস্তক পাঠ করা অবধি ইন্দ্রনাথ বাবু ভয়ে বই লেখা বন্ধ করিয়াছেন। ক্রমে পরমহংস-দেবের নিকট হইতে চাটনি আদি পাইব, তখন আমরা নিজেই একখানি সংবাদপত্র বাহির করিব।

হর হুঁ বটে, এবটা দাঁও এঁচেছেন? নে ভাত খাবিনি, ইস্কুলের বেলা হচ্ছে যে, আমি বেরুলেম—আস গো।

শ্যামা। আ আগার মুখে আগুন। সোস রোগ, টিফিনের বাবা দিতে ভুলে গেছি।

[প্রস্থান।

হর। এ কাগজ তুই কোথায় পেলি রে?

পুঁটে মেজকাকী যে নেন।

হর মেজ বৌমার বুঝি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এই কাগজ পড়েন?

পুঁটে তিনি বুঝি কাগজ পড়েন? তিনি মোড়কও খোলেন না অতগুলো বই পা'ন, তাই পাঁচসিকে করে বছরে দেন। আমি কাগজ নিয়ে নিয়ে মজার বিজ্ঞাপন পড়ি

শ্যামা নে নে, যা যা, ও সব এখন পড়ে না। বাক্সটা বাইরে নিয়ে আয়

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বীডন-স্কোয়ার

গোয়ালিনীগণ গীত

গোল-ঘর ঘষে নিকিয়ে রেখো
ভাল করে ধুয়ে সাফ,
কলে নলেতে বাঁধ ভারী লো
ঘোরাতে ফেরাতে মাপ,
ঘটলো লেঠা লোহায়,
কেঁড়েটী কেঁকালে কাঁধে,—
জল পাব না, খাঁটী দুধেতে দেব কি
হ'লো কি লো পাপ
গয়না রয় না ওলো দেখি গায়,
লাইসেন্সি দেনা দিতে বুঝি যায়,
দধি মথিব কিসে,
ননী যে হবে না, ছানা যে পাব না,—
দলে দলে দলে গোয়ালিনী মিলে
জলে দিব ঝাঁপ

[প্রস্থান।

(ভূতনাথ ও কতিপয় কমিশনবগণের প্রবেশ)

কমল সে কি কথা, আপনি থেকে যাবেন কি? তা হ'লে তো সব বাজে হবে।

ভূত কি জান কমল বাবু—Personally speaking

নেপেন না মহাশয় ও আপনি পারশন্যাল টারশ্যাল রাখুন এখন সময় নয়, আমাদের সঙ্গে আসতেই হবে, আমরা আপনার উপর জোর করবো

ভূত নেপেন বাবু, আমার কি আপনাদের উপর সিম্প্যাথি নাই? প্রিন্সিপ্যালটাও মানি, কিন্তু আই এ্যাম এ্যাফ্রেড –

প্যারী Afraid ভয়! ছি ছি, ও কথা আপনার মুখে ভাল শোনায় না

ভূত না না পিয়ারীচরণ, আমি বল্ছিলেম যে,I am atraid perhaps I have no right to tender my resignation.

কমল কেন? সে কি! আপনার কি এমন মর‍্যাল্ওব্লিগেসন আছে? রাদার আই ইন্‌সিষ্ট—

ভূত। আমার কথাটা শোন ন—Have I any right to mar the prospects of my own poor children? There are three boys yet—

নেপেন To be provided for? (টু বি প্রোভাইডেড্ ফর?) আচ্ছা তাদের ভার আমার উপর; আই প্লেজ্

ভূত বাস্ বাস্, আর বল্তে হবে ন, ঐটুকুনি আমার মনে খুঁত ছিল; নইলে নিজের একরকম যা হোক—

নেপেন তবে চলুন, আর দেরী করে কাজ নেই, হরেন্দ্র বাবুকে তুলে নিয়ে যাওয়া যাক

(বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

কমল বটকৃষ্ণ যে—কোথায়?

বট এই আপনাকেই বাড়ীতে খুঁজে আসছি তার পর কি হলো আপনারা ডিটারমিন তো?

নেপেন দেখা যাচ্ছে, এ ত আর ছেলেখেলা নয়

বট ছেলেখেলা কি! Most serious serpentine problem of poetical paradox! The corinthian catacomb of concomitive concussion! The future fate of febrile India hangs on the hair of Democles!

কমল বটকৃষ্ণের তো খুব এলোকোয়েন্স আছে দেখছি।

বট কিছু না, কিছু না Not at all to be the compared with that of Demosthenesis.

নেপেন How modest খুব বিনয়ী দেখ্ছি! আপনি কোন্ বারে জয়েন করেছেন?

বট বৃহস্পতি বারে।

কমল তা নয়, তা নয় বটকৃষ্ণ, নেপেন বাবু জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি কোন্ (Bar of Practice) বারে প্রাক্‌টিস্ কোচ্ছ?

বট (Oh you mean Bar.) ও ইউ মিন বার—নট্ বার; আমি আলিপুরেই বেকচ্ছি; কিন্তু কি জানেন,এখন তেমন জজ্‌টজ আর এ দেশে আসে না—আমার ট্যালেণ্ট তেমন এ্যাপ্রিসিয়েট্ করবে কে? I am sorry that I have taken law my profession.

নেপেন। The profession returns you the compliment,—I am sure!

বট (Thank you don't mention.) থ্যাঙ্ক ইউ ডোণ্ট মেন্সান। সে যাক, আপনারা আর (vaciphilate) ভ্যাসিফিলেট

করবেন না, Let your word shoot your action ; ও আর কথাবার্তা নেই, একেবারে রিজাইন্ দিয়ে ফেলুন Let the Hemisphere stai with the wonderous fait at your dreadful deal তা নইলে আপনাদের কন্‌ষ্টিটিউসন্‌বা আপনাদের কি বলবে ?

কমল। আচ্ছা বটকৃষ্ণ, তোমার কি বোধ হয়—আমি যদি ছেড়ে দি, তা হলে আমাদের ওয়ার্ডে ইলেক্‌শনের জন্য আর কেউ দাঁড়াবে ?

বট Impossible ! Out generous ! standing on my Biceps like a rock of vergin Alaboster, on the talest pinnacycle of housetops in the united Kingdom, I can declare that there is no man so so—so so so—

ভূত তা চল নেপেন বাবু যাওয়া যাক, এখানে দাঁড়িয়ে বাবুজীর Vocal pyrotechnic দেখলে আর কি হবে ?

বট হ্যা যান, শীগ্‌গির যান, যদি আপনাদের হৃদয়ে কিছুমাত্র মানুষের চামড়াত্ব থাকে, যদি লোকলাঞ্ছনা গুরুগঞ্জনা মানভঞ্জনার কিছুমাত্র ভয় থাকে, যদি না ভাঁটা পড়ে গিয়ে থাকে, একেবারে আপনাদের মস্তিষ্ক হতে সমস্ত বাক্যবকতা, সমস্ত সভ্যকতা, সমস্ত মাতৃভূমি-প্রেমতা, তা হলে এখনি—এই মূল্যবান্ মিনিটের মধ্যে সকলেই এক অবয়বে গিয়ে গম্ভীরপূর্ব্বক দাখিল করুন, আপনাদিগের এই পরিত্যাগতা উঃ ! আজ এই পরিত্যাগতাপ্রমদাময় নীতিসাহস দেখাতে পারেন না, এর হিতাহিত জ্ঞানযুক্ত সন্তুষ্ট ভোগ কত্তে পারলেন না বলে আমি দুঃখিতময় হচ্ছি, যে আমি নয়কো একজন কমিশনার চলুন, চলুন

[সকলের প্রস্থান

—

তৃতীয় দৃশ্য।

নিমতলার ঘাট।

(মুর্দাফরাসনীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বাহোয়া বাহোয়া বাহোয়া !
ওহো কেয়া এজলাস মে বড়িয়া রার—বাহোয়া !
ঘাটমে ঘাটমে বাত ছুট বাহোয়া,
দারু পি লিয়া—বাহোয়া,
পিও ভরপুর ভর্ দেল্—বাহোয়া বাহোয়া ;
খেল্‌তে হ্যায় দেল্‌দার খুসিয়া খুসিয়া।

[প্রস্থান।

—

চতুর্থ দৃশ্য।

ভবানীবাবুর বাটী

ভবানী, বনমালী, বাঁশী, অনঙ্গরানন্দ ও রসময়

ভবানী। আমি রিজাইন্ দেব, আমি ! আমি কার খাই না পরি ? বাবুরা সব পেট্রিয়ট হয়েছেন, সেল্‌ফ্‌ রেস্পেক্ট্ হয়েছে, ময়াল করেজ্ দেখাচ্ছেন। যা যা, আপনারাই ঠকে গেলি।

বন। ঠকে গেল বই কি, তার আর কথা আছে "ভাত ছড়ালে কাগের অভাব কি ?" আপনি দয় করে হুকুমটা বা'র করিয়ে দিন না, আমি হাজার টাকা ডিপা-

জিট দিয়ে কন্‌ট্রাক্টো নিচ্ছি, যখন যত কমিষাঁড় দরকার হবে, আমি একা সরবরাহ করবো সাথ সেছু, আপনি যা কমিশন ধার্য্য করে দেবেন, আমার তাই অযথেষ্ট হবে

বাঁশী ঠিক বলেছ পাঁজার পো, যখন এত কন্‌ট্রাক্ট পাচ্চ, ওটা আর বাকী থাকে কেন? ভবানী বাবু, এইবার চেষ্টা বেষ্টা করে বনমালী পাঁজাকে কমিশনার সপ্লাই করবার কন্‌ট্রাক্টটা দিয়ে দন। টেণ্ডার দাও, টেণ্ডার দাও বনমালী।

বন। আজ্ঞে হাঁ বাবু মসুবিদে করে দিন, আমি ইস্তার সই করে দিচ্চি; যে যত নীচু টেণ্ডার করুক না, আমি তার চেয়ে আড়াই পারসেন্টো কমে রাজী

ভবানী আরে বনমালী ক্ষেপেছ নাকি? কমিশনার কি টেণ্ডারে হয়?

বন আজ্ঞে, হুজুর মনে করলে সব হয় এই তো এতগুলো বাবু ছেড়ে গেল, আপনাকে কেউ ছাড়াতে পারে? কখন ছাড়বেন না—আপনি ছিনে জোঁক হয়ে বসে থাকুন

বাঁশী আর যদি মুখে চুণ দেয়?

বন কিছুতে না—কিছুতে না মুণ ছেড়ে গালে চুণ দিলেও না

বাঁশী আর একটা জিনিস বল্লে না যে, সেটা আগে থাকতেই বুঝি আছে?

ভবানী বাঁশী কিছু বেশী রসিক হোচ্চ দেখছি যে?

বাঁশী। কি জানেন, একটা কাজ তো চাই; বোনটীর বে দিয়ে এত দিন বাড়ীতে পড়ে ভাত মারছি, আপনি একটা তো কাজ-কর্ম্ম করে দিলেন না

ভবানী তাই বুঝি আমাকে গালাগাল

বাঁশী। সে কি! ওগুলো আপনার গালাগাল? আমি তো তা জানতেম না

ভবানী দূর শালা!

বাঁশী এই দেখুন দেখি এটা কি আর আমায় গালাগাল দিলেন?

(অনঙ্করানন্দ শব্দ ব্যোমের প্রবেশ)

অনঙ্কর ভবানী বাবু কার নাম? ব্রাহ্মণ—আশীর্ব্বাদ কচ্চি

ভবানী আসুন কোথ থেকে আসা হচ্চে?

অনঙ্কর আজ্ঞে, আমার নাম অনঙ্করানন্দ দেবশর্ম্মণঃ উপাধি শব্দব্যোম; চেতনার মহারাজা বাহাদুর গবেশচন্দ্র হোড়ের সভাপতি আমি। মহারাজ বাহাদুর আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন (পত্র প্রদান)

ভবানী (পত্র পাঠ করিয়া) হুঁ— বলুন আপনার কি প্রয়োজন?

অনঙ্কর প্রয়োজন আর কি বলবো, যে দিন-কাল পড়েছে, অধ্যাপকগিরিতে তো আর চলে না একটী শ্যালীপতি-পুত্র ব্রাহ্মণী লালন-পালন করেছেন, ইংরাজীও মন্দ পড়েনি, তাই তার একটা কর্ম্ম করে দেবার জন্যে আপনার নিকট আসা, আপনি মনে করলেই হয়

ভবানী। আমি ওকালতী করি কোন আপিসের সঙ্গে তো সম্পর্ক নাই কোথায় খালিটালি থাকে তো সন্ধান আসুন, বলে দিতে চেষ্টা করবো

অনঙ্কর আজ্ঞে তা করবেন বৈ কি, তা করবেন বৈ কি, জয় জয়কার হোক, পোড়ার-বিবাগ-জজ হোয়ে সমাধিতে বসুন আহা, যেমন নাম শ্রুতিগোচর হয়েছিলেম, তেমনি স্বচাক্ষস দেখলেম; আকৃতিও যেমন ষট্‌চক্র-গজানন, প্রকৃতিও তেমনি লম্বোদর।

ভবানী। তা আপনি সন্ধান আনবেন।

অনঙ্কর তা আমরাম করেছি, তা না

করেই। কি ভবানী মহোদয়কে অতিরিক্ত করতে এসেছি

ভবানী। কোথায় চাকরী খালি আছে?

অনঙ্গ। আজ্ঞে বাজসভায় অভিজ্ঞান হ'লো যে, মনসাফল আফিসের অনেকগুলি বাবু কর্ম্মে একেবারে র‍্যাজান দিচ্ছেন। তা আপনি তো সেখানকার একপ্রকার সদরমেট বল্লেই হয়,মনে কল্লেই আমার নবদ্বীপচাঁদকে একখানি চেয়ারে উপনিবেশ করিয়ে দিতে পারেন।

ভবানী হাঃ হাঃ হাঃ ঠাকুর, সে সব চাকুরে নয়, চাকুরে নয়, সে অনেক পলিটি-কেল ব্যাপার, আপনি বুঝতে পারবেন না

অনঙ্গ। আজ্ঞে, বাবুজী আমি দরিদ্র অধ্যাপক পণ্ডিত মানুষ, আমার সঙ্গে কি পরিহাস করতে আছে? পটলের কি কল হয়, তা কি আমি বুঝতে পারিনে

বাণী। বাঃ বাঃ ঠাকুর, খুব তবজ্ঞা করেছ, পলিটিকেল কি না পটলের কল

অনঙ্গ আপনারা যা বলেন ভবানী বাবু মহাশয়, ইংরাজী পঠ্যসান করিনি বটে, কিন্তু দুটো একটা শব্দ সন্ন্যাস জানা আছে চাকরী না হ'লে কি র‍্যাজান হয়, আমি কি জানিনি মহাশয়? যখন চেতলার ইস্কুলে পণ্ডিতি করতেম, তখন এক দিবস দুটা ছাত্র পাকাচুল তুলতে তুলতে আমায় একটু নিদ্রায় অভিসার হ'তে দেখে, মস্তকের শিখাটা কেদারার একটা পেরেকের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল হেডপণ্ডিতকে বলায় তিনি কিছু করলেন না, তাতেই আমি সে চাকরী র‍্যাজন দি। যেখানে র‍্যাজন, সেই-খানেই চাকরী; রজ্জু—পটান্ হচ্চে—এই র‍্যাজন।

বাণী। ঠিক বলেছ ঠাকুর। দড়ি ছিঁড়ে পিটান' আমাদের বাবু এখনও মায়া ছাড়াতে পারেননি, খোঁটার ধারে ধারে ঘুরছেন

ভবানী আপনি মহারাজ গবেশ বাহা-দুরের কাছ থেকে আসছেন, আপনার সঙ্গে কি বিদ্রূপ কাছে? সে সব তাঁরা কমিশনর ছিলেন, এই যেমন আমি একজন আছি, গবর্ণমেন্টের উপর অভিমান করে কর্ম্ম ত্যাগ করেছেন

অনঙ্গ এই—এই, কর্ম্মত্যাগ হলো র‍্যাজন। আপনি অনুগ্রহবন্ত হয়ে আমার স্ত্রীপতি-অপত্যকে একটী কেদারায় বসিয়ে দিন। দেখুন এতে আপনার ইহকালের পরকালের ধর্ম্মসঞ্চয় হবে আর আমি যত্ন তন্ত্র আপনার গুণবধ ও প্রতিহিংসা করবো, আপনার এই উপদেশ সরিলেও বিস্মিত হব না

বাণী ঠাকুর দেখছি সংস্কৃতটা কাবুলের টোলে পড়ে এসেছ

অনঙ্গ বেঁচে থাকুন বাবু বেঁচে থাকুন, ঠিক বুঝেছেন এখনকার পণ্ডিতেরা লেখাপড় শেখে না জানে? আহা, স্বল্পজীবী লোকটা মরে গেল—

বাণী আজ্ঞে, কে ঠাকুরমশাই?

অনঙ্গ আমাদের ঈশ্বরের কথা বলছি, যাকে আপনার "বিদ্যাসাগর" বলতেন। বেচারী যখন সংঅসক্রত মস্তরাক্ষস অনুবধ ক'রে, হনুমানের বনবাস লেখে—

বাণী লাঙ্গুল অধ্যায়টা আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন

অনঙ্গ এঁ্যা এঁ্যা বুঝেছেন? মোটা চাদরখানি গায়ে দিয়ে বেচারী রাত্রি নিশি-কান্ত পর্য্যন্ত ঐরাবত পক্ষীর ন্যায় আমার মুখ চেয়ে বসে থাকতো

ভবানী তা ঠাকুর আমার বেলা হচ্ছে,

আপনি আসুন, যা হয় আমি মহারাজকে লিখে পাঠাব

অনঙ্গ আর লিখবেন কি, আপনি গুণীর গুণ চেনেন, আমায় তো কবরেতি করতে পেরেছেন? কণ্ঠটা করে দেবেন আর কি—জয় জরৎকারু হয়ে যাবে ভবানী-নাম সার্থক করুন ;— স্বয়ং ভূতপতি ভবানী যেমন নারদের উপপুত্র কনককে কুবেরের কর্মটা দিয়েছিলেন, তেমনি আপনিও আমার নবদ্বীপকে কেশহারী টারী একটা কাজ দেবেন। আশীর্বাদ, স্বচ্ছন্দে গোব্রাহ্মণকে অদন করে স্ব স্ব্যবদনে কালযাপন করুন

[প্রস্থান

বন বাবু আপনার বেলা হচ্ছে, আমিও তবে এখন বিদায় হই

ভবানী হ্যাঁ, কিন্তু দেখ, সেট —

বন আজ্ঞে, তা কি আর বোলতে হবে, কাল লক্ষ্মীপুজোট আছে, তাই পরশু আপনি উঠতে না উঠতে পৌঁছে যাবে। দেনাকে আমি বড় ভয় করি

বাঁশী পাঁজার পো, আমার পাঁঠাট বুঝি আর হ'ল না?

বন পাঁচ ছ'টা বাচ্চা বড় হয়েছে, আপনি একদিন অনুগ্রহ করে গিয়ে বেছে নিয়ে এলেই হোল, একটা নেন, দুটো নেন; আপনাদের জন্যেই তো পেলে রেখেছি তবে নমস্কার বাবু

ভবানী রসময়কে ডাকতে গেছে কতক্ষণ?

বাঁশী সকালের কাজ সেরে তো আসবে

ভবানী দেখ বাঁশী, যার তার সামনে জিভটা অত আলগা কোর না

বাঁশী আজ্ঞে, বল্‌ছেন মন্দ না, যত মনে করি বলব না দেব, ততই আলগা হয়ে যায়

(রসময়ের প্রবেশ)

রস গুড্‌ মর্ণিং ভবানী বাবু, আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন? আজ সকালে বাড়ীতে ভিড়টে বেশী হয়েছিল, তাই আসতে একটু দেরী হল কার কি হয়েছে?—

ভবানী না, সে সব কিছু না, মোদ্দা তুমি করেছ কি। সই করেছ নাকি?

রস ওঃ! রেজিগনেশন? হ্যাঁ তা কি আপনি আর সন্দেহ করেন, কোন জেণ্টেল-ম্যান যাঁর একটু সেল্‌ফ-রেস্‌পেক্ট, একটু কন্‌সেন্‌স্‌ আছে, একটুও রেস্পন্‌সিবিলিটি জ্ঞান আছে, সে এর পর আর আপিসে থাকতে পারে? আমাদের ইকে ক্টারস্‌দের বলবো কি? শুনলেম, ভূতনাথ বাবু সকলের হয়ে টেণ্ডার করবেন, আমি বলি, আমাদের স্বার্থের হয়ে আপনিও আলাদা বলবেন

ভবানী বলবো না—যা বলবার, তা বলবো

রস ব্যাভো! ব্রাভো! আপ... রতন লোকের কাছেই এই এক্সপেক্ট করা যায়, আপনি হচ্ছেন আমাদের লিডার আমি তাড়াতাড়ি ঠাউরে দেখিনি, আপনার সইটে কোন্‌খানে আছে

বাঁশী। সে ঠাওরালেও দেখতে পেতেন না

রস কেন?

বাঁশী ভবানী বাবু যে শাদা কাগজেতে সই করেছেন

রস সে কি?

ভবানী আমি তো খুকি হইনি যে, অমনি পাঁচজনে বলবে আর আমি নেচে উঠবো কেন, কিসের জন্য রিজাইনটা দিতে যাব? কেন বল দেখি?

রস একটা প্রিন্সিপ্যাল তো চাই, এই যে সেন্সরটা হ'ল—

ভবানী কিসের সেন্সর ? কৈ, আমাদের ডেকে ডাইরেক্ট কেউ কিছু বলেছে ? আর যদি বল্‌তো, তা'তেই বা কি এসে যায়, রিজাইন্ দিলেই তো গবর্ণমেণ্ট তার পরদিন ভয়ে বাসায় গিয়ে মরে থাকবে

রস কিন্তু একটা সেলফরেস্‌পেক্ট

ভবানী রেস্পেক্ট! আর কমিশনারিটুকু খুইয়ে বোসলে রেস্‌পেক্টের বোঝা এসে একেবারে মাথায় চাপবে এই যে সকালে বেরোও,—মেথররা, পিয়াদারা, স্কাভাঞ্জারের গাড়ীওয়ালা যে সেলাম করতে থাকে, তা কি আর করবে ? অমন যে পাহারাওয়ালা তারা পর্য্যন্ত এখন আমায় সেলাম করে, ভিড়ে আমার গাড়ী আটকালে পথ সাফ করে দেয় একদিন মর্ণিং-ওয়াকে বেরিয়েছি, মেতুয়ারা তখন ঝাড়ু দিয়ে ধুলো ওড়াচ্চে; ঐ অত বড় হাইকোর্টের উকীল অনারেবলও হয়েছিলেন বিহারী বাবু, একটু পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য তাদের একরকম কাকুতি মিনতি করে থামতে বলছেন. তা তারা কিছুতেই শুনছে না, আরও বেশী করে ধুলো ওড়াচ্চে, আর আমি এগিয়ে যাবামাত্র ঝাঁটা ঝাঁটা তুলে সেলাম করে থেমে গেল বিহারী বাবু দেখে অবাক্! এটা মান না ছেড়ে দিয়ে বসে ঘরের কড়ি গোণ, সেটা মান ?

রস কিন্তু রয়ে থাকলে রেটপেয়াররা তো মনে করতে পারে যে, যথার্থই আমরা ভাল করে কাজ করিনি

ভবানী। মনে করে—ঘরের ভাত বেশী করে খাবে ফিরে ইলেক্‌শনের আগে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি ? বাবা, মনে নেই বটে, এক একটা লোক ভোট দেবার সময় কত কষ্ট দিয়েছে, কত হাঁটিয়েছে কত কষ্টে ইলেক্ট হওয়া যায় তা' তো ঠেকে বুঝেছ, সেই পায়ের নলী ছিঁড়ে ছুটো ঘোড়া মেরে, অন্য সময় যাদের বৈঠকখানায় বসাতে ঘেন্না হয়, পাড়ার সেই সব বয়াটেদের ক্যানভ্যাসার করে যা তা লিবার্টি নিতে দিয়ে এই ইলেক্ট হওয়া, সেইটে অমনি ফস্ করে একটু আঁচড়ে ছেড়ে দেব

রস তবে কি আপনি রেজিগ্‌নেশনের এগেনষ্ট ?

ভবানী। Ten thousand times. ও তোমার হবেন বাড়্‌জ্যে কমল সরকারদের পেট্রিয়টিজমের ভেতর আমি নেই; এই তো ছেড়ে দিচ্ছ, তার পর দেখে নিও, তোমার নিজের গলির দুর্দ্দশা, এখন রেড রোডের মতন চক্‌চক্ করছে তখন যত রাজ্যের মরা কুকুর বেরাল তোমার দোরে রেখে যাবে

রস কিন্তু ছাড়লে পাব্‌লিকের কাছে একটা খুব এ্যাপ্রোবেশন্ পাওয়া যাবে।

ভবানী হাঁা, একদিন হৈ চৈ করে লেক্‌চার দেবে তার পর যে নূতন ইলেক্ট হবে, কাজের জন্য তার পায়ে তেল দিতে যাবে

রস আর পস্‌টারিটীর কাছে একটা নাম

ভবানী। ভূত হয়ে এসে তাই শুনবে কি ? পষ্টেরিটী এখন রেখে দাও, যাতে ভাল প্রোজেক্ট প্রস্‌পেক্ট থাকে, তার চেষ্টা কর এই ছাড়ছ তো দেখো অর্দ্ধেক লোকে তোমায় ডাকবে না

রস কিন্তু একটা কথা হচ্চে, সবার চেয়ে বড় কথা সেইটেই বেশী, নিজের প্রাণের ভেতর একটা satisfaction—That I have done my duty—

ভবানী। তুমি অধঃপাতে যাও তোমা

হ'তে আর কিছুই হবে না What duty is more paramount in this world than serving one's own-self and his family? পৃথিবীতে সমস্ত কীট হতে মনুষ্য পর্য্যন্ত কিসের জন্য ঘুরছে আপনার পেট, আপনার উন্নতি, আর যারা আপনার, তাদের জন্য সংস্থান ও তাদের জন্য উন্নতির সোপান প্রস্তুত এই দেখ, বনমালী সামান্য লোক ছিল কষ্টে দিন চলতো এখন একটা বড় মানুষ এই যে একটা ফ্যামিলিকে বড় মানুষ করে দেওয়া, সেটা বড় কাজ, না — একদিন সভা করে কতকগুলো ছোঁড়া হাততালি দিলে—সেটা বেশী?

বাণী কিন্তু ঐ বনমালীর জন্যে আপনার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কয়

ভবানী থু—থু থুঃ। থুতু দিই আমি তাদের কথায়। I spit on their filthy remarks। রসময় বাবু, দেখ, তোমাকে আমি বরাবর সব জায়গায় সপোর্ট করে আসছি; সেইখানে দাঁড়িয়ে তুমি বলবে যে, আমি Resignation withdraw করছি

রস আজ্ঞে—আজ্ঞে—সেটা কি ভাল দেখাবে?

ভবানী তবে আমার কথা শুনবে না?—বেশ। একটু উঠছিলে, পাঁচজনে চিনছিল, আমিও চেষ্টা করছিলেম যাতে একটা টাইটেল ফাইলে পাও, যাও সেলফ রেসপেক্ট কর গে দেখেছ তো রথ্যা তার মেয়েকে বাগানে পাঠায়নি, কেমন তেতলায় রান্নাঘর করে বন্ধ করে দিয়েছিলেম তুমিও তো নূতন বাড়ী-টাড়ী করবে, দেখো তখন আমাদের জন্য যোড়হাত করে ঘুরতে হবে

রস। আপনি কি মনে করেন, আমরা ছেড়ে দিলে আর কোন ভদ্রলোক ইলেক্‌সনের জন্য দাঁড়াবে?

ভবানী না, কমিশনারের অভাবে মিউনিসিপালিটী বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের এই ওয়ার্ডে স্বরূপ আর মাথা মুখিয়ে বসে আছে ভিক্ষুক বলছিল, নূতন আইনে যখন ফিএর বন্দোবস্ত আছে, তখন যে সব হউরেসিযান্‌রা ভাবছে সময় নষ্ট হবে বলে দাঁড়াত না, তারাও দাঁড়াতে পারে আর তা ছেড়ে দাও, আমাদের কোর্টেই কত নূতন ছোঁড়া সামলা বগলে করে বেড়ায়, তারা কি এ চান্স ছাড়বে? Right of interfering with one's neighbours all this, command over their money; free advertisement higher introduction, মাসেএর উপর power আর হয় তো Lee—

রস কিন্তু সে সব ইন্‌সিগ্‌নিফিক্যান্ট লোক।

ভবানী ওহে বাপু, ব্যাঙাচির ল্যাজ খসে গেলেই ব্যাঙ হয় রাগ করো না তুমিই বা কি ছিলে, কর্পোরেশনে ঢেকেই তো সিগনিফিক্যান্ট হলে তা না হলে ছেলের বিয়ের সময় সাড়ে নয় হাজার হাঁকতে সাহস হোত? তেমনি রেমো শ্যেমোও ইলেক্ট হলেই সিগনিফিক্যান্ট হবে রেমো কাপড়ের দোকানে ৫০৲ টাকা মাইনেয় খায়, জেতে বামুন চক্রবর্ত্তী, সে একজন রেসপেক্টেবল মার্চ্চ্যান্ট—বড় সওদাগর, আর ফকির মিত্তির বিএ বিএল, কমিটিতে বসলে তোমার সঙ্গে আর তার সঙ্গে তফাৎটা কি? কে কি বলতে পারে? এখন তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে কোন্সিল উইথড্র করবে কি না বল?

রস সেটা বড় বিশ্বাসঘাতকতা—ব্রিচ অফ্‌ ফেথ্‌।

ভবানী আচ্ছা, দেখ, একখানি চিঠি

লিখে দাও আমি হবেন হোক নেপেন হোক একজনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি

বাঁশী। হ্যা, তার পর চিঠিখানা আমায় দেবেন, সেই নোটিশের চিঠি যেমন ডাকে দিয়েছিলেন, সেই রকম করে দেব

রস। ভবানী বাবু, যা করে ফেলেছি, এবারটা আমায় মাপ করুন, না হয় আবার রিইলেক্ট হবার জন্য দাঁড়াব

ভবানী। নটে। দাঁড়িও না একবার ইলেকসনের জন্য আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে বারণ করে দেব। টাউনের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? আমরা কেন ওদের ল্যাজধরা হতে যাব?

রস। সুবর্ণেরও তো ছেড়েছে দেখুন খিদিরপুরের

ভবানী। ছোঁড়া? ছোঁড় পেট্রিয়ট হচ্চেন দেং না অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ট্যাজিষ্ট্রেট সব ঘুচবে

বাঁশী। ঐ আনাড়ী কাজটা খালি হলে আমায় করে দিতে হবে, ও রিপোর্ট আমি খাঁ করে শিখে নিয়েছি সেদিন কলকেতায় যে আনাড়ী ঠাকুর পয়সা ছড়ান ছুঁড়ীকে জেলে দিয়েছেন, তিনি সুক্ষ্ম তত্ত্ব বার করে দিয়েছেন যাকে দেখবার জন্যে বেশী লোকে জড় হয়, সেই ভিল্যান আর চোর বদমাইস যে, সে তাতো ধরাই; আর জেলখানা হচ্চে স্কুলিং প্লেস; তার পর জাঁকিয়ে বলবো যে, এই রাজ্যের ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের ভার আমারি উপর,—

ভবানী। বাঁশী, এই না বললেম অত জিভ আলগা করে না।

বাঁশী। বলগা দিচ্ছি,—বল্গা দিচ্ছি, হেট্, হেট্, থাড়া রও

ভবানী। Now once for all রসময় বাবু কি বল, চিঠি লিখবে না?

রস। আজ্ঞে কি জানেন কি জানেন কথাটা—

ভবানী। বুঝেছি, বেশ, তোমার যাবা হবে না বাড়ীতে বোলে ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি মিসেস্ রসময়ের কাছে সোজা হও কি না বুঝছি

রস। না না না না আজ ক'দিনের পর একটু হেসে কথা কয়েছে, কি করতে হবে বল ভবানী বাবু আমি তাই করছি

ভবানী। তবে চল, ও ঘরে চিঠি লিখবে চল

রস। কিন্তু এর পর লোকে যদি ধিক্কার দেয়, তামাসা করে?

বাঁশী। গায়ে মাখবেন কেন? দুনিয়ায় যদি বড় হতে চা'ন, লোকের কথায় কাণ দেবেন না, আর একান্ত যদি রাগ হয়, আমি একটু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেব, সেরে যাবে

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

হ্যারিসন রোড

(ঝাড়ুওয়ালীগণের প্রবেশ)

(গীত)

হয়রান হয়রান হয়রান!
যে নো বেলা ঝাড়ু ঠেলা কেয়া লবেজান
বাবুলোগ হুয়া কমিশনার, কিয়া
গরিবকা জান পেরেসান,
পাঙ্খা চুলাওয়ে পেয়াদা বোলাওয়ে
হুকুম চালাওয়ে,
আরে আরে আরে তারে মারে মারে মারে
মারে,
ক্যায়া কিয়া নাদান

ঝাট্ ঝাট্ বট্ বড় জুটাও,
ধুম্‌ধাম ধুমধাম ধূলি উঠাও,
দে রে দে দে দে রে ঘর দোর ধোবে,
ধুম ধুম ধুম বব্ ডাল দে বে ডাল দে রে
আঁখি ভর্ ভর্;
লাগা ধাক্কা, কর্ অন্ধ হব বাহাজ্ঞান
[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রসময়ের অন্তঃপুর

গিরিবালা ক্ষীরোদা ও নাপতিনী

গিরি হ্যাঁলা ক্ষীরি, তোর সোয়ামী নাকি কমিশনরী কাজ ছেড়ে দেবে?

ক্ষীর হ্যাঁ ভাই, শুনচি নাকি ওদের মানের গোড়ায় ছাই পড়েছে

গিরি আর তুই অমনি তাই করতে দিলি? সেবারে যখন ময়রারা আমাদের বাড়ীর পাশে বাড়ী করতে আসে, তোকেই ধরে ওঁকে বলাতে সেই বোনেদ কাটা বন্ধ করিয়েছিলাম তোর সোয়ামী নাকি অজবুক হয়েছেন, তাই এমন কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন

ক্ষীর কি জানি ভাই, আমি তো কোন কথায় কথা কইনি

গিরি কথা ক'সনি কি লো! এ কি কথা বোলে কথা নাট সাহেবের সঙ্গে তক্কাতক্কি তুই ভাই তোর বাবুকে বলে এ মত সব ফিরিয়ে দে, কেন, তোর কথা কি শোনেন না? তিনি নাকি খবরের কাগজে সই করেছেন? তা সে সই পুঁছে ফেলিয়ে দে বাবু তো তোর ছকুম করিস, তাই শোনেন সেবারে নাকি তোর ছেলের বের সময়ে তোরই কথাতেই সাড়ে ন' হাজার টাকা চেয়েছিলেন?

ক্ষীর তা মিছে বলব না সে গুণটুকু আছে

(গীত)

আহা গুণময় সে যে রসময়
গুণে ঘুণ ধরে না ঘুণ ক্ষরে না কত দেব পরিচয়
সে আমার বড় প্রিয়, প্রিয় চেয়ে প্রিয় হয়,
শুধু শোণ ওঠে না গায়ে ফোটে না চটের কলে বোনা নয়
যেন কাকের পিছে পিছে ফেরে হাতে নিয়ে পিঠে
গিয়ে রে পীর কাছে আঁচে আঁচে ফুঁক'তে মেটা কয়,
(আহা) দেবে ভ কলে পরে পেটেও ভরে দেখে তারে অসময়

গিরি ওই দেখ দোষ ভাই, এত গুণের রসময় তোর তাকে পরাজয় করতে পার বল!

ক্ষীর তাও ভাই একটু ভয় হয়, এক-বার সই করে পেছিয়ে এলে যদি লোকের কাছে অপদস্থ হয়, পাঁচ জনে যদি নিন্দা করে?

গিরি হ্যাঁ, নিন্দে করবে না ছাই করবে! দেখিস, এর পর কত যে সুনাম হবে, সাহেবের কাছ থেকে নিশান পাবে, হয় ত বা খয়ের খাঁ বাহাদুর টাইটেল খেতাব পাবে

ক্ষীর ভবানী বাবু ত ডেকে পাঠিয়ে-ছিল, কি সব কথাবার্তা হয়েছে, সে সব তো এখন জানিনি; ভবানী বাবু নাকি নিজে ছাড়ছে না

গিরি হঁ। পোড়ারমুখে অমনি ছাড়বে? ওই থেকেই তার যা কিছু বড়াই, হতভাগার জ্বালায় গঙ্গা নাইবার যো নাই নামটা করলি আজ বরাতে কি আছে জানিনি, এখন যাই

[গিরিবালার প্রস্থান

ক্ষীর আমায় না জিজ্ঞাসা করে, ভবানী বাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করে, খ মকা সইটা করে এল। এই যত হতভাগা কলকাতার গোয়ার মড়া কমিশনাররা জুটে মিন্সেকে এই ফাঁদে ফেলেছে

(নাপ তনীর প্রবেশ)

নাপ এই যে মা ঠাকুরুণ, এস একবার আলতাটা পরিয়ে দিয়ে যাই হ্যাগা, বাবু কি করেছেন? বাড়ুযোদের বাড়ী কামাতে গিয়েছিলেম সব ছি ছি—শতেক ছি করছে

ক্ষীর কেন? কেন? কি হয়েছে? কি শুনছি?

নাপ কি ন্যাক কি ধমঘটে সই করে ন্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছেন ন কি সভার মাঝখানে যত ভদ্দরলোকে মিলে লজ্জা দিয়েছে. সকলে ছি ছি করেছে

ক্ষীর সত্যি নাকি? ঠিক শুনেছিস্?

নাপ। হ্যাগো, স্কুলের ছোঁড়ারা নে কি হাততালি দিচ্ছে,—ছড়া বেঁধেছে

ক্ষীর বটে বটে, মিন্সে চড়ালে?

[প্রস্থান

নাপ (গীত)

ছি-ছি-ছি-ছি-ছি।
মরে ব'সে ছি ভার ধিক্ জীবনে রৈল কি?
পুরুষের নাই কথার ঠিক
তারে কে বল না দেয় ধিক্।
ফিক ফিক্ ক'রে মুচ্কে হেসে আমি ত মুখ ফিরিয়ে নি'
আমার প্রাণের পর মাণিক,
খেলে মেনে এমন ধিক্;
নিজের হাতে জেলে নুড়ো তার মুখেতে গুঁজে দি'

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিদ্যালয়

অনঙ্গমুঞ্জরী, মঞ্জুকাঞ্চী, পাগলিনী কুন্তলীন কুন্তলা, বরাননী ও অনঙ্গ বানন্দ

অনঙ্গ পণ্ডিত মশায় আমায় যে আজ কৃদন্তটা বুঝিয়ে দেবেন বলেছিলেন?

মঞ্জু না পণ্ডিত মশায় সে দিন আমায় সপ্তমী বিভক্তি বুঝিয়ে দিলেন কিন্তু এখনও সন্ধিবিচ্ছেদ ভাল বুঝলেম না

পাগ না পণ্ডিত মশায়, মঞ্জু "বিচ্ছেদ" খুব বুঝেছে, সেদিন আমায় বোঝাচ্ছিল

মঞ্জু হ্যাঁ বুঝেছি,—তুমি ভারী জান? সুধু বিচ্ছেদ বুঝলে কি হবে, সন্ধি তো বুঝিনি.

অনঙ্গ অহ হাঃ—স্থিরাভবা, স্থিরাভবা, মা কুরুপাণ্ডবা কোলাহলাৎ

কুন্ত অ পণ্ডিত মশায় মা বল্ছেন কাকে? আমরা হলেম আপনার নাতনী।

অনঙ্গ অয়ি কুন্তলীন-কুন্তলে. নচ বদ্যাৎ মা ভবাদর্শ জনাৎ মা কুরুপাণ্ডবা কোলাহলাৎ ইত্যর্থঃ—যার জন্যে কোলাহল করে কুরুপাণ্ডবদিগের ভীষণ রক্ষা-সমর উৎপাটিত হ'য়েছিল

বর। হাঁ পণ্ডিত মশায়, সেদিন ভূগোলে মিসর দেশের কথা প'ড়ছিলেম, সেটা কোথায় ?

অনঙ্গ। আরে এ আর জান না ? তবে তোমরা ইংরাজী পড়্যমান কর কি ? মিসর দেশ হলে কোথায় জান ? বিলাতের অন্তঃপাতী যে মার্কিন মুলুক আছে তার মধ্যপাতী যে কম্পর্বত আছে, তার অধিত্যকায় যে শিপ্রা নদী আছে তার উপকণ্ঠে সেসব দেশ

সকলে। চমৎকার চমৎকার। এ্যাত্তো এ্যাত্তো মাষ্টার পণ্ডিত

অনঙ্গ। এইবার পণ্ডিত মশায় কুমার সম্ভব অর্থটা বুঝিয়ে দেবেন ব'লেছিলেন, বুঝিয়ে দিন।

অনঙ্গ। তো বালিকাবৃন্দ কুমার সম্ভব কি জান ? এই শ্বেতবাকে অর্থাৎ সাদা কথায় লোকে বলে থাকে সন্তান সম্ভব তেমনি ভগবতী পার্বতী যখন উদর মতী হন, তখন একদিন দেবর্ষি নারদকে আপনার হাত দেখান, নারদ বল্লেন "মাগো জগদম্বিকে চরণ দেখছি ভবদীয় শ্রীচরণকমলপল্লবে মঙ্গলের রেখা বর্তমান হইয়াছে, সুতরাং তোমার কুমারসম্ভব, অতএব তোমার তনয় হবার সম্ভব।"

পাগ। শব্দ-বোম মহাশয় আগে ন্যায়-রত্ন মহাশয় যখন আমাদের পড়াতেন তিনি এরূপ ব্যাখ্যা একটীও করতে পারতেন না, এখন বুঝছি তিনি কিছু জানতেন না।

অনঙ্গ। এত ধারণা করতে পেরেছ পারবে না কেন, তোমরা হ'লে বুদ্ধিমতী বেঁচে থাক, বেঁচে থাক অহল্যা দ্রৌপদীর মতন সতী হ'য়ে, চিরদিন বেঁচে থাক, সতত পতিভক্ত কর

অনঙ্গ। পণ্ডিত মশায়, আমাকে ও আপনি প্রতিবাদ করবেন না, আমি বিবাহই ক'রবো না

অনঙ্গ। কেন কেন অনঙ্গসুন্দরে, তবা দর্শের বিবাহে তত অনঙ্গরাগিণী কেন ? প্রজাপতির নির্বন্ধ বিবাহ সম্বন্ধ, অতি ভীষণ মহামহোপ্রধান অমঙ্গল য প্রাধ্য

অনঙ্গ। আমি চির কৌমার-ব্রত অবলম্বন ক'রে আজীবন আপন দেবর কাছে লেখাপড়া শিখবো, আমার এতে বেশী আনন্দ ইংরাজী শিখবো, তার পরে সংস্কৃত শিখবো, আর যদি সংসারে মন দিতে হয়, যে রোগীর শুশ্রূষা করবার কেহ নাই, কন্যার ন্যায় তার সেবা করবো

বর। দেখছেন পণ্ডিত মশায়, অনঙ্গ অনেকটা আপনার ভক্ত হ'য়েছে, ও আপনার প্রতি নিতান্ত——

অনঙ্গ। নিতান্ত কি, স্নিগ্ধ ওটা নিতান্ত ভক্তে

বর। হাঁ হাঁ নিতান্ত নিতান্ত ভক্তিমতী

অনঙ্গ। সুপ্রসন্ন ভাবাপন্ন হয়েছেন, হাঁ হাঁ তা বলতে পারি, বদান্য অপত্য-স্নেহ জন্মেছে।

কুন্দ। শুনলে অনঙ্গ, তা হলে এবার পুজোর সময় পণ্ডিত মহাশয়কে একটা সাটিনের নিকারবুকার তৈয়ারী করে দিব

(হেমন্ত বাবুর প্রবেশ)

হেমন্ত। পণ্ডিত মশায়, আপনার ঘণ্টা যে হয়ে গেছে ?

অনঙ্গ। আমার ঘণ্টা। কোথায় ?

পাগ। মশায় ... হেমন্ত মশায় ...

অনঙ্গ। নি ... মহাশয় ...

হেমন্ত। হ ... ও কে ... তাদের করতে আছে বড়ো মানুষ

অনঙ্গ। কে হে তুমি ইংরেজী মাষ্টার আমায় বুড়ো বল? ও আবার এই বালিকাদের অবিদ্যমানে বুড়ো বৃদ্ধ বৃদ্ধ তবে আমি স্থাবর? তুমিও বৃদ্ধঃ, কেশে কলাপ লাগিয়ে মধ্যস্থলে ফাটামাল মন্দিরের ন্যায় চিহ্নিত করে যৌবন সেজে এসেছ, যাই ত আমি হেড্ মাষ্টারণী মহাশয়ের কাছে অমন করলে, এখনি আমি চাকরীতে ব্যাজাম দেব

হেম। আপনি কি বৃদ্ধ ব'লে ক্রুদ্ধ হন?

অনঙ্গ। ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধঃ কোপকষায়িত কৈথল্য নেত্রে এখনও যে তোমায় ভস্ম ক'রিনি, এই তুমি ভাগ্য বলে জেন

রবা। হ্যাঁ মাষ্টার মশায়, সবে উনি বল্ছিলেন, ওঁর প্রতি অনঙ্গের অপত্য-স্নেহ হয়েছে, আর এখন কি ওঁকে বুড়ো বল্তে আছে?

হেম। হ্যাঁ অনঙ্গ, সত্যি নাকি?

অনঙ্গ। যান, আমি ত আর আপনার সঙ্গে কথা ক'ব না; কাল আপনার সন্ধ্যার পর এসে আমাদের কাউপর বেবসেই প্যাসেজটা বুঝিয়ে দেবার কথা ছিল, ত খুব তো এলেন?

হেম। কাল আসতে পারিনি বলে দুঃখ ক'র না, একটা বড় ইম্পর্ট্যাণ্ট পাবলিক কাজে পড়ে গেছলেম

কুন্ত। আরের রোজই পাবলিক কাজ, এতও মাথায় নিতে পারেন

হেম। কি কর, এদেশে যে দেশের এত অবস্থা, অধিকাংশ লোকেই স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, এর ভিতর আমরা ইংরেজের কাছে সৎশিক্ষা পেয়ে, যদি কিছু সাধারণ কাজে যোগ দিই, তবে নয় কর দেবে?

কুন্ত। কি পাবলিক কাজ মাষ্টার মশাই?

হেম। তোমরা শোননি, আজকে কাগজ দেখনি?

অনঙ্গ। ও বুঝেছি সেই মিউনিসিপাল বুঝি, ও ভাই কুন্তলীন কুণ্ডল তুমি জান না বড় মজা হয়েছে

হেম। মজা নয়, বড়ই সিরিয়াস্ ব্যাপার সদাশয় গভর্ণমেণ্ট আমাদের একবার যে রাইট্ দিয়েছিলেন, তা বুঝি যায়—স্যার রিচার্ড টেম্পলের অক্ষয় কীর্ত্তি বুঝি যায়

অনঙ্গ। না না, আমি তা মনে করে মজা বলিনি বাঙ্গালী বাবুরা খালি কথা কইতে জানে কাজে কিছু নয় বলে লোকে বদনাম দেয়, এইবার যে আমাদের ইলেক্টেড কমিশনারদের মধ্যে অতগুলি ভদ্রলোক একটা প্রিন্সিপাল ধরে, একেবারে রিজাইন দিয়ে সে অপবাদ খণ্ডন করেছেন, তাই বলছিলেম

হেম। থ্যাঙ্ক্ ইউ, ইউ আর রাইট্ তোমরা যে এসব এ্যাপ্রিসিয়েট্ করতে পার আমি শুনে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেম

পাগ। কিন্তু স্যার্ আবার তো নূতন লোক ইলেক্ট্ হ'তে দাঁড়াবে?

হেম। ভাল লোক যে দাঁড়াবে এমন তো বোধ হয় না

অনঙ্গ। ইস্, দাঁড়াবে বৈকি! এস ভাই আমরা এক কাজ করি, দেখ, আমরা সব মেয়েরা মিলে যে কমিশনাররা রিজাইন দিয়াছেন, তাঁহাদের ভাল করে অভিনন্দন দিই সকলে চেষ্টা ক'রে নিজের পাড়ার মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের সই নিতে হবে কুলবালারা পর্য্যন্ত এঁদের প্রশংসা করেছেন শুনলে বোধ হয় ভাল লোকে আর এঁদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না

সকলে। বেশ, বেশ

হেম। তোমাদের এ প্রপোজাল আমি

হৃদয়ের সহিত এ্যাপ্রুভ্ করি ক্রেডার আই ডিয় ওয়াবদি —

অনঙ্গর ওয়াড় দেবে কি? রোস রোস, আগে খোলসা কর আমি কথার আঁচ পাচ্ছি; সেই মনসাফলের ব্যাঙ্কানের কথা? মাষ্টার বাবু, অনহঠাৎ তোমায় দুটো গূঢ় কথা বলেছি, তাতে মনক্ষুণ্ণ ক'র না বয়েছ বেশ করেছ, সত্যই তো বয়স হিসাবে তুমি তো আমার সমচক্ষে নিতান্ত গোবৎসের প্রায়, বৃদ্ধ বলবে না কেন? দেখ বাবা, এই মনসাফলের ব্যাঙ্কানের গোলমালে আমার শ্যালী পৌত্র অর্থাৎ কিনা শ্যালীপতির পুত্র নবদ্বীপ চাঁদকে ঐ একটী খালি চাকরীতে বসিয়ে দিতে পার? আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার আপাদমস্তক পদবৃদ্ধি হবে

মঞ্জু ও পণ্ডিত মশাই, সে চাকরি নয় চাকরী নয়

অনঙ্গর হাঁ হাঁ, সে ভবানী বাবু আমায় বলেছিল, ওটা ডিভ হবে ব'লে একটা লোকে বাজার গুজব করছে আফিস হলেই চাকরী, চাকরী হলেই ব্যাঙ্কান্ মাষ্টার বাবু, তুমি ক'রে দাও, আমি খুব গোপনে রাখবো, দু'চার টাকা প্যায়াদ মুচ বীকে দিতে হয়, তা আমি দিতে রাজী আছি

হেম আচ্ছা পণ্ডিত মহাশয়, অন্যসময় এ কথা আপনার সঙ্গে ভাল করে কইবো

অনঙ্গর বেচে থাক অমর হও, প্রকাণ্ড পরমায়ু হোক শিবজ্ঞান শতে করেইছ, তার ওপর লিকে টিকে পাশ থাকে তো তাও কর, আমার আশীর্ব্বাদে তবে এখন আমি চল্লেম —বলি হাঁ গো বৎসবৃন্দে, আজ কৈ কুঃ একখানা গবাক টবাক দিলে না?

সাগ। গবাক কি পণ্ডিত মশাই?

অনঙ্গর গব ক বোঝ না, যাকে বঙ্গ ভাষায় সুপারী বলে

কুন্ত ওহো হো সুপারী? তা তো নেই, পান আছে, বেশ পান (পান প্রদান)

অনঙ্গর তা তা দাও একটা, তোমরা সদ্বংশ বড় তোমাদের হাতে খেতে দোষ নেই (পানখাইয়া) অয়ি — অয়ি অয়ি কুন্তলীন কুন্তলে এ কি — এত্তাষণ? কি ভক্ষণাইলে? কি গন্ধ কি গন্ধ।

কুন্ত কেন পণ্ডিত মশাই, গন্ধ কি খারাপ?

অনঙ্গ খারাপ? খরতর — খরতর আমি মহাভীম বৈষ্ণব, আমায় পানের ভিতর করে পাঁঠা খাওয়ালে? এ যে পাঁঠার গন্ধ।

রবা দেখেছ, পণ্ডিত মশাই পরম বৈষ্ণব কি না, তাই পাঁঠার গন্ধটী আগে ধরতে পেরেছেন

কুন্ত না না পণ্ডিত মশাই, আমি ছাত্র হয়ে কি আপনার সঙ্গে পরিহাস করতে পারি? আপনি বেশ করে দেখুন দেখি কেমন সুগন্ধ শুধু একটু খড়কে করে ও কুন্তলীন দিয়েছি

অনঙ্গর এস্তাধুনের থিড়কিদ্বারে ওষুধ দিতে গেলে কেন? সেও ত ম্যাও ম্যাও করে, পাঁঠা না হলে ও বিড়াল হলে

মঞ্জু না পণ্ডিত মশাই, আপনি ভাল করে দেখুন না মাষ্টার মশাইকে বরং জিজ্ঞাসা করুন না কি যার কুন্তলীন তৈল, দেলখোস, টয়লেট সোপ ভাল পরিগণ্যমানি তৈয়ের করে, ও দের তৈয়েরী তাম্বুল, আপনি সন্দেহ করবেন না, সে না খারাপ জিনিষ দেয় না একখানি পানের সঙ্গে দিয়ে খেলে মুখে অনেকক্ষণ সুগন্ধ থাকে, তাই অনেক ভদ্রলোক ব্যবহার করে। আপনি নিঃসন্দেহে খান এতে কোন নিষিদ্ধ জিনিস নেই বরং ও তৈয়েরী

অনঙ্গর নব্যভাবাপন্ন হলে না ও ?

নন্দ ... ভদ্রলোকের মেয়ে আমরা খাই?

অনঙ্গ। তা ভাল ভাল, কোন দোষ না থাকে, একটু দিও দিও ব্রহ্মাণীকেও দিব। মাষ্টের বাবু, চাকরীটার কথা ভুলবেন না।

[প্রস্থান

অনঙ্গ। মাষ্টার মহাশয়, অভিনন্দনটী কিন্তু আপনাকে লিখে দিতে হবে। আমরা সই করব।

হেম। ইংরাজীতে ত? বাঙ্গালায় আমার তেমন সুবিধা হয় না।

বরা। তা তাই হোক আপনি লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ড্রাফটটা করুন। আমরা যে পোল্‌টা ফেলে আসি।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

হেদুয়া পুষ্করিণীর তীর

ভোলানাথ।

গীত

মা আয় মা আয় মা আয়

আশ্বিন এসেছে ফিরে কবে তোরে পাব হায়

সেই সে দশমী দিনে, কাঁদাইয়া দীনহীনে,

আসবো ফিরে আশা দিয়ে ল'য়েছ বিদায়

কত শত দুঃখ পেয়ে, আছি মা ও মুখ চেয়ে,

আসিবি আনন্দময়ী আনন্দে হেথায়

চারিদিকে মধুভরা, মধু শতধারে ধারা,

সুধার রা হরষারা ঢালিবি ধরায়।

বর্ষপরে হর্ষভরে, প্রবাসী আসিবে ঘরে,

সরমে আশার মধু বধূটী লুকায়, —

ছেলেতে ছেলের গায়ে নব বসন পরায়

(হরলালের প্রবেশ)

হর। আরে ক ও—ভোলানাথ? বসে বসে আগমনী গাচ্চ যে? তুমিই তো পূজা আগিয়ে জমিয়ে দিলে দেখছি।

ভোলা। আরে হরলাল ভায়া যে! এস, এস, তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হলো, তোমাদের আফিসের একটু খবর শুনতে হচ্ছে যে?

হর। তোমার আবার আফিসের খবর শুনে কি হবে? বাড়ী টাড়ী করছো নাকি?

ভোলা। না রে তাই না, বাড়ী কোথায় পাব? শুনছি নাকি আমাদের নেপেন বাবু কমিশনারী ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা কি বল দেখি? কি হলো?

হর। আর সে কথা শুনবে কি? আজ এতদিনের পর বাঙ্গালীরা প্রাণের একটু রক্ত দেখিয়েছেন বটে। আজ ঊনত্রিশজন কমিশনারের সই করা রেজিগ্‌নেশন্ দাখিল হয়েছে।

ভোলা। এঁ্যা সত্যি নাকি? বাঙ্গালী! ঊনত্রিশ জন!

হর। হ্যাঁ, তবে তার ভিতর একজন খসে পড়েছেন, এখন আছেন আটাশজন।

ভোলা। তার পর, তার পর কি হলো? সাহেবেরা কি বল্লেন?

হর। সাহেব সত্যি মিথ্যে কি বলেছেন জানি না। কিন্তু আমাদের শিরায় এক বড় কথা বাড়েছে।

ভোলা। কি—কি—কি—রকম?

হর। সাহেব নাকি এক একজনকে ডেকে সেকেণ্ড করে এক একটী কথা বলে দিলেন।

ভোলা। কি—বল না শুনি?

হর। ভূতনাথ বাবুকে বল্লেন, "হাই ফ্রেণ্ড চল্লে? কিন্তু এখনও যে একটু কাজ বাকী

আছে, তা তে বুঝবে না, একটা অপগণ্ডর এখন য হোক উপায় করেছ, কিন্তু তার ' র তো দুটী গলায় ঝুলছে ?

ভোলা বুঝেছি, বুঝেছি, বেশ বেশ তার পর ?

হর প্যারীচরণকে বল্লেন, "প্যারী যাচ্ছ বটে—কিন্তু তোমার শরীরের জন্য ভাবছি, তোমার কাজের মধ্যে তে এই এক ছিল তাও ছেড়ে দিলে, বাড়ীতে আড়ামোড়া খেলে যে বাতে ধরবে ত তুমি বরং এক কাজ কর, আমি আফিসে তেত লায় একটা ঘর দেব, তুমি সেখানে এসে এক একবার বসে যেও, তা হলেও তোমার কত কটা একসারসাইজ হবে " আর বঙ্কুবিহারী বাবুকে বল্লেন, 'তুমি কাজটা ভাল করলে না, তোমার এটা মহাগুরুনিপাতের বছর, বড় লোকসানের সময, যা করলে করলে, একটু বিশেষ সাবধানে থেক '

ভোলা হাঃ হাঃ হাঃ, সাহেব তো খুব রসিক দেখছি ?

হর এমনি সবাইকে ডেকে একটি একটী কথ বলা হয়েছে, অনঙ্গবাবুকে য বলেছেন, সেটি সব চেয়ে মিষ্ট

ভোলা কি রকম ? কি রকম ?

হর বল্লেন,যে—"তুমি যে ছেড়ে যাচ্ছ, তোমায় আমি বিয়্যালি কনগ্রাচুলেট করি এত সকাল সকাল তোমার স্কুল ছাড় ভাল হয়নি, এইবার গিযে ফের স্কুলে ভর্তি হও '

ভোলা বাঃ বাঃ ! বড় মজার কথ হয়েছে ! যাক, এতে তোমাদের আমি-সের কিছু গোলমাল হবে না তো ?

হর বাগঃ সাহেবদের কি কাজ আট-কায় ? তবে তোমায় আগে যা বলেছি, এই আইন জারী হলে আমি তো জমীটুকু বেচে ফেলছি, কলকেতায় আর বাড়ী কচ্ছিনে

ভোলা কিন্তু হর আর যাই বল, খালি ফাঁক আওয়াজ না করে এঁরা যে এবার একটা ডিসাইসিভ অ্যাকশন দেখিয়েছেন, হৃদয়ের যথার্থ বল প্রকাশ করেছেন, এটা দেশের শুভ লক্ষণ বলতে হবে মুখে যাই বলুন না ইংরাজেরা যে এ স্পিরিটকে প্রাণে প্রাণে রেস্পেক্ট করবেন,সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই

হর আরে ভাই টুলে বসে কলম পিষে পিষে আমাদের প্রাণে মরচে পড়ে গেছে ইনডিপেনডেন্সের আইডিয অ্যাপ্রিসিয়েট করবার ইনস্টিংক্টই নিভে গেছে।

ভোলা তুমি ও কথা বলো না হরলাল, তুমি যে গো গোলামী করছ তার কেরাণীর মত নও তুমি যদি মিউনিসিপ্যালিটীর চাকরীতে না ঢুকতে ত হতে একজন ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট কমিশনার হ'য়ে লোকের অনেক ভাল করতে পারতে

হর তবে বলবো ভোলানাথ, একটা কথা শুনবে ? ইণ্ডিপেণ্ডেন্সও নেই, তা কল করিও নেই ইংরাজ সওদাগরদের ক্ষমতা বড ক্ষমতা, ওঁদের মনের ভাব কি জান ? যে কলকেতা আমরা করেছি, আমাদের সকল আমাদের কাছে চাকরী করবে, আমাদের আমদানী মাল খুচরা বিক্রী করবার জন্য দোকান করবে. তাই তোমাদের এখানে বাস, আমাদের সুবিধাটী বজায় রেখে, তবে একপাশে তোমার একটু স্থান পেতে পার ত এ কথাটা নেহাত মিথ্যা নয়, ইউ-রোপিয়ান মারচেন্টরা আছেন বলেই কল কেতায় এত আড়ম্বর, এত ধুমধাম। সেই জন্যই এখানে এত বড় কোর্ট, এত পুলিস, এত আমলা আদালত সুপ্রীম যে গভর্ণমেন্ট হাউসে লাটসাহেব থাকেন, সেও ঐজন্য নইলে সিমলা থেকে দিল্লীর তক্তে বসতেন

ভোলা মানলেম, যা বলছো, সব সত্য, ইংরেজ সওদাগর যে কলকেতা জাঁকিয়ে তুলেছেন, তার আর সন্দেহ নাই কিন্তু ধরতে গেলে মিউনিসিপ্যালিটীকে বেশী টাকাটা দেয় কারা? জমী কাদের বেশী? কমার্সের ইণ্টারেষ্ট একটা কথা হয়েছে, কিন্তু তার ভেতর এই যে কত হাজার দেশী ব্যব সায়ী আছে, তাদের ধরা হচ্চে না, ইউ রোপিয়ান কমার্সের ইণ্টারেষ্ট এমনিতেই ত কম নেই, এই ধর না সমস্ত গঙ্গাটা, সমস্ত পোর্টটা তাঁদেরই

হর ওবে ভাই, ছেড়ে দাও না ও কথা তোমাকে আর এক রকম করে বুঝিয়ে দেব? গভর্ণমেণ্ট, কমার্স, রেট্‌পেয়ার, এই তিনটী নিয়েও সহর বলে কথা হচ্চে? আচ্ছা ধর, এই কলকেতাটা একটা মস্ত চা-বাগান,—তার ভিতর একজন রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের বাড়ী আছে,- সেইটেই ধর যেন গভর্ণমেণ্ট, তার পর ম্যানেজারের বাঙ্গালা, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টারও তাই, আরও ঐরকম সাহেব কর্ম্ম চারীদের ঘরটর আছে —এইগুলো ধর কমার্স, তার পর বাগানের কাজ চলে না, কাজেই একটা কুলি লাইনও রাখতে হয়,—এইটে হলো আমরা—রেটপেয়ারস, কেমন? এখন ডিরেক্টার ম্যানেজার সাহেবরা যে রকম সুবিধ বুঝবেন, যেমন হুকুম চালাবেন, সেই রকমই বাগানের রাস্তাঘাট, ঘর বাড়ী, জল পুকুর এ সবের বন্দোবস্ত হবে না কুলিদের কথায় হবে? তবে ডিরেক্টার সাহেবটী বড় ভদ্রলোক, একটু নাম বজায়েরও ইচ্ছা আছে, কাজ নিতেও জানেন, তাই কোথায় কি কর্ত্তে হবে পরামর্শের সময় দু'পাঁচজন সর্দ্দার গোয়ানা কুলিকে ডেকে তাদের দু-একটা কথা বলতে দেন তা আমরাও হযেছি এই কলকেতা চা-বাগানের কুলি। ম্যানেজার সাহেবের কাজ করে খেতে পাব, তাই থাকতে ঠাঁই পেয়েছি, বেশী আস্ফালন করতে গেলেই "চুপ রও" শুনতে হবে উপায় নাই পেটের দায় এখন আর ও কথায় কাজ নেই, চল, ডেবায় গে দুএকটা আগমনী গানটান শোনা যাক

(বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

বট এই যে আপনার, হোয়াট গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাণ্ড ফেয়ার এণ্ড ভ্যালিচুডিনেরিয়ান ফরচুন

হর কি বটুবাবু, এত একসাইটেড কেন?

বট সে পরে বলবো সই করে দিন, সই করে দিন, আপনাদের দু'জনকার নাম; দু'টা হয়েছে, আপনাদের দু'টো, আর দু'টো হবে এখন

ভোলা কিসের সই বাবু? আমরা তো কিছু জানিনে

বট ত তো ভালই, জানবার দরকার নেই No knowing in quaint of the, - আমায় তো চেনেন; I I stand the champion of my fathercountry wont you like,—Ladies and gentlemen, being—bring,—brought up as rate-payers, wont you sign in this deed of darkness prepared by my hand some hand?

হর আসল কথাটা কি বটুবাবু? আপনি কি কমিশনার ইলেক্ট হ'বার চেষ্টায় আছেন?

ভোলা সে কি! তা কি সম্ভব? বট-বাবুই পুরাণ কমিশনারদের রিজাইন দেবার জন্যে বেশী জেদ করেছেন, এখন উনি কি দাঁড়াতে পারেন?

বট কেন পারিনি? এই সুযোগ, অলমোষ্ট ওয়াম্ সিঙ্গল অপরচুনিটি, এটা ছাড়া

কি ভাল, New seats are going abogging round and round, wont I be the foremost to canvass your votes কি বলেন? এই তো ফাঁকির সময়, এই সময়ে যদি না আমি মুড়িয়ে নিদ্রিত থাকি, তা হলে আমার লয়াল্টী বাজভক্তি থাকবে কোথায়? বলছেন আমি অনেককে রিজাইন দিতে বলেছি, সে শুধু তাঁদের ডিউটীতে তাঁদের ওয়েকফুল অর্থাৎ জাগ্রত মান করবার জন্যে Now when seats are vacant, who else is in this terra firma a more abletool than my great self to be behind all hands, than the stand which Pathetically and pedantically I have promised to perforate?

হর। তবে বটু বাবু, তোমার মনে মনে মতলবটা ছিল, এঁরা ছেড়ে দিলে তুমি কমি-শনার হবে? তা বেশ করেছ, তবে এই বছর বি এল পাশ হয়েছ, নামের একটা তো এ্যাডভারটাইজমেণ্ট্ চাই, তাই বুঝি এত মেহনত করে সবাই যাতে রিজাইন দেয়, তার চেষ্টা করেছিলে?

বট। দেখ হরলাল বাবু, তা আমার ইচ্ছে নয়। তবে যে দাঁড়াচ্ছি, খালি দেশের উপকারের জন্য Think not my worthy friends that selfish wolfish desire has any derivative in my dastardly dominion over the Diaphragm. ওসব মনেও করবেন না, আমি ভারী নিঃস্বার্থ ব্যাপার।

ভোলা। কিন্তু কি জানেন বটু বাবু, এ সময় আপনি ইলেক্ট হতে দাঁড়ালে লোকে বড়ই ছি ছি কর্ব্বে, সাহেবেরাও আপনাকে কমিনা ঠাওরাবে।

বট। ও কথা আপনি ভাববেন না, এখন এ্যারিষ্টোক্রেটীকস্ গিয়ে Democrates এর দিন পড়েছে It is dawning at our doors like delightful Diabolics of Delirium tremens, সে কালের বনিয়াদি জষ্টিস্ অফ দি পিসেরা গিয়ে করপোরেশনে নূতন ইণ্টেলেকচুয়াল্ এ্যারিস্টোক্রেটী ঢুকেছে, কিন্তু কলির পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ণ হয়েছে, নাইনটীনথ সেনচুরি গুডবাই কর্ত্তে করে, বাই-সাইকল ঘরে গেছে, এখন আমরা Jubilee gentlemen will march in double quick time towards the road to ruin, আমরা ইউনিভারসিটীর অক্ষমাপত্র সব অব-তংস, সমস্ত প্রবীণ ধ্বংস করবো সাহেবরা আমায় কমিনা ঠাওরাবে। তাঁরা কি মনে মনে জানেন না যে তাঁদের ইংরেজী শিখে আমি তাঁদের কত বাধিত করেছি? Obligification,— sure quodi cum; ad interim, isto voceleeje ebhoy।

হর। হ্যাঁ বটু বাবু, আপনার এমন এলোকোয়েন্স আছে? কেশবচন্দ্র সেনের পরে তো আর এমন ইংরাজী শোনা যায়নি, আমার মনে হয়,— আপনার পেটের ভেতর গ্যালভনিক ব্যাটারি আছে, তারির চার্জে আপনি কথা কন।

বট। ইন্‌স্পিরেসন—ইন্‌স্পিরেসন। আমি হচ্ছি একজন জিনিয়াস, (Genius) বাই সেন্ মট্ বাই গড্ টট্।—জিনি—জিনি-আই ভোট দিন—আমায় ইলেক্ট করুন, আমি নেক্সট ওয়ার্ডের ডেলিগেড্ হয়ে বিলেতে যাব, আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা প্রকাশ করবো লালমোহন, সুরেন বাঁড়ুয্যে, আনন্দ বসু, ভবজিউমী, নাবোজী সব বাঙ্গালীর নাম ডুবিয়ে দেব।

হর তা পাববে—, পারবে—নিশ্চয় পারবে

বট হ্যাঁ সই দিন, সই দিন

ভোল আমবা গরিব মানুষ, আমাদেব সই নিয়ে আব কি হবে?

বট বটে! দেবে ন? দেবে না? মেভার দি গিভ্? আচ্ছা—থাক্, কন্টেষ্ট ত নেই, দশটা সই মেরে দেবই দেব তাব পর ওযেট্! ইলেক্ট হই একবাব, দেখিযে দেব হরলাল বাবু, জমী শকিনে বেখেছ, পম্প করাব পম্প কবাব, আব ভোলানাথ বাবু, তোমার অন্দরেব ড্রেনের কনেক্সন্ হয়নি তা আমি জানি, একবাব সব অনাবেবল কমিশনার ভ্যাটাকৃষ্ণ এ্যাস এল্ এল্ বি-এ্যাণ্ড এডেটার বাই-মনুহলি বজবাহন যে কি, তা দেখতে পাবে?

হর বাচলুম! এর পব তো দেখ্‌তে পাব? এখন অদর্শন হই, এস ভোলানাথ।

[হর ও ভোলানাথের প্রস্থান

বট যা শুনরে বেটারা, অনগাজ্যেট্ লিটাল্ ডেমস ওঃ! কালীঘাটে পুজো দিয়ে লেগে গেছি March! Quick March! Vata Krishna Ass. B A B. L

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রেস-গ্রাউণ্ড

অনঙ্গমুঞ্জরী, বরাননী, পাগলিনী ইত্যাদি

(গীত)

সাধের শারদে শোভে মেদিনী।
ধোয়া শশধরে মধুর যামিনী
স্নান ক'বে উঠে তরুলতা দল,
খুলে চুল, পরে ফুল, করে ঝলমল ঝল;
সাজে রাজি রাজি যেন শ্যামলা কামিনী
ঘোম্‌টাটী খুলে হ সে লো দোপাটী,
সেফালি এলায়ে পড়ে বো ঢলে
সলিলে নিশিতে কুমুদী হাসে,
দিবাস ভাসে নলিনী

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

রসময়েব বাটী

বিমলি ঝি

বিমলি বোস্ বোস্ মুখপোড়া, একবার দেখে নেব; আগে আসুন বাবু বাড়ীতে, অমনি নকড়া ছকড়া যে সে মানুষ পাসনি, কোম্পানীর জানা লোক, এক এক হত-চ্ছাড়াকে ধরবে আর হরিণবাড়ী পাঠিয়ে দেবে আ মর, মুখে আগুন; আমি পেটের দায়ে দাসীবৃত্তি করতে এসেছি, তা বাবুকে উদ্দিশ করে আমাকেও ঠাট্টা! আমি ববাবর বল-তেম যে,বাবু,তুমি গোবেচারী মানুষ,তোমার ও কামান ষাঁড় হ'যে কাজ নেই কাজ তো ভারী, সাতে হোতকে কাছারী করতে যাও, আর এদিকে ডাকেব উপর ডাক ফিরে যায় গেল মাসে অমন ছুটো ভাল ভাল ওলাউঠো, একদিন কি না রাজা ডাক্তারের হাতে গে পড়লো! আর মিত্তির-দেব বাড়ী অমন ইংরাজী অরবিগরটা,— সতের সতের দিন শুয়ে তার পর গেল,— এটাও পোড়া মাটাং করতে গিয়ে খামোকা খামোকা খোয়ালেন আজ যদি না বাপু ও পাপ জড়াতে, ■ ব কার সাধ্যি যে তোমায়

কিছু বলে? আর এ নও পাড়, হুজুক পেলে তে নেচে উঠলো ছি ছি—ছি বৈ গিন্নী আবার গেলেন কোথায়? ও মা-

(ক্ষীরোদার প্রবেশ)

ক্ষীর কি রে, এনেছিস্?

বিমলি হ্যাঁ এই নাও এর চোখ তে বেশী বাছা ভাল পেলেম না, হবে ■ এতে?

ক্ষীর দেখি? হ্যাঁ এখনও দু'একট কালো কালো কি রয়েছে, তা হবে এখন, হাতবাছ করে নেব একবার

বিমলি বলি ম, বাবুর তো সখ হয়েছে, বাড়ীতে এসে খিচুড়ি খাবেন, কিন্তু এদিকে অামর ইঁদুর জন্যে রাস্তায় খিঁচুনি খেয়ে মরি কেন?

ক্ষীর তুই আবার কিসের জন্য খিঁচুনি খেতে গেলি?

বিমলি ও মা, ত জান না? দোকানে বসে সব ঘোঁট করছে ভদ্দর লোকেরাও সব কত বলছে, আর ছোঁড়ার তো একবারে বন্দমাতা গেযে বেড়াচ্ছে

ক্ষীর কেন, কি হয়েছে, স্পষ্ট করে বল না? বাবুর উপর কি কেউ রেগেছে? রোগীর বাড়ী টাক কড়ি নিয়ে তো কিছু গোল হয়নি? কেউ কি জবাব দেবার পর ভিজিট দেয়নি?

বিমলি ওগো না গো ন, সে কথা নয়, তায় বাবুর খুব দয়া সেদিন কেওলার মার যখন নিবের হয়, বাবুকে সে যদিন ডেকে নে যায় না? তা তার তে ঐ দশা। পুরে ভিজিট দেবে কোত্থেকে? একখানা কাঁসী আর পিঁসুজ বাঁধা দিয়ে তের আনা না চৌদ্দ আনা পয়সা যোগাড় করে, বাবুর পায়ের কাছে ধরে দিয়ে মা মাগী কেঁদে পড়লো; বাবু অমনি তাড়াতাড়ি বল্লেন,—"থাক থাক বাছ, তুমি ভয় কোর না, আমার পেড়াপেড়ি নেই, যা পারবে, এই ঢের এই বলে সেই পয়সা ক'গণ্ডা নিয়ে, বাবু আমার সন্তুষ্ট হয়ে এলেন, তার উপর মাগীকে পেবোধ দিয়ে বল্লেন, "যাও বাছ, এইবার স্থির হয়ে লোকজন ডাক গে"

ক্ষীর ত সে ও আছে, নৈলে কি আজকের বাজারে এত পসার হয়? কিন্তু তুই খিঁচুনির কথা কি বলছিলি?

বিমলি ওগে, এ জাতব্যবসা নিয়ে নয়, সেই ষাঁড়ের কাজে কি হয়েছে

ক্ষীর হ্যাঁ হাঁ, সেই আপত্তিনীও কি বলছিল, সেটা কি সত্যি?

(নেপথ্যে) বস গাড়ী খোল দেও খোল দেও, এ্যাই ঝিন্‌ন, ব্যাগ উঠায়ে লেয়াও

বিমলি ও মা বাবু যে, আমি যাই, এইবার ডালগুলে রান্নাঘরে বামুন ঠাকরুণকে দিই গে

[প্রস্থান

(বসময়ের প্রবেশ)

ক্ষীর কি আজ যে এত সকাল সকাল ফিরলে?

বস কি আর মিছে ঘুরবে, বেস্কেশ আজ ক'দিনই নেই

ক্ষীর ত হবে বৈ কি। ঐ জন্যেই তে দেবতা বামুনের উপর ভক্তি উঠে যাচ্ছে কি টাকায় আমি মার বাড়ীর জন্যে পাঁচকড়া করে তুলে রাখি, ঠাকুমশায়ের কথায় মন্তর পর্য্যন্ত নিলেম, হাজার কাজ ফেলে দুটী বেল ও প কবি, যে কিসে একটু ডাক-ডোকের মত ব্যামো-স্যামো হয়,—তা কিছু নয়? গেল বছর এলেন কি না প্লেগ, মা, একেবারে ভাব নয়! জ্বর-জাড়ি পর্য্যন্ত লোকে লুকুতে লাগলো আর তোমায়ও বাবু বলি, তোমার আবার দুঃখুটুকু দাতব্য-টুকু আছে, বৈ, যাও দিকি ক্যাপড়ের

দোকানে—দেখি কেমন কে গবিব ব আলাপী বলে একখানি গামছা অমনি দেয় ?

রস কি জান, আমাদেব প্রোফেসনে ওটা একটা বিশেষ

ক্ষীর থাক, থাক, তোমার আব লেক্‌চার দিতে হবে না ভাল, ভাদ্দর গেল—এ বছর এমন বর্ষা, ম্যালেরিয়ার কি ?

রস ম্যালেরিয়া হচ্ছে, তা হলে হবে কি ? ঘবে ঘবে হোমিওপ্যাথিক বাক্সো, কুইনাইনের তেজীও অনেকে বুঝেছে তাব পর পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন, আব কব রেজদেব তো দিনকাল পড়েছে

ক্ষীর ঐ এক মুখপোড়াবা গেছলো মবেছিল, কব্‌রেজিব নাম তো উঠে গেছলো আর তুমি যেই পাশটী হলে, অমনি পোড়া বিধাতা যেন তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যে বদ্দি মড়াদের জাগিয়ে দিলেন

রস বিধাতাকে দোষ কেন ? আমার প্রতি ওঁর যথেষ্ট দয়া আছে এখানে আমার চেয়ে কার পসার ? তবে ব্যবসা মাত্রেই উঠতি পড়তি আছে

ক্ষীর হ্যাঁ পসাব। দোর দোর ঘবে শরীর ক্লান্ত করে কটা টাকা আনেন, তাই ঢের হলো ? আমার মামার বাড়ীর কাছে ঐ নগেন বদ্দি দেখতে দেখতে ফেঁপে পড়লে সেবার ভাবির্দ্দ বেব সময় গে দেখি, ও মা, সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত খদ্দেব। ভিড় আর ফুরোয় না আর সর্ব্বওষুধ তো বিক্রী হচ্ছেই, এক খোসবাইওয়ালা "কেশরঞ্জন' তেল-গুলোর কাটতি কি তুমিই তো চুল ব'ড়ে বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলে

রস তা কি মিথ্যা দিয়েছিলেম ? দু'শিশি "কেশরঞ্জন" মেখেই তো তোমার চুল ওঠা বন্ধ হয়েছিল। এখন যে অমন চুল-গুলি চকচকে হয়ে ঢেউ খেলে উঠছে, হক বলতে সেই তেলের গুণেই তো ?

ক্ষীর ইস্, ভিজে বেরাল আমার,— রসিকতাও আছে দেখছি যে ?

রস না, না, সে সব আমি জানি না ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট বলি,—

ক্ষীর আর ফ্যাক্টে কাজ নেই, একটা ভাল এক্ট করতে বলে পার না এই তেল ভৈরবীর কথা কত দিন থেকে বলে এসেছি, তা হচ্ছে—হবে বলে ইহজন্মেও হলো না আচ্ছা, এই বাঙ্গালা কাগজে যে ওষুধগুলোর বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখি, সবই তো বিক্রী হচ্ছে বয়েস, বইটই দেখে সেই ওষুধই একটা ভাল টাল করে কর, এখনকার ছোঁড়াগুলো রাত জেগে পড়ে পড়ে, নানান রকম অত্যাচারে, শরীর মাটী করে ফেলে, বেশ বিক্রী হবে তা তার কি করলে ?

রস সে তো করেছিলেম; কিন্তু কি জান—একটেন্‌সিভ প্রাক্‌টীস্ নিয়ে থাকতে হয়, ওদিকে তো মন দেওয়া যায় না মাঝে থেকে একটা "মেওবেস" বেরিয়েছে, সেটার অগুণতি কাটতি হচ্ছে; সুখ্যাতিও নাকি বেরিয়ে পড়েছে আমি নিজেরই পেসেণ্ট-দের ভেতর দেখেছি, ব'ক্স ব্যবহার করে সেরে উঠেছে লোকটার কপাল ভাল

ক্ষীর কে লোকটা শুনি ? কোথাকার সে কি ?

রস ও চিনিনি, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখতে পাই—রাণাঘাটে কে জে, মুখুর্য্যে দিশী কেমিক্যাল ওয়ার্কস করেছে

ক্ষীর তুমিও কেন তাদের সঙ্গে বখরায় মেশ না।

রস। আমার যা প্রাক্‌টীস আছে, তাই ঢের, ও সব ভাল লাগে না।

নেপথ্যে বালকগণ

"ডাক্তার ভায়, ডাক্তার ভায়া আছ কি ভাই ঘরে,

তোমার মুখটা দেখে বুকটা ফাটে প্রাণটা কেমন করে"

বস কে ও?

ক্ষীর তাই তো আমিও জিজ্ঞেস কচ্চি, কে ও? কারা কি বলে?

(বালকগণের প্রবেশ)

বালকগণ।—

চড়ে গাড়ী বাড়ী বাড়ী টিপাত্ত গিয়ে নাড়ী

গেছলে কেন কমিশনি নিতে তাড়াতাড়ি

[দ্রুত প্রস্থান

ক্ষীর বটে বটে, ঢলাঢলি বাজারে উঠেছে! ঘরে তো নাপতিনী ধিক্কার দিয়ে গেল, বিন্দি ঝিও কি বলছিল, এখন ছেলেরা হাততালি দিচ্চে এমন কীর্ত্তি করে এসেছ?

বস তা—তা কি করবো? ভবানী বাবু অত জেদ করলেন, তাঁর কথা কি ঠেলতে পারি? চিঠিখানা এক রকম -

ক্ষীর আমি তা বলছি না, কেন আগে সই করতে গেছলে? আমি একটা বাঁদীর বাঁদী পড়ে আছি, পরামর্শ নিতে নেই জিজ্ঞেস করতে নেই? কার জন্যে তোমার এত আধিপত্যি হয়েছে? কে এমন গুছিয়ে তুলে দেছে? ছেলের বের সময় সাড়ে ন' হাজার চাইতে কি মন্দত হয়েছিল? কার বুকের বলে সে দর হেঁকেছিলে? এই বাড়ী, ঘর-দোর, সোণা দানা কার পরামর্শে হয়েছে?

বস তা ত, ক্ষীরোদা তা তোমার পাদপদ্মের জোরেই তো সব। তুমি যে আমার লক্ষ্মী, আমি বাহন- কালপ্যাঁচা মাত্র, তা কি ভুলবো

ক্ষীর তবে কেন এটার বেলায় আমায় জিজ্ঞেস করা হয়নি? আমি কি একটা নোবডি (Nobody)? আর যদি করেছিলে সই, তবে পেছিয়ে যাবার সময়ও তো আমার পরামর্শ নিলে না

বস তা যাক, ওতে তোমার আসল কাজের ক্ষতি হবে না, তোমার টাকার আমদানী তো কমবে না

ক্ষীর না, তা কমবে না, কিন্তু পাড়ার পাঁচমাগী মুচকে হেসে চোখ টিপে যখন ইসেরা করবে, তখন তো আমায় সইতে হবে? তুমি তো আর এসে ভাগ নেবে না?

বস যা হবার হয়ে গেছে, ও কথায় কাজ নেই এস ক্ষিদে পেয়েছে,—খিচুড়ি রেঁধেছ?

ক্ষীর খিচুড়ি তো নাববেই, আগে ভূত নাবাই!—আমি অমনি ছাড়বো? তোমার বুঝি নেহাত ক, কা, কর, খর, পড়া স্ত্রী পেয়েছ? গাম্যার মি—বল বল?

(গীত)

লুক্ হিয়ার,—ইউ ডিয়ার গুজ্ ব্যাঙ মের নেড়ে খাড়ু, মেরে ঝাড়ু,

হলো (hollow) শির ভোড়েগা তেরা

হোয়াট বিজনেস্ হ্যাড্-ইউ-হ্যাড্,

ইউ ফুল ফণ্ড টুল ব্যাড্‌সে ব্যাড্

মেতে মেতে হোয়ে ম্যাড্ ইস্তফাতে দিতে ঢের

হাউএভার যেন গিয়েছিলে ইফ্

কোন্ মুখেতে অমুখেতে ফিরিলে নিয়ে রিফ

নাউ এদিক উদিক দুদিক স্নিফ্, কাজ করেছ সেরা

ছি ছি এমন সিলি হউ,

দেখেছি তো নিউ—তোমার মতন ফিউ,

এখন কেঁউ কেঁউ করে ল্যাজ গুটিয়ে মিচ্ছ ঘরে ডেরা

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

দি কস্মোপলিটান

রাজা বিজয়কৃষ্ণ, কমল, ভূতনাথ, নেপেন, পিয়ারী, বঙ্কু, হরেণ, বরেণ, খগেন ও বঙ্গলাল ইত্যাদি

ভূত। কেমন চেয়ারম্যানকে পার্সন্যালি থ্যাঙ্ক দেওয়াটা ভাল হয়নি?

কমল। উত্তম হয়েছে, এতে আমাদের ভদ্রতাই রক্ষা পেয়েছে।

নেপেন আর চেয়ারম্যান শেষটা মন্দ কার্টসি করেননি।

পিয়ারী কিন্তু ঐ যে কি একটা কথা উঠেছে, যে চেয়ারম্যান ডেকে ডেকে সব ঠাট্টা করেছেন?

নেপেন ও কিছু নয়,—আফিসের কতকগুলো ছোঁড়া ঠাট্টা করে তৈয়ের করেছে

বঙ্কু। আচ্ছা—রসময়টা কি বলে?

হরেণ। ওটা ঐ রকম পাগল, ও কথা ছেড়ে দিন। ঐ ভবানীটে ইভিল জিনিয়াস্, ওর জন্যে আমাদের পর্য্যন্ত বদনাম হয়েছে

খগেন। সে যা'ক, এখন আমাদের নেক্সট্ ষ্টেপ্ কি?

কমল একটা পাবলিক মিটিং করা আবশ্যক হয়েছে

বঙ্কু। আর তাতে যাঁরা আমাদের সঙ্গে জয়েন করেননি, তাঁদের কণ্ডক্ট রীতিমত কণ্ডেম্ করা উচিত।

হরেণ না—না, আমার মতে সেটা আবশ্যক নাই যদি রেট্‌পেয়াররা রিজাইণ্ড কমিশনারদের থ্যাঙ্কস্ দেন, তা হলেই ইনফারেন্স্যালী ওঁদের কণ্ডেম্ করা হ'ল, তার জন্যে আর সেপারেট্ রেজোলিউসনের দরকার নেই

বরেং। তা হলে কিছুই হলো না আমার নিজে বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু যে সব জেণ্টেলমেন্ আজ রিজাইন দিয়েছেন, রেটপেয়ারদের উচিত তাঁদের ডেমি-গড্‌সের মত পূজা করেন আর যাঁরা দেননি, ইন্‌ডি ষ্ট্রংগেষ্ট্ টার্ম সেন্সার করেন

বঙ্কু পিয়ারী তা বৈ কি, তা বৈ কি, বরেণ বাবু ঠিক বলেছেন

কমল নেপেন না না সেটা আর কাজ নেই।

খগেন আমার বোধ হয়, হরেণ বাবু ইজ্ রাইট; আমাদের ডিউটি আমরা করেছি,—বাস—নো মোর রেটপেয়াররা আমাদের এ্যাক্সন জজ করুন

বিজয় আমার বড় দুঃখ হচ্ছে যে, আমাদের দেশে এখন এমন একজন লোক নেই, যিনি মিডিয়েটার হয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের এই গোলমালগুলো মিটিয়ে দেন অবশ্য আমায় য বলবেন, আমি তা বলতে রাজী আছি আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের দেশের অবস্থা বড় মন্দ হয়েছে, কিন্তু তবু আমার আশা আছে; কেন না, আমাদের প্রেজেণ্ট লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর আর ভাইসরয় দু'জনেই মহাপ্রাণ তার উপর ইংলণ্ডের সিম্‌প্যাথী আমরা অনেকটা পাচ্চি, যদি এদিকে স্যার্ জন উডবরণকে কেউ ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারেন, আর আপনাদের ভিতর দু'জন সিমলায় গিয়ে লর্ড কর্জ্জনকে বলেন —যাতে সব দিক বজায় থেকে একটা মিট্‌মাট হয়ে যায়

কমল। ঠিক ঠিক—তার পর এখানে একান্ত না হয়, শেষ, আশা তো নাই; বিলেতে চেষ্টা করে দেখা যাবে।

পিয়ারী সে হরেণ বাবুকেই যেতে হবে

হরেণ আমায় মাপ করবেন আর আমি ও সব পেরে উঠছিনি সিমলায় ডেপুটেশন পাঠাবার কথা বল্‌ছিলেন, But so far as I can understand, we will get a slap that's all

বিজয় তা তো হতেই পারে তবে মনে করুন, কিক্ খাচ্চি তার উপর আর একটা স্ল্যাপ হবে মনে করুন, এতে আর কি ?

রঙ্গ দেখুন আমি আপনাদের কমিশনার নয়, সামান্য ব্যক্তি হেসে খেলে বেড়াই, তবে আমার স্বল্প বুদ্ধিতে যা আসে, তাই বলি—দেখুন, রাজা যে সিণ্ডিকেটারের কথা বল্লেন, এইটী আমাদের বিষম ওয়ান্ট হয়েছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যে কেউ হবেন, সে আশা ছেড়ে দিন The days of Krishna Dass Pal are passed and gone। তবে আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোক অথচ একটু অফিসিয়াল পোজিসন আছে, যাঁর উপর গভর্ণমেণ্টের কনফিডেন্স আছে, হায়ার কোয়ার্টারের সঙ্গে যাঁর একটু টচ্ আছে, এমন কোন জেণ্টেলম্যানকে আমাদের কজ্ নিয়ে গভর্ণমেণ্টের কাছে মিডিয়েট্ করতে রাজী করতে পারি, তা হলে বোধ হয়, একটু কাজ হতে পারে, নচেৎ হরেণ বাবু যা বলছেন স্ল্যাপ—সার্প স্মার্ট—অ্যাণ্ড সলিড্।

বিজয় রঙ্গলাল বাবু, আপনি কি কাউকে মিন করে বলছেন ?

রঙ্গ যা করে বলি, সে কথা নয়,—এই আমার কনভিক্সান্, আর আপনি জানতে ইচ্ছা করেন, পরে এক সময় বলবো

ভূত তা বাপু, অমন অফিসিয়াল টফিসিয়াল নিয়ে যা হয় কর গে, আমায় বাপু আর জড়িও না, আমি আর তোমাদের এ সব মিটীং ফিটিংএ নেই, তবে কিছু টাকা দিতে বললে দিতেম

কমল সে কি মশাই ? এই তো সবে সুরু একটা কাজের মতন কাজ হয়েছে, এখনও ঢের বাকী এনার্জিই বলুন আর এক্সপেন্সই বলুন, এখন থেকেই আরম্ভ হবে খাটনি খরচা দু'য়েরই সময় এই পড়লো

ভূত আমরা বুড়ো হয়েছি, এখন আর খাটতে পারি ? তোমরাই সব কর আর খরচা যে রাজা আছেন

হরেণ সার্টেন্‌লি সার্টেন্‌লি, ফিজ্ নেম উইল গো ডাউন টু পষ্টেরিটি

বিজয় দেখুন, আমায় যখন যা বলেছেন দিয়েছি, করেছি—আবার বলেন

রঙ্গ সার্টেন্‌লি নট্। দি কজ ইজ এ্যাজ মাচ্ আওয়ার্স এ্যাজ্ হিজ্, সকলেরই এতে স্বার্থ, বিপদ হলে সকলেরই মাথায় তা পড়বে আপনারা এক নিজামকে দিয়েই যে মাথা কিনেছেন এমন কিছু কথা নয় অবশ্য রাজার তুলনায় কম হতে পারে, কিন্তু সকলেরই তো কিছু আছে, সকলেই নিজের নিজের পকেট থেকে যথাসাধ্য দিন অলরেডি রাজার উপর ঢের টাকা চড় হয়েছে

হরেণ। তা আপনারা দেবেন, আমি গরিব বাহ্মণ

নেপেন বটে এবার আমরা আপনার ঠেঙ্গে রীতিমত আদায়—

কমল না না না, উনি কাউন্সিলে আমাদের জন্য যা করেছেন, তাই যথেষ্ট

নেপেন কোয়াইট ট্রু, সে কথা কে অস্বীকার করবে ?

হরেণ বলি, বাজে কথাই হচ্ছে, রেজোলিউসনগুলো কি তা ঠিক হলো না ?

খগেন আমার বোধ হয় যে, সাব্জেক্ট

ডিগনিটী মেণ্টেন করা মন্দ নয় অথচ একটু বেশ কন্‌স্টীটিউসন্যাল এ্যাজিটেসন্ চলুক্

পিয়ারী ও মশাই—ও মশাই শুনছেন? ইনি বলছেন, সেই বটকৃষ্ণ আশ নাকি ফর্টি-এইট হবার চেষ্টা করছে

ভূত কে? সেই ছোঁড়া? যার মুখে ইংরেজীর ছুঁচোবাজী খেলে? আমাদের বিজ্ঞাইন দেওয়াবার জন্যে যার মাথা ব্যথা পড়েছিল?

কমল ছেড়ে দিন্, ছেড়ে দিন তার কথা, সে একটা ফুল, গাড়ীভাড়াও হয় না বলে কোর্টে যায় না ঐ এক ছেলেদের হুজুকে সস্তা করে, খবরের কাগজে কনস্প্রেন্স লিখে বহ্বাড়ম্বর করে বেড়ায়

রমেশ এ কিছুই হচ্ছে না, এই যে এত বড় কাজ হলো যাতে লোকের উচিত ডেমি-গড্‌স্ বলে——

খগেন আমি বলি, আজকে সবাই টায়ার্ড, কাল কি পরশু একটা কন্‌ফারেন্স করা যাক, তাইতে সব ঠিক করা যাবে

সকলে সেই বেশ—সেই বেশ

নেপেন। রাজা কি বলেন?

বিজয়। এ মন্দ কথা নয়, মনে করুন, কি জানেন? যাঁদের বড় মনে করেছেন, সে সব কোয়ার্টার বিশেষ কোন আশা নাই অবশ্য মনে করুন, তাঁরা আমাদের এগেনষ্টে হবেন না তাঁদের আমরা অবশ্য মান্য করি, কিন্তু মনে করুন, তাঁরা উইদ্ রাদার বিমেন্ এ্যালুফ্ তবে আমায় তো বুঝেছেন যে, প্যাব্লিক গুডের জন্য যা আবশ্যক, আমি করবো, মনে করুন, এর জন্যে যদি আমার সর্ব্বস্ব যায়,—আর কান্ট্রীর ভাল হয়—

রজ রাজা, পারমিট মি প্লিজ্, এই যে আমাদের আটাশজন ডিস্‌টীংগুইস্‌ড্ কমিশনারস্ শুধু কমিশনার বলি কেন, এঁদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের সোস ইটীর ইন্টেলেকচুয়্যাল লিডার্স, এঁরা যে আজ এত বড় একটা নোবল একজাম্‌পল দেখিয়েছেন, এর জন্য সফিসিয়্যান্টলি গ্রেটফুল হতে, কি এনাফ্ থ্যাঙ্কস্ দিতে আমরা পারি না দেয়ার ডিড্‌স্ উইল্ বি রেকর্‌ডেড ইন লেটারস্ অব্ গোল্ড অন্ দি হিষ্টোরিক্যাল পেজেস্ অব্ পষ্টেরিটী! কি এই মহানুভব যুবক দিস্ ওয়ার্দি সাবন্ অফ্ অ্যান্ এন্‌সেন্ট নোবল্‌ফেমিলী আপনার সমূহ আর্থিক লৌকিক ও সামাজিক ক্ষতি স্বীকার করে, নানাবিধ সমুজ্জ্বল প্রলোভনের উপর প্রলোভনের লোভ সংবরণ করে দেশের জন্য নগরবাসিদের জন্য আপনাকে তাঁদের সঙ্গে আইডেন্‌টীফাই করেছেন, পদ সম্পদ সামাজিক গৌরব নানাসলভ্য স্বার্থ দেশের জন্য বিসর্জ্জন দিতে বসেছেন তা দেখে আমি চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়েছি। তাঁর প্রশংসাবাদের বচন আর আর অভিধানে কুলায় না বয়োজ্যেষ্ঠ দীন আমি এই মাত্র বলি যে,—সুখে স্বাস্থ্যে, সম্পদে, সন্তোষে গৌরবে গরিমায় নবীন রাজা দীর্ঘজীবী হউন্

সকলে ব্রাভো—ব্র্যাভো! থ্রি চিয়ার্স ফর্ আওয়ার ইয়ং নোবল্ রাজা, এ্যাণ্ড থ্রি চিয়ার্স মোর ফর্ আওয়ার সাক্‌সেস্ উইথ্ দি বিনাইন্ গভর্ণমেণ্ট

বিজয় এ্যাণ্ড থ্রি টাইমস থ্রি চিয়ার্স মোর ফর্ আওয়ার ব্রেভ নোবল্ এ্যাণ্ড অন্‌সেলফিস্ এক্স-কমিশনার্স! রজলাল বাবু, মাই থ্যাঙ্কস্ আর অলসো ডিউ টু ইউ—

[সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

রাজপথ—রাইটার্স বিল্ডিং

বটকৃষ্ণ।

বট লেডিস এ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন। আপনারা সকলে ঐক্যতান হয়েছেন, আর বিলম্ব নয়—দ্রুতগতি—এই দেশহিতৈষী নিঃস্বার্থপর বীরকে ভোট সম্প্রদান করুন কৈ—কৈ, কেউ নেই সিটীজেন্ যে কাকেও দেখতে পাচ্ছিনে, ঐ যে দু'চার জন আসছে না? মশাই—মশাই, আসুন, একটা ভারী দরকারি সংবাদ

(তিনজন চাষার প্রবেশ)

এয়েছ—বেশ বেশ, Romans! না না Bengalians Friends! Foes and countrymen and women! I come to bury the resigned commissioners,—and not to praise them Country men help me to hollow a ground that therein I may insert all the noble and honorable men of my country! Former Commissioners used to call this land of Van de man's their mother country, but a more preposterous patriot your honorable servant call Calcutta his GRAND-MATHER COUNTRY Now who is the greater fool,—I mean Who of the Two;—

১ম চাষা বলি হ্যাগ বাবু, মাথায় গামছা জড়িয়েছ—তুমিই জড়িয়েছ, আমরা চাষা লোক, খেটে খেয়ে বাঁচি, ডেকে অত ইঞ্জিরী করে গালাগালাট কেন দিলে বল দেখি? ইস্, ভারী ভদ্দরলোক।

বট পদিব সিগণ।

ছিরু আরে বাপ বাপ পলে বাসি তুমিও খাও আমিও খাই

বট ছি ছি খাওয়ার কথা নয় আমায ভোট দাও, ভোট দাও, বড় সুযোগ, বুঝছো না? বিজাইন দেওয়াবার জন্য এক-মাস হাটাহাটি করেছি, তোমাদের লাইসেন আছে, ভোট আছে, আমায় দাও?

ধীরে ও কি ব'লচে রে?

১ম চাষা ছিরু বুঝেছি রে, ভদ্দর-লোকের ছেলের উপর গিছে রেগেছিলেম পড়ে শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেছে রে; কল থেকে গামছা'খান ভিজিয়ে নিয়ে আয়, মাথায় দে মাথায় দে

ধীরে আনছি

[প্রস্থান

১ম চাষা ও ধেরো বাবুর মাথা থেকে গামছাটা খুলে দে, নে বট করে (খুলিতে উদ্যত)

বট কি। কি গামছা। খোল কেন? মাই লিগাল ভিয়োস। এডিটোরিয়াল এন-সাইন

১ম চাষা আরে, বাবুর কি জ্ঞান আছে? খুলে নে হিঁচড়ে দে জল মাথায় আহা হা, ভদ্দরলোকের ছেলে, বাপ মায়ে দেখে না, এই রকম করে রাস্তায় ছেড়ে দেয়।

(জল লইয়া দ্বিতীয় চাষার প্রবেশ)

ছিরু নাও মামা, একটা কলসী পেয়েছি, তুমি ধর, আমি ঢালি।

বট আরে, জল ঢাল্লে কি? আমার কোট ভিজে যাবে এ কি টি অন (Freemen) টি জন পুলিস, পুলিস! সেল্প হেল্পেটি মর্ট মারা পড়ে, পেটিয়ট মারা পড়ে—

[সকলের প্রস্থান

(মহিলাগণের প্রবেশ)

(৫৩)

নয় তো এক মানের দাম
মানের মাথা তাতে দিয়ে আঁকা বাক
নামের আশ
বেঁচে থাক কালীনাথ, আছে বটে আছে ধাত,
জাত না তুলে পাত গুটুলে ছেড়ে কমিশানী
চাষ
চারিদিকে যশের গন্ধ, বন্দনীয় সুরেন বন্দ্যো ,
কৌন্সিলে করিবে দ্বন্দ্ব বিলটী যাতে না হয়
পাশ
বসু বংশে পশুপতি, চোখে দেখে দেশের ক্ষতি,
হৃষ্ট মনে ভূপেন সনে বুঝিয়ে নিলে খোঁড়ার
বাশ
বিদ্যাবলে বলীয়ান, হ'ল নগেন আগুয়ান,
চণ্ডী চলে সিংহবলে তারি পাশে পাশ
দেখে সকল আশ লীন, জানকী নলিন
ছিঁড়ে ঘোর ফাঁস ভোর হলেন বাহিরে
বিকাশ
দর্পণে অর্পণ কায়, বীরেন্দ্র নরেন্দ্র হায়,
দেখে স্বাধীনতা যায় হলেন হতাশ
সৈয়দকুলে সে নামজাদা,
মৌলবী সামসুল হুদা ,
মর্ম্ম বুঝে কর্ম্মে জুদা প্রাণেতে উদাস
দেবী, রাজ, বিনোদ সদাশয়,
কান্তি, জ্যোতি, অমৃত, অক্ষয়,
মন্মথ, মোহিনী, যোগা, তারণ সুরেন দাস
লালবিহারী, মণিলাল, ছিরু, রাধাচরণ পাল,
কাটাইয়ে মায়াজাল জোরে-জারে কাটালেন
পাশ

দেখে ধবল সুরেন রায় সঙ্গে সঙ্গে দিলেন সায়,
তবে অসময় বাময়য পাশ দিয়ে তাস ;
রঙের খেলায় ভালা পেলে উপহাস
যাক যাক যে যাক সে যাক,
আজ ভাল কটী সুখে থাক ,—
সাবাস সাবাস বলি সাবাস আটাশ

পট-পরিবর্ত্তন।

সুসজ্জিত তোরণ

সমাপ্তি সঙ্গীত

(অভিনেত্রীগণ)

ছুটো হেসে হেসে হাসিয়ে দেব
এইটুকু সাধ আজ
গানটান গেয়ে ফণ্ দেখাব
নাইকো মনে ঝাঁজ
পাঁচজনার নাচন দেখে প্রাণটা ওঠে নেচে,
(তাই) হাসি ছড়াতে খুসী বাড়াতে মনটা
আসে যেচে
তুষ্ট করতে কষ্ট কার কষ্ট হয়ে
দিও না ভাই লাজ
ঘটনার মিষ্ট বটনা নট নটীর কাজ
আমাদের কেউ নয়কো পর,
তোমরা সবাই মান্যবর ,
তবে অই আটাশে হেসে হেসে
পরাই বীরের তাজ
দেখো ভাই ঠিকটী থেক,
মানটী রেখে বদলোনাক ধাঁজ ,
যে মন্দ ভেবে মন্দ করে
তার মাথায় পড়ুক বাজ

যবনিকা-পতন

গীতিরত্নোক্ত স্ত্রী-পুরুষগণ ।

স্ত্রীগণ ।

ৃণালিনী মিত্র	..	হাইকোর্টের উকীল
কামিনীসুন্দরী মিত্র	...	মৃণালিনীর মধ্যমজাও
বসন্তকুমারী মিত্র	..	ঐ কনিষ্ঠজাও
সারদাসুন্দরী মিত্র		ঐ ননদ
নীরদাসুন্দরী মিত্র		ঐ সম্পর্কীয় ননদ
মুক্তকেশী বসু		হুগলী জজকোর্টের সেরেস্তাদার
সরসীবালা ভঞ্জ	.	মুক্তকেশীর কন্যা
অনঙ্গমঞ্জরী গুহ	..	ঢাকা গেজেটের সম্পাদিক
শিতস্মিনী ভট্টাচার্য্য		ভলেণ্টীয়ার সৈন্যের কর্ণেল
হীরামণি		
...নীবালা বিদ্যালঙ্কার		
ডাক্তার জি, বি, লাহিড়ী		
...রাজমোহিনী সেন		

ঘটক, মাষ্টার, নিমন্ত্রিত স্ত্রীগণ, পাতখোলাওয়ালা, ভলেণ্টীয়ার সৈন্যগণ, ভৃত্য ইত্যাদি

পুরুষগণ

বিশ্বম্ভর	..	মৃণালিনীর কান্ত
রাধিক	.	কামিনীসুন্দরীর কান্ত
শ্রীরাম	..	বসন্তের কান্ত
জ্যাঠা	.	মৃণালিনীর জ্যেষ্ঠ-শ্বশুর
মাধব		

গোয়াল, পাতখোলাওয়ালা, পুরুষগণ, উড়িয়াগণ, ভৃত্য ইত্যাদি

তাজ্জব ব্যাপার !

শ্রীভিক্ষুক

প্রস্তাবনা

বঙ্গনারীগণ (গীত)

ফাটকে আটক রব না
আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা
বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে,
দিয়েছ শেকল কেটে,
এখন গেটের বাইরে পা দিয়েছি
দখল কর জেনানা
অমনি সব কলেজে যাব নলেজ পাব,
টপ্পা গেয়ে করবো সুখে বাবুয়ানা -
এখন তোমরা কুটনো কেটে বাটনা বাটো,
দাও না পৈপুজোর আলপনা
আমরা সব ছাড়ব শাড়ি রাখব দাড়ি
গাড়ী চড়ে আনাগোনা
(গুণপনা) গাড়ী চড়ে আনাগোনা
ছাড়্‌ব না আড়-নয়ন আর মোহন বেণী
ঐটা নারীর নিশানা ;-
(গুণপুরুষ) ঐটা নারীর নিশানা
প্রেমের বন্ধনে রইব অনেক তুচ্ছ কর
গিন্নীপনা।

প্রথম দৃশ্য

বিবাহসভা

(কন্যা, কন্যা যাত্রী, বর-যাত্রী প্রভৃতি উপস্থিত)

নাপিতনী। ওগো কনে এই গুপুরিটে কেটে দিন

ঘটকী। কাট কাট, গুপুরিটে কেটে ফেল, সাবধানে জাঁতি ধরো, যেন হাত কেটো না

ক্ষীরদা। ছি ছি ছি ছি, কনে এঁটো গুপুরি কাটলে, ছোটদাদা ঐ গুপুরিটে গালে করেছিল

নীরদা। ও কনে আমাদের ঢেলা ফেলার টাকা দাও, চুপ করে রয়েছ কেন, দাও না।

ক্ষীরদা। নারে? তুই তো ভারি জ্যাঠা, কনেকে তাক্ত কচ্ছিস কেন? চুপ করে বোস না।

নীরদা। ঢেলা-ফেলার টাকা চাব না? বে হয়ে গেলে ফাঁকি দেবে, তখন তুই দিবি?

ক্ষীরদা। ঢেলা-ফেলার টাকা নেবার তুই কে? আমরা বাড়ীর মেয়ে আমাদের কি ঢেলা ফেলা দেয়?

নীরদা। না, দেয় না বুঝি, তুই তো বড় জানিস।

ক্ষীরদ ন, তুই বড জানিস মস্ত বড় হয়েছিস কি না কনে, তুমি ওর কথা শুন না ভাই ওটা ঐ বকম যার তার সঙ্গে দুষ্টুমী করে, তুমি ভাই আমার সঙ্গে কথা কও আমার সঙ্গে তোমার ভাব

নীরদা আচ্ছা আচ্ছা, ক্ষীর, তুই থাম্, আমার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিস, নেমন্তন্নে মেয়েরা আসুক, তোকে দেখে নেব

ক্ষীরদ হাঃ হাঃ হাঃ। তুই আমায় দেখে নিবি তুই আমায় একজামিন কববি হাঃ হাঃ হাঃ।

(কামিনী ও মৃণালিনীর প্রবেশ)

কামিনী ওবে একবাবে বেশী কবে গোটাকতক হুঁকে এখানে দে যা না

ঘটকী। আসুন বড়বৌঠাকরুণ, দাড়িয়ে রইলেন কেন? সভায় বসুন, এঁরা যে আপনার সঙ্গে আলাপ কবব র জন্য ব্যস্ত হয়েছেন

মৃণা এই যে বসি এই

(মুক্তকেশী ও সবসীবালার প্রবেশ)

ঘটকী আসতে আজ্ঞা হয়, আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন আসুন, বসতে আজ্ঞা হয়, আপনাদের দেরী হল যে?

মুক্ত আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে এলেম, তাইতে একটু দেরী হলো, পরে আসতে হলো

মৃণ বসুন বসুন।

ঘটকী ইনি হচ্ছেন কনের মাসী.

মৃণা আপনার নাম?

মুক্ত শ্রীমুক্তকেশী বক্সী

মৃণা বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?

ঘটকী ভারী হাকিমী কাজ, আপনার কি হুগলীতে যাওয়া আসা নেই? উনি সেথ নকার জজ কোর্টের সেরেস্তাদার

মুক্ত। আপনার নামটী কি?

মৃণ শ্রীমৃণালিনী মিত্র আমি তা হাইকোর্টের আপিলেট সাইডে ওকালতী করি

মুক্ত বেশ বেশ এই সঙ্গে আলাপ হলো বড সন্তুষ্ট হলেম, মামলা-মোকদ্দমার জন্যে যদি কখনও হুগলীতে যাওয়া হয়, অনুগ্রহ করে আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেবেন

ঘটকী ও দেবেন না কুটুম্ব হলেন, উনি হচ্ছেন বরের বড ভাজ সংসারের কর্ত্তাই উনি

মৃণা। ঐটী আপনার কন্যা?

মুক্ত হুঁ

মৃণা কি নাম ভাই তোমার?

সরসী শ্রীসরসীবালা গুপ্ত

মৃণা পড়াশুনা হচ্ছে কোথায়?

সরসী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ, থার্ড ইয়ার

মৃণা তবে এইবারে ফাইন্যাল এক্জামিন্?

মুক্ত হুঁ, এইবারেতেই একজামিন্ দেবার কথ, সব ঠিক ক'মাস ধরে মেহনৎ করে সারারাত জেগে পড়ে, তা অদৃষ্ট দোষে অন্তঃসত্ত্ব হয়ে পড়েছে একজামিনের সময় আসতে আসতে ছ'মাস পার হয়ে যাবে, আর এ বছর কি একজামিন দিতে পারবে?

সরসী মা ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু আমার বোধ হয়, একজামিন্ দিতে পারবো। আমার বিয়েন ভাল, এনট্রেন্স যখন দিই, তখন আমার তখন দশমাস, শেষ একজামিনের দিনেই ব্যথ হলো

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

মৃণা কি রে, তুই বাইরে কেন রে?

ভৃত্য (মেয়েলী সুরে) আপনি একবার বাড়ীর ভেতরে আসুন, বড় বাবু কি একটা বলবেন

মৃণা এখন আবার কি দরকার? যাচ্ছি যা, মশাই বসুন, আমি আসছি

[মৃণালিনী ও ভৃত্যের প্রস্থান

ক্ষীরদা ও কনে। কথা কচ্ছ না যে? তোমার নাম কি বল না, হাসছ যে নাম বলতে পার না?

কনে। তোমার নাম কি বল দেখি আগে?

ক্ষীরদা আমার নাম শ্রীক্ষীরদাসুন্দরী মিত্র, আমার মার নাম উদুর্গেশনন্দিনী মিত্র

কনে কি পড়?

ক্ষীরদা রয়েল রিডার নম্বর ফোর্থ, গ্রামার্স গ্রামার, প্রথমুকুন্দ তুমি কি পড়?

কনে আর এখন পড়ি না, চাকরী করি

ক্ষীরদা কোথ চাকরী কর?

কনে। হাবড়া পুলিসের হেড কনেষ্টবল

ক্ষীর . কনেষ্টবল। কনেষ্টবল মানে তে—পা—পা—পাহারাওয়ালা—তুমি পাহ-রাওয়ালা? হুও। ছোটদাদার পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে হবে।

নীরদা ক্ষীর তো ভারী চালাকী কচ্ছিস; পড়াশুনার লড়াই করবি, আমার সঙ্গে লাগ্ না

ক্ষীরদা তুই তো থার্ড বুক পড়িস্, তুই আমার সঙ্গে পারবি? আমি জিওমেট্রি ধরেছি .তুই তা জানিস? বল দেখিন, টু ডেস্ক্রাইব অ্যান্ ইকুইল্যাটারাল্ ট্রায়াঙ্গেল অপন্ এ গিভ্ন্ ফাইনাইট ষ্ট্রেট্ লাইন, (To describe an equilateral triangle upon a given finite straight line) কেমন করে প্রুভ্ কত্তে হয়, বল দেখিন?

নীরদা, উঃ ভারী তো জিজ্ঞেস কল্লি। চট করে বল দেখি, 'আমি হই উপরে' ইংরিজীতে কি হবে?

কামিনী আরে ছুঁড়ীগুলো তো বড় গোল কত্তে আরম্ভ কল্লে

ঘটকী করুক করুক, বিবাহসভায় ও চিরপদ্ধতি আছে বরা ঠাকরুণের সঙ্গে আমাদের মেজবৌ মহাশয়ের বুঝি এখনও আলাপ হয়নি, ইনি হচ্ছেন পাত্রীর মেজ ভাজ

মুক্ত বটে বটে। আপনার নাম?

কামিনী শ্রীকামিনীসুন্দরী মিত্র

মুক্ত যার বিবাহ হচ্ছে এইটী আপনার সব ছোট দ্যাওর?

কামিনী। হাঁ

ঘটকী শুভকর্ম্ম হয়ে যাক, তার পর একবার ছেলে দেখবেন, যেমন রূপ, তেমনি গুণ, এই বয়সে গেরস্থালীর হেন কাজটী নেই যে জানে না আবার শুনেছি নাকি এঁরা একটু পড়তে শুনতে শিখিয়েছেন

মুক্ত বটে, বেশ বেশ।

কামিনী আচ্ছা বরা ঠাকরুণ, পুরুষ-দের লেখাপড়া সম্বন্ধে আপনার কি মত?

মুক্ত। আমার মতে একটু আধটু শিখলে হানি নাই কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি কিছু নয়, তাতে সংসারের ক্ষতি হয়, শুনেছি সে-কালেও কোন কোন পুরুষ লেখাপড়া শিখেছিল

কামিনী তার প্রমাণ আছে এমন কি, কোন কোন পুরুষ বই পর্য্যন্ত লিখেছেন; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র—

মুক্ত বিদ্যাসাগর স্ত্রী কি পুরুষ ছিলেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, এসিয়াটিক্ সোসা-ইটীতে তাঁর যে ছবি আছে, তা দেখলে বোধ হয় যে, যদিও তিনি অনেকটা পুরুষের মতন কাপড় পরতেন বটে, তবুও তিনি

স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁর গোঁফ দাড়ি কিছুই নাই

সরসী বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যা বলছিলেন, যদিও তিনি নিজে একটু আধটু পড়তে শিখে ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখা দেখলে বোধ হয় যে, তিনি পুরুষের লেখাপড়ার উপর চটা ছিলেন, তাঁর বইয়ে পুরুষ ঘোড়ায় চড়ে, লড়াই করে, মেয়েরা বাঁধে পুরুষের জন্যে কাঁদে, এই রকম ঠাট্টা করে লেখা আছে

মুক্ত আপনাদের কলকেতায় বাস কদ্দিন ?

কামিনী অনেক দিন হ'ল আমার দিদিশাশুড়ীর দিদিশাশুড়ী এসে এখানে বাস করেন

ঘটকী হুঁ হাঁ, ওঁর অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ শাশুড়ী—আমায় জিজ্ঞেস করুন,বর্গী ঠাকরুণ আমায় জিজ্ঞেস করুন, বড় বনিয়াদি ঘর, ওঁদের কুলুজি আমার কণ্ঠস্থ তারামণি মিত্র, তস্য জ্যেষ্ঠা বধূ শ্যামাসুন্দরী মিত্র, তস্য জ্যেষ্ঠা বধূ মঙ্গলাসুন্দরী মিত্র, তিনিই আঁটপুর থেকে নিমকির দারোগা হয়ে কলকেতায় এসে বাস করেন, তস্য জ্যেষ্ঠা বধূ জগৎতারিণী মিত্র, বিলেত জানিত ব্যক্তি, সদর আলা ছিলেন, তার দুই সংসার, ছোটটীকেও বাড়ীতে এনে নিজের কাছে রেখেই প্রতিপালন করেন, একটী হতেও সন্তান হয় নাই, তাঁর কনিষ্ঠা স্ত্রী নিস্তারিণী মিত্র,জ্যেষ্ঠা বধূ হেমাঙ্গিনী মিত্রকে রেখে কাশী প্রাপ্ত হন, তাঁর জ্যেষ্ঠা বধূ সরোজিনী মিত্র; তাঁর বধূ—

(মৃণালিনীর প্রবেশ)

এই দেদীপ্যমান সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান মৃণালিনী মিত্র, হাইকোর্টের উকীল, কবে জজ হয়ে বেরো'বেন।

মৃণ পুরুতঠাকরুণ বলছেন, ঠিক লগ্ন হয়েছে, আপনার অনুমতি হলেই বরের পাত্রীস্থ করা যায়

সরসী হুঁ হুঁ, শুভকর্ম্মে বিলম্ব কি ?

মৃণা তবে পাত্রে বর নিয়ে যাওয়া যাক, পাত্রিন কোথায় ?

পাত্রিনী এই যে আমি ঠিক আছি

কামিন কনের জুতো দাও, কনের জুতো দাও

ঘটকী ওগো বেটাছেলেরা, বাড়ীর ভেতরে একবার শাঁকটা বাজাও না গো

কামিন (নিমন্ত্রিতাগণকে) অনুমতি আজ্ঞা হয়, বৈঠকখানায় চলুন

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর—দরদালান

(দাবিক, শ্রীরাম ও মাধব)

মাধব বড়দাদা কি কচ্চে ?

দাবিক হুঁ ই আমলা খাটছে

শ্রীরাম। বড়দাদার ভাই খুব গতর, এই বজ্জির কাজটা বলতে গেলে একলাই কচ্চে, আমার তো পোড়া শরীর, চাড্ডি ধনে বেটে দিয়েই নড়া দুটো টাটিয়েছে, গাল নাড়তে পাচ্চিনি

দাবিক বড়দাদা না থাকলে এ সংসার এক দিন চলে। গতরে না হয় দু'একখানা কয়ুম, কিন্তু অমন গুছোনটী কেউ আর গুছুতে পারবে না, তার ওপর জ্যাঠামশায়ের ভাঁড়ার থেকে জিনিস বার করে দেবার তো ঐ ছিরি, একটা মাছ সাঁতলাবার তেল পঁচ পলা করে দু বারে দেবেন

শ্রীরাম আর তার ওপর দাদার মুখে কথাটী নেই, সদাই হাসি মুখ; এক এক সময় জ্যাঠামশায় গঞ্জনা কি কম দেন

মাধব যাক্ গে, চল ভাই হাতাহাতি করে পানগুলো সেজে নিই গে, তার পর একটু পরিষ্কার ঝরিষ্কার হয়ে নিতে হবে তো, এখনই বরণ-টরণ কত্তে হবে

শ্রীরাম আমি যে ভাই কি করে বাসর জাগবো তাই ভাবছি, ও এবার বাপের বাড়ী যাওয়া অবধি কি যে পোড়া ঘুম হয়েছে, যবে সন্ধ্যাটী দেবার পর থেকেই চোখ যেন ঢুলে আসে, ছোট ছেলেটা এত কাঁদে, আমার সাড়াও থাকে না

দ্বারিক শুনেছি, কনে বড় রসিক, জিদ্ করে ধরে বসবো, গানটান গাইয়ে তবে ছাড়বো

শ্রীরাম আমি ভাই ছেলে ঘুম পাড়া-বার নাম করে একটু ঘুমিয়ে নেব, খানিক রাত্তিরে মেজদা আমায় ডেকো

দ্বারিক মাধবের তো ঘুম পাবে না?

মাধব পোড়া! এমনিতেই যার সারা রাত্তির ঘুম হয় না, ও সেই অত রাত্তিরে আসে, তার পর খাবার টাবার দিতে শুতে আর রাত কতটুকু থাকে?

দ্বারিক বড়দা'কে ভাই আজ ধরে বেঁধে বাসরে বসাতে হবে

মাধব। তিনি বসবেন না, আবার তার ওপর বড়বৌ ঠাকরুণের শরীর অসুখ, রাত জাগা সয় না, তিনি হয় তো বের হয়ে গেলেই বাড়ীর ভেতর এসে শোবেন

(গোয়ালার প্রবেশ)

(গীত)

বাঁটের মুখের খাঁটী দুধ কে নিবি তা বল
সের-করা আধাআধি থাকি কলের জল ॥
মাইরি বলছি ভাই, আমার ভগলপুরে গাই,
গইলে বাধ কইলে বাছুর এক বিঘেনের ফল
টাকাতে ছ' সের, দিচ্ছি এই ঢের
খেঁড়ো গাইয়ের গাঢ় দুধে গায়ে বাড়ে বল।
দুধ চড়ালে কড়ায়, ননী আপনি পড়ায়,
এক বলকে, চলকে ওঠে যেন যৌবন ঢলঢল

গোয়ালা কোথা গো কর্ম্মবাড়ীর লোকেরা, দুধ নাও

মাধব ঘোষের পো যে, ঘোষের পো যে! ঘোষের-পো না হলে বাড়ী জমকায় না।

শ্রীরাম ইস্, ঘোষের পোর বাব হ'ল, তবু বাঁচলেম

গোয়ালা হাঁগা দাদাবাবুরা, তোমাদের কি রকম বিবেচনা, এমন সময় আমি তিন সের দুধ পাই কোথায় বল দেখি?

দ্বারিক বলি, এখন এনেছ তো, বাড়ীতে পাঁচজন কুটুম্ব ছেলে পিলে নিয়ে এসেছে—

গোয়ালা আনবনা কেন, এতো গাই-য়ের দুধ, তোমাদের ঘোষের পো কি না পারে? বল্লে পর, বাঘের দুধ অবধি আনতে পারে

মাধব ঘোষের পো ভাই বড় মজার লোক, আজ ওকে বাসরে রাখতে হবে।

শ্রীরাম হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোষের পো, আর বাড়ী গে কাজ নাই, খাওয়া দাওয়া করে এখানে থাক, আমাদের সঙ্গে বাসর জাগতে হবে।

গোয়ালা থাকবার যো কৈ দাদাবাবু! গিন্নী আজ তিন দিন হ'ল উলুবেড়ের হাটে গিয়েছেন, একটা গাই কিনতে, আজও খবরটী নেই, দুধটুকু মেপে নেবে চল, শীগ্ গির শীগ্ গির ঘরে যাই।

মাধব। আহা থাক না

গোয়ালা না দাদাবাবু, কাল তখন ভোরে আসবো

শ্রীরাম তবে ভাই, আর একটা গান শুনিয়ে যা, মাথা খাস্‌

গোয়ালা সেজদাদাবাবুর গান শোনা এক বাই।

মাধব গা না গা না আজ আমোদের দিন

গোয়ালা আবার কর্ত্তা এসে পড়বেন

মাধব তিনি এখন কোথা, নত কাজে ব্যস্ত

গোয়ালা নেহাৎ ছাড়বেন না তো শোন

(গীত)

আমার শুধুই কি দুধে চলে
শুধু দুধ হলে খুদ মিলতো কপালে
আমি কত মন্ত্র জানি, কত আপনি বাখানি,
এলোচুলে বাড়লে পরে সদ্য ফল ফলে
আমি না থাকলে পরে,
কোন্‌ নারী বা চাকরী করে,
পেটপোড়া কে দেবে তারে বক্ষ করতে ছেলে
যদি পড়ি আমি জল, নারী-ধর কল,
বারমুখো যার প্রাণেশ্বরী পড়ে পদতলে
এইবার তো হ'ল, দুধ মেপে নেবে চল

সকলে এস, এস

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ছাঁদনাতলা।

(বিশ্বম্ভর, জ্যাঠা, কুটুম্বগণ ও নাপ্তিনী)

বিশ্ব ও দাদামশাই, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সনাতন কি জানে শোনে, তুমি এসে দেখিয়ে শুনিয়ে দাও

জ্যাঠা বিশ্বম্ভর কি জ্বালা হ'ল, [illegible] গিয়েছেন, আমার কি শুভকর্ম্মের জিনিস ছেঁ[illegible] বার যে আছে?

নাপ্তিনী নাও না গো, বরণ টরণ করে নাও না, কনে কতক্ষণ পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে?

বিশ্ব এরা সব কোথায় গেল, দোয়ারি, শ্রীরাম, মাধব কাকেও যে দেখতে পাচ্ছিনে, হাবে, ও দোয়ারি

(দ্বারিক, শ্রীরাম ও মাধবের প্রবেশ)

দ্বারিক এই যে কাকা, কাপড়টা ছেড়ে এলেম

জ্যাঠা আচ্ছা, তোদের কি কিছু আক্কেল নাই, বরকনে পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, আর তোরা রং করছিস

শ্রীরাম রং আবার কি করছি জ্যাঠামশাই, পানটান সাজলেম, ফুল আর দিলেম, কোন্‌ দিকে কি করবে?

নাপ্তিনী নাও নাও গো, আর গোল করো না, বরণ কর

বিশ্ব সনাতন বরণ কর

দ্বারিক ছোট মামা ও সব কাজ জানে, বরণটা করে ফেল

(বরণ করণ)

শ্রীরাম মেজদা আমিটে যাও

দ্বারিক তুমি দেখ, মাধব যে দাঁড়িয়ে কেন, গো না

সকলে (গীত)

আহা কনে কি নয়না হানে
প্রাণ জরজর মদন-বাণে
ও কেমন চায়, মাথা যে ঘুরে যায়,
আবার লাজুক বড় ঘোমটা টানে।

বড় সেয়না কনে, কত ছলা জানে,
আমার নেয় না মনে
মানা কর, চায় না আমার পানে,—
কচি বর কিছু জানে ?
কনে বুঝি মানা মানে না,
প্রেমে ভাসাবে সই প্রাণের টানে

নাপ্তিনী নাও পিঁড়ে ধর গো, সাতপাক ঘুরিয়ে বর-কনেকে শুভদৃষ্টি করাও ; তোমরা পারবে না, বাইরে থেকে চারজন মেয়েকে ডাকবো ?

শ্রাবিক না, এই আমরাই নিচ্ছি মেয়েদের আর কষ্ট দিয়ে কাজ নাই

নাপ্তিনী নাও তোল. ভগমন্দ লেব থাকতে সরে যাও, গোঁফ পেকে যাবে, মাগের ভ্রুযো হবে। তোমাদের নিত্‌কিত্‌ যা আছে, করে নাও, পিঁড়ি সুদ্ধ বাইরে নিয়ে যেতে হবে

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য ।

রাস্তা

(স্ত্রীলোকগণের আফিস যাইবার বেশে গান)

রাঁধা বাড়া হাড়ীকাড়া ঘুচেছে বালাই
শিকে তোলেছে আগুন নোড়ার মুখে ছাই
আমাদের করে স্বাধীন, মিন্‌ষেরা হ'ল অধীন,
অ্যাফিস থেকে বাড়ী গিয়ে খাটে শুয়ে পা টেপাই।
ব্যাটারা ভাই রাঁধে,
উনুনে ফুঁ পেড়ে অন্ন কাঁদে,
আপনার ফাঁদে আপনি পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে ভাই
আমাদের আর কেবা পায়,
পতি সদা পড়ে পায়,
অবলাদের পক্ষমাত্র দেখ আর গায়ে নাই।

১ম স্ত্রী। আজ কি ট্রামওয়ে বন্ধ না কি ?

২য় স্ত্রী। তাই তো, বড্ড বেলা হ'ল যে, ন'টা বাজে

৩য় স্ত্রী বাড়ুগগে আমার পিসী বড়বাবু !

(নেপথ্যে) পাতখোলা লিবি গো

(পাতখোলাওয়ালা ও পাতখোলাওয়ালীর প্রবেশ ও গীত)

যে পোয়াতী বসবতী খোলা লিবি আয় রে
এমন খোলা বিকিয়ে গেলে,
মেলা হবে দায় রে
আমার আপন হাতে গড়
পোড়ে পোড়া পরম কড়,
দরেতে নয়কো চড়া, অমনি পড়ে পায় রে
সোদাগন্ধে মন মাতে,
আবার কুড়বুড়ে ভাতে,
এ পাতখোলা খেলে পরে
পোলা কলে পায় রে।

প ওয়া পাতখোলা লিবি গো ?

১ম স্ত্রী ও রে এদিকে আয়, এদিকে আয়, ক'খানা করে ?

পা, ওয়া পইসায় দশঠো

১ম স্ত্রী দশখানা করে, পনেরখান দিবিনি ?

প ওয়া নেই, বারঠো মিল্‌বে, মন হয় লে-নেই চলি

১ম স্ত্রী দে, আর কি করবো

৩য় স্ত্রী। আমায় এক পয়সার দে-না

পা, ওয়া এই লেও (খোলা দেওন ও পয়সা গ্রহণ) পাতখোলা লিবি গো ?

[পাতখোলাওয়ালা ও পাতখোলাওয়ালীর প্রস্থান।

১ম স্ত্রী তোমারও না কি, ক' মাস ?

৩য় স্ত্রী আম র ভাই সবে তিন মাস ?

১ম স্ত্রী আমার ভাই আর চলে না, সাহেবকে বলেছি ছুটীর কথা পেটের ভেতর ঠেলে ওঠে, বিউলে আদ্ধেক বই মাইনে দেবে না বলেছে, আমাদের যে পাজী আফিস।

৩য় স্ত্রী আমাদের সাহেব কিন্তু ভাই আঁতুড় খরচ পর্য্যন্ত দেয়

১ম স্ত্রী তোমাদের ভাই "বেডি" তাদের কথাই জুদো

৪র্থ স্ত্রী চল চল, গাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐ মোড়ে চল, ফুর্ত্তি করে চল

(গীত)

সকলে —আমরা বেঁধেছি সেই ভেরে
মিনষেরা যব নিকুচ্ছে ঘরে
মেল ভে পড়েছে আজ
সাহেবের ভারী ঝাঁজ,
ও জ সারতে আজ ঘাম যাবে ঝরে
.ম — সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদি পিসী,
তার আওতায় কলম পিষি,
সকলে —সাহেব শালা চোখ রাঙালে,
আঁখি ঠারি বকেয়া চালে,
ঠারা চোখে রাঙা-মুখোর মাথা যায় ঘুরে
২য়।— আমি রেলির সদর মেট,
৩য় —পিট্রোকোচিন পোরায় আমার পেট,
সকলে —
প্রেহেস গুদামে মোদের রেখেছে ভোরে।
৪র্থ — আমার মনিব টেলার বেকার,
৫ম।—থ্যাকার আমার ফর্চুন মেকার,
কয়েকজন।—
মনুটিথ্ রেখেছে ভাই আমাদের ধরে।
৬ষ্ঠ —যা করেন মোর পোষ্ট আফিস,
৭ম।— তুই তো ভাই তিনি শাপিস,
কয়েকজন —
পুলিসে ঢুকেছে ইয়ার এরা তিন চোরে।

সকলে —
ছিলাম অবলা সবল, সহে বিরহ-জ্বালা,
এখন পুরুষ পাতি, ফুরিয়ে ছাতি,
কলম চালাই সজোরে
[সকলের প্রস্থান

(দুইজন উড়ের প্রবেশ)

পরশু মু রহিমিনি, এঁঠ্য রহিমিনি

বিদা কাইকি পরশু ভাই, এতে খপ্পা কাই ? বঙ্গাড়িক আর্শ আউছন্তি, রোজকার করিবি সেউটা জিবি কোউটা ?

পরশু মতে যেতে কৌউ বিদা, কল্‌কত্তা মু রহিমিনি, মু বিহানরু জহাজ চড়িকিড়ি জাজপুর জিব। এ স্বপন শড়া কেঁউটা গিলা—এ স্বপনা ভাই—স্বপনা ভাই—ই—

(নেপথ্যে স্বপন) ই হ ই-ই

পরশু আরে এঁঠো আসো, অ রে এঁঠো আসো

(স্বপনার প্রবেশ)

স্বপনা কাইকি ডাকচু পরশু ভাই ?

পরশু কঁড় র বিধিলা, আজপু। জিবনি ?

স্বপনা জিবিনি কাই ?

পরশু মুগা খণ্ড দিখণ্ড যে খিলা বাধি দেউছি ?

স্বপনা হ—হ

পরশু। যজা কর যজা কর, জয় প্রভু জগড়নাথ।

স্বপনা টিকা ঠারি যা—মথা আউছন্তি, সাথ জিব

পরশু। ধাঁকিড়ি দেউ—ধাঁকিড়ি দেউ, হাঁক দে -হাক দে।

স্বপনা এ মথা ভাই—মথা ভাই।

(নেপথ্যে মথা।) উ-উ-উ-উ ঠার—ঠার, আউছি

(মধার প্রবেশ)

মধা । অবধা৬ পবশু ভাই

পবশু অবধ ৬, খাশ জিব ?

মধ । দেখছণ্ডিনি, দুগাপটুটা ঠিক করি দেউছি, পাঁচ তঙ্কা জহাজ ভড়া দেউছি, বাপে বাপো, কল্‌কত্ত সহড়কু মনুষ থাড়ে ? মাইকিনি মবদ বনিব, কঁধা কবিব, জড় ভুড়িব, গ্যাসপানি কাম কবিব, আউ মু সব বগা কবিব, গোড় বড়া লোকগুণা নবব, ওড় পড়া, কল্‌কত্ত ছোড়ি ধড়া

বিদা । এ পবশু ওড় বেতে ওড়িয়াকে পাগড় করুছি

পবশু বিদ —

বিদা পবশু—

পবশু তু মতে শড়া বলিলি কাই ?

বিদা ভল করুছি বলুছি, তু মোব কড় করবি ?

পবশু । বড় বনিম দেখাব ? পণ্ড ঠাকুর কহিকিড়ি তোর জাত বটুটা কবিব

বিদ । তু মোর জাত বটুটা করবি, শড় গে যাড়, মাড়ি পোকাই দিব।

পরশু কি, তু মতে মানিবি, অ সো—

বিদা মারিব না ত কি, আসো শড়া।

পবশু । শড়া তোব তেউড়ি মারিবি তো আসো

বিদা অ সো ন শড়, পড়াইছ কাই ?

পবশু । পড়াব না, তোতে কি মু ডবিমু ? যদি মারিব তো মু কড়ি কি আসো

বিদা শড়ার মোচ মু উখাড়ি দিব —

পবশু । শড়ার মুটী ধড়িকিড়ি—

মধা । এ পহারাবালা ! এ পহারাবালা মাহ ! এ বঙ্গাড়ি পহারাবালা মাহ ! দঙ্গা হইছি দঙ্গা হইছি !

(দুইজন পাণ্ডার প্রবেশ)

এ পণ্ডাঠাকুর আপনাঙ্ক দেখ, এ বিদ পবশু দঙ্গা করুছি

১ম প। আবে দঙ্গা করুছি কাই ?

পবশু অবধাড়ে, গোড লাগুছি।

বিদা অবধাড়, গোড় লাগুছি.

১ম পা জয়, জয়, জয়

পবশু মতে বিদা শড়া, শড়া বলিল

বিদ বলিবিনি, শড় ভণ্ড, যেত্তে উড়িয়াকো পাগড় করুছি, কোউছি এঠারে ঠারলে মাইকিনি মবদ বনিব, মবদ মাইকিনি হব

১ম পা । আবে বিদা, তু শুনানানি, পবশু ঠিক কোউছি শড়া বঙ্গাড়ি যেত্তে মরদ সব মাইকিনি হউছি মাইকিনি আর পলকি চড়িবানি, জগন্নাথ জিবিনি, সব পগড়ি বান্ধিকিড়ি হপিস যাউছি

বিদা হেই অগ্নারামঠাকুর, বলভদ্রঠাকুর ঠিক কোউছি, হেই ?

২য় প । ঠিক ঠিক, জাত জিব পড়া পড়া। ভাগড় ভাগড়

সকলে — (গীত)

ভাগড় ভাগড় হে, ধাঁকুড় কুড়
কুড় কুড় পড়াই পড়াই
বঙ্গাড় দ্যাশড গোড়কু গড় করুছু ভাই
কড় মণ্ডড় পড়ি কিড়ি, পলকি
ছোড়ি চড়ছু গাড়ী,
বঙ্গাড়ি মাইকিনিধা খাই,
কল্‌কেত্তা পকাড় ভাত পড়িগলা ছাই
মাইপো কবব কঁধা, মতে ধরাইব রথ,
ওড়িয়া কবব গধা, উড়েনী সিপাই
কোউটী প্রভু জগন্নাথ,
বঙ্গাড়ি কাড়ি নিল জাত,
টান দেহ ডুব ধরি দ্যাশ চলি যাই॥

পঞ্চম দৃশ্য

সভাগৃহ

(সভ্যাস্ত্রীগণ [illegible])

নলী। পূর্ব্ব বক্তা যাহা বলিলেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও আমি অনুমোদন করিতে পারি না। এখনও আমাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় নাই, কে বলে গোঁফে স্ত্রীলোকের শোভার হানি করে। ভগিনীগণ, মনে কর, যখন আমরা মেডিকেল কলেজে যাই, যখন হাইকোর্টে ওকালতী করিতে যাই, স্কুলে, আফিসে, যেখানে যে যে স্থলে যে যে কার্য্যে যান, সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে গোঁফের আবশ্যক।

সকলে। হিয়ার হিয়ার (Hear Hear)

নলী। অধম পরাধীন অন্তঃপুরবাসী পুরুষগণের গোঁফ আছে, আর আমরা বাহিরে, সভায়, জনতায়, গোঁফ নাই বলিয়া লজ্জা পাই—কি ঘৃণা! কি লজ্জা!

সকলে। শেম! শেম! (Shame! Shame!) (করতালি)

গিরি। চেয়ারউয়োম্যান অ্যাণ্ড লেডিস্ (Chairwoman and Ladies) [illegible] ডাক্তার জি, বি, লাহিরি এল, আর, সি, পি, (G. B. Lahiri, L. R. C. P.) কে যাহা কিছু বলিতে [illegible] সে বলে; যে গোঁফের জন্য [illegible] বিদ্যালঙ্কার এই সুন্দর বক্তৃতা করিলেন, আর আমরা সকলে ব্যস্ত, সেই গোঁফ [illegible] দাড়ি [illegible] (Ox[illegible]) [illegible] টাক [illegible] (hen[illegible]) [illegible] হইলে [illegible] গোঁফ ভাল উঠিতে [illegible], ও সন্তান হওয়া বন্ধ হয়, এ কথা [illegible] সত্য, অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, [illegible], [illegible] ডক্টোর [illegible] করে, [illegible] বিষয় এক্সপেরিমেন্ট (Experiment) করা হউক, আমাদের [illegible] (করতালি)

[illegible] লাহিড়ি যাহা বলিলেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও তাহাতে আমার এক [illegible] আপত্তি আছে। যতদিন পুরুষের [illegible] হওয়া [illegible] বন্ধ না হয়, ততদিন আমাদের সন্তান [illegible] হওয়া উচিত, দাড়ি গোঁফ এবং পুরুষের [illegible] ব্যবহার জন্য আপাততঃ [illegible] মেমোরিয়াল (Memorial) [illegible] স্বাধীনতার জন্য যাহা [illegible], [illegible] পারেন না।—

অনন্ত। [illegible]

যেওবলেন, যে উন্নতি পথে এয়ে ক্রমেঃ ক্রমেঃ অওয়া আবশ্যক, এ কথা অ নি না বলছি ন, কিন্তু তিনি যে কইলেন, আমেরিকাবাসিনী, বড়ই উন্নত আমরা তাগোর পাটেও পারি ন, এ কথায় আমি বাক মানি উন্নতিকল্পে ক বু কত্তা পিছায়ে পবৃছে সত্য, কিন্তু পূর্ববঙ্গের গৌরব এখনও বোর্ত্তমান, আপনারা যদ্যপি আমার ড্যাক-বজেট্ মধ্যে মধ্যে পাঠ কইরে থাকে ব ঝ ব ইবে থ্যাছেন, তা অইলে অবশ্য বধাব মাবেমানুষ ম এ ক'ব'ব পবরো ন যে, স্ত্রীলোকের জন্যই দ্যাহ বিসর্জ্জন কইরে আমি কত ল্যাখছি। আমাগোর ক্যেন মোচ ওঠবা না? মোচের জইন্য আমেরিকায় কি কবার কি আবশ্যক, আমি তে বুঝি না আমি আপন চইক্ষে দ্যাখছি ড্যাব তে চ্যাংড ওঃ। মোচ উঠাইবার লোগে প পিতের খুরো দিং খামকো খামকো খাউরি করে, তামরা বধবন-মহিলারা সইদ্যাপি সেই পথ অবলম্বন করেন, তা অইলে অধ্যবসায় অইলে খাউরি করতে খাউরি করতে অবশ্যই মোচ দেং দিতি পারে (করতালি) আর পুরুষের সন্তান প্রসব—আমি ব নাকে চিচাইয়ে কইতে পারি যে, পূর্ববঙ্গ এ সম্বন্ধে পথ দেখাইব আপাতত যাতদূর আমাগো র আতে আছে তা কেন না ধরি? এই যে এতকাল আমরা মধ্যগোর কাছা আঁটাইয়ে রাখছি, এডা কি বধাব-সম্মত?

সকলে। হিয়ার! হিয়ার! (Hear Hear!)

অনঙ্গ। আমাগোর অন্তঃপুরবাসী ... এডা কি সৈভ্যতা? আমিও সে বাক্যের অনুমোদন করি যে মধ্যগোর কাচ খুলায়ে দ্যান আর তাগোর খ ক চুরি পরান।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার (Hear Hear) (করতালি)

অনঙ্গ। আমার প্রস্তাব অদ্যই বাক্যে বা বয়ান, কার্য্যে ত পরিণত করেন, মধ্যগোর ম যেমানুষের আবরং দেন

সকলে এগ্রিড। এগ্রিড! (Agreed. Agreed)

অনঙ্গ নিরর্থক বাইক্যব্যয় কইরে সোভার সময় নষ্ট করলাম, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব, বিশেষতঃ ড্যাকার গৌরব রইক্ষা করা আমার কৈর্ত্তব্য, এইজন্য সোভাপতি ঠ কুরাণ আর বধাব-মহিল বর্গিগং আমার মার্জ্জনা করবেন (করতালি)

কৃষ্ণা সভ্যাগণ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আদ্য সভাতে বিলম্ব হওয়ায় আমি সেইখান হইতে একবারে সভায় উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং বক্তৃতার জন্য আমি উত্তমরূপ প্রস্তুত নহি, তবে এইমাত্র বলি যে, সুপ্রসিদ্ধ ঢাকা বজেটের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অনঙ্গমঞ্জরী গুহা মহাশয়া যে সুললিত সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিলেন এবং আপনারা সোৎসাহে করতালিধ্বনি দ্বারা তাহার যেরূপ অনুমোদন করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার বোধ হয়, সর্ব্ববাদিসম্মত (করতালি) তিনি যথার্থ বলিয়াছেন যে, পুরুষদের স্ত্রীবেশ পরান নিতান্ত আবশ্যক; আমার বাড়িতেই অদ্য, এইক্ষণে সেই কার্য্য প্রাক্টি-টিকেলি (Practically) আরম্ভ করি

মোদন করি, কেবল একটা এ কথা যে, আমাদেগের বেণী, কর্ণাভরণ ও হাতের বালা ত্যাগ করিব না (করতালি)

অনঙ্গ এ কথায় আমার আপত্তি নাই, কেন না, দেখা যায় যে, পশ্চিমা খোট্টা পুরুষগুলা কাণে, আর্ত্তে অলঙ্কার পোরেন, কোমরে কিছু থাকলেও আমার বাধা নাই

বিরাজ এ প্রস্তাব আমি দ্বিতীয় (Second) করি।

ননী আমি এ প্রস্তাব অবলম্বে মত (Support) করি

সকলে সর্ব্বাদিসম্মত

(থাকমণির প্রবেশ ও গীত)

আঃ বেচেছি
আমরা সব কাচ এঁটেছি
কে দেয় বাবা চুলোয় কাঠ,
ভাতার দেখে করে ঠাট,
প্রাণটা আমার গড়ের মাঠ,
তাইতো মাল টেনেছি
ছেঁড়াবা নাড়ুক হাঁড়ী,
ছুঁড়ীর দল চড়বো গাড়ী,
যাব যাব তার বাড়ী, তাইতে ফূর্ত্তি করেছি
শ লাবা সব পরুক নৎ,
করুক মোদের দণ্ডবৎ,
আমরা পেয়েছি পথ, মদ খেয়ে মেতেছি

মৃণা থাকমণি বাবু, থাকমণি বাবু, এ যে মিটিং (Meet'ng)

থাক এই যে বাবা, আমিও চেয়ার নিয়ে সিটিং (Sitting)

মৃণা। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বস

থাক ক্রুষ্টাল আইসের মত ঠাণ্ডা হয়ে আছি

অনঙ্গ বন্ধী কি মাল টানে আসছেন? আশা থাকে সোভায় আদাটা বন্ধর উচিত অয় নাই, আ মন ও আশা নাই, কিন্তু কখন, কোথায়? সভ্যার পর, বাসায়, গোপনে

থাক তামাক দে রে

মণ থাকমণি বাবু যে একেবারে পুরুষের বেশে?

থাক আমি বাবা তোমাদের মিটিংএর অপেক্ষা রাখিনি শাড়ী চুড়ী আর ভাল লাগে না

ননী থাকমণি বাবু বড় আমুদে

গিরি কিন্তু প্রেজেন্ট ডেশহিটিয়া

থাক বাবা, বাপ আমোদ গড়িয়ে গিয়েছে, তামাক দে রে

মৃণ থাকমণি, একটু থাম, বাবা বড়দিন, আমাদের এক্সমাস প্যারেড, (X'mas Parade) কর্ণেল নিত্যম্বিনীর ইচ্ছা যে, গ্রাউণ্ড ইলিউমিনেট (Ground illuminate) করে বেশ (Moon-light Parade) হয়

সকলে অতি উত্তম, অতি উত্তম!

থাক আমারও প্যারেড আছে, প্যারেডে আমি হাষ্টেডে

মৃণ আমার ইচ্ছা, যখন অনঙ্গমঞ্জরী গুহ মহাশয় কলিকাতায় আছেন, তখন উনিও আমাদের সঙ্গে প্যারেডে যোগ দেন

অনঙ্গ এ বাক্যে যুক্তি, আমি এতে না করছি না, আমি ভ্যাকা ষ্টুডেন্ট বলেনটিয়ারের ওইরে ট্, ইউনিফরম আমার সাথেই আছে চাদার ওজরে আমার নামে ডের টাক নিয়ে খন, জ্যাক মাহাতেই মনি অর্ডার করবো, এহন চলেন উদ্যোগ করা যাক।

থাক তামাক দে রে -

গিরি আই প্রোপোজ এ ভোট অফ্ থ্যাঙ্কস্ টু দি চেয়ার (I propose a vote of thanks to the Chair)

সকলে হিয়ার হিয়ার! (Hear Hear) (করতালি)

মৃণ তবে অদ্য সভার কার্য্য শেষ হউক

থাক তামাক দিলিনি

[সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাস্তা

নারীবেশে পুরুষগণ

(গীত)

ঘাট হয়েছে বাপ
সব ঐ মোদের কর মাপ
মাগীদের স্বাধীন করে, এখন যেন ম্যাড়া লড়ে,
আমাদের ঘাড়ে চড়ে দিচ্ছে উল্টো চাপ
ঘুচে গিয়েছে কাছা, অন্দর হয়েছে খাঁচ,
এখন যে প্রাণে বাঁচা গেল জন্মের পাপ ॥
ভাবলেম হবে স্বাধীন, মজা দেবে দুদিন,
এখন দিন পেয়ে ধিন্ ধিন্ নাচে এ কি রে
বাপ বাপ
মাগীকে মিনসে কর্‌ছে, যে আর বলবে মর্ত্ত্যে,
পোঁতো তারে ইঁদুর-গর্ত্তে,
জেনো সে স্বয়ং কলির কাপ
খেলেম কাণমলা নাকমলা, ফিরে কোন্ শালা
স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা নিয়ে করবে লাফালাফ
মেয়েদের দণ্ডবৎ, দিলাম এই নাকে খৎ,
যেমনি প প ব বেছিল ম তেমনি পেলেম
তাপ ॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

গড়ের মাঠ

(কর্ণেল নিতম্বিনী ও ভলেণ্টিয়ার রমণীগণ *)

কর্ণেল টেনসন১, সেটান অ্যাট আর ইজ২—টেনসন রাইট টার্ণ৩ আচ্ছা বারঃ৪ বলি তোমরা যুদ্ধে যেতে পারবে তো ?

ভ সকলে বলি হ্যাঁগো কর্ণেল

কর্ণেল বন্দুক ছুড়তে পারবে তো ?

ভ, সকলে পারবো না কেন গো কর্ণেল।

কর্ণেল তোমাদের যুদ্ধের কি বল ?

ভ সকলে নারীর বল, যৌবন বল, তাতে হয়েছে স্বাধীন দ্বিগুণ প্রবল

কর্ণেল বেশ রাইট এবাউট টার্ণ৫ ফ্রণ্ট৬ কুইক মার্চ৭,হল্ট৮ ন্যাশনেল সঙ্গ৯

ভলেণ্টিয়ারগণ গীত

আমরা কি ভাব ধরি
নয়ন-বাণে ভুবন জয় করি
আমরা হয়েছি ভলেণ্টিয়ার,
আর কারে করি কেয়ার,
পরেছি এ ইউনিফরম হয়েছি মিলিটারি
আসে যদি রুসিয়া, তাড়াইব ঘুষিয়া,
কাবুল দখল একদিনে পারি
মার্চ্চ মার্চ্চ কুইক মার্চ্চ,
মার্চ্চ মার্চ্চ এনিমি মার্চ্চ,
অন অন টু দি ফ্রনটিয়ার,—
কটিতটে তলোয়ার বুকে বেড়া করি।

* এখানে সকলে ড্রিল (Drill) করিবে (১) Attention (২) Stand at you ease (৩) Right turn. (৪) As you were (৫) Right about turn. (৬) Front. (৭) Quick march. (৮) Halt (৯) National song

রাইট লেফট লেফট রাইট
ব্যালান্স ষ্টেপ হবে ফাইট
কোট ফিট ট্রাউজার টাইট
ইন ওয়ার ভলেণ্টিয়ার নেভার সরি
নারীর ভুজবলে, কে জিনবে তারে বল,
পুরুষে যা মনে করে আমরা ইসেবার সারি

চার্জ চার্জ প্রেজেণ্ট আর্মস,
ফাই ফ্লাই ডাইন বেয়ার,
রমণী এসেছি মোরা রণসজ্জা ধরি
তরবারি টানিয়া, গাও রুল ব্রিটানিয়া,
টে'ডে এর'ম''স ডে, এক অফ আস গো;
সিঙ্গ সিঙ্গ সিঙ্গ ভিক্টোরিয়াস ভিক্টরি

যবনিকা-পতন

পাত্রপাত্রী।

মলহাররাও গাইকোয়াড়		বরদার মহারাজা
দামোদর পন্ত		একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী
মদন আয়ান	}	ভদ্রলোকদ্বয়
কর্ণেল্ ফেয়ার্		বরদার রেসিডেণ্ট
স্যার লুইস্ পেলি	...	বরদার নূতন রেসিডেণ্ট
মহারাজা জয়পুর মহারাজা সিন্ধিয়া স্যার রাজা দিনকররাও স্যার রিচার্ড কুচ্ স্যার রিচার্ড মিড্ মাষ্টার মেল্ভিল	}	কমিশনারগণ
সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন		গাইকোয়াড়ের পক্ষ ব্যারিষ্টার
মাষ্টার স্কোবল্		এড্ভোকেট জেনারেল
মাষ্টার ফিলিপ		
মাষ্টার উইল্সন		
ডাক্তার সিউয়ার্ড		বরদার ডাক্তার
মাষ্টার স্যুটার্	..	বম্বে পুলিস কমিশনার
হেমচাঁদ ফতেচাঁদ		রত্নবণিক্
পিরু রাওজি আবদুল্লা	} ..	রেসিডেন্সির ভৃত্যগণ
শঙ্কর	..	একজন বঙ্গদেশীয় মহাজন

রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ, ভৃত্যগণ, ইংরাজ-সৈন্যগণ,
উকীল, ইণ্টারপ্রিটার ইত্যাদি

লক্ষ্মীবাই		কনিষ্ঠা রাজমহিষী
কুমাবাই	..	রাজকন্যা
আমিন	...	আয়া

একজন উদাসিনী

হীরকচূর্ণ নাটক

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজ অন্তঃপুর

(মহারাণী ও মহারাজ মল্হাররাও আসীন)

রাণী। মহারাজ! দুঃখিনী, রাজমহিষী হওয়ার যোগ্যা নয়, আর আর মহিষীরা আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে সুন্দরী। তাঁরা রাজকন্যা, কিসে আপনার মনস্তুষ্টি হয় সে সব ভাল জানেন। আমি দুঃখীর মেয়ে, তা'র কিছুই জানিনে। তা'ই বলে কি অধিনীকে একেবারে ভুল্তে হয়? দাসীকে আপনিই বড় করেছেন, তবে কেন নাথ, দাসী আজ চার দিন রাজচরণ দর্শন পায় নি?

রাজা। প্রিয়ে! কেন আমারে বৃথা গঞ্জনা দাও? তুমি কি জান না যে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি? তোমার তুল্য সুন্দরী আমি কখন চক্ষে দেখি নাই, বিশেষ তোমা হ'তে আমার বংশরক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। আমি এতদিন পুত্রমুখাবলোকন-সুখে বঞ্চিত ছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় তোমা হ'তে আমি সেই অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেছি। তোমায় আমি ভুল্বো? আহা! যে দিন তুমি, সজলনয়নে আমার হাতে ধরে বলে, 'নাথ! আমার গর্ভে রাজপুত্রের উদয় হয়েছে আর আমাদের প্রণয় গোপন রাখা কর্ত্তব্য নয়, আপনি আমাকে প্রকাশ্যরূপে বিবাহ করুন,' সে দিনকার সেই মধুময় বচন আর সলজ্জ ভাব আমি ইহজন্মে ভুল্‌বো না। তবে আজকাল আমার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই, রাজ্য সংরক্ষণ বিষয়ে দিবারাত্রি পরিশ্রম কর্তে হচ্ছে, সেই জন্যই এই কয় দিন তোমার সঙ্গসুখলাভে বঞ্চিত ছিলাম।

রাণী। নাথ! রাজ্যে এমন কি বিশৃঙ্খলা ঘটেছে যে, তা নিবারণ করবার জন্য আপনাকে অঘোর এ পরিশ্রম কর্ত্তে হচ্ছে?

রাজা। বিশৃঙ্খলা এমন বেশি কিছুই নয়। কেবল কতকগুলি কু-লোকের দুরভিসন্ধি ও প্রলোভনে বশীভূত হয়ে জন কয়েক প্রজা আমার বিরুদ্ধে ইংরাজ বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করে, তা এক্ষণে আমি তা'দের সকলকে আহ্বান করে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেছি।

রাণী। তবে বোধ হয়, এ গোলযোগ এখনকার মত এক প্রকার মিটেছে। তা এখন দু-এক দিন অন্তঃপুরে থেকে বিশ্রাম করুন।

রাজা। প্রিয়ে! এ গোলযোগ ইহজন্মে মিটিবার নয়। যে দিন ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে, সেই দিন হতেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে। সে সূর্য্য পুনরুদিত হওয়ার আর আশা নাই, আমাদের দুঃখেরও শেষ হওয়ার আশা নাই। এখন আমাদের রাও-সম্বোধন কেবল নাম

মন্ত্রী। যখন রাজা হয়ে একজন সামান্য রেসিডেণ্টের খেল্‌নার পুতুল হয়ে থাকতে হচ্ছে, তখন এ বৃথা রাজমুকুট শিরে ধারণ করে, সং সেজে সিংহাসনে বসা অপেক্ষা জটাবল্কল ধারণ করে বনে বাস করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ

লক্ষ্মী। ভাল, নাথ! সাহেব আপনার উপর এত বিরক্ত কেন? আপনি কি তাঁর সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করেন না?

রাজা। বন্ধুভাবে! দাসভাবে থেকেও তাঁর মন পেলাম না। সপ্তাহে নির্দ্ধারিত দিবসদ্বয়ে সহস্র কর্ম্ম ফেলে তাঁর সহিত গিয়ে সাক্ষাৎ করি, ও রাজ্যসম্বন্ধীয় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, তা তিনি কোন প্রকারে বাক্যব্যয় করেছেন যে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন? হিন্দুদের ঘৃণা কত্তে শিখেছেন, মনের সাধে ঘৃণাই করেন

লক্ষ্মী। আচ্ছা, এ ... করায় তাঁর লাভ কি?

রাজা। লাভ? নীচান্তঃকরণের নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। নিজের দেশে কেউ গ্রাহ্যও করে না এখানে এসেই দেখেন যে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের কৌশলক্রমে একটি সরল জাতি, যবনদিগের লৌহশৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হয়ে তাঁ'দের সুবর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ রয়েছে। ভাবেন, তাঁ'দের নীচ দম্ভপ্রকাশের এরাই উপযুক্ত পাত্র। ইহাদের একটু সুখ, একটু উন্নতি, একটু ঐশ্বর্য্য দেখলেই তাঁ'দের মনে ঈর্ষ্যানল প্রজ্জ্বলিত হয়। কিসে ইহাদের পদদলিত করবে, সেই চেষ্টায় সতত বিব্রত থাকে। আমি যে কর্ণেল ফেয়ারের বিষনয়নে পড়েছি, ইহা ভিন্ন তা'র অন্য কোন কারণ নাই।

লক্ষ্মী। নাথ! সাহেব যদি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে থাকেন যে, আপনার সঙ্গে কখনই সদ্ব্যবহার করবেন না, তা হলে বিষম বিভ্রাট, তা হলে আপনি কদিন স্বচ্ছন্দে থাকবেন? কুম্ভীরের সঙ্গে বিবাদ করে কি জলে বাস সম্ভব?

রাজা। তা'র সন্দেহ কি? রেসিডেণ্টের সঙ্গে বিবাদ করে ইংরাজ রাজ অধীনে কোন্ মিত্র রাজা নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন কত্তে পারে? তবে আমি সম্প্রতি এক শুভ সংবাদ পেয়েছি যে গবর্ণমেণ্ট ফেয়ারকে শীঘ্রই স্থানান্তরিত করে। এখানে একজন সুবিজ্ঞ ভদ্র সাহেবকে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করবেন

লক্ষ্মী। আহা! বিধাতা কি এমন দিন দেবেন! আপনার এ কষ্ট আর সহ্য হয় না

রাজা। তাঁর প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে তো অবশ্যই দেবেন। তা প্রিয়ে! এখন আমাকে বিদায় দাও, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হবে রাজস্বাদি সম্পর্কে কতকগুলি নূতন বন্দোবস্ত শীঘ্রই কত্তে হবে। এ সময় আমাকে, সকল কার্য্য স্বচক্ষে দেখতে হয়। অসময়ে কাহাকেও বিশ্বাস নাই। বিশেষ দামোদরের উপর আমার অধিক সন্দেহ হয়

লক্ষ্মী। সে কি নাথ! দামোদর আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে কি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে?

রাজা। প্রিয়ে! তুমি নিতান্ত সরলা, তুমি জান না যে, আজকাল ইংরাজদের সন্তুষ্ট কত্তে পাল্লেই লোকে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। অন্ধ স্বার্থপরের ভ্রমেও ভাবে না যে, এরূপ তোষামোদের ফাঁদ আপনারাই প্রস্তুত করে। তা যাক্, প্রিয়ে! আর আমার বিলম্ব করা উচিত নয়, আমি এখন চল্লেম

[প্রস্থান

দা। যথন অদৃষ্টে আছে তখন হবে, আর ভাবলে কি হবে? আমিও যাই
[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রেসিডেন্সির গেটের সম্মুখ

(কর্ণেল ফেয়ার্ ও দামোদর পন্থের প্রবেশ)

দামো। সে সব আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি এতদিন রাজসংসারের কাজ কচ্ছি, কাগজ পত্র লোক জন সব আমার হাতে আমার অসাধ্য কি আছে? এখন আপনি ঐ দিক ঠিক কত্তে পাল্লেই হয়

ফেয়া। আমি ঠিক কত্তে পারবো, তা'র আবার কথা? হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি পাগল, আমি তো আর হিন্দুদের মত ভীরু নই যে, এই সামান্য কর্ম্মে ভয় পাব? এ তো তুচ্ছ কথা, আমি মনে কল্লে এও প্রমাণ কত্তে পারি যে, আমি গাইকোয়াড় বংশীয় বরদার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আর নেটিভেরা? তা'দের মধ্যে কে ইচ্ছে করে কেউটে সাপের লেজে পা দেবে? আমার হুকুম না শোনে কার বাবার মাথার উপর এমন মাথা আছে?

দামো। তা'র সন্দেহ কি? আপনি রাজার জাত, এখানকার প্রকৃত রাজাই আপনি, গাইকোয়াড় শুধু নাম মাত্র সিংহাসনে বসে। তবে কি না কাজটা তো নিতান্ত সহজ নয় তা'ই বলছি।

ফেয়া। আমি মনে কল্লে সে সিংহাসন দুদিনে ঘুচাতে পারি এত বড় স্পর্দ্ধা, এত অহঙ্কার? আমার বিপক্ষে নালিশ পাঠান হয়েছে কিন্তু সেটী করা হবে। তাম দের পলিসি সেরূপ নয় আমরা যার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করবো তা আগেই ঠিক করে রাখি বটে, কিন্তু কাজটী এমনি ফাঁকের কারে, বাইরে আড়ম্বর, বন্দোবস্ত এমনি দেখাই যে, লোকে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হ'তে পারে না এবং আমাদিগকে সুবিচারক বলে ধন্যবাদ দেয়

দামো। তা'র ভুল কি? এত গুণ না থাকলে কি আপনারা ভারতের একচ্ছত্র রাজা হতে পাচ্চেন?

ফেয়া। তবে তুমি এখন যাও, আমিও কমরায় যাই আর দেখ, ডাক্তারকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও

দামো। যে আজ্ঞে, সেলাম, কিন্তু হুজুর, গরিবের কথা যেন স্মরণ থাকে আমি আপনার অনুগত

ফেয়া। সে বিষয় তোমায় বলতে হবে না আমার খুব মনে আছে আমাদের কথা নড়চড় হয় না আমরা কৃশ্চান, আমরা মিথ্যাবাদী নই, হিন্দু নই তুমি যা বলবে সবেতেই ভাব নাই, অমনি হ'বে তা'ই হবে

দামো। হুজুর ও হুকুম হলে আপনি রাজা হ'ন, ইংরাজ বাহাদুরের জয় জয়কার হোক।

ফেয়া। আচ্ছা আমি এখন চল্লেম
[ফেয়ারের ভিতরে প্রস্থান

দামো। অনেক ভেবে চিন্তে এই বিষম কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, তা'র ভিতরে যে ইহার কি ফল ফলবে, তা একবারও ভেবে দেখিনি, আর ভাববার সময়ও নাই অনেক আশায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি, ছেড়ে দেব। হবেই মনে বড় হওয়ার আশা তা'র অনেক দূর সফলও হয়েছে কিন্তু এতেও আমার ক্ষুধা মেটেনি। এ

তৃষ্ণা মেটবারও নয়; বিসূচিকা রোগীর পিপাসার ন্যায় ক্রমেই বলবতী হ'তে থাকে সুখের তৃষ্ণাই মনুষ্যকে কুপথে লয়ে যায় আমি এখনও বুঝতে পাল্লেম না যে এ তৃষ্ণা কত দিনে মিটবে খবদার রাজভাণ্ডার আমার গৃহে এলেই কি আমি সুখী হ'ব? এখন তো বোধ হয়, কিন্তু সে পথ কি সহজ? ওঃ ভাবলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় স্বদেশী হিন্দু, অন্নদাতা —ওঃ কি ভয়ানক কৃতঘ্নতা মহারাজ মলহাররাও আমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন তিনি ভ্রমেও কখন আমার অনিষ্ট করেন নাই। আমি কি না তাঁর মস্তকে অনপনেয় কলঙ্কের ডালি দিতে যাচ্ছি, তাঁর চিরজীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা ও গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত কত্তে যাচ্ছি? এ কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হলে আমার কি দশা হবে! মহারাজ আমায় কি মনে কর্বেন? আমার নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবারেরা কি মনে কর্বে? প্রজাগণ আমায় কি ভাব্বে? সমস্ত ভারতবর্ষ, হিন্দুজাতি আমার নামে ধিক্কার প্রদান করবে, আমি জগতে জঘন্য কৃতঘ্নতার উপমাস্থল হ'ব মা বসুন্ধরাও আমাকে স্থান দান করবেন না কিন্তু সুখের পথে কখনও কোমল কুসুম বিকীর্ণ থাকে না আমি যখন সুখের আশায় যাচ্ছি, তখন অবশ্যই কণ্টকময় পথ দিয়ে যেতে হবে তবে পর কাল—সে বাতুলের প্রলাপ, স্ত্রীলোকের বচন, মূর্খ ভীরুদের কল্পিত কথা কবে পরকালে কি হবে ভেবে ইহজন্মের সুখ-স্বচ্ছন্দতার আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারি না। স্বার্থ অপেক্ষা জগতে আর প্রিয়তর কি? যাই. আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয় আজ আমার অনেক কাজ, ভাবলেই সাহসের হ্রাস হয়।

প্রস্থান

(দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ)

প্রথম আর পারা যায় না, এত মেহনত পোষায় না, আর আজকাল সাহেবের যে মেজাজ হয়েছে কেন বল দেখি, সাহেব আজকাল একটুতেই রেগে ওঠে? আগে ত এমন ছিল না

দ্বিতীয় মেম সাহেব বিলাত গিয়েছে, সাহেব ফুট পড়ে আছে, কাজেই খোঁক হয়েছে

প্রথম চাকরি সুখের রাজবাড়ীর খাটুনি নেই, বুটের গুঁত নেই, আর অঢেল খাওয়া দাওয়া

দ্বিতীয় শুধু তাই আর পাওনা থোওনা? কত পাল পার্ব্বণ হচ্ছে, তা'তে বক্সিসের বন্দোবস্ত কেমন? আমায় একটা রাজসরকারে চাকরি যোগাড় করে নিতে হবে সেলিমকে বলব সে আজকাল, বড়লোক হয়েছে, চেষ্টে পেলে, তবে তো?

প্রথম ও কথা আর মুখে এন না সাহেব শুনলে কোড়ার বাড়ি দেবে ছোট সাহেব শুনেছি কলকেতায় বেড়াতে যাবে, তা হলে আমি সঙ্গে যাব কলকেতা নাকি বড় গুলজার সহর

দ্বিতীয় অমন জায়গা কি আর আছে? আমার দাদার জামাই সেখানে এক সাহেবের কাছে চাকরি কত্তো, সে অনেক দিন সেখানে ছিল, তা'র মুখে যে গল্প শুনি, আজব কাণ্ড সন্ধ্যার পর গ্যাসের আলোয় রাস্তায় বাধা-রোস্নাই করে দেয় গ্যাসের আলো জান তো—তেল নেই, সল্‌তে নেই, কলে জ্বলে চাকর-বাকরকে জল তুলে মরতে হয় না, কলে জল আসছে, তেতলা পর্য্যন্ত আপনি যাচ্ছে আর ভাই, সে কতই বল্ব, মনেও থাকে না তুমি একদিন দাদার

বাসায় যেও, ও'র মুখে শুনলে আর উঠতে চাবে না।

প্রথম। বোম্বাইও সহর খাসা। আমাদের এ পোড়া দেশেই কিছু নেই।

দ্বিতীয়। শুনছি সরকার বাহাদুর না কি রাজার ওপর হুকুম দিয়েছেন যে, দেড় বৎসরের মধ্যে বরদাকে কলকেতা সহরের মত করে দিতে হবে।

প্রথম। ও বাজে কথা। এ জায়গা আবার কলকেতা সহরের মত হবে। আর তা হয়েও কাজ নেই। সহরের মত এখানে লোক ক'টা আছে যে অত খাজনা দেবে?

(আমিনার প্রবেশ)

ইস্, আমিনা বিবি যে, তোর ফিরতে গেছিলে না কি?

আমিনা। কেন, যাব না কেন? আমার কি সখ নেই? আমি যখন বিলেতে ছিলেম, তখন রোজ হাইট্ পার্কে হাওয়া খেতেম।

দ্বিতীয়। আচ্ছা আমিনা বিবি, বিলাত সহর কেমন? কলকেতার মতন?

আমিনা। কলকেতা তা'র কাছে আঁস্তাকুড়। সেখান থেকে এলে আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না। যাইরি ভাই, এখানকার হাওয়া আর আমার সয় না। এই দেখ না, কি যন্ত্রণা হয়েছি, আর জাহাজ থেকে যখন নেবে ছিলুম, তখন দেখেছিলে ত? ম তুমি বুঝি তখন সেথা ছেলে না; দেখলে মুণ্ডু ঘুরে যেত।

দ্বিতীয়। ছিলুম না, ভালই হয়েছে। মুণ্ডু ঘুরে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়তুম; কোন্ দিকে যেতে কোন্ দিকে যেতেম। ও এবার তুমি মেম সাহেবের সঙ্গে বিলাত গেলে না কেন?

আমিনা। না ভাই, গেল বারে মুস্কিলে পড়েছিলেম, আবার যদি সেই রকম হয়, তাই গেলেম না।

প্রথম। কি, জাহাজে বড় তুফান হয়েছিল না কি?

আমিনা। না ভাই। সে এক মজার কথা, তা আর শুনে কাজ নেই।

দ্বিতীয়। কি বল না?

আমিনা। যাব ভাই। সেখানকার একজন সাহেব আমায় দেখে পাগল হয়েছিল। আমায় নিকে করবার জন্যে পেড়াপেড়ি করেছিল। তা মুখে আগুন, তা'কে আমি বে করতে যাব কেন?

দ্বিতীয়। সে বুঝি আমাদেরই মতন সাহেব?

আমিনা। না, সে সেথায় এক জন বড় সাহেবের বাবুর্চি ছিল। ও সেই সাহেব না কি অনুগ্রহ করে তা'কে এত মুলুক্ কোথাকার পুলিসের বড় সাহেব করে পাঠিয়েছে। ও'র এখন খুব দব্দবা। শুনছি না কি ইংরাজ আমাদের সাহেবের মত বড় লোক হবে।

প্রথম। আহা! আমিনা বিবি, এমন দাও ছেড়ে দেও, তখন যদি বাবুর্চি সাহেবকে বিয়ে করতে, তা হলে এখন পুলিস-বিবি হয়ে সাহেবের বগলে বাদুড় ঝোলা হয়ে হাওয়া খেতে পারতে।

(এস্তভাবে তৃতীয় ভৃত্যের প্রবেশ)

তৃতীয়। বেশ যা হোক্, মেয়েমানুষের সঙ্গে খোসগল্প করবার এই ঠিক সময়, ওদিকে যে কি সর্বনাশ হয়েছে তা'র খবর রাখ না?

সকলে। (ব্যস্তভাবে) কি, হয়েছে কি?

তৃতীয়। এখন জিজ্ঞাসা করেন "হয়েছে কি?" সাহেব আজ সরবৎ খেয়েই ঢলে পড়েছেন। যখন তখন হচ্ছে [illegible]স ছেড়ে বসছেন, সর-

বতে বিষ মিশান ছিল এখন শীগ্‌গির এস, সব চাকরকে তলব হয়েছে

দ্বিতীয় চল

আমিনা। খোদা জানে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(কর্ণেল ফেয়ার চেয়ারে উপবিষ্ট, একদৃষ্টে মেজোপরিস্থিত গেলাস দর্শন ডাক্তার, সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

সিউ। গুড্‌ মর্ণিং; আপনি এমন হয়েছেন কেন? মুখে কি হয়েছে

ফেয়ার। (বিকৃত স্বরে) গুড্‌ মর্ণিং, (গেলাস দেখাইয়া) ঐ দেখুন।

সিউ ইঃ। তাই তো, গোটা লাল হ'য়েছে যে। গেলাসে কি?

ফেয়ার আপনি জানেন যে, আমি প্রত্যহ প্রাতে এক গেলাস করে সরবত খাই; কিন্তু আজ এক ঢোক খেয়ে আমার এই দশা ঘটেছে। পূর্ব্বে আরও দুদিন এইরূপ হয়েছিল আমি ভেবেছিলেম যে, পায়েস্তোর দোষে এইরূপ হয় কিন্তু আজ হওয়াতে আমার কিছু সন্দেহ হয়েছে, তা'ই আপনাকে সংবাদ পাঠাইয়াছি, আপনি একবার পরীক্ষা করে দেখুন।

সিউ। এ সরবৎ কে তৈয়ার করেছে?

ফেয়ার ডাকাচ্ছি—খানসামা।

নেপথ্যে। খোদাবন্দ।

(খানসামার প্রবেশ)

ফেয়ার আবদুল্লাকে ডাক

খান। যে আজ্ঞে।

(খানসামার প্রস্থান ও আবদুল্লার সহিত প্রবেশ)

সিউ সরবৎ তুমি তৈয়ার কর?

আব। হাঁ খোদাবন্দ।

সিউ আজকার এ সরবৎ কে তৈয়ার করেছে?

আব খোদাবন্দ। আমি

সিউ এতে কি কি মসলা দিয়েছ?

আব খোদাবন্দ, লেবুর রস, ওলা আর কেওড়া

সিউ লেবু, ওলা, কেওড়া জল কোথাকার?

আব খোদাবন্দ। ফিল্টারের।

সিউ আপনি কিরূপ বোধ কচ্ছেন? সব সরবৎ কি খেয়েছেন?

ফেয়ার না, এক চুমুক খেয়ে তামাটে লাগাতে সব ঐ স্থানে ফেলে দিয়েছি আমার মাথা ঘুরছে—বুক ধড়ধড় কচ্ছে

সিউ। তাই তো। আচ্ছা খানসামা, নেবু কোন্ গাছের জান?

আব। এই রেসিডেন্সির বাগানের।

সিউ আচ্ছা, ও গাছের তলায় কি কখন সাপ দেখা যায়?

আব কৈ খোদাবন্দ, তা তো কখন দেখিনি

সিউ। তাই তো, জল কি তাঁবার ডোলে তোলা হয়েছিল?

আব না খোদাবন্দ, চামড়ার ডোলে

সিউ তুমি ঠিক জান?

আব। ঠিক খোদাবন্দ।

সিউ। তাই তো, তুমি কি আফিং খাও?

আব। না খোদাবন্দ।

সিউ তোমার বাপ খাইত?

আব। না খোদাবন্দ। তিনি কোন নেসা করতেনা না, কেবল গাঁজা খেতেন

সিউ তাই তো, তাই তো, গেলাসে কি কিছু নাই? এই যে এট্টু খাঁকৃরি আছে, (গেলাস দেখিয়া) পাল্কী হইতে আমার বাক্স কেতাব লয়ে এস।

[খানসামার প্রস্থান

ফেয়ার। হুঁ আর সরবৎ ও স্থানে ফেলেছি। দেখুন, ও যদি আবশ্যক হয় আবদুল্লা ওখানকার মেজে চাঁচিয়া লয়ে এস

আবদুল্লার তথাকরণ)

(বাক্স ও পুস্তক লইয়া খানসামার পুনঃ প্রবেশ)

সিউ (পুস্তক দেখিতে দেখিতে) খানসামা, খানিক কয়লার গুঁড়া লয়ে এস

(খানসামার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

এনেছ, দেখি (গেলাসের মধ্যে চাঁচা মাটী ও কয়লার গুঁড়া প্রদান ও পুনঃ পুস্তক পাঠ) আপনার সিম্প্‌টমস দেখিয়া বোধ হচ্ছে, আপনি আর্‌সেনিক খাইয়াছেন, তা চার্‌কোল আর্‌সেনিকের চমৎকার এণ্টিডোট, আপনি একটু কয়লার গুঁড়া খান। (ফেয়ারের কয়লার গুঁড়া ভক্ষণ) (Experiments with the sediment in a test tube on a spirit amp and looking the test tube with a 'magnifying glaas) এগুলো অক্টোহেড্রন বোধ হচ্ছে না (পুস্তক পাঠ) 'This is the usual crystaline form of white Arsenic. The crystals are transparent and are usually regular Octohedrons;" এ যে নিশ্চয়ই আরসেনিক; এখন কপারি টেষ্ট্ বলছেন তাই তো কপার, কপার্ (পুস্তক উল্টান) "It dissolves in Nitric Acid: the solution posseses the following properties:—It is blue or greenish-blue a small puantity of Ammonia produces with it a bluish-white precipitate but an excess re-dissolves it, forming a deep blue liquid (Experiments with Nitric acid and Ammonia) কৈ, তা যে হলো না। আপনি কপারি টেষ্ট বল্‌ছেন কেন? আর বলবেন না, আমি তো ঢের টেষ্ট করে দেখলেম, কৈ, কপার তো কোনমতে হলো না। আপনার মনে সন্দেহ হয়েছিল, আমিও ভেজে ভুজে গরম করে দুমড়ে-দাগ্‌ড়ে আটপলে করলেম, কেতাবের সঙ্গেও মিলে গেল, আর্‌সেনিকও ঠিক হলো, কপার তো কিছুতেই পেলেম না, ভাল, বাড়ী গিয়ে দেখবো, যদি কপার কর্‌তে পারি এখন এ চক্‌চকেগুলো কি? গেলাসের গুঁড়ো তো নয়।

ফেয়ার। গেলাসের গুঁড়ো আস্‌বে কোথা থেকে?

সিউ তা হ'তে পারে, পামেলোর রসে জরে গিয়ে গেলাসের পার্টিকেল্‌স বেরুলেও বেরুতে পারে; ভাল ঠাওরাতে পাচ্ছিনে, তাই তো (গেলাসের মধ্যে অঙ্গুলি পেষণ) এ কি? গেলাসে স্ক্র্যাচ্ হলো যে? দেখি (পুনঃ সজোরে পেষণ) স্ক্র্যাচ্‌ই তো বটে, বস্, হয়েছে—এতক্ষণে বুঝেছি যে, আর কিছু নয়, এ নিশ্চয়ই ডায়ামণ্ড্। উঃ! Arsenic and Diamond!

ফেয়ার। (নিম্নস্বরে) Arsenic and Diamond!!!

সিউ। কর্ণেল! নিশ্চয়ই কোন পাপাত্মা আপনার অমূল্য জীবনের হন্তারক হয়েছে। এতে যে পরিমাণ আর্‌সেনিক আছে, তা'তে বোধ হয়, বিশজন কর্ণেল বধ হ'তে পারে। ভাগ্যে সমস্ত পান করেন নি। উঃ! প্রভুর করুণা আজ আপনাকে রক্ষা করেছে। এখন আমি চল্লেম, গেলাসটা লয়ে যাই, বক্সেতে

পাঠাতে হবে, ভাল করে পরীক্ষা করা আবশ্যক

ফেয়ার। বম্বেতে পাঠাবেন Dr. Grayর কাছে? তবে "Private and Confidential" লিখে দেবেন।

সিউ কেন?

ফেয়ার কারণ আছে

সিউ আচ্ছা, গুড্ মর্ণিং

ফেয়ার গুড্ মর্ণিং

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রেসিডেন্সি

পেলি ও স্টুটার সাহেব উপস্থিত।

পেলি। আপনাকে আজকাল অত্যন্ত পরিশ্রম কত্তে হচ্ছে, কিন্তু এ পরিশ্রম আপনার বিফলে যাবে না। কার্য্য উদ্ধার হ'লে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে বিশেষ সম্মান কর্বেন

স্টুটার আমি সে আশায় এ কার্য্যে এতো পরিশ্রম কচ্ছি না। যে দুরাত্মা আমার স্বদেশীয় একজন মহাত্মার অমূল্য জীবন নষ্ট কত্তে উদ্যত হয়েছিল, সেই পাপাত্মার সমুচিত দণ্ডপ্রদানই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার ইংরাজ-বিদ্বেষী হিন্দুর সর্ব্বনাশ করা অপেক্ষা ইংরাজের আর কি অধিক গৌরবের বিষয় আছে?

পেলি। আহা! আহা! সাধু! সাধু! প্রিয় স্টুটার! তুমিই যথার্থ ইংরাজ। মাতঃ গ্রেট্ ব্রিটেন্ যে কি শুভক্ষণে তোমা হেন বত্ন প্রসব করেছিলেন, তা আমি একমুখে বল্‌তে পারিনে যদি ব্রিটনের সমস্ত সন্তান তোমার ন্যায় দেশহিতৈষী ও স্বজাতিপ্রিয় হতেন, তাহা হইলে কি ভারতভূমির এত দিন এত দুরবস্থা থাকিত? এক শত বৎসরের উপর ইংরাজেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করেছেন, এখনও হিন্দু-রাজাদের এত দূর প্রভুত্ব! একজন সামান্য করদ-রাজা হয়ে মহামান্য রেসিডেণ্টের প্রাণনাশে উদ্যত! উঃ! একে রেসিডেণ্ট, তা'তে আবার কর্ণেল! মনে হ'লে শোণিত উষ্ণ হয়!

স্টুটার মহাশয়, যদি অলঙ্ঘ্য সাগর উল্লঙ্ঘন করে ভারতবর্ষে এসে কেবল সামান্য দুই এক জন চোর ধরেই ক্ষান্ত হই, এইরূপ অত্যাচারী রাজাগণকে পদানত কত্তে না পারি, তবে আমাদের জন্মই বৃথা, ভারতবর্ষে আসাই মিথ্যা এ বজ্র মুষ্টি কি কেবল চোরের পৃষ্ঠের জন্য সৃষ্ট হয়েছে?

পেলি। তা'র সন্দেহ কি, অত্যাচারীর অত্যাচার হ'তে হিন্দুদিগকে মুক্ত কত্তেই আমাদের ভারতবর্ষে আসা আপনি ইতিহাস খুলে দেখুন, যবন ও মহারাষ্ট্রীয়েরাই পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রধান অত্যাচারী ছিল সেই একজন যবন-রাজাকে অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত করে মহাত্মা ডেল্‌হাউসি আপনার নাম চিরস্মরণীয় করে গেছেন। এই নীচান্তঃকরণকে পদানত কর্ত্তে পাল্লে লর্ড্ নর্থব্রুক্ও প্রাতঃস্মরণীয় হবেন আমাদের নামও হিন্দুদের কিছুকালের জন্য মনে থাকবে।

স্টুটার। কিন্তু হিন্দুরা বড় অকৃতজ্ঞ মূর্খেরা বোঝে না যে, আমরা এ সকল কার্য্য কচ্ছি, সে কেবল তা'দেরই হিতের জন্য। হিন্দু-রাজারা তা'দের রীতিমত শাসন কর্ত্তে পারে না, এই জন্য সেই সকল রাজ্য আমা-

দের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনা, নইলে আমাদের বৃথা ভাবগ্রস্ত হওয়ার আবশ্যক কি ?

পেলি। তা'র সন্দেহ কি ?

স্টুয়ার্ট। কিন্তু, আপনি দেখবেন, যে সকল প্রজার হিতের জন্য এত অর্থ ব্যয় করে, এত পরিশ্রম করে, এত বুদ্ধির কৌশলে মলহার রাও দোষী কি না, প্রমাণ করবার উদ্যোগ করা যাচ্ছে, সেই সকল প্রজাগণই এর পর আমাদের কুৎসা করবে এবং "অত্যাচারীই হোক, আর যাই হোক, আমাদের মহারাজকে আমাদের দাও" বলে চীৎকার করে জ্বালাতন করবে।

পেলি। সেটা কি জানেন, হিন্দুরা নাকি এখনও অসভ্য আর সরল-প্রকৃতি, সেইজন্যই আমাদের সভ্যতার মর্ম্ম বুঝতে পারে না। আর কিছুদিন আমাদের সহবাসে থাকলে সভ্য হবে, তখন আর এরূপ বলবে না।

স্টুয়া। দেখুন দেখি, কত বড় অন্যায়, মলহাররাও বিনা পরিশ্রমে এতটা ধনসম্পত্তি একলা ভোগ কচ্ছে, আর ইংলণ্ডে কত সুসভ্য ইংরাজ অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, বরদা রাজ্যের শতাংশের একাংশ হলেই মলহাররাওয়ের যথেষ্ট হয়, বাকী অংশ দ্বারা কত শত ইংরাজ প্রতিপালন হতে পারে এবং তারা সুখে থাকলে পৃথিবীর কত উপকার হয়।

পেলি। যথার্থ ভারতবর্ষের আর কোন গুণ থাকুক আর না থাকুক, 'ধন' যথেষ্ট আছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। খোদাবন্দ! মহারাজ আসছেন।

পেলি। সঙ্গে কে কে আসছে ?

ভৃত্য। খোদাবন্দ! সঙ্গে আর কেউ নেই, কেবল জন কতক শরীররক্ষক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

পেলি। বেশ হয়েছে। মাষ্টার স্টুয়ার্ট, আপনি যান, রেসিডেন্সীর সীমার বাহিরে যেরূপ কথা আছে, সৈন্য ঠিক করে রাখুন গে, আর শীঘ্র কাপ্তেন জ্যাক্‌সনকে বলে পাঠান যে, তিনি যথোচিত সৈন্য লয়ে রাজবাটীতে যান, আর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত দ্রব্যাদি সিল করেন।

স্টুয়ার্ট। আচ্ছা, গুড্‌মর্ণিং, আমি আর দেরী করবো না।

[প্রস্থান।

পেলি। আজকের কার্য্য যদি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা কর্ত্তে পারি, তাহা হইলে আমার মুখ রক্ষা হবে। যে সে নয়, একজন রাজাকে বন্দী করা, সহজে যে সম্পন্ন হয়, এরূপ বোধ হয় না। যা হোক, বরদায় আমাদের সৈন্যবল আজকাল বিস্তর।

(মলহাররাওয়ের প্রবেশ)

আসুন মহারাজ!

রাজা। আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই একবার সাক্ষাৎ কর্ত্তে এলেম।

পেলি। বড় বাধিত হলেম; আপনার শারীরিক কুশল তো ?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ। অপরাধীর অনুসন্ধানের কতদূর হ'ল ?

পেলি। আজ্ঞে, সেই সম্পর্কীয় কোন বিশেষ কার্য্যের জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।

রাজা। এর আর কষ্ট কি ? আমা দ্বারা যতদূর হতে পারে, সাহায্য কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। সে ব্যক্তি যদি আমার বিশেষ আত্মীয়ও হয়, তথাপি তার সমুচিত দণ্ডবিধান হলে আমি সুখী হ'ব।

পেলি। আজ্ঞে, এ গোলযোগের সূত্রপাত হয়ে অবধি আপনি আমাদের যেরূপ সাহায্য কচ্ছেন, তার জন্য আমরা আপনার

কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। এখন আর একটী অনুগ্রহ কত্তে হবে

রাজা। বলুন।

পেলি আপনি বোধ হয়, অবগত আছেন, যে সকল সাক্ষী বন্দী হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই মহারাজাকে অপরাধী বলে নির্দ্দেশ কচ্ছে।

রাজা লোকপরম্পরায় শুনেছি বটে, কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, আমি দোষী কি না

পেলি। আমিও ইচ্ছা করি যে, ইহা যেন মিথ্যা হয় এবং আপনি পুনরায় আপনার সিংহাসনে বসে কুশলে রাজত্ব করেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য আপনি আপনার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হবেন। আপনাকে বন্দীভাবে অবস্থিত কত্তে হবে এবং আমার প্রতি সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করবার ভার অর্পিত হয়েছে।

রাজা (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) বন্দী? আমায় বন্দী হতে হবে? যথা ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে করুন এক্ষণে আমি আপনারি হস্তগত

পেলি না মহারাজ, আমি তা পারবো না ইংরাজদিগকে তত নীচপ্রকৃতি বিবেচনা করবেন না। আমি আপনাকে আহ্বান করে এনেছি এবং আপনিও বিশ্বস্তমনে এসেছেন, আপনার প্রতি এ স্থানে আমি কোন অন্যায় ব্যবহার কত্তে পারিনে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্রিটিশ রেসিডেন্সির সীমা অতিক্রম করে আপনার রাজ্যে পদার্পন করুন, তথায় লোকজন প্রস্তুত আছে, আমিও আপনার পশ্চাতে যাচ্ছি, সেই স্থানে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের অনুজ্ঞাপত্র আপনার সমক্ষে পাঠ করে নিয়মানুযায়িক আপনাকে বন্দী করবো।

রাজা মহাশয়, তার আর আবশ্যক কি? আমি যখন বিন্দুল বাধা দিতে উদ্যত না হয়ে আমার স্বাধীনতা আপনার হস্তে অর্পণ কচ্ছি, তখন আর আমাকে রাজমার্গে উপস্থিত করে, সর্ব্বসমক্ষে অপমান করবার প্রয়োজন? সৈন্যগণ সামান্য লোকের ন্যায় আমায় বন্দী করবে, আমার প্রজাগণ তাই দেখবে, সেইটী কি আপনার অভিপ্রেত?

পেলি। মহারাজ! আমি আমার নিজের প্রভু নই

রাজা ব্রিটিশ রেসিডেন্সির মধ্যে আমি স্বাধীন, নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কর্ল্লে, আর সেই অমূল্য স্বাধীনত ধন আমা হতে অপহৃত হবে জগদীশ্বর জানেন,আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কিন্তু এক্ষণে কিসে তার প্রমাণ হবে? কে আমার নির্দ্দোষিতা সাব্যস্ত কত্তে এসে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করবে? সেরূপ মিত্র মেলা দুর্লভ। এখন সামান্য মিত্র মেলাও দুর্লভ। এ দুঃসময়ে আমি যে মৃত্তিকার উপর দাঁড়িয়ে আছি এও আমার ভয়ঙ্কর শত্রু মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র মিত্র আসুন

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ

(মদন ও আমানের প্রবেশ)

আমা। মহাশয়! কল্পনা করে এ নিদারুণ কথা কে জিহ্বাগ্রে আনতে পারে? আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মহারাজ বন্দী হয়েছেন

মদ আহা! স্বপ্নেও যাহা কেউ কখন ভাবেনি, তাই হ'ল। ভাই, তুমি কেমন করে তা স্বচক্ষে দেখলে? আমার শুনে যে

মনের ভিতর কেমন কচ্ছে, তা আর কি বলবো আহা! যে ভারতভূমি পূর্ব্বে কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলি-তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম শোভমান ছিল, এক্ষণে তার কি দুর্দ্দশা হচ্ছে পুষ্পমালা এক্ষণে শুষ্ক। দীপ নির্ব্বাপিত। আচ্ছা ভাই, বরদাবাসী কেউ কি সে স্থানে উপস্থিত ছিল না?—গভীর নিশায়, গৃহাভ্যন্তরে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়নি, দীপ্ত দিবালোকে, প্রকাশ্য পথে, মহারাজ অপমানিত হয়ে বন্দী হলেন, অবশ্যই প্রজাগণ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, তারা কি সকলে শবের ন্যায় এই জঘন্য ব্যাপার দর্শন কল্লে?

আম্রা। তার আর করবে কি? কার সাধ্য সেই শ্বেতকান্তি ভীমকায় সৈন্যগণের সম্মুখে অগ্রসর হয়? প্রায় সকলেই ভয়ে পলায়ন কল্লে, কেবল কয়েক জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বল্লেন, "এ কি অত্যাচার! সামান্য লোকের ন্যায় মহারাজাকে বন্দী কর নিতান্ত অন্যায়" তাতে একজন ইংরাজ বিকৃতস্বরে "মহা-রাজ" এই কথা বলে বিদ্রূপ করে হেসে উঠলো কিন্তু পেলি সাহেব তাকে চুপ কর্ত্তে হুকুম দিয়ে ভদ্রতা করে বল্লেন যে, "তোমাদের মহারাজকে সামান্য লোকের ন্যায় বন্দী করা হয় নাই, মহারাজ শুদ্ধ এক্ষণে রাজবাটীর পরিবর্ত্তে রেসিডেন্সিতে বাস করবেন, তাঁর প্রতি কোন অন্যায় ব্যব-হার করা হবে না" একজন পেলি সাহেবকে মিনতি করে বল্লেন, "যদি মহারাজ বন্দী নন, তবে এ সকল ইংরাজ সৈন্যের আবশ্যক কি? দেশীয় সৈন্যগণ চিরকালই মহারাজের শরীর রক্ষা করে, আপনি তাদের নিযুক্ত করুন্।"

মদ। তাতে পেলি সাহেব কি বল্লেন?

আম্রা। তিনি তাঁর স্বাভাবিক সভ্যতার সহিত ভদ্রলোকটীকে বাঁদর বুঝিয়ে দিলেন বল্লেন, "এ তোমাদের নিতান্ত ভ্রম যে ইংরাজ-সৈন্যগণ মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর শরীর রক্ষা করে, তাহারাই তোমাদের মহা-রাজের শরীররক্ষক হবে, এ বরং সৌভাগ্যের বিষয়" ভদ্রলোকটী বুঝলেন ব্যাপার কি—বৃথা বাক্যব্যয় বিফল বিবেচনায় আস্তে আস্তে প্রস্থান কল্লেন।

মদ ভাই, কি হ'ল, মহারাজ কি আর কখন স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হবেন না? হিন্দুরাজ্যে বাস করি বলে গৌরব করা কি একবারে শেষ হ'ল?

আম্রা ভাই, একবারে নিরাশ হও না এর মধ্যেই তুমি মহারাজ রাজ্যচ্যুত হবেন বলে আশঙ্কা কচ্ছো কেন? গবর্ণর জেনারেল মত দিয়েছেন যে, তিনজন বিজ্ঞ ইংরাজ ও তিনজন হিন্দুরাজ মিলিত হয়ে একটী কমিশন বসবে, তাদের সমক্ষে যদি মহারাজ আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কত্তে পারেন তা হলে তিনি বরদার সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হবেন

মদ। তুমিও যেমন ভাই, "উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়।" কমিশনটা লোক দেখান মাত্র। সিংহাসন পুনরায় দেবার ইচ্ছে থাকলে প্রথমে এরূপ অপমান কত্তো না যে সকল প্রজারা স্বচক্ষে মহারাজের এ দুর্দশা দেখলে, তাদের সম্মুখে আর তিনি কোন্ মুখে সিংহাসনে বসবেন?

আম্রা না না ভাই, এটী তোমার ভ্রম তুমি তবে বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল বাহা-দুরকে বিশেষ জান না তাঁর ন্যায় অপক্ষ-পাতী রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা এ দেশে অল্পই এসেছেন তিনি স্পষ্টাক্ষরে অনুমতি দিয়ে-ছেন যে, যদি কর্ণেল ফেয়ারকে বিষদানের

অপবাদ মহারাজের বিপক্ষে প্রমাণ না হয়, তা হলে তাঁর সিংহাসন তাঁকে পুনরায় দেওয়া হবে।

মদ ধন্য তাঁর বদান্যতা। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তিনি সাধারণকে এ সৎকার্য্য দেখাবার অবসর পাবেন না, কারণ, ভারতবর্ষীয় পুলিস সাক্ষীসংগ্রহবিষয়ে বিশেষ পটু। যখন রেসিডেন্সির দুই চার জন সামান্য ভৃত্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে মহারাজকে বন্দী করা হয়েছে, তখন যে এর উপর বিশ ত্রিশ জন মুটে মজুর গাড়োয়ান জোগাড় কত্তে পাল্লেই মহারাজকে আণ্ডামানে পাঠান হবে, তার আর সন্দেহ আছে? তাতে আবার পদ্ম মহাশয় ঘরের ঢেঁকী কুমীর

আয়া কোন্ পদ্ম?

মদ। মন্ত্রিবর দামোদর।

আয়া। ওঃ! ঐ এক বেটা ধাড়ী পাজি ছোটলোকদের কথায় বিশ্বাস করে কি মহারাজকে দোষী করা হবে? বেটাদের সঙ্গে আমাদের কথা কইতে লজ্জা হয়। মহারাজ যে ওদের ডাকিয়ে তেতলায় বসে পরামর্শ করেছেন, কমিশনারগণ এ কথা বিশ্বাস কর্ব্বেন কেন?

মদ। কেন কর্ব্বেন না? পুলিসে ধরেছে, কয়েদ করেছে, কবুল করিয়েছে, আবার কমিশনারদের কাছে শপথ করে বলবে, এ আর বিশ্বাস করবে না? পুলিস কি আর তেমন লোককে ধরে, না পাঠায়, আর বোঝ না ভাই, মহারাজ সাহেবকে বিষ খাওয়াতেও পারেন আর চাকরদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতেও পারেন, তা বলে রাওজী কি মিথ্যা বলতে পারে?

আয়া। থাক ভাই, আর ও কথায় কাজ নেই। সন্ধ্যা হ'ল, চল বাড়ী যাই, আবার কে কোথা থেকে শুনবে আর সাক্ষী বলে ধরে নে যাবে

মদ মিথ্যা নয়

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্বশুরের প্রবেশ)

কে ও? কে ও? পালায় কে?

শ্বশুর। ও বাবা, কোথায় যাব — আবার এখানেও পিপুই? না বাবা, আমি কিছুই জানিনে

মদ। কি গেরো, শ্বশুর, হাঁপাচ্ছ কেন, পালাচ্ছ কোথায়?

শ্বশুর। কে ও, মোদোন নাকি? সত্যই মোদোন না পিপুই? আর ও বোক্তি কে?

মদ ও আমাদের আয়ান, চিন্‌তে পাচ্ছ না?

শ্বশু আয়ান চোদ্দোর, সত্য তো ঠৈক দাঁত দেখি? (মদন ও আয়ানের হাস্য) না না, ববোচনা করো, আমি ভয় পেয়েছি

আয়া ভয় কিসের?

শ্বশু আরে, জানো না শোনো না, আমারে সাক্ষী ধত্তে এসেছিলো

মদ। সাক্ষী ধত্তে?—কি, কি, ব্যাপার কি?

শ্বশুর। ব্যাপার ঊষালোক। তুমি তো বেরিয়ে এলে, আমি, মনে করো, দোখিনের বুটুরিতে তামুক খাচ্চি, ওয়াফ্ বোসি পান তৈয়ের কচ্চে, এমন সোময় দরোজায় কে ধাকা দিলে আমি বোলি কে ও, মোদন? তা ববোচনা করো, উত্তোর দিলে না জোরে জোরে ধাকা দিতে লাগলো। আমি বোল্লাম, পোসোয় হবে টা খোরোতো,—পলি নেমে আসি, দেখি না সিঁড়ির কাছে লোখি কুকুরটো এসে দাড়ালো আমি বোল্লেম, লোখি, তুই খোরির মধ্যে যা মনে করো, লোখিতো ঘরির মধ্যে গেলো।—

মদ আরে,হয়েছে কি বল না—ও সব তোমার কে শুনতে চায় ?

খশু আরে, তুমি থামো, সকোল কথা খুলি না বোল্লি, আমান চোদোর বুঝতি পারবে কেন ? মোনে করো, সোবে মাত্রো আমি মাচ দোরটী খুলেচি, অমনি ববোচনা করো, তিন চার বোক্তি চোকিতের ন্যায আমারে পাকড়া কোল্লে

মদ তাদের মধ্যে কি সাহেব ছিল ?

খশু। না ; সোকোলগুলাই হিন্দুস্থানীর মত পাগবাধা তার পরে, মোনে করো, জিজ্ঞাসা কল্লি তুমি কি করো, ববোচনা করো, আমি বল্লেম, "আমি ঘতো আর চিনির ববোস কর", তা বল্লে 'সরবোতের চিনি তুই দিয়েছিলি, তোকে পুলিসে যেতে হবে" বোলেই, মনে করো, আমাকে পাচ-পেকে ধাকা দিতে দিতে নিয়ে যায় আমি ববোচনা করো,বড় বিপদে পড়ুলাম। একজন মোনে করো, আমার গায়ের রোপোরখানা শক্ত মোতো কোরে দুই হস্তে ধরি আছে আমি একডা বুদ্ধি খাটালেম মোনে করো, এক ঝটকান দিযে রোপোরখানা ফেলিযে থুয়ে চকিতের ন্যায় দোড়িযে পালাইযে এলাম

মদ আহা, আহা! তোমার প্রতি এতো অত্যাচার

খশু অত্যাচার তো, ববোচনা করো, আজকাল অনেকের প্রতিই হচ্চে, পথে আসতে দেখলেম, জহুরিদিগের বাড়ী মহা গোলযোগ।

আয়া কোন্ জহরি ?

খশু। ঐ ফতেচাঁদহেমচাঁদ—তা তাঁকেও সাক্ষ্য দিতে হবে বলে মার্ত্তে মার্ত্তে নিয়ে

মদ তা এখন পালাচ্চ কোথা ? এস আমার সঙ্গে বাড়ী এস, কোন ভয় নেই

খশু হাঁ, ভয় নেই তো তুমি বলে, ওদিকে ববোচনা করো, আমায় পাকড়া করবার জন্যে প্রেকাট মেরে দিযেছে, বাড়ী আমি যাবো না একবার কাদুর বাড়ী যেতে পাল্লে হয়—সে বড় শক্ত মানুষ—সেখানে, ববোচনা করো, সিপুই ছেড়ে সাহেবের হাজামা ঢোকবে না সেদিন, মোনে করো, দুজন পুলিসের সাহেবকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। তোমরা থাকো, আমি, ববোচনা করো, আর দাঁড়াতে পারিনে মনে করো, তারা পাচিয়ে পাচিযে আসছে

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

আয়া কার বাড়ী গেল ?

মদন কাদোর। কাদো একজন নূতন মহাজন—আমার বড় আত্মীয়। আমি প্রায় তাঁর বাড়ীতে থাকি অতি ভদ্রলোক ঐ যিনি আমার সঙ্গে সেদিন লাহোর গিয়েছিলেন।

আয়া ওঃ! আচ্ছা, এ লোকটাকে তো অনেক দিন দেখছি খশুর বলেই জানি—ব্যাপারখানা কি ?

মদ ওর বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গদেশ, লোকটী বড় সরল, বহুদিন সপরিবারে এখানে আছে, আমার বড় অনুগত। চলুন এখন যাওয়া যাক্, দেখা যাক কি হচ্চে

আয়া। চলুন

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজ অন্তঃপুরস্থ উদ্যান

লক্ষীবাই আসীনা।

লক্ষী। (রোদনস্বরে গীত)

জংলা ঝিঁঝিট,—তেওট।

প্রাণ মম সদা কাঁদিছে।
প্রাণ মম সদা নাথ-বিরহে দহিছে—
ওঃ হোঃ-হোঃ হোঃ
পোড়া বিধি বাম, নিদয় হয়ে,
প্রাণ-নাথ-সহ-বাস-সুখ হরিছে

আহা! কি কুক্ষণে এ হতভাগিনী এ রাজবাটীতে প্রবেশ করেছিল। অভাগিনীর জন্যই সমস্ত সর্ব্বনাশ হলো যে দিন হতে আমি এই রাজপুরীতে প্রবেশ করেছি, সেই দিন হতেই মহারাজের বিপদের সূত্রপাত কেন আমি মহারাজের প্রতি অনুরক্তা হলেম? হৃদয়েশ্বরই বা কেন আমায় ভাল বাসলেন? কেন তিনি এ কুলক্ষণাকে আদর কল্লেন? এখন আমার আপনার প্রতি ধিক্কার জন্মাচ্ছে। লোকালয়ে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা বোধ হয় রাজপুরীতে কারুর পানে মুখ তুলে চাইতে পারিনে, সেই জন্যই সর্ব্বদা এই কুসুম কাননে নিজ্জনে বসে থাকি, কিন্তু এই কুসুম-কানন কি এখন সেইরূপ সুখপ্রদ আছে? পতি যে কি ধন, তা মহারাজের গলে নবমাল্য দিয়েই জেনেছি—পূর্ব্বে জানতেম না। পূর্ব্বে সর্ব্বদা আপনার রূপের গর্ব্বে মত্ত হয়ে বেড়াতেম, কিন্তু এখন—এখন সে গর্ব্ব কোথায়?—কেন আমি প্রাণনাথের জন্য পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি? কেন আমি তাঁর অদর্শনে জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হচ্ছি? আহা! যখন মহারাজের হাত ধরে এই কুসুম-কাননে ভ্রমণ কত্তে আসতেম, তখন এই কানন অমর-ভবন সদৃশ বোধ হতো আর আজ—আজ সেই কানন, সেই প্রমোদ-কানন আমার দাবানল-বেষ্টিত ভয়ঙ্কর নিবিড় বন অপেক্ষা ভীষণ বোধ হচ্ছে পতি যে কি ধন, তা বিচ্ছেদ না হলে বোঝা যায় না জ্যোৎস্না না থাকলে অমানিশার ভীষণতা কে বুঝতে পারতো? এই সেই কুসুম-কানন,—সেই তরু দলে পুষ্পদাম সেইরূপ প্রস্ফুটিত, সরোবরে সরোজিনী সেইরূপ নিমীলিতা, নীল কাদম্বিনীকোলে শশধর সেইরূপ ভেসে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু আমার হৃদয় কেন জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হচ্ছে? বুঝতে পেরেছি;—তার কারণ আছে অবলা রমণীর—বিশেষ হিন্দু-রমণীর পতি বিনা অন্য গতি নাই পতি-বিহীনা নারী পৃথিবীর সকল সুখেই বঞ্চিত। আহা, আহা, প্রাণনাথ এখন কোথায়?—কারাগারে। সুখপূর্ণ রাজ-অট্টালিকায়, সুবাসিত কুসুম শয্যায় প্রণয়িনীগণ বেষ্টিত হয়ে যাঁর নিদ্রা হতো না, তিনি কি না এখন ভীমকায় ইংরাজ-সৈন্যগণ-বেষ্টিত ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত। ওঃ! মনে হলে বুক ফেটে যায়! আর কখন কি তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করতে পাবো? আর কখন কি তিনি আমার নবশিশুর আধ আধ কথা শুনে তার মুখ চুম্বন কত্তে কত্তে আমার প্রতি সুহাস কটাক্ষ নিক্ষেপ কর্বেন? আহা, আহা!—রাজ্যেশ্বর হয়ে তাঁর কপালে এই ছিল? এত অপমান? ওঃ কি পরিতাপ! কি করি? কোথায় যাই? কে আর এখন আমার সহায় হবে? কে আর আমার দুঃখে দুঃখী হবে? কে এখন আর আমার বিলাপবাক্যে মহারাজের সাপক্ষ হবে?—আহা! কুমা যদিও আমার সপত্নীর তনয়া, তবুও তাঁকে আমার

নিজের সন্তানের মত ভালবাসতে ইচ্ছে হয় কি তার বুদ্ধি। কি তার মহত্ব। কি তার তেজ। কিন্তু সকলি বৃথা। হিন্দুকুলের গৌরব-রবি অস্তমিত নিশ্চয়ই আমরা অনাথিনী হব,পথের কাঙ্গালিনী হব,উদরের অন্নের জন্য শিশু সন্তান কোলে করে আমাকে নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কত্তে হবে সুখের আশায়, ভালবাসার আশায়, মহারাজকে আত্মসমর্পণ করেছিলেম। তার শেষ ফল কি এই? অনাথিনী ভিখারিণী পথের কাঙ্গালিনী! (নীরবে রোদন)

(কুমাবাইয়ের প্রবেশ)

কুমা এই যে ছোট মা এইখানে আছেন মা, আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি ও কি মা, তুমি বসে বসে কাঁদছে মা ;—ছি মা, তুমি রাজমহিষী, সামান্য রমণী নও,এ তোমার উচিত নয়। হাঁ মা, এখন কি আমাদের কাঁদবার সময়? রাজমহিষীর ব রাজকন্যার অশ্রুজল কি মহারাজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবে? এখন আমাদের কি কান্নার সময়? কে মা আমাদের কান্নায় ভুলবে? বরং মা, এখন উদ্‌যোগ কর, যাতে মহারাজ নিষ্কৃতি পান সমস্ত সংবাদপত্র আমাদের সহায় মা, কি বলবো, জগদীশ্বর আমায় রমণী করে সৃজন করেছেন, কিন্তু তবুও ছাড়ব না। শুনেছি, মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর বড় দয়ার শরীর, এবার মা আমি তাঁর দয়ার পরীক্ষা করবো

লক্ষ্মী বাছা, যদিও তুমি আমার সপত্নী-তনয়া, তবুও তোমাকে আমার আপন তনয়া বল্‌তে মনে মনে বড় অহঙ্কার হয় বাছা, দিদি ধন্য যে, তোমার মত অমূল্য রত্নকে গর্ভে ধারণ করেছেন বাছা, যদিও আমি তোমার মা, কিন্তু এ বিপদ-সাগরে তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা তোমা বিনে কে আর আমাদের সান্ত্বনা দেয়? কে তোমার মতন "মহারাজকে তাঁর রাজ-সিংহাসনে আবার বসাব" বলে আমাদের আশ্বাস দেয়? তুমি যদি আমার গর্ভজাত মেয়ে হতে—তা হলে আর আমি কোন সুখের লালস কত্তেম না যদি মা, কোন উপায়ে তোমার জন্মদাতাকে, আমার হৃদয়েশ্বরকে উদ্ধার কত্তে পার তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী রমণী; যথার্থ রাজকুলবালার গৌরব তোমা ভিন্ন এ কর্ম্ম আর কাহাকেও সম্ভবে না যদি মহারাজকে কোন উপায়ে আবার স্বাধীনত দিতে পার, বল মা, আমায় মার মতন ভাববে? সৎমা বলে ঘৃণ করবে না? বল মা, একবার বল। তোমার মত মেয়ে বহুকালের পুণ্যফলে জন্মায়

কুম হাঁ মা, আমি কি কখন তোমায় অমান্য করেছি? মা, কখন কি তোমায় সৎমা বলে ভেবেছি?

লক্ষ্মী বাছা, তোমার স্বভাব যে তা নয় তুমি কি মা কখন শত্রুকেও ঘৃণা করেছ? তবে কি না মা, আমার অদৃষ্টকে যে বিশ্বাস নাই

কুম মা। অদৃষ্ট যে আমাদের সকলের সমান মা। এ বরং সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমায় আপনি এত স্নেহ করেন আপনার স্নেহময় কথা শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্চে, তা আমি বলতে পারিনে তা মা,রাত হয়েছে, এখন আর এখানে থেকে কাজ নাই মা, শুনতে পাচ্ছেন না?

লক্ষ্মী সে কি, দিদি এখনো শোননি? চল মা যাই

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—■—

কমিশন-সভা

কমিশনারগণ, সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন, স্কোবল, নাজীর, ইণ্টরপ্রেটর, উকীলগণ, গাইকোয়াড়, কর্ণেল, ফেয়ার, সার লুইস পেলি দর্শকগণ ও আমিনা উপস্থিত।

ব্যাল মহারাজা যে কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াতে ইচ্ছা করেছিলেন, তুমি কি করে জানলে?

আমি আমি ইংরাজ বাহাদুরের নিমক খাই, যা যা হয়েছে, সব ঠিক ঠিক বলছি। পিক্র আর রাওজির মুখে শুনেছিলেম যে, মহারাজা বিষ খাওয়াবেন

ব্যাল। ঐ দুইজনের মুখে যদি কিছু না শুনতে, তা হলে মহারাজা যে কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়ার চেষ্টা কচ্ছেন, তোমার এ সন্দেহ হত না?

আমি। না, তা হলে মহারাজার উপর কোন সন্দেহ হত না

ব্যাল আচ্ছা, এ বিষয়ের কথা পিক্র আর রাওজি তোমায় কবে বলেছিল?

আমি। ওরা দুজন মহারাজের বড় প্রিয়পাত্র ছিল

ব্যাল আমি তা জিজ্ঞাসা কচ্ছি না। পিক্র আর রাওজি তোমায় বিষের কথা কবে বলেছিল?

আমি। ঠিক, পিক্র আর রাওজি তো আমাকে কিছু বলেনি, সে আর দুজনে বলেছিল।

ব্যাল। তবে কেন বল্লে, পিক্র আর রাওজি বলেছে?

আমি তা-তা—আমি অত ঠাউরে বলিনি

ব্যাল তুমি কি সজ্ঞানে আছ? না, এখন ডাক্তার সাহেব চিকিৎসা কচ্ছেন?

আমি। আপনি কি ভাবছেন আমি মিথ্যা বলছি আমি পাঁচ পাঁচ বার বিলাত গিয়েছি;—এই সার্টিফিকেট দেখুন (রোদন ও সকলের হাস্য।)

ব্যাল যদি রাওজি আর পিক্র বলেনি, তবে কে বলেছিল?

আমি। ঐ—ঐ—ঐ করিম আর কাজি, হাঁ, হাঁ, ঠিক ঠিক ভুলে গিয়েছিলেম, অনেক কথা, অত কি মনে থাকে?—মেয়ে মানুষ বই তো নয়।

ব্যাল এ কথা তুমি সাহেবকে বলেছিলে?

আমি। না, তা আমি কেমন করে বলবো?

ব্যাল যখন তুমি জানলে যে, তোমার মনিবকে বিষ খাওয়াবে, তখন তুমি তাঁকে বলে, বাঁচাবার চেষ্টা কল্লে না কেন?

আমি। আমি জানতেম না যে, হিন্দুরাজা একজন সাহেবকে এমন করবে। এমন তো কখন হয় নি।

ব্যাল। সুটার সাহেব কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, "মহারাজা তোমাকে বিষের কথা বলেছেন কি না?"

আমি। সুটার সাহেব জিজ্ঞাসা করেছেন বটে, কিন্তু আমি বল্লেম, বিষ খাওয়ার কথা জানি না; আমি যা জানতেম, তাই বলছি।

ব্যাল। আচ্ছা, বল দেখি, আকবার আলি ... র ছেলে আবদুল আলি তোমাকে

বলেছিল যে, "মহারাজা অবশ্যই বিষের কথা বলেছেন ।"

আমি। হাঁ, তারা আমাকে ভয় দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বটে—

ব্যাল। সুটার সাহেব সেখানে ছিল?

আমি। কখন্?

ব্যাল। যখন তোমায় ভয় দেখায়?

আমি। কৈ আমায় কেউ ভয় দেখায়নি তো। আমি ভয় পাবাব মেয়ে?

ব্যাল। আঃ! আর এক কথা। তুমি মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন করে?

আমি। বরদা সহরটা আমি বড় চিনি না—আমি বিলেত গিযেছি কানপুর গিয়েছি, জব্বলপুর গিয়েছি, সিমলার পাহাড় গিয়েছি, আর আর কত জায়গায় গিয়েছি, (কাঁদিয়া) আমি এরেবিয়ার গিয়েছি, নাইনিতল পাহাড়ে গিয়েছি।

ব্যাল। তুমি যদি এই রকম বল তা হলে সিমলে ছেড়ে এণ্ডামানে যেতে পারবে। এখন বল, মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন করে?

আমি। গাড়ী চড়ে গিয়েছিলেম।

ব্যাল। যাও—

[আমিনার প্রস্থান

স্কোব। রাওজি রহিমন্।

(রাওজির প্রবেশ ও ইণ্টরপ্রিটর দ্বারা শপথ করণ)

স্কোব। বল, তুমি এ মকদ্দমার বিষয় কি কি জান? কার সঙ্গে মহারাজের কাছে গিয়েছিলে, কিছু টাকা পেয়েছিলে কি না, কে তোমায় বিষ দিয়েছিল—কিরূপে তুমি সরবতে বিষ দাও, আর কি জন্য তুমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও?

রাও। ধর্ম্ম-অবতার! আমি রেসিডেন্সির হাওয়ালদার, বড় গরিব—আমি কোন মতেই রাজি হইনি। তবে সেলিম আর যশোবন্তরাও রোজ রোজ এসে বলতো যে, মহারাজ আমার সঙ্গে দেখা কত্তে চান। তাই শেষে ভ বলেম, অত বড় লোকটা রোজ ডেকে পাঠাচ্ছেন, না যাওয়াটা ভাল হয় না। তাই মনে করে একদিন বেড়াতে বেড়াতে গেলেম। মহারাজ আমায় বসতে বলে অনেক খাতির যত্ন কল্লেন, আর বল্লেন, যদি আমি তাঁকে রেসিডেন্সির খবরাখবর এনে দিতে পারি, তা হলে আমায় খুসী কর্‌বেন। আমি বল্লেম, মহারাজ আমার বিবাহ করবার সাধ হয়েছে, কিন্তু হাতে টাকা নেই। মহারাজ শুনেই আমাকে পাঁচশ টাকা দেবার হুকুম দিলেন। টাকা পেয়ে আমি কিছু খুসী হলেম—সেই অবধি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে হাবিলিতে যেতেম। পিদ্দুও আমার সঙ্গে যেত। একদিন মহারাজ পিদ্রুকে জিজ্ঞাসা কল্লেন যে, সাহেব খানা খাবার সময় তাঁর বিষয় কিছু বলেন কি না? পিদ্রু বল্লে, "সাহেব আপনার যাতে ভাল হবে, তাই বলেন, সাহেবের সঙ্গে ভাব রেখে চল্লে আপনার ভাল হবে, আর ছোট মেম সাহেবের আপনার উপর বিশেষ টান আছে।"

স্কোব। পিদ্দুর সঙ্গে মহারাজের আর কোন কথা হয়েছিল?

রাও। না ধর্ম্ম-অবতার, সেবার আর কোন কথাই হয় নি—তার পর পিদ্রু গোয়া থেকে ফিরে এলে পর, দুজনে যেবার যাই, সেবার মহারাজ পিদ্রুকে একটা কিসের মোড়ক দিলেন; পিদ্রু জিজ্ঞেস কল্লে, "এতে কি আছে?" মহারাজ বল্লেন, "বিষ।" পিদ্রু বল্লে, "আমি এ নিয়ে কি কর্‌বো?" মহারাজ বল্লেন, "সাহেবের খানায় মিশায়ে দিও।" পিদ্রু বল্লে, "তা আমি পার্‌বো না, সাহেবের হঠাৎ কোন ভাল মন্দ হলে আমি ধরা পড়ে যাব।

যাব " মহারাজ বল্লেন,"সে ভয় নাই,সাহেবের যা হওয়ার হয়, দুই তিন মাস পরে হবে " পিক্রও টাকা পেয়েছিল, কত তা জানিনে।

স্কোব তুমি কবে মহারাজের নিকট বিষ পাও, তা বল।

রাও সে, যে দিন নবুসুব সঙ্গে যাই। মহারাজ আমায় একটা মোড়ক দিয়ে সাহেবের সরবতে মিশিয়ে দিতে বল্লেন, আর বল্লেন যে, কাজ হয়ে গেলে তিনি আমায় এক লাখ টাকা দেবেন তাই আমি সাহেবের সরবতে বিষ মিশায়ে দিয়েছিলেম।

ব্যাল। তুমি কত দিন কর্ণেল ফেয়ারের কর্ম্মে আছ?

রাও প্রায় দেড় বছর

ব্যাল সাহেব তোমায় ভালবাসতেন? তোমার তাঁর উপর কোন রাগ ছিল?

রাও। কিছু না, তিনি আমায় খুব ভালবাসতেন।

ব্যাল। সেই জন্যই তুমি একেবারে তাঁর প্রাণনাশ কত্তে উদ্যত হয়েছিলে?

রাও মহারাজ যে আমায় টাকা খুব দেব বলে লইয়েছিলেন। আমি গরিব মানুষ আমায় তিনি এক লাখ টাকা দেব বলেছিলেন

ব্যাল তবে সাহেবের প্রাণহত্যা কত্তে তুমি এক প্রকার কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলে?

রাও। মহারাজ সাহেবকে খুন কত্তে চেয়েছিলেন

ব্যাল। হাঁ হাঁ,মহারাজই খুন কত্তে চেয়েছিলেন—কিন্তু তুমি হাতে করে মারতে চেয়েছিলে?

রাও। হুজুর, আমি একে গরিব মানুষ, তায় আবার একজন শিখিয়ে দেছে, আমার অপরাধ কি? দোহাই সাহেবের—আমি বড় গরিব।

ব্যাল তুমি স্থটার সাহেবের কাছে বলেছ যে; মহারাজ তোমাকে একটা শিশি করে বিষ দিয়েছিলেন তা সে বিষ সাহেবকে দাওনি কেন?

রাও। তার একটু আমার গায়ে পড়ে গিয়ে ফোস্কা হয়,তাই পাছে সাহেবের কিলে তাঁর কোন বিপদ্ হয়, সেই জন্য ফেলে দিয়েছিলেম

ব্যাল। সাহেবের সরবতে যে বিষ দিয়েছিলে, সে কি তাঁর খিদে বাড়বে বলে?

রাও। তা—তা তা—ধর্ম্ম অবতার,আমি বড় গরিব

ব্যাল আচ্ছা—তুমি নরসুর সাক্ষাতে বলেছিলে যে, তুমি বোতলের বিষ দিয়েছ?

রাও সে আমি মিছে করে বলেছিলেম।

ব্যাল। মিথ্যা কথা বল্লে তুমি কিছু থাক ভাল, না?

রাও আজ্ঞে হাঁ—না, আমি গরিব মানুষ, আমার মিছে কথায় দরকার কি? নরসু আমায় একশবার জিজ্ঞেস কর্ত্তো, তাই মিছি মিছি বলেছিলেম

ব্যাল। স্থটার সাহেব অবশ্য তোমাকে সহস্র সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, আর তুমি বোধ হয় সহস্র সহস্র মিথ্যা কথা তাঁর সমক্ষে বলেছ—যাও।

[রাওজীর প্রস্থান।

ইন্ট পিক্র ডিসুজা।

(পিক্রর প্রবেশ)

ইন্ট শপথ কর।

পিক্র। (শপথকরণ)

স্কোব। তোমার নাম কি, কি কাজ কর, এ মোকদ্দমার তুমি কি জান বল?

পিক্র। আমার নাম পিক্র ডিসুজা, আমি ফেয়ার সাহেবের বটলার,এ মকদ্দমার এমন কিছু জানিনে—তবে, সেলিম আমায়

রাজার বাড়ী যাওয়ার জন্যে প্রায়ই ডাকতো আর একবার পঞ্চাশ টাকাও দিয়েছিল—তা আমি কখন যাইনি

ব্যাল কখন যাওনি ?

পিক্র না ধর্ম্ম-অবতার।

ব্যাল রাওজিকে চেন ?

পিক্র চিনি, একসঙ্গে কাজ করি—মুখের আলাপ

ব্যাল। রাওজির সঙ্গে কবার রাজ বাড়ীতে গিয়েছিলে ?

পিক্র একবারও নয়

ব্যাল। সে কি ! মহারাজ তোমায় কখন কিছু দেননি ?

পিক্র আমি কখন যাইনি, তা তিনি কোথা থেকে দেবেন ?

ব্যাল আর রাওজি যদি বলে থাকে যে, তুমি তার সঙ্গে রাজবাড়ী গিয়েছিলে ?

পিক্র ধর্ম্ম অবতার ! তা হ'লে সে মিছে কথা বলেছে—আমি কখন যাইনি।

ব্যাল যাও

[পিক্রর প্রস্থান।

স্কোব। কর্ণেল ফেয়ার (কর্ণেল ফেয়ার দণ্ডায়মান ও শপথকরণ) আপনার নাম কি, আর এ মকদ্দমা সম্পর্কে কি কি জানেন ?

ফেয়া আমার নাম রবার্ট ফেয়ার—যদে পার্থিব কর্ণেল। ১৮ই মার্চ্চ ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে বরদার পলিটিকেল রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হই। আমি প্রত্যহ সকালে মর্ণিং-ওয়াক থেকে ফিরে এসে পামেলোর সরবৎ খেতেম ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ৬ই ৭ই নবেম্বর দু দিন সরবৎ খেয়ে আমার শরীরে অসুখ বোধ হয়েছিল ৮ই সরবৎ খাইনি ৯ই মর্ণিংওয়াক থেকে ফিরে আসতে রাওজি সেলাম করে—অন্য দিন সে সেলাম করতো না আমি তার প্রতি মনোযোগ না করে ঘরের মধ্যে গেলেম। এক চুমুক সরবৎ পান করেই আমি চিঠি লিখতে বসলেম আধ ঘণ্ট পরে মুখে তামাটে স্বাদ পেলেম, আর শরীর কেমন কষ্টে লাগলো আমার বেশ বোধ হ'ল, সরবৎ খেয়েই এরূপ হয়েছে। তখনি সরবৎটা ফেলে দিলেম—গ্লাসটা ফিরে টেবিলের উপর রাখবার সময় দেখি, গ্ল্যাসের গা দিয়ে খাঁকরির মতন গড়িয়ে পড়েছে আর গ্ল্যাসের তলায় কতকটা ঐরূপ রয়েছে আমার মনে কিছু সন্দেহ হ'ল—ডাক্তার সিউয়ার্ডকে লিখে পাঠালেম। তিনি এসে পরীক্ষা করে বল্লেন, সরবতে বিষ মিশান ছিল

ব্যাল। মহাশয় ! ১৮ই মার্চ্চ বরদায় আসেন, এর পূর্ব্বে আপনি কোথায় ছিলেন ?

ফেয়া এর পূর্ব্বে আমি নর্থ গুজরাটে পালনপুরে পলিটিক্যাল রেসিডেণ্ট ছিলেম।

ব্যাল। সে কর্ম্ম কতদিন করেছিলেন ?

ফেয়া ছয় সপ্তাহ—আমি আরও অনেক অনেক কর্ম্ম করেছি।

ব্যাল পালনপুরের কোথায় ছিলেন ?

ফেয়া আপার সিন্ধে ফ্রণ্টিয়ার ত্রিজের পলিটিকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর চিফ্ কমিশনার ছিলেম

ব্যাল সে কর্ম্ম আপনি কি জন্য ত্যাগ করেন ?

ফেয়া। আমি ছুটি লয়ে বিলাত গিয়েছিলেম—

ব্যাল। ফিরে এসে পুনরায় সে কর্ম্ম করেছিলেন ?

ফেয়া। না

ব্যাল কেন ?—আপনাকে কি সে কর্ম্ম থেকে বরতরফ করা হয়েছিল ?

ফেয়া না—না—হাঁ—তাই বটে।

ব্যাল ৭ই যে গাইকোয়াড়ের লক্ষ্মী-বাঁইয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়?

ফেয়া। হাঁ, ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ ৭ই মে।

ব্যাল সেই সময় আপনার সঙ্গে মহারাজের কোনরূপ মনান্তর হয়েছিল?

ফেয়া হাঁ—সেই সময় মহারাজ, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের কাছে খরিতা পাঠান।

ব্যাল। ভাল—আপনার মাথায় না একটা ফোড়া হয়েছিল, আর ডাক্তার সিউয়ার্ড তার চিকিৎসা করেছিলেন?

ফেয়া। হাঁ

ব্যাল। ব্যারামের সময়ও আপনি সরবৎ খেতেন?

ফেয়া। হাঁ

ব্যাল আচ্ছা, ৬ই আর ৭ই দুদিন যখন অসুখ হয়েছিল, আর আপনার সন্দেহ হয়েছিল যে, সরবতের দোষে এরূপ হচ্ছে, তখন সে সময় সরবত পরীক্ষা করাননি কেন?

ফেয়া তা তখন আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই, সরবতের দোষে কি না—আর কখন আমার এমন সন্দেহ হয় নাই যে, কেউ আমাকে বিষ দেবে

ব্যাল। তবে ৮ই তারিখে সরবৎ পান করেননি কেন?

ফেয়া। তার কোন বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ কর্ত্তে পারি না, বোধ হয়, সে কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

ব্যাল। এখন আপনি অনুগ্রহ করে যথার্থ কারণ বলুন, এ মনুষ্যের কমিশন এবং মনুষ্যের সাক্ষ্য দ্বারা এ স্থানে দোষী নির্দ্দোষী নির্ণয় হবে।

ফেয়া। অন্য কারণ আমি কিছু এখন নির্দ্দেশ কর্ত্তে পাচ্ছি না—

ব্যাং আচ্ছা, আপনি ডাক্তার গ্রেকে যে পত্র পাঠান, তাতে লেখা ছিল যে, আপনি কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট গোপনীয় সংবাদ পেয়েছেন যে, আপনাকে বিষ দেওয়া হবে, তাতে আর্সেনিক, ডায়ামণ্ড ডাষ্ট আর কপার থাকবে—বলুন দেখি, কর্ণেল ফেয়ার। কোন্ বিশ্বাসী লোক আপনাকে এ গোপনীয় সংবাদ দেয়?

ফেয়া তা আমার স্মরণ নাই

ব্যাল। স্মরণ নাই বল্লে চলবে না—"বিশ্বাসী লোক" গোপনীয় সংবাদ দিলে, আর তার নাম মনে নেই?

ফেয়া অনেক লোকে আমায় সংবাদ দিত—অনেক দরখাস্ত আমার কাছে পঁওছতো।

ব্যাল। বড় লোক হলেই ও কষ্ট সহ্য কত্তে হয়—এখন বলুন দেখি, ভাওপুনিকার এ সংবাদ আপনাকে দিয়াছিল কি না?

প্রেসি কর্ণেল ফেয়ার, আপনি সার্জ্জেন্ট ব্যালাণ্টাইনের প্রশ্নের উত্তর দিন—বৃথা সময় নষ্ট কর্ব্বো না।

ফেয়া ভাওপুনিকার হলেও হতে পারে।

ব্যাল মহাশয়! হতে পারের কর্ম্ম নয়—কেন আমার সঙ্গে কপটতা করেন—আপনি ভদ্রসন্তান, বিদ্বান্, সৈনিক পুরুষ—আপনি এই সামান্য প্রশ্ন বুঝতে পাচ্ছেন না? বলুন একেবারে, ভাওপুনিকার কি না?

ফেয়া হাঁ, বোধ হচ্ছে সেই।

ব্যাল আঃ—"বোধ হচ্ছে" ছেড়ে স্পষ্ট কথা বলুন।

ফেয়া হাঁ, সেই বটে।

ব্যাল। আচ্ছা—এখন বসুন। (ফেয়ারের উপবেশন)

স্কোব। ডাক্তার সিউয়ার্ড।

(ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

স্কোব। বলুন, আপনার নাম কি? কর্ণেল ফেয়ারের বিষপান সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

সিউ। আমার নাম জর্জ এডুইন্ সিউয়ার্ড আমি বরদার রেসিডেন্সির ডাক্তার সাহেব। ৯ই নবেম্বর প্রাতে আমি কর্ণেল ফেয়ারের নিকট হইতে একখানি পত্র পেয়ে রেসিডেন্সিতে গেলেম বারাণ্ডায় দেখলেম নরসু গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে—সে আমায় দেখে সেলাম কল্লে না কিন্তু রাওজি তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত থেকে ছাতা আর টুপি নিলে—পূর্ব্বে কখন সে এরূপ কর্ত্তো না—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি, কর্ণেল ফেয়ার হাঁ করে বসে আছেন —আমি মনে কল্লেম, তাঁর হাঁটি পেয়েছে, তার পরে দেখলেম না—বরাবরই হাঁ করে রইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন, সরবৎ খেয়ে এরূপ হয়েছে—আমি সরবৎ পরীক্ষা করে তার মধ্য হইতে আর্সেনিক আর ডায়মণ্ড্ ডাষ্ট্ পেলেম

ব্যাল কর্ণেল ফেয়ার পূর্ব্বে কখন আপনাকে বলেছিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হয় যে, কেউ তাঁকে বিষ খাওয়াবে?

সিউ। হাঁ, পূর্ব্বে দুই একদিন বলেছিলেন।

ব্যাল আপনি কি কি দ্রব্য দিয়ে সরবৎ পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ জল আর কয়লা

ব্যাল যে জল আর কয়লা ব্যবহার করেছিলেন, সেই জল আর কয়লা প্রথমে পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ না

ব্যাল। তা হলে আপনি অন্যায় করেছেন আপনি জানেন, যে সকল দ্রব্য মিশ্রিত করে বিষের পরীক্ষা করা হয়, অনেক সময় সেই সকল দ্রব্যই বিষসংযুক্ত থাকতে পারে?

সিউ মিথ্যা নয়, তখন আমি অতটা ভাবি নাই

ব্যাল আচ্ছ, বলুন দেখি ডাক্তার, আর্সেনিকের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কত?

সিউ ভুলে গিয়েছি।

ব্যাল। আচ্ছা আমি বলে দিতেছি ৩ গুণ, কেমন, ঠিক কি না?

সিউ আমার মনে হচ্ছে না ডাক্তার গ্রে এখনি বলতে পারেন

ব্যাল ভাল, এটা বলতে পারেন, আর্সেনিক জলে ডোবে না ভাসে?

সিউ মহাশয়, আমায় আর পেড়াপীড়ি কেন? ডাক্তার গ্রেকে জিজ্ঞাসা করুন

ব্যাল বিলক্ষণ। সকলই দাদার উপর বরাত? তবে কি আপনি বিদায় হবেন?

সিউ। আজ্ঞে, তা হলে বড় বাধিত হই, আ মায় আর কেন?

[প্রস্থান।

স্কোব হেমচাঁদ ফতেচাঁদ

(হেমচাঁদ ফতেচাঁদের প্রবেশ ও শপথ করণ)

স্কোব। তোমার নাম কি? কি কি জান বল?

হেম ধর্ম্ম-অবতার। আমার নাম হেমচাঁদ-ফতেচাঁদ আমি এই নগরে জহরতের ব্যবসা করি আমি এ মকদ্দমার কিছু জানিনে

ব্যাল (একখানি খাতা দেখাইয়া) এ খাতা কার?

হেম আমার

ব্যাল * মলহাররাও গাইকোয়াড়কে তুমি কখন কোন হীরা বিক্রয় করেছিলে?

হেম। না

ব্যাল কখন না ?

হেম কখন না একবার দেখাতে নয়ে গিয়েছিলেম, তা ফেরৎ হয়েছিল

ব্যাল তবে মহারাজের নামে এ সব খরচ লেখা কেন ?

হেম ও সব মিথ্যা।

ব্যাল মিথ্যা কিরূপ ?

হেম গজানন্দ ফিটল্ দারোগা মহাশয় আমার জোর করে লিখিয়ে নয়েছিলেন

ব্যাল তুমি লিখলে কেন ?

হেম না লিখে করি কি ? পুলিসের সঙ্গে কি ঝগড়া কর্ব্বো ?

ব্যাল তুমি যথার্থ বলছ পুলিসের লোকে তোমার উপর জোর করে তোমার খাতা বদল করে নয়েছে ?

হেম মিথ্যা বলবার আমার আবশ্যক কি ? আজও পর্য্যন্ত সিপাইরা আমায় প্রত্যহ বিরক্ত করে

ব্যাল। তুমি শপথ করে বলছ, মহারাজকে কখন হীরা বিক্রয় করনি, কেবল পুলিসের লোকের পীড়নেই খাতা জাল করেছিলে ?

হেম হাঁ, আমি শপথ করে বলছি, কখন মহারাজকে হীরা বিক্রয় করি নাই, কেবল পুলিসের ভয়েই খাতায় মিথ্যা লিখেছি

ব্যাল চমৎকার ব্যাপার। আচ্ছা যাও।

[হেমচাঁদের প্রস্থান

ক্রাউ। মহারাজ। এক্ষণে আপনার যা বক্তব্য থাকে, বলুন।

রাজা কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ প্রদান সম্বন্ধে আমার মাননীয় প্রিয় সুহৃদ গবর্ণর জেনেরেলের মনে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর সন্দেহ জন্মে দেওয়া হইয়াছে সেই সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি আমাকে এই অবসর প্রদান করিয়াছেন। আমিও তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ এবং জগতের সকলেরই সমক্ষে আমার নির্দোষিতা প্রমাণেচ্ছায় বলিতেছি যে, কর্ণেল ফেয়ারের সহিত আমার পূর্ব্বে কখনও কোনরূপ শত্রুতা ছিল না এবং এখনও নাই আমি স্বীকার করি যে আমার ও মন্ত্রীগণের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রেসিডেন্টের অমনোযোগেই আমি রাজকার্য্য সুচারুরূপে সংস্করণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম তজ্জন্যই মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ২রা নবেম্বর গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের নিকট একখানি খরিতা পাঠাই যদিও কর্ণেল ফেয়ার এ বিষয়ে অনেক বাধা দিয়াছিলেন, তথাপি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যখন তিনি বম্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে একবার অখ্যাতি লাভ করিয়া পদচ্যুত হন, তখন আমার প্রার্থনা অবশ্যই গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর গ্রাহ্য করিবেন, এবং আমার এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমমূলক হয় নাই, ২৫এ নবেম্বর কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি যে বরদা ত্যাগ করিবার আদেশ হয়, তাহাই তাহার প্রমাণ আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি যে প্রাণনাশেচ্ছায় কখন কোন প্রকার বিষ ক্রয় করি নাই, এবং কখন কোন ব্যক্তিকে এরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করি নাই আমিনা, রাওজি, নরসু এবং দামোদর পন্থ এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার প্রতিবর্ণই মিথ্যা রেসিডেন্সির কোন ভৃত্যকে কখন আমি চররূপে নিযুক্ত করি নাই এবং বিবাহ আদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম ভিন্ন, আমার আজ্ঞায় রাজভাণ্ডার হইতে কাহাকেও পুরুস্কার দেওয়া হয় নাই। আমি নির্ভয় চিত্তে কমিশনের সম্মুখে এই সমস্ত ব্যক্ত করিলাম আপনাদের সুবিচারের উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—আপনাদের

(ড ক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

ঘোষ। বলুন, আপনার নাম কি? কর্ণেল ফেয়ারের বিষপান সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

সিউ। আমার নাম জর্জ এডুইন্ সিউয়ার্ড। আমি বরদার রেসিডেন্সির ডক্তার সাহেব। ৯ই নবেম্বর প্রাতে আমি কর্ণেল ফেয়ারের নিকট হইতে একখানি পত্র পেয়ে রেসিডেন্সিতে গেলেম। বারাণ্ডায় দেখলেম নরসু গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে—সে আমায় দেখে সেলাম কর্লে না। কিন্তু রাওজি তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত থেকে ছাতা আর টুপি নিলে—পূর্ব্বে কখন সে এরূপ কর্তো না—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি, কর্ণেল ফেয়ার হাঁ করে বসে আছেন—আমি মনে কল্লেম, তাঁর হাঁচি পেয়েছে, তার পরে দেখলেম, না বরাবরই হাঁ করে রইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন, সরবৎ খেয়ে এরূপ হয়েছে—আমি সরবৎ পরীক্ষা করে তার মধ্য হইতে আর্সেনিক আর ডায়মণ্ড ডাষ্ট্ পেলেম।

ব্যাল। কর্ণেল ফেয়ার পূর্ব্বে কখন আপনাকে বলেছিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হয় যে, কেউ তাঁকে বিষ খাওয়াবে?

সিউ। হাঁ, পূর্ব্বে দুই একদিন বলেছিলেন।

ব্যাল। আপনি কি কি দ্রব্য দিয়ে সরবৎ পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ। জল আর কয়লা।

ব্যাল। যে জল আর কয়লা ব্যবহার করেছিলেন, সেই জল আর কয়লা প্রথমে পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ। না।

ব্যাল। তা হলে আপনি অন্যায় করেছেন। আপনি জানেন, যে সকল দ্রব্য মিশ্রিত করে বিষের পরীক্ষা করা হয়, অনেক সময় সেই সকল দ্রব্যই বিষসংযুক্ত থাক্‌তে পারে?

সিউ। মিথ্যা নয়, তখন আমি অতটা ভাবি নাই।

ব্যাল। আচ্ছা, বলুন দেখি ডাক্তার, আর্সেনিকের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কত?

সিউ। ভুলে গিয়েছি।

ব্যাল। আচ্ছা আমি বলে দিতেছি। ৩ গুণ, কেমন, ঠিক কি না?

সিউ। আমার মনে হচ্ছে না। ডাক্তার গ্রে এখনি বলতে পারেন।

ব্যাল। ভাল, এটা বলতে পারেন, আর্সেনিক জলে ডোবে না ভাসে?

সিউ। মহাশয়, আমায় আর পেড়াপীড়ি কেন? ডাক্তার গ্রেকে জিজ্ঞাসা করুন।

ব্যাল। বিলক্ষণ! সকলই দাদার উপর বরাত? তবে কি আপনি বিদায় হবেন?

সিউ। আজ্ঞে, তা হলে বড় বাধিত হই, আমায় আর কেন?

[প্রস্থান।

ঘোষ। হেমচাঁদ-ফতেচাঁদ।

(হেমচাঁদ-ফতেচাঁদের প্রবেশ ও শপথ গ্রহণ)

ঘোষ। তোমার নাম কি? কি নিবাস বল?

হেম। ধর্ম্ম-অবতার! আমার নাম হেমচাঁদ-ফতেচাঁদ। আমি এই নগরে জহরতের ব্যবসা করি। আমি এ মকদ্দমার কিছু জানিনে।

ব্যাল। (একখানি খাতা দেখাইয়া) এ খাতা কার?

হেম। আমার।

ব্যাল। * মল্‌হাররাও গাইকোয়াড়কে তুমি কখন কোন হীরা বিক্রয় করেছিলে?

হেম। না।

ব্যাল কখন না ?

হেম। কখন না একবার দেখাতে নযে গিয়েছিলেম, তা ফেরৎ হয়েছিল

ব্যাল তবে মহারাজের নামে এ সব খরচ লেখা কেন ?

হেম। ও সব মিথ্যা।

ব্যাল মিথ্যা কিরূপ ?

হেম গজানন্দ ফিটল্ দারোগা মহাশয় আমার জোর করে লিখিয়ে লয়েছিলেন

ব্যাল তুমি লিখলে কেন ?

হেম না লিখে কবি কি ? পুলিসের সঙ্গে কি ঝগড়া কর্বো ?

ব্যাল তুমি যথার্থ বলছ পুলিসের লোকে তোমার উপর জোর করে তোমার খাতা বদল করে লয়েছে ?

হেম মিথ্যা বলবার আমার আবশ্যক কি ? আজও পর্য্যন্ত সিপাইরা আমায় প্রত্যহ বিরক্ত করে

ব্যাল। তুমি শপথ করে বলছ, মহারাজকে কখন হীরা বিক্রয় করনি, কেবল পুলিসের লোকের পীড়নেই খাতা জাল করেছিলে ?

হেম হাঁ আমি শপথ করে বলছি, কখন মহারাজকে হীরা বিক্রয় করি নাই, কেবল পুলিসের ভয়েই খাতায় মিথ্যা লিখেছি

ব্যাল। চমৎকার ব্যাপার আচ্ছা যাও।

[হেমচাঁদের প্রস্থান।

ক্রাউ মহারাজ ! এক্ষণে আপনার যা বক্তব্য থাকে, বলুন

রাজা কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ প্রদান সম্বন্ধে আমার মান্যবর প্রিয় সুহৃদ গবর্ণর জেনেরেলের মনে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর সন্দেহ জন্মে দেওয়া হইয়াছে সেই সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি আমাকে এই অবসর প্রদান করিয়াছেন আমিও তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ এবং জগতের সকলেরই সমক্ষে আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণেচ্ছায় বলিতেছি যে, কর্ণেল ফেয়ারের সহিত আমার পূর্ব্বে কখনও কোনরূপ শত্রুতা ছিল না এবং এখনও নাই আমি স্বীকার করি যে, আমার ও মন্ত্রীগণের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রেসিডেণ্টের অমনোযোগেই আমি রাজকার্য্য সুচারুরূপে সংস্কার করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম তজ্জন্যই মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ২রা নবেম্বর গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের নিকট একখানি খরিতা পাঠাই যদিও কর্ণেল ফেয়ার এ বিষয়ে অনেক বাধা দিয়াছিলেন তথাপি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যখন তিনি বম্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে একবার অখ্যাতি লাভ করিয়া পদচ্যুত হন, তখন আমার প্রার্থনা অবশ্যই গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর গ্রাহ্য করিবেন, এবং আমার এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমমূলক হয় নাই, ২৫এ নবেম্বর কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি যে বরদা ত্যাগ করিবার আদেশ হয়, তাহাই তাহার প্রমাণ আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি যে প্রাণনাশেচ্ছায় কখন কোন প্রকার বিষ ক্রয় করি নাই, এবং কখন কোন ব্যক্তিকে এরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করি নাই আমিনা, রাওজি, নরসু এবং দামোদর পন্থ এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার প্রতিবর্ণই মিথ্যা রেসিডেন্সির কোন ভৃত্যকে কখন আমি চররূপে নিযুক্ত করি নাই এবং বিবাহ আদি মাঙ্গলিক কার্য্য ভিন্ন, আমার আজ্ঞায় রাজভাণ্ডার হইতে কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। আমি নির্ভয়-চিত্তে কমিশনের সম্মুখে এই সমস্ত ব্যক্ত করিলাম আপনাদের সুবিচারের উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে— আপনাদের

যদি বিচার জিজ্ঞাসা [illegible] তাহার উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। পুনরায় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমার শত্রুগণ আমার প্রতি যে ভয়ঙ্কর দোষারোপ করিয়াছে, আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী [illegible]।

মাননীয় মহামান্য কমিশনরগণ! বিনা কারণে বহুতর নিষ্ঠুর নিগ্রহ সহ্য করিয়া বরদার মহারাজ মল্‌হর রাও গাইকোয়াড় আজ সুবিচার আকাঙ্ক্ষায় আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত। বিবেচনা করে দেখুন, কি যৎসামান্য সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অমূল্য স্বাধীনতাধন হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। প্রজাগণ সমক্ষে সামান্য লোকের ন্যায় অপমান করিয়া তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোন বিচারালয়ে কোন অভিযোগে এত অসঙ্গত, অসম্ভব ও ভয়ঙ্কর মিথ্যা সাক্ষ্যের সৃষ্টি দৃষ্ট হয় নাই। কি উপায়ে এই নির্বিরোধ নিরপরাধ রাজার মস্তকে এই ঘোর কলঙ্কভার অর্পিত হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান। পুলিস কর্ম্মচারিগণ যে কত বুদ্ধির কৌশলে, কত কত পরিশ্রমে, কত অনুসন্ধানে এই সকল সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হেমচাঁদ ফতেচাঁদের সাক্ষ্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা পুলিসের অধীনে কারারুদ্ধ ছিল। যখন প্রথমে সাক্ষী-দিগকে বন্দী করা হইয়াছে ও তৎপরে তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন কে এ কথা বিশ্বাস করিবে যে, তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করা হয় নাই—কারণ, পুলিসপ্রহরিগণ যে কত ভদ্র ও নিরীহ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পার্লিয়ামেন্টের নিয়মতে পুলিস-সংগৃহীত সাক্ষ্য বিচারালয়ে অগ্রাহ্য, এমন কি, পুলিসের সহিত [illegible] নিষিদ্ধ। বিস্ময় আক্ষেপের বিষয়, সে বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত নাই। এখানে পুলিসের যথেচ্ছাচারিত দমনের কোন বিধিই নাই। এখানে পুলিসের ক্ষমতা অসীম এবং অসীম ক্ষমতাই অত্যাচারের মূল। যখন পুলিস ইচ্ছা করিলেই যে কোন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া ইচ্ছামত কারারুদ্ধ করিতে সক্ষম, তখন কোন ব্যক্তিরই এ দেশে নিঃশঙ্কচিত্তে বাস অসম্ভব।

এবং এই অভিযোগেরই সূত্রে কত ব্যক্তি এরূপ নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। রেসিডেন্টের সরবতে বিষ [illegible] গেল, পুলিসের প্রতি অপরাধী অনুসন্ধানের ভার ন্যস্ত হইল। এরূপ ভয়ঙ্কর অপরাধী ধৃত করিতে না পারিলে পুলিসের মর্য্যাদা [illegible] উদ্ধার, [illegible]। তাহাতে ক্ষমতা অসীম। তখন যে সদুপায়ের পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে অসদুপায়ও অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার আর বিচিত্র কি? এরূপ উপায়ে সংগৃহীত সাক্ষিগণের সাক্ষ্য অসঙ্গত ও পরস্পর অনৈক্য হয়। প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা এ ষড়যন্ত্রে সংযোগী। তন্মধ্যে পাপিষ্ঠ রাওজিই প্রধান। সে স্বীকার করিল যে, সে স্বহস্তে কর্ণেল ফেয়ারের সরবতে বিষ মিশ্রিত করিয়াছে। মহারাজ যখন তাহাকে ঐ বিষ দেন, তখন কি সে স্থানে উপস্থিত ছিল? এডভোকেট জেনেরল মহাশয় রাওজির সাক্ষ্যের পোষকতার নিমিত্তে নরসুকে আহ্বান করেন। [illegible] একাগ্রচিত্তে নরসুর সাক্ষ্য [illegible] কর্ত্তে আসিলেন। স্থির হইল নরসুর সাক্ষ্যের উপরেই মহারাজের ভাগ্য নির্ভর করিবে। কিন্তু নরসু [illegible] হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে যে একটু ধর্ম্মপ্রাণ [illegible]

যিত্ত ছিল, তাহার অসাবধান শিক্ষক তাহা দেখিতে পান নাই। এত যত্নে এত পরিশ্রমে একজন নির্দ্দোষী রাজার সর্ব্বনাশের জন্য যে একটী মিথ্যার মঞ্চ প্রস্তুত হইল, সত্যবাদী পিদ্ তাহার ভিত্তির মূল উৎপাটন করিল। আর এক দ্রাত্মা দামোদর—যাহা হইতে সকল বিষের উৎপত্তি। যে দিন মহারাজ বন্দী হন, সেই দিনই তাহাকে বন্দী করা হয়। ১৭ দিন সে কতকগুলি সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত ছিল—সে আপনিই স্বীকার করিয়াছে যে, সৈন্যগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় সে নিজ দোষ স্বীকার করে। তখন তাহাকে পুলিসের হস্তে অর্পিত করা হইল, সে স্থানে রাওজি ও নরসুর সাক্ষ্যের পোষকতায় স্বীকার করিল যে, "আরসেনিক এবং ডায়মণ্ড্ ডাষ্ট্" সেই সংগ্রহ করিয়াছে—আর কোন গোল নাই স্থির করা হইল, যদি দামোদর মহারাজকে দোষী করে, তবে সে নিষ্কৃতি পায়, যদি মহারাজ নিষ্কৃতি পান, তবে দামোদরের নিস্তার নাই। কারণ, সে নিজ মুখে দোষ স্বীকার করিয়াছে—কিন্তু পুলিসের মনোমত কার্য্য করিলেই দামোদর নিজ স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ জায়গীর প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদীর পরিণাম কি! কৃতঘ্ন পামর দামোদর নিজের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত মহারাজকে দোষী নির্দ্দেশ করিল। মহারাজকে দোষী করিয়া কেবল যে সে এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইল, এমন নয়—সে বহুদিবসাবধি মহারাজের সর্ব্বনাশ করিতেছিল—মহারাজের ধন দ্বারা নিজ [illegible] পরিপূর্ণ করিতেছিল। নিজ মুখে [illegible] করিয়াছে যে, রাজ্য দেশে সে সমস্ত [illegible] জাল করিয়াছে—কিন্তু যখন [illegible] হইল যে মহারাজ তাহাকে ঐ কার্য্য করিতে কোন অনুশাসন-পত্র দিয়াছেন কি না, তখন সে নিরুত্তর রহিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহারাজ বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া এরূপ বিশ্বাসঘাতককে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে মহারাজের বিশেষ দোষ নাই—ধনীগণ প্রায় জঘন্য কর্ম্মচারিগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। তাহারা প্রতি পদে তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করে, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে প্রতি পদে প্রভুর সহিত চাতুরী করে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালিগণ তাহাদিগের মধুর বচনে ও বাহ্যিক সৌহার্দ্দে এরূপ অন্ধ হন যে, ভ্রমেও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন না। মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার নাই। স্যর লুইস্ পেলি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে মহারাজ অতি মধুর প্রকৃতি, সর্ব্বদা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন এবং সকল কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ লইতে ইচ্ছুক ছিলেন। আরও বিবেচনা করুন, যে ব্যক্তি এরূপ ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্ম করে, তাহার চিত্ত কি কখন লুক্কায়িত থাকে? নিশ্চয়ই তাহা চক্ষে প্রকাশ পায়। চতুর দামোদর সকলের অপেক্ষা নির্ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহার মুখে, তাহার প্রতি বর্ণ উচ্চারণে আমি সলজ্জ ভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ যখনই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে নিরপরাধের প্রসন্নতা ভিন্ন কিছুই লক্ষিত হয় নাই। আর কেনই বা তিনি এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? কর্ণেল ফেয়ারের প্রাণনাশ করায় তাঁহার লাভ কি? রাজকার্য্য সম্বন্ধেই উভয়ের মনান্তর ছিল এবং সেই জন্যই মহারাজ ২রা নবেম্বর গবর্ণর জেনেরেলের নিকট একখানি খরিতা পাঠান—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি বরদাত্যাগের আদেশ আসিবে।

তবে তিনি স্থিরভাবে প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ৯ই নবেম্বর এই ভয়ঙ্কর উপায় দ্বারা আপনাকে বিপদ্গ্রস্ত করিলেন, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? ধিক্ সেই কুচক্রীগণকে, যাহারা মহারাজ মলহররাওকে এই কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে, ধিক্ সেই নির্লজ্জ সংবাদপত্র সম্পাদকগণকে, যাহারা মহারাজের বিরুদ্ধে এই ঘোর মিথ্যাপবাদ দেশে দেশে রটনা করিয়াছে এবং যে সকল অর্থলোভী সেই কুচক্রীদের পক্ষসমর্থন করিয়াছে, তাহাদিগকেও ধিক্।

কমিশনার মহোদয়গণ! এখন একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন কি সামান্য সংশয়ের উপর নির্ভর করিয়া, কি মিথ্যা সাক্ষীর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া নিরপরাধ নির্দ্দোষ মহারাজ মলহররাও গাইকোয়াড়কে অপমানের সহিত অপদস্থ করা হইয়াছে, স্বাধীনতাহরণপূর্ব্বক কারাগারে কঠোর যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্বস্ব আবদ্ধ করা হইয়াছে।—কমিশনর মহোদয়গণ! একবার দেখুন, একজন মহদ্বংশীয় মহারাজ সিংহাসনচ্যুত হইয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় সুবিচারাকাঙ্ক্ষায় আপনাদিগের সম্মুখে নিজ নির্দ্দোষিতা নিজমুখে ব্যক্ত করিলেন এবং আমিও তাঁহার পক্ষসমর্থনার্থে আমার নিজের বিশ্বাস আপনাদিগের গোচর করিলাম। যদি আমার মনের ভাব আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, যদি ঐ নিরীহ প্রপীড়িত রাজবংশধরের নির্দ্দোষিতার বিষয়ে আমার অন্তঃকরণের সহিত আপনাদিগের অন্তঃকরণের ঐক্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, মহারাজ সগৌরবে লুপ্ত সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন (উপবিষ্ট)।

ঘোষ কমিশনার মহোদয়গণ! আমার প্রতি যে অকৃত্রিম ভাব প্রকাশ হইয়াছে, তাহা সম্যক্ বলিতে আমি নিতান্ত অক্ষম; কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার মনের ভাব ও বিশ্বাস কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বিজ্ঞতম বন্ধু সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইন্ মহাশয়ের বক্তৃতার উপর অধিক কি বলিবার নাই। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—কেবল আমাদের কেন, সমস্ত য়ুরোপের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। যে বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে তিনি ইংলণ্ডের ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছেন, সেই বিদ্যাবলে ভারতবর্ষে আসিয়া, এই মনোহর বক্তৃতা দ্বারা, এ স্থানেও অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গেলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই তাঁর প্রথম আগমন, সুতরাং ভারতবাসিদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় তিনি সবিশেষ অবগত নহেন, তথাচ তিনি [illegible] হইয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি পুলিসের উপর বিলক্ষণ দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে পুলিসের নিন্দা করিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা কখন না কখন ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়া পুলিসের নিকট বিলক্ষণ উপদেশ লাভ করিয়াছে—কেন না, আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এ স্থানের পুলিসে অতি মহৎ এবং ভদ্রলোক কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত আছেন; তাঁহাদিগের সম্মানসূচক উপাধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আরও বিবেচনা করুন, গাইকোয়াড়কে দোষী করায় পুলিসের স্বার্থ কি? যে কেহ হউক না, একজনকে অপরাধী নির্দ্দেশ করিলেই তাহারা এ বিষয় [illegible] হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। কেমিকাল এক্জামিনর পুলিসের বিপক্ষে বলিয়াছেন যে কেবল [illegible] প্রধান

কিতার বক্ষ হেতু আর এক বিষয়, বিজ্ঞ সার্জেণ্ট বলিয়াছেন যে, মহারাজের মুখে নিরপরাধিতার চিহ্ন স্পষ্ট বিরাজমান—কিন্তু তিনি জানেন না, ভারতবাসিগণ মনোভাব গোপনে কত সক্ষম, অন্তরে তাহাদের যত দুঃখ কষ্ট হউক না কেন, মুখে তাহাদের সর্ব্বদাই প্রসন্নতা প্রকাশ পায় তিনি বলিয়াছেন যে মহারাজ যখন গবর্ণর জেনেরেলের নিকট খরিতা পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, খরিতার প্রত্যুত্তরে কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি বরদাত্যাগের আদেশ আসিবে, তখন কি নিমিত্ত তিনি কর্ণেলকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবেন? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কিরূপে মহারাজ এ সিদ্ধান্ত করিলেন? মহারাজের বিবাহে রেসিডেণ্ট অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং মহারাজ তাঁহাকে বরদা হইতে বিদায় দিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন—তিনি এক মুহূর্ত্তে একেকালে দুই শর যোজনা করিয়াছিলেন—একটী দ্বারা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী খরিতা পাঠ ইতেছিলেন, অপরটীর দ্বার দামোদর বিষ প্রয়োগের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন আমার যাহা দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা কমিশনারগণের নিকট প্রকাশ করিলাম, সাক্ষিগণও যে পুলিস কর্ত্তৃক শিক্ষিত নয়, তাহারও প্রমাণ হইল একণে কমিশনার মহোদয়গণ। যদি আমার মতের সহিত একমত হন এবং সকল ভদ্র সাক্ষীগণের সত্য সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে সার্জেণ্ট ব্যালেন্টাইন্ মহাশয় যাঁহাকে 'প্রপীড়িত রাজ" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আপনাদিগকে কষ্টের সহিত তাঁহাকে অপরাধী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবিরাভ্যন্তর

কর্ণেল ফেয়ার, মাষ্টার ফিলিপ, মাষ্টার উইলসন উপস্থিত।

উই কর্ণেল আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ?

ফেয়া "ওভার্লেণ্ড অমৃতবাজার পত্রিকা"

ফিলি উইলসন্ তোমার সঙ্গে ব্রায়েণ্ট এণ্ড মে কোম্পানীর জানা শুন আছে?

উই কেন?

ফিলি তাদের লিখে পাঠাও যে, এক রকম ম্যাচ্ তৈয়ের করে ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়, that will 'ignite only" the Native Press.

উই হা! হ—হা এই জন্য। তা নেটিভ পেপারের কথা শুনে কে? আপনারাই লেখে আপনারাই পড়ে—বড়লোক কেউ গ্রাহ্যও করে না

ফিলি না, না, না—ওরা আজকাল ইংলণ্ডে কাগজ পাঠাতে আরম্ভ করেছে ঐ ওভার্লেণ্ড অমৃতবাজার দেখেই তো "পেল্ মেল্ বজেট্" সে আর্টিকেলটা লেখে হোমের কাগজগুলো আজকাল ভাল চলছে না। "পেল্মেল বজেট্" 'টাইম্স্" দুই খারাপ হয়ে গেছে, তা নইলে নেটিভ পেপার থেকে সিলেক্সন করে? আবার নেটিভ পেপার বলে নেটিভ পেপার—জঘন্য "অমৃত বাজার।"

ফেয় নেটিভ পেপারের মধ্যে "হিন্দু পেট্রিয়ট" কতকট ভাল, —যথার্থ লয়েল

ফিলি ও, শুধু নেটিভ পেপারদের দোষেন কেন? 'ইংলিশম্যান' "টাইমস অব ইণ্ডিয়া' কি লোক হ'সাচ্ছেন? এঁরা গাইকোয়াড়কে যে কি সোণার চক্ষে দেখেছেন, ত বোঝা যায় না পেপার অ'ম'র "বম্বে গেজেট"

উই কেন? 'পাওনিয়ার' 'ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস্" ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যান'—

ফেয়া হুঁ, কলিকাতার ও নূতন কাগজখানি লিখছে ভাল

ফিলি এডিটার হওয়া সহজ কথা নয় —অনেক বিদ্যা চাই এমন কি, ভবিষ্যৎ জানবার ক্ষমতা না থাকলে কাগজ চালান দুষ্কর

ফেয়া কাগজে লিখুক আর যাই করুক, আসল কথা গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের মতের উপর নির্ভর কচ্চে

ফিলি তিনি যে মত স্থির করবেন তা আমি এখনি বলে দিতে পারি— তিনি, তো আর অবিবেচক নন—তাঁর মত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গবর্ণর জেনেরেল এখানে ক'জন এসেছেন?

উই কর্ণেল। আপনার না প্রমোশন্ হয়েছে?

ফেয়া হঁ, হয়েছে বটে, কিন্তু বরদা ত্যাগ করে যেতে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে

(ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

গুড্ মর্ণিং ডাক্তার! ভাল আছেন তো? বসুন

সিউ (সকলকে গুড্ মর্ণিং করিয়া) হাঁ, আছি ভাল এখন আর বোধ করি আপনার কোন অসুখ নাই?—এখন আর কপারি টেষ্ট্ পান না?

ফেয়া (হাস্য করিয়া) না আচ্ছা ডাক্তার, আমার যে চি পেয়েছিল, আপনি কিরূপে অনুমান করেছিলেন?

সিউ আপনার যা করা দেখে যা করা হচ্চে তাহাকির ইন্‌ষ্টান্ট্ সিম্‌টম্

ফিলি সে যা'ক্, ডাক্তার, সাক্ষ্য দেবার সময় আপনি সকল কথাতেই ডাক্তার দের কে রেফার কল্লেন কেন?

সিউ ওতে আর সাক্ষ্য দেওয়া নয়, যেন ডব্লিন্ ইউনিভার্সিটির ডাইভাভোসি একজামিনেশন্, আমি তো আর ষ্টাডি করে একজামিন দিতে যাইনি যে মুখে মুখে কেমিষ্ট্রীর প্রশ্নের অনর্গল উত্তর দেব? আর সার্জেণ্ট্ ব্যালেণ্টাইন যেদিন ছেড়ে মেডিসিন্ আরম্ভ করেছেন, ত আমি কি করে জানবো?

ফিলি ও বটে তো ডাক্তার আমার ক্ষমতা থাকলে তোমায় আমি প্রমোশন দিতেম

সিউ আমি সরকারের কাছ থেকে একখান চেয়ার বেশী কিনেছি আবার আরম্ভ করো এবার আর আমায় কেউ ঠকাতে পারে না

ফেয়া আমাকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে যেতে হবে গত মেলের চিঠি পড়ে অবধি একবার নিতান্ত যাবার ইচ্ছা হয়েছে।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। হুজুর সেলাম

ফেয়া (বিরক্তিভাবে) কে ও, দামোদর তুমি এখানে কেন?

দামো (করযোড়ে) আজ্ঞে, ধর্ম্ম-অবতার, আপনার কাছে এসেছি

ফেয়া আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন?

দামো আজ্ঞে, সকলেই এখন আমাকে ঘৃণা কচ্চে—তাই আপনার শরণাপন্ন হ'তে

এলেম দেশের লোকের কাছে আমার মুখ দেখাবার যো নাই

ফেয়া জান, তুমি আমার প্রাণহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলে? কমিশনের সম্মুখে এ কথা স্বীকার করেছ?

দামো আজ্ঞে, ধর্ম্ম অবতার, আমি —

ফেয়া চুপ কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক তুই আমার সম্মুখ হ'তে দুর হ নরঘাতক কোন্ মুখে তুই আমার কাছে এসেছিস? দেশের লোকে তোর মুখ না দেখে, বনে যা এখান হতে এখুনি দূর হ

দামো হে বিধাতঃ আমার পাপের সমুচিত প্রতিফল হয়েছে বনে যাওয়াই আমার শ্রেয়ঃ এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বে স্বপ্নেও প্রত্যাশা করি নাই

[প্রস্থান

ফেয়া ব্লডি ব্রুট

পিউ চল, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ

(মদন ও আমানের প্রবেশ)

আমা এমন কমিশন পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই

মদ এমন প্রহসনও পূর্ব্বে কখন অভিনীত হয় নাই।

আমা সে কি?

মদ তা বই কি আমার কথা সত্য কি না, শীঘ্রই জান্‌তে পার্ব্বে

আমা আমার তো বেশ বিশ্বাস হচ্চে, যখন কমিশনারদিগের মহারাজকে দোষী করবার পক্ষে একমত হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই তিনি নিষ্কৃতি পাবেন

মদ কমিশনারগণ কিরূপ মত প্রকাশ করেছেন, বিশেষ শুনেছ?

আমা ইংরাজ কমিশনারগণ সকলেই মহারাজকে দোষী স্থির করেছেন বটে, কিন্তু হিন্দুকমিশনারগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলেছেন; বিশেষতঃ জয়পুরের মহারাজ যে মন্তব্য প্রেরণ করেছেন, শুনলেম, তাহা অতি চমৎকার

মদ যখন তিনজন ইংরাজই এক মত প্রকাশ করেছেন, তখন আর হিন্দু রাজদিগের মতের আবশ্যক কি?

আমা না, সেটী হ'বার যো নাই লর্ড নর্থব্রুক সে প্রকৃতির লোক নন, তাঁর কাছে অবিচার হওয়ার নয় এতদিন পর্য্যন্ত তিনি কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নি, সেই জন্য দেশের লোকের মুখে তাঁর আর সুখ্যাতি ধরে না এখন যদি তিনি অন্যায়রূপে গাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করেন, তাহা হইলে তাঁর নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক হবে এখন দেশের লোকে তাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে

মদ শুনলেম নাকি মহারাজের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি নাই সে দিন তাঁর উকীল তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রার্থনা করাতে প্রথমে তাহা গ্রাহ্যই হয় নাই, পরে অনেক স্তুতি-মিনতির পর সাব্যস্ত হ'য়েছে, উকীলকে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে দেওয়া হবে বটে, কিন্তু পেলি সাহেব তথায় উপস্থিত থাক্‌বেন

আমা হাঁ, এরূপ নিয়ম হয়েছে বটে তা যাই হোক, দুই একদিনের মধ্যেই গবর্ণর জেনেরেলের অভিপ্রায় প্রকাশ হবে আর

আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, মহারাজকে সম্মানের সহিত তাঁর সিংহাসন অর্পণ করা হবে। আরও বিবেচনা করুন, যখন বিলেতের 'টাইমস্' 'পেলমেল গেজেট্' বোম্বাইয়ের "ইন্দুপ্রকাশ" "টাইমস অব ইণ্ডিয়া", মান্দ্রাজের "নেটিভ্ পব্লিক ওপিনিয়ন", বাঙ্গালার "ইংলিশ্ম্যান", "ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া" "অমৃত বাজার" প্রভৃতি সকল স্থানের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকল প্রাণপণে মহারাজের পক্ষসমর্থন কচ্ছেন, তখন এত লোকের মনে কষ্ট দিয়া কি লর্ড নর্থব্রুক মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত কর্বেন?

মদ। ঐ যা বল্লে, ওতেই কিঞ্চিৎ ভরসা আছে, প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকলই মহারাজের পক্ষে, তাহাতে আবার আমাদের ভাগ্যক্রমে সুবিজ্ঞ, অপক্ষপাতী, প্রজাবৎসল লর্ড নর্থব্রুক মহোদয় এক্ষণে গবর্ণর জেনেরেল।

আয়া। আক্ষেপের বিষয়, "হিন্দু পেট্রিয়ট" বঙ্গদেশের একখানি প্রধান কাগজ শুনেছি তাঁর সম্পাদকও একজন দেশীয় কৃতবিদ্য, কিন্তু তিনি তো গাইকোয়াড়ের পক্ষে একটি কথাও বল্লেন না, বরং বিপক্ষ-পক্ষ সমর্থন করেছেন।

মদ। তাই তো! "হিন্দু পেট্রিয়ট" এমন হলো কেন, কিছু বুঝ্তে পাচ্ছি না। সেবার আমি যখন বঙ্গদেশে যাই, আমার সঙ্গে সম্পাদকের পরিচয় হয়েছিল—লোকটী জাত্যংশে তেলি, দেখতে সুশ্রী নয়, কিন্তু কথায় বার্ত্তায় বড় ভাল বোধ হয়েছিল—এখন তিনি "অনারেবল্" হয়েছেন।

আয়া। ওঃ! তাই বলি—তেলি! হাত পিছলে গেলি, অনরেবল্ হলি তবে বাবুর যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি! মহাশয়, দাঁড়কাকের বাসায় কি কখন শুকপক্ষী বাস করে?

মদ। সে কথা যাক, "পুনা সার্ব্বজনিক সভা" গবর্ণর জেনেরেলের নিকট যে আবেদন পাঠান, তার কি হলো?

আয়া। কৈ, তার কিছুই শুন্তে পাইনি। ফ্রু ও দামোদরের কি অবস্থা হয়েছে, শুনেছেন? এখন আর বাড়ীর বাহির হবার যো নাই, পথে বাহির হলেই চতুর্দ্দিক থেকে তাকে গালি দিতে থাকে। পরশু শুনলেম, কতকগুলি লোক তার বাড়ীর সম্মুখে মহা গোলযোগ করেছিল, ভয়ে বাহির হলো না, তা নইলে নিশ্চয়ই বলপূর্ব্বক উত্তম মধ্যম পেত।

মদ। নরপিশাচের নাম মুখে আন্‌লেও পাপ আছে, ওকে জীবন্ত দগ্ধ করলেও আমার রাগ যায় না।

আয়া। আহা! [illegible] বেচারার জন্য বড় দুঃখ হয়, আহা! দেখুন দেখি, সার্জেণ্ট্ ব্যালেণ্টাইনের যেরূপ একটু ভরসা করেছিল বলে কি না পরবারে ওকালতী কর্ত্তে নিষেধ! বড় আক্ষেপের বিষয়।

মদ। তুমিই দেখ, তোমার যে অটল বিশ্বাস, তোমরা যে কিছুতেই বুঝাতে পারিনে।

আয়া। ভাই, সবই বুঝি, কিন্তু করব কি, আমাদের হচ্ছে "চোরের মার কান্না" কাঁদবারও যো নাই, ফোঁপাবারও যো নাই। আর এক কথা হচ্ছে "আশা বৈতরণী নদী" আশার বশেই মনুষ্য বেঁচে থাকে।

মদ। বিধাতার মনে যা থাকে তাই হবে, দুর্ব্বলের দৈবই বল এখন আমাদের উচিত, সকলে কিছু চাঁদা করে বলবন্ত দাসকে কোন উপায় করে দেওয়া।

আয়া। হাঁ, আমি "অমৃত বাজারে" ঐ

বিষয়ে একটী প্রস্তাব পড়েছি, এখন দেশের সমস্ত লোক মত দিলে হয়

মদ দেশের লোকের, বিশেষ হিন্দুদের এটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখন একবার রেসিডেন্সির দিকে যাবে একবার চল না, কোন সংবাদ এসে থাকে তো জানতে পারা যাবে

আমা যাবেন, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নগরপ্রান্তে সরোবরকূল

(একজন উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা গীত।

তিলককামদ ঝাঁপতাল

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচনবারি
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম
আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি
এ দুঃখ তোমারি,হায় রে,সহিতে না পারি।"

[প্রস্থান

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। ওঃ। এখানেও ভারতের ক্রন্দন-ধ্বনি এ হাহাকার রব কি আমায় ধিক্কার প্রদান করবার জন্য আমার অনুসরণ করেছে? কোথাও আমার সুখ নাই—লোকে আমাকে দেখলেই পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, অর্থপিশাচ বলে ঘৃণা করে আগে আমি সকলের পূজ্য ছিলেম, এখন আমি সকলের ঘৃণ্য হয়েছি যে অর্থের জন্য আমি এত কল্লেম, যে অর্থের জন্য আমি সকলের চক্ষের বিষ হলেম, সে অর্থের লালসায় অন্ধ হয়ে এত যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছি, এখন সেই অর্থই আমার চক্ষের কঙ্কর হয়েছে আমার অট্টালিকা, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার ধনসম্পত্তিই আমায় অধিকতর যন্ত্রণা প্রদান করে যখনি আমার ধনরাশির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখনি আমার হৃদয়ে সহস্র বিষধর-দংশন-যন্ত্রণা উপস্থিত হয় ওঃ! অর্থলিপ্সা হতে ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই—কিছুতেই মানুষের আর এত সর্ব্বনাশ করে না অর্থ সাধুকে অসাধু করে, আত্মীয়কে পর করে, চিরপরিচিত মিত্রকেও শত্রু করে। দারুণ শত্রুরও যেন কখন অর্থলিপ্সা না হয় — কর্ণেল ফেয়ার! তোমার খাদ্যমধ্যে শত সহস্র কলস বিষ মিশ্রিত হউক, শত সহস্র মণ হীরক-চূর্ণ তোমার সুমিষ্ট পানীয়কে বিষাক্ত করুক—কিন্তু তুমি দরিদ্র থাক—অর্থলিপ্সা কখন যেন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ না করে সুবর্ণের মোহিনী মূর্ত্তিমধ্যে যে গরল লুক্কায়িত থাকে, তাহা হীরক-চূর্ণ অপেক্ষা সহস্র গুণে তীব্রতর। ওঃ! আমি কি দুষ্কর্ম্মই করেছি! আমার লোভেই, আমার স্বার্থপরতাতেই এই বিপুল রাজবংশ ধ্বংস হ'ল যতই আমি এই বিষয় চিন্তা করি, ততই আমার হৃদয় দগ্ধ হ'তে থাকে মলহার রাও তুমিও আমা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুখী—কারাগারে তুমি বা কত যন্ত্রণা সহ্য কচ্ছো।—সিংহাসনহারা হয়ে তুমি বা কত মনস্তাপ পাচ্ছ।— এ পাপ-হৃদয় যে যন্ত্রণায় অহর্নিশি জ্বলছে তার সঙ্গে কোন কষ্টেরই তুলনা [illegible] না সকল প্রকার যাতনার সঙ্গেই আমি এ দারুণ মনোবেদনার বিনিময় কর্ত্তে প্রস্তুত আছি পূর্ব্বে পরকাল বাতুলের প্রলাপ বলে তাচ্ছল্য করেছিলেম। অনুতাপ যে কি ভয়ঙ্কর শাস্তি, তা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই।—কিন্তু এখন যে এ জ্বালা

আর সহিতে পারি না এ আগুন কি নির্ব্বাণ হ'বার নয়? অম্বরে কি এমন জলধর নাই, যার বর্ষণে দুর্ভাগা দামোদরের হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাণ হয়?—ওঃ! জগদীশ্বর আর যে সহ্য হয় না—যথেষ্ট হয়েছে আমায় বলে দাও, কোন্ প্রায়শ্চিত্ত কল্লে এ পাপ যন্ত্রণা হ'তে নিস্তার পাই?—ইহকালেই এই—এর পর যদি আবার পরকাল থাকে—ওঃ বিধাতঃ। তা হ'লে কি হবে?—আমার মত পাপীর জন্য বোধ হয় নূতন নরকের সৃষ্টি হবে।—আর যে এখন পরকালকে পূর্ব্বের মত তাচ্ছল্য কর্ত্তে পারি না—এখন যে প্রতিক্ষণেই নরকের ভীষণ মূর্ত্তি আমায় ভয় প্রদর্শন কচ্চে—কি জাগ্রতে, কি নিদ্রিতে, সকল সময়েই বিকটাকৃতি যমদূতগণ আমায় তাড়না কচ্চে —ওঃ আর যে দেখতে পারিনে। আর যে সহ্য হয় না—জলে গেলেম, জলে গেলেম। হৃদয় যে পুড়ে গেল!—ওঃ জগদীশ্বর। আর কেন এত যন্ত্রণাতেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? বরঞ্চ এ রসনাকে শতসহস্র খণ্ডে বিভক্ত করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্বে, এ হৃদয়কে পদতলে দলিত করে শ্মশানে বিসর্জ্জন দেব, তথাপি কখন আর অর্থের কথা মুখে আনবো না, হৃদয়েও স্থান দেব না। জগদীশ্বর, তোমার কুপুত্র ত অনেক আছে, কিন্তু তোমার ত্যজ্যপুত্র অসম্ভব। তবে কেন পাপিষ্ঠের উপর করুণা কচ্চ না?—ওঃ. বুঝেছি এ অপবিত্র জিহ্বা তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণে উপযুক্ত নয়!—এ পাপ কলুষিত হৃদয় তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি চিন্তার জন্য নয়—তবে আমার উপায় কি হবে? মনুষ্য আমায় পরিত্যাগ করেছে—তুমিও পাপীকে ত্যাগ কল্লে—তবে আমি কোথায় যাব কোথায় এ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াব? কোথায় গেলে, কি কল্লে, একদিনের জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার শান্তিলাভ কর্ব্বো?—পৃথিবীর সকল স্থানেই ঘুরে বেড়াব—নিবিড় বনে, তমোময় গিরিগুহায়, ভীষণ মরুভূমে, গভীর সাগরতলে তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করে দেখবো, কোথায় শান্তি আমার ভয়ে লুক্কায়িত আছে

[উন্মত্তভাবে প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রেসিডেন্সিমধ্যস্থিত একটী গৃহ

মল্হার রাও আসীন্

রাজ। জগদীশ্বর কি পাপে আমার অদৃষ্টে এত শাস্তি লিখেছিলে? অবশেষে এই দারুণ মনোবেদনা দেবার জন্যই কি আমাকে এত সুখের অধিকারী করেছিলে? ওঃ! আমি কি ছিলাম, আর কি হয়েছি. ভারতবর্ষের মধ্যে সুরম্য বরদা নগর আমার রাজধানী, লক্ষ লক্ষ রাজভক্ত মনুষ্য আমার প্রজা, আমার ভাণ্ডার অসংখ্য ধনরাশি ও বিবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ—শান্তিপূর্ণ রাজভবন পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের আনন্দে আনন্দময়—একমাত্র পুত্রধনে আমি রঞ্চিত ছিলেম, বিধাতা আমার সে আশাও পূর্ণ করেছিলেন, সংসারের কোন সুখেরই আমার অভাব ছিল না—কিন্তু এখন আমি একেবারে অতল সাগরে নিমগ্ন হলেম, সকল সুখে বঞ্চিত হলেম এই [illegible] দিনের মধ্যে কি অভাবনীয় ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন হ'ল?—

সেই সিংহাসন আমার শূন্য, ঐশ্বর্য্য আমার পরহস্তগত আর সেই আনন্দময় রাজভবন আমার স্ত্রী-পুত্র কন্যার হাহাকারে এক্ষণে শ্মশান অপেক্ষা ভীষণতর. কর্ণেল ফেয়ার্ আমাকে বিষ-নয়নে দেখলেন,—তাঁর সুমিষ্ট পানীয়ে যা বিষ প্রবিষ্ট হ'ল,—সেই বিষ আমার অমৃতময় সুখ-পূর্ণ সংসারকে দগ্ধ কল্লে! এখন বরদার সামান্য কৃষকও আমা অপেক্ষা সুখী, আমা অপেক্ষা স্বাধীন—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে পুত্র-কন্যা-সহবাসে সেও শান্তি ভাল করে নিকৃষ্ট বন্য পশু পক্ষীরাও আমা অপেক্ষা সুখী তারাও ইচ্ছা মত বিচরণ কর্ত্তে পারে, ইচ্ছামত আপন স্ত্রী-পুত্রদের নিকট যেতে পারে কেউ নিবারণ কর্ত্তে নেই, কেউ বাধা দিতে নেই কিন্তু আমি মনুষ্য—রাজা, আমার সে ক্ষমতা নাই —আমি এখন বন্দী, ঘোর মিথ্যা কলঙ্কের ভার মস্তকে ধারণ করে বন্দী. পরাধীনতা অপেক্ষা যন্ত্রণা আর জগতে কিছুই নাই প্রায় দুই মাস হ'ল, আমি এখানে বন্দী, জানি না, কত দিনে মুক্ত হব—কখন মুক্ত হব কি না, তাহাও সন্দেহ। (চিন্তা) কে আমার নামে এ কলঙ্ক রটনা কল্লে?—কে আমার সর্ব্বনাশ কল্লে? কে আমাকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সহবাসসুখে বঞ্চিত কল্লে? কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, কার দোষ দিব? দামোদর। তোমার প্রতি তো কখন কোন অন্যায় ব্যবহার করি নাই—তোমাকে তো আমি প্রাণের তুল্য ভালবাসতেম তবে কেন তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লে?—না, তোমারি বা দোষ কি?—অদৃষ্ট এখন আমার প্রতি বাম—না হ'লে তোমার সাধ্য কি যে তুমি একা আমার বিরুদ্ধাচরণ কর? (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) এখন এ কলঙ্ক কি মোচন হবে না? গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের মনের সন্দেহ কি নিরাকরণ হবে না? কমিশনারগণের তো মতের ঐক্য হয় নাই, এতেও কি তাঁর সন্দেহ দূর হবে না? লোকে তাঁকে সুবিচারক বলে সুখ্যাতি করে—আমার অদৃষ্টে কি তিনি বিমুখ হবেন? বোধ হয় না, বিশেষ যখন প্রজাগণ আমার পক্ষ, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক আমার পক্ষ, শুনতে পাচ্ছি, ইংলণ্ডের কতকগুলি সংবাদপত্র ও কোন কোন প্রধান ব্যক্তি আমার সহায় তার জন্য অগ্রসর হয়েছেন, এতেও কি আমি মুক্তি লাভ কর্ব্বো না?—কবে লর্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রায় প্রকাশ হবে? তাঁর অনুকূল অভিপ্রায়ের আশাতেই আমি জীবন ধারণ করে আছি —যে মুহূর্ত্তে আমি সেই শুভ সংবাদ পাব, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হবে আহ! সে দিন কি আমার আনন্দের দিন হবে। আবার আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে আমার পুত্র তুল্য প্রজাবর্গের মঙ্গল চিন্তায় নিযুক্ত হ'ব। আবার আমার প্রাণাধিক কুমার সুমধুর বচন শুনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর্ব্বে, আবার সেই নয়নানন্দ নবকুমারকে অঙ্কে লয়ে তার মুখ চুম্বন কর্ব্বো—আবার সেই হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করে এ দগ্ধ হৃদয় শীতল কর্ব্বো—নিরানন্দ রাজভবন আবার আনন্দে পরিপূর্ণ হবে! (চিন্তা)

(মিড্ সাহেবের প্রবেশ)

আসুন মহাশয়—কোন সংবাদ এসেছে কি? আর কত দিন আমাকে এখানে এরূপে বাস কর্ত্তে হবে?

মিড্। না মহারাজ! এখানে আর আপনাকে অধিক দিন থাকতে হবে না ক্ষণকাল পূর্ব্বেই আমি লর্ড নর্থব্রুকের নিকট হইতে অনুশাসনপত্র প্রাপ্ত হয়েছি, এই—

রাজা (সাগ্রহে) তবে আমি যা চিন্তা কচ্ছিলেম তাই হয়েছে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর আমার প্রতি সুবিচার করে আমার সিংহাসন আমায় প্রত্যর্পণ করেছেন? জগদীশ্বর! লর্ড নর্থব্রুককে চিরজীবী করুন

মিড্ না মহারাজ, সিংহাসনে বসাবার আশায় আপনি জলাঞ্জলি দিন আপনার প্রতি বরদা-ত্যাগের আদেশ এসেছে

রাজা জগদীশ্বর! কি কল্লে এত আশা দিয়ে আমায় একেবারে নিরাশানীরে নিমগ্ন কল্লে? মহাশয়, স্পষ্ট করে বলুন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে

মিড্ আপনার প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হয়েছে

রাজা হা নির্ব্বাসন! মহাশয় সদয় হউন বলুন, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে! নির্ব্বাসন মৃত্যু অপেক্ষা সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর।—আর নির্ব্বাসনের কথা বলবেন না।

মিড্ আজ আপনাকে বরদানগর ত্যাগ কর্ত্তে হবে, যত দিন জীবিত থাকবেন, আর কখন এ নগরে প্রবেশ কর্ত্তে পাবেন না ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের অপ্রতুল নাই—গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লয়ে আপনি যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বাস কত্তে পাবেন

রাজা মহাশয়! আর স্বচ্ছন্দের কথা কথা মুখে আনবেন না—রাজ্য ত্যাগ করে, বরদা ত্যাগ করে অন্যত্রে বাস আর নরকে বাস আমার পক্ষে উভয়ই সমান প্রিয়ভূমি বরদা ভিন্ন যে স্থানে বাস কর্ব্বো, সেই স্থানেই নরক-যন্ত্রণা মহাশয় নির্দ্দয় হবেন না, বলুন, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

মিড্। ওঃ! কি পাপ কি অকৃতজ্ঞতা! আপনার নামে নরহত্যার অভিযোগ হয়েছিল, প্রাণদণ্ডই তার উচিত শাস্তি কিন্তু গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর অনুকূল হয়ে আপনার সে অপরাধ মার্জ্জনা করে কেবল কুশাসন অপবাধে আপনার প্রতি নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিয়েছেন—আপনার প্রতি যে তাঁর কত অনুগ্রহ, তাহা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

রাজা কি বল্লেন মহাশয়! কুশাসন অপরাধে নির্ব্বাসিত হব? কি আশ্চর্য্য? আবার এ কথার উৎপত্তি কোথা থেকে হ'ল? এক বিষদানের অপবাদে আমি দণ্ডী হলেম, বিচারালয়ে নীত হলেম, সর্ব্বসমক্ষে অপদস্থ হলেম, অবশেষে তার প্রমাণ হ'ল না বলে কি আমার প্রতি কু-শাসনের অপবাদ অর্পিত হ'ল? তবে এ কমিশনের কি আবশ্যক ছিল? এত অর্থ

মিড্ মহারাজ! আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই—আপনি যাওয়ার [illegible] প্রস্তুত হন

রাজা কখন্ আপনাদের এ কণ্টককে দূর করাবার কল্পনা করেছেন?

মিড্ আজ এই দণ্ডে

রাজা এই দণ্ডে! বরদায় কি আমি আর এক নিশাও যাপন কর্ত্তে পাবো না? আহা! প্রিয় স্বদেশ, সাধের রাজ্য, হৃদয়ের বন্ধু, স্নেহময় পুত্র-কন্যা, প্রিয়তমা ভার্য্যা, সকলই জন্মের মত ত্যাগ কর্ত্তে হবে, এ জীবনে আর দেখতে পাব না —আমার মত হতভাগা জগতে আর নাই, এখন একবার জন্মের মত তাদের নিকট বিদায় লয়ে আসি—

মিড্ মহারাজ, তার আর অবকাশ নাই। যে সকল ভৃত্য আপনার সঙ্গে যাবে, তারা এতক্ষণ সকলেই আপনাপন পরিবারের নিকট বিদায় লয়ে এসেছে—আমি আর

অপেক্ষা কর্ত্তে পারিনে—আপনি এক্ষণই আসুন

রাজা আপনার জিহ্ব কি তপ্ত লৌহে নির্ম্মিত ? এ নিদারুণ কথা আপনি কিরূপে মুখে আন্‌লেন ? সামান্য ভৃত্যগণও বিদেশ-গমনকালে আপনাপন স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লয়ে এল, আর আমি চিরজীবনের জন্য রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য, প্রিয় মাতৃভূমি, স্ত্রীপুত্র পরিবার সকলকেই পরিত্যাগ করে চল্লেম, আর একবার তাঁদের নিকট জন্মের মত বিদায় নিতে পাব না ? কি পরিতাপ ! হা । হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল ! প্রাণেশ্বরি ! আমি জন্মের মত চল্লেম—কিন্তু একবার তোমায় দেখতে পেলেম না যাওয়ার সময় একটি কথাও কইতে পেলেম না প্রাণের কুমা ! তোমার হতভাগ্য পিতা জন্মের মত দেশান্তরিত হ'ল কিন্তু যাওয়ার সময় তোমায় একটী কথাও বলে যেতে পেলেম না হা ! একবার জন্মের মত আদরের ধন নবকুমারকে যাওয়ার সময় কোলে কর্ত্তে পেলেম না—আহা ! অজ্ঞান শিশু কিছুই জানছে না, তার অভাগা পিতার কি দুর্দ্দশা হয়েছে । জগদীশ্বর ! তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,অনাথের নাথ, দেখো, আমার অনাথ পরিবারগণ যেন অন্নাভাবে না মারা যায়—তোমা ভিন্ন তাদের আর সহায় কেউ নাই—এ পৃথিবীতে তাদের মুখপানে চাইবার আর কেউ নাই

মিড্‌। মহারাজ, চলুন

রাজা । বন্দীকে বন্ধন করে লয়ে চলুন—আর শিষ্টাচারের প্রয়োজন কি ? চলুন, কোথায় লয়ে যাবেন—

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—•—

রেলওয়ে ষ্টেসন ।

(বাষ্পীয় শকট প্রস্তুত,প্রহরীগণ কর্ম্মচারীগণ নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান)

প্র-কর্ম্ম (জনান্তিকে) আজ তারের খবর সব বন্ধ হ'ল কেন ?

দ্বি কর্ম্ম (জনান্তিকে) মিড্‌ সাহেবের হুকুম, পেলি সাহেব বিলাত গেছেন, উনি এখন রেসিডেণ্ট্‌

প্র কর্ম্ম (জনান্তিকে) গাইকোয়াড়কে কি এই গাড়ীতে এখান থেকে পাঠান হবে ?

দ্বি কর্ম্ম (জনান্তিকে) হঁ

প্র-কর্ম্ম (জনান্তিকে) সব কাজ এত চুপি চুপি হচ্চে কেন ?

দ্বি-কর্ম্ম (জনান্তিকে) পাছে প্রজারা গোলমাল করে

প্র কর্ম্ম (জনান্তিকে) আচ্ছা, রাজা এখন কোথায় ?

দ্বি-কর্ম্ম (জনান্তিকে) চুপ্‌, ঐ বোধ হয় সব আসছে

(মিড্‌ সাহেব ও সৈন্যগণ-বেষ্টিত মল্‌হার রাওয়ের অধোবদনে প্রবেশ)

মিড্‌ অল্‌ রাইট্‌ ?

ষ্টেসনমাষ্টার অল্‌ রাইট্‌

মিড্‌ মহারাজ, সকলি প্রস্তুত, আপনি শকটারোহণ করুন্‌

রাজা জগদীশ্বর !

মিড্‌ আর বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন কি ?

রাজা না, আমি প্রস্তুত আছি—তবে মহাশয়ের নিকট একটী শেষ অনুরোধ। শুন্‌ছি, আমার প্রাণাধিকা কন্যা এই নিকটস্থ দেবমন্দিরে তার হতভাগা পিতাকে দেখবার

[redacted] এসেছে, অনুমতি দিন, বিশ্বাস না হয়, প্রহরী সঙ্গে দিন, একবার চিরজীবনের জন্য তাকে আলিঙ্গন করে আসি আহা! সরলা বালিকা উন্মত্তার ন্যায় আমায় দেখবার জন্য এতদূর এসেছে—মহাশয় সদয় হউন, আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করুন—সিংহাসনচ্যুত নির্ব্বাসিত দুর্ভাগা রাজার এই শেষ প্রার্থনা রক্ষা করুন

মিড্। মহারাজ কেন অধৈর্য্য হ'ন, কেন আমায় বারম্বার বিরক্ত করেন, এ আপনার কন্যার সহিত দেখা করবার সময় নয়—আপনি শীঘ্র শকটে আরোহণ করুন

রাজা। মৃত্যু কি আমার ভয়ে পলায়ন করেছে?—এ অপমান এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না—এদের অনুরোধ করাই আমার মূর্খতা—

নেপথ্যে। কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করো না—আমি কারুর বারণ শুনবো না রাজকুমারী কুমা নিশ্চয়ই তার পিতার নিকট যাবে, কেউ নিবারণ কর্ত্তে পাবে না

রাজা। (সচকিতে) এ কি! এ না কুমার কণ্ঠধ্বনি? আমার প্রাণাধিকা কুমা কি এখানে?

(বেগে কুমার প্রবেশ)

এ কি! আমার প্রাণপুতলী লজ্জার প্রতিমা কুমা এখানে কেন?

কুমা। (রাজচরণে পতিত হইয়া সরোদনে) বাবা! চল্লে, জন্মের মত আমাদের পরিত্যাগ করে চল্লে আমার বাবা বলা কি জন্মের মত শেষ হ'ল—আর কি কুমি তোমার চরণ দেখতে পাবে না আমার মার দশা কি হবে?—মা যে আমার আজ পথের কাঙ্গালিনী হ'ল—আহা-হা! এ নিদারুণ বার্ত্তা শোন্‌বামাত্র তিনি মূর্চ্ছা গেছেন—ওঃ! মা, মা গো! তোমার দুর্দ্দশা দেখেই আমি রাজবাটী হ'তে ছুটে বেরিয়ে এসেছি

রাজা। মা! উঠ মা! আমার হৃদয়ের ধন উঠ যাবার সময় আর আমায় বাধা দিও না আর মা আমায় মুগ্ধ কর না—আর এ দগ্ধ হৃদয়ে ছুরিকাঘাত কর না—তোমার হতভাগা পিতা জন্মের মত চল্লো ঘোর কলঙ্কের ভার লয়ে চির অন্ধকারে চল্লো

কুমা। (উঠিয়া) বাবা! আমি শান্ত হয়েছি আর কাঁদবো না, সহসা মনোবেগ সংবরণ কর্ত্তে পারি নাই, তাই কেঁদেছি—কিন্তু বাবা, আর কাঁদব না, আর এখানে কেঁদে তোমায় কাঁদাব না এখন আমি বরদা নগরে প্রতি প্রজার দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন কর্ব্বো, ভারতবাসী হিন্দুদের দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন কর্ব্বো, তাদের উৎসাহিত কর্ব্বো, দেখবো, তারা উৎসাহিত হয় কি না, আমার দুঃখে দুঃখিত হয় কি না—স্বয়ং গিয়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর সমক্ষে ক্রন্দন কর্ব্বো, বাবা! দেখবো,এত করেও আবার তোমাকে সিংহাসনে বসাতে পারি কি না

রাজা। মা, তুমি যে বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী—তুমি তা অনায়াসে পার

মিড্। রাজকন্যার আর এখানে থাকা উচিত নয়—মহারাজ, কেন বিলম্ব কচ্চেন? —শীঘ্র যাত্রা করুন

রাজা। (কুমাকে আলিঙ্গন করিয়া) তবে মা, তোমার দুঃখী পিতাকে জন্মের মত বিদায় দাও

কুমা। ওঃ বাবা!—বাবা! বাবা! (নীরবে রোদন)

রাজা। মাতঃ জন্মভূমি! তোমার সন্তান তোমার নিকট হ'তে জন্মের মত বিদায় হ'ল

[রাজার শকট আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান।

(উন্মত্তভাবে আলুলায়িতকেশে লক্ষ্মীবাই-য়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী কৈ ? আমার হৃদয়েশ্বর কোথা ? —কৈ কাকেও যে দেখতে পা'চ্চি না—তবে কি আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে ? ওঃ আমি কোথায় যাব ? রাজভবনে ফিরে যাব না, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ কর্ব্বো—

কুমা মা কর কি ? কর কি ? রাজ মহিষীর কি এ স্থানে আসা উচিত ?

লক্ষ্মী এ কি কুমা, এখানে ?।মা, এখানে আসতে আর দোষ কি ?—আর আমার লজ্জা কি ?—কাল যখন আমাকে শিশু সন্তান কোলে করে নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা. কত্তে হবে, তখন আমার লজ্জ কোথায় থাকবে ? এখন বল মা কুমা মহারাজ কোথায় ? আমার হৃদয়েশ্বর কোথায় ? আমার কণ্ঠরত্ন কোথায় ? আর যে আমি সহ্য কর্ত্তে পারিনে —আমি যে তাঁকে এক বার জন্মের শোধ দেখবার জন্য উন্মত্ত হয়ে আসছি বিধাতা তাতেও বাদ সাধলে ? এ নিষ্ঠুর রথ কি আমাকে অনাথিনী করবার জন্যই, আমার হৃদয়ের রত্নকে আমার হৃদয় থেকে ছিঁড়ে লয়ে যাবার জন্যই এদেশে এসেছিল ? ওঃ ! বুক যে ফেটে যায়—আর যে সহ্য হয় না আমার উপায় কি হবে ? আমার অভাগা সন্তানের উপায় কি হবে ? কে সে দুঃখিনীর ছেলের মুখপানে চাইবে ? আর কে অভাগিনীর সন্তানকে আদর করে কোলে কর্ব্বে ? ওঃ মা মা গো আমি রাজরাণী পথের কাঙ্গালিনী হলেম ! রাজপুত্র কাঙ্গাল হ'ল . হা . এমন সর্ব্বনাশ কখন কারুর হয় না—

কুমা মা . আর এখানে থাকা উচিত নয়—নিকটস্থ দেবমন্দিরে আমার শিবিকা আছে, চল মা, বাড়ী যাই—সেখানে গিয়ে সকলে একত্রে হাহাকার কর্ব্বো এতক্ষণ হয় তো মা আমার প্রাণত্যাগ করেছেন — ওঃ ! মহারাষ্ট্রকুলের গৌরবরবি আজ অস্তমিত হ'ল

যবনিকা-পতন

বিলাপ

বা

বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন।

পাত্রপাত্রী

পুরুষ।

দেবগণ, ঋষিগণ, পুণ্যাত্মাগণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বালক—(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পৌত্র),
গায়িকাগণ, সাঁওতালগণ ইত্যাদি

স্ত্রী।

সরস্বতী, বঙ্গভাষা, দয়া, দেবীগণ, অপ্সরাগণ ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

*

সময় উষা

(মুদিত কমলবনে সরস্বতী আসীনা)

সরস্বতী।— গীত

কেন গো সংসার আজি মলিন এমন
পরেছে প্রকৃতি সতী শোক-আবরণ
অরুণ কিরণ রেখা, যেন ছায়া ছায়া-মাখ,
বিষাদ মাখিয়ে ব'য় কেন গো পবন।
সলিলে নলিনী মালা,
কি যে আজি পেলে জ্বালা,
নাথে হেরে নতশিরে নীরে নিমগন
ফুটেও ফুটে না কলি, কলিতে বসে না অলি,
তৃণ ঢাকা নীল পাখা করে না গুঞ্জন
নর নারী পশু পাখী, সকলের ঝরে আঁখি,
জীবের যেন গো আজি নাহিক জীবন

(বঙ্গভাষার প্রবেশ)

বঙ্গভাষা (গীত)

আশায় পড়িল ছাই
আহা বিদ্যাসাগর নাই, বিদ্যাসাগর নাই।
জীর্ণবাস দূর করে, নব সাজ দিল মোরে,
সে জন নাহিক আর কারু পানে চাই

পর ভাষা প্রিয় জ্ঞান, রাখে না আমার মান,
রাজদ্বারে অপমান যাব কার ঠাঁই
যথা হয় উচ্চ শিক্ষা, আমার মিলে না ভিক্ষা,
কে আর করিবে রক্ষা ঈশ্বরে সুধাই
অভাগিনী বঙ্গভাষা কাঁদিয়ে বেড়াই

সরস্বতী —
আহা কে তুমি গো বালা, মরি শোকেতে বিহ্বলা,
আকুলিত প্রাণে গাও শোক-গাথা
কোথা এলোকেশে যাও, কেন শূন্যপানে চাও,
কি তাপ তোমার হৃদে দিল বল ধাতা
নয়নের নীর-রেখা, মলিন বয়ানে লেখা,
কার নাহি পেয়ে দেখা খুঁজিয়ে বেড়াও
স্বর যেন চেনা চেন, কে মা পরিচয় দে ন,
নারী আমি মোর কাছে লজ্জা কেন পাও

বঙ্গভাষা বীণাধ্বনি জিনি কার সুধা বাণী,
ওমা বীণাপাণি তুমি মা হেথায়?
জনম-দুখিনী, তোমার নন্দিনী,
দেখ মা আজি গো কাঁদিয়ে বেড়ায়

সরস্বতী আহা বঙ্গভাষা, তোর হেন দশা,
আয় আয় বাছা মোর কাছে আয়
কেন মা কাতরা বল বল ত্বরা
মলিন নয়নে কেন ধারা বয়॥
কোমল বলিয়ে, কোলেতে পালিয়ে,
সকল দুহিতা হ'তে ভালবাসি।
বঙ্গবাসিচয়, কোমল-হৃদয়,
সে সবারে তাই তোরে সঁপে আসি
কও মা গো কথা, কিবা পেলে ব্যথা,
কেবা ব্যথা বল দিল মা তোমায়?

বঙ্গভাষা মা গো কি বলিব আর,
আজ বঙ্গে হাহাকার
বঙ্গরাণী শিরোমণি ত্যজেছে জীবন
বিষাদ বিষন্ন বঙ্গ, নাহি কার্য্য নাহি রঙ্গ,
একসঙ্গে মনোভঙ্গে করিছে রোদন
বিদ্যার্থী বালকগণ, শোকনীরে নিমগন,
পিতৃহীন প্রায় করে অশৌচ গ্রহণ
ধূলা মাখা খালি পায় নতমুখে চলে যায়,
শিশুর অধরে নাই হাসির কিরণ
শিক্ষক পণ্ডিত যত, শোকে সব মর্ম্মাহত,
শিষ্য সনে ক্ষুণ্ণ মনে কাঁদে উতরোল।
বণিক্ বাণিজ্য ছাড়ি, শ্মশান করেছে বাড়ী,
অধ্যাপকগণ ধায় শূন্য করি টোল
জাতি বর্ণ নাহি ভেদ, সবাই করিছে খেদ,
ঈশ্বর বিহনে গেছে ধর্ম্মদ্বেষ ঘুচে
অন্তঃপুরে কুলবালা, ধবাসনে অঙ্গ ঢালা,
অবিরল অশ্রুজল আঁচলেতে মুছে
আঁধার করিয়ে ঘর, কোথা গেলে সাধুবর,
ত্যজি পিত সন্তানে ফেলি কোথায় চলিলে।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ জন, লক্ষেতে হয়ে পূরণ,
তব শোকে বঙ্গ আজ ভাসায় সলিলে
ধূ ধূ ধূ ধূ জলে চিত, মরেছে আমার পিতা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে দেবি হইনু কাতর,
হা বিদ্যাসাগর আহ হা বিদ্যাসাগর॥

সরস্বতী আহা, নাহিক ঈশ্বর?

বঙ্গভাষা বিদ্যার সাগর মা গো দয়ার সাগর।

সরস্বতী আহা,
বড়ই আমারে সে যে পূজিত যতনে

বঙ্গভাষা প্রাণে বুঝি কাণ্ড ভাই অমূল্য রতনে

সরস্বতী আহা,
তাই আজি কেঁদে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ।
তাই আজি বসুমতী হলো শূন্যজ্ঞান॥

(গীত)

তাই বুঝি আজি বীণা বাজে না বাজে না
এত ভূষা তবু ঊষা সাজে না সাজে না
কুসুমে নাহিক হাস, বাতাসেতে হা হুতাশ,
ত্রাস পেয়ে অলি বুঝি গাজে না গাজে না।
বঙ্গের হৃদয় মাঝে, শত গুপ্ত শেল বাজে,
আহা বিদ্যাসাগর আজ রাজে না রাজে না

বঙ্গভাষা। কোথায় আমার স্থান বল মা সুধাই
বঙ্গ বিনা বঙ্গভাষা যাবে কার ঠাঁই

সরস্বতী বঙ্গের মঙ্গল হেতু তোমার সৃজন
এই স্থানে বহু বাছা পাইবে যতন
এখনও কয়েকজন আছে মতিমান্
তারা তোরে সদা করে অতি প্রিয়জ্ঞান
বঙ্গভাষা আশ্বাসে বিশ্বাস মা গো রাখিব তোমার
মধুর মধুর কথা বল বার বার
সরস্বতী জনক জীবনকালে, পুত্র ফেরে অবহেলে
পিতার মরণে নিজ কার্য্য বুঝি লয়
ছিল বিদ্যার সাগর, না ছিল অভাব ভয়
এখন দেখিবে বঙ্গে নব অভ্যুদয়
অর্থকরী পরভাষা, তাই তাহাতে পিয়াসা
মাতৃভাষে ভালবাসা নয় মূলহীন
প্রথম কথার ছলে শিশুকালে মা মা বলে
যেই ভাষে সে ভাষা কি ভুলে কোন দিন ?
মনের সনেতে মন, যেই ভাবে আলাপন
যে ভাষায় হাসা কাঁদা নিশার স্বপন
বঙ্গের সন্তানগণ, মোহ-ঘোরে অচেতন
একদিন একদিন চিনিবে রতন।
ধরায় রোদন-ধারা, হেরে তুমি আত্মহারা
গোলোকে পুলক দেখি আসি মম সনে
পুণ্যাত্মা ঈশ্বর অন্তে, ঈশ্বরের পদপ্রান্তে
বিদ্যার সাগর বসে শান্তি-নিকেতনে
[সরস্বতী ও বঙ্গভাষার প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা, নিমতলার ঘাট

(একজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ হা কি দুর্দ্দৈব! কি পরিতাপ বঙ্গভূমি আজ শূন্য হ'ল, বঙ্গভাষা আজ পিতৃহীনা হ'ল, বঙ্গবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিহীন সমুজ্জ্বল প্রতিভাপূর্ণ গৌরবের ধন আজ করাল কালের যবনিকান্তরালে অন্তর্হিত হ'ল। যাঁর বর্ণপরিচয় করে ধরিয়া মাতৃভাষার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছি, যাঁর 'সীতার বনবাস' 'বেতাল' পাঠে বুঝিয়াছি যে, বঙ্গ-ভাষা অবজ্ঞার নহে, আদরের সামগ্রী, যিনি আবর্জ্জনাদি বর্জ্জন করিয়া দেবভাষা প্রসূত মাতৃভাষাকে সুললিত সুন্দর সাজে সাজাইয়া নবীন জীবন দান করিয়াছিলেন, তাঁহার চিতাধূম দৃষ্টি-রোধ করিয়া গগনে উত্থিত হইতেছে, আজ তাই দেখিতেছি। ওহে, চক্ষে দেখিতেছি, তবু যে এ কথা মন বিশ্বাস করিতে চায় না এ কি সত্য! সত্য সত্যই কি বিদ্যাসাগর নাই। ঐ বহ্নিসংযুক্ত কাষ্ঠস্তূপ সত্যই কি সেই সরস্বতীর বরপুত্রের শব ভস্মে পরিণত করিতেছে? বিপদের বন্ধু আর কোথায় পাব। সংসার-সমরের বিষম সমস্যায় কে আর আমাদিগকে সৎপরামর্শ দান করিবে? সুমিষ্ট শাসনে সেই গুরুদেব বিনা কে আর আমাদিগের শতদোষ সংশোধন করিবে? রহস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুক কথায় কে আর আমাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করিবে? মানব দেহে অনাথনাথ হয়ে অনাথকে কে আর আশ্রয় দিবে। হা বিদ্যাসাগর। হা বিদ্যাসাগর।

নেপথ্যে হা বিদ্যাসাগর। হা বিদ্যা-সাগর

(২য় নাগরিকের প্রবেশ)

২য় নাগ না, দেখা যায় না, দাঁড়িয়ে আর দেখা যায় না। এই যে ভাই তুমি এখানে, আমিও পালিয়ে এলেম, এ ভীষণ মর্ম্মঘাতী দৃশ্য দেখে কার সাধ্য?

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ স্ত্রীলোকেরা বলে যে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝা যায় না, তা

যথার্থ অভাব বিহনে কোন বস্তুর মূল্য উপলব্ধি হয় না। মনুষ্যের মৃত্যুর পরই বোঝা যায় যে, তাহার অভাবে সংসারের কি পরিমাণ ক্ষতি হইল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনকালে তাঁহার ব্যক্তিগত মহত্ত্বের নিকট, তাঁহার অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি দয়াদাক্ষিণ্যাদি অতুলনীয় বিবিধ সদ্‌গুণের সমক্ষে সকলে প্রণত হইত বটে, কিন্তু আজ তাঁর দেহাবসানে এই শ্মশানে যে ভক্তিমিশ্রিত করুণার দৃশ্য দেখিলাম, তাহা সম্ভাবিত বলিয়া কখনও স্বপ্নেও অনুমান করি নাই উচ্চ নীচ ভেদ নাই, সামাজিক পার্থক্যের বিচার নাই, পদমর্য্যাদার প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে দীনতার কুণ্ঠিত ভাব সম্ভ্রমের অভিমান, কুলমহিলার অবগুণ্ঠন, বিদ্যাসাগর বিহনে এ শ্মশানে সকলই আজি শোকসাগরে বিসর্জ্জন হইয়াছে এই ভাগীরথীতীরে সমাগত সহস্র সহস্র নর নারী আজ এক সাধারণ পরিবারের অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; একই সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া সকলে যেন এক সংসারের একমাত্র অবলম্বনের জন্য এক প্রাণে সমস্বরে রোদন করিতেছে এরূপ মৃত্যুর জন্যও মনুষ্যজন্ম প্রার্থনীয় !

৩য় নাগ। যথার্থ, যথার্থ ; যাবতীয় লোককে এমন শোকাকুল হইতে আর ইদানীং দেখা যায় না তবে দুই একটী লোক একটু কাণাঘুষো কচ্ছিল—তারা খুব দুঃখ কচ্ছিলও বটে—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণের কথা অনেক বলছিল, তবে ঐ একটু খুঁৎ, বলাবলি কচ্ছে যে, বিধবা-বিবহের মতটা প্রচার না কল্লে চন্দ্রে আর কলঙ্ক থাকিত না।

৪র্থ নাগ যারা এ কথা বলে, তাদের দৃষ্টি নিতান্ত অন্ধ, চরিত্রবিশ্লেষণের শক্তি তাহাদের আদৌ নাই, মনুষ্যের হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে তাহাদের প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে নাই আমি স্বয়ং একজন বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নই, ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষিনী বিধব আমার চক্ষে মানবী নয়—দেবী. যখন দেখি, দৈহিক বৃত্তি সমুদয় পতির চিতায় ভস্ম করিয়া জ্বালাময় প্রাণকে দেহে আবদ্ধ করত স্বামীর স্বর্গকামনায় বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তখন তাঁহাদের চরণে মস্তক স্বতঃ অবনত হয় কিন্তু যখন বিদ্যাসাগর বঙ্গের বিধবার দুঃখে কাতর হন, তখন সে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা কয় সংসারে ছিল ? তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে ইংরাজ সমাজের যত ময়লা আবর্জ্জনাদি ভাসিয়া আসিয়া আমাদের সমাজের শান্ত সলিলকে কলুষিত করিতেছিল সেই পুরাতন হিন্দুসমাজের পবিত্রভাব অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল, সহধর্ম্মিণী বিলাসিনীতে পরিণত হইয়াছিল বিদ্যাসুন্দর, নিধুর টপ্পা অন্তঃপুরে রামায়ণ মহাভারতের স্থান অধিকার করিতেছিল, ভোগবিলাস স্বার্থসুখ ইষ্টমন্ত্রের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল ; পিতা রোহিত মৎস্যের মুণ্ড উদরসাৎ করিলেন, তৃতীয় পক্ষের বিমাতা সেই পাতে প্রসাদ পাইলেন, পুরোহিত আম্ররস ক্ষীর খদিকা সংযোগে ফলাহার করিয়া একাদশী-ব্রত-পালনে পুণ্য সঞ্চয় করিলেন, আর একাদশবর্ষীয়া বিধবা বালিকা সেই জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে জলবিন্দু জিহ্বায় না দিয়া ধর্ম্মরক্ষক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের আহারকালে তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, নিশাসমাগমে লালসা-উদ্দীপনকারী বিলাসবেশে বিভূষিতা হইয়া সঙ্গিনী সধবাগণ স্বামীসঙ্গে পালঙ্কে সুখে মলশয্যায় শয়ন করিলেন, আর রুক্ষকেশা মলিনবেশা কৌমার-পতিহীনা বালা

পার্শ্বস্থ কুটীরে কঠোর শয্যায় মৃদুহাস্য মিশ্রিত কঙ্কণ ঝঙ্কন শুনিতে শুনিতে জাগিয়া যামিনী-যাপন করিল! কি দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কি উপদেশ পাইয়া, কি সঙ্গগুণে, সে বয়ঃস্বভাব সুলভ মনোবৃত্তি দেহের আসক্তি নিবৃত্ত করিবে? উপদেষ্টা নাই, সাধুসঙ্গ নাই, কাজেই আপনারে সর্ব্বসুখে বঞ্চিতা উৎপীড়িতা জ্ঞানে চক্ষু হ'তে অশ্রুজল প্রবাহিত করিতে লাগিল, বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে সেই অশ্রুকণা মিশ্রিত হইয়া দয়ার সাগরে করুণার তরঙ্গ উথলিত করিল তিনি যে ব্রত অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন সে ব্রতের সমক্ষে সকল আপত্তি তিরোহিত হইত, সেই মহাব্রত দয়া, দান তার অনুষ্ঠান বিদ্যাসাগরের প্রতি কার্য্যে দেখিবে, দান বই আর কিছু নাই, যে দয়াব্রতে ব্রতী হইয়া তিনি তাহাকে জীবন দান, সাহিত্যকে সৌন্দর্য্যদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, শোকাতুরকে প্রবোধদান ভয়ার্ত্তকে অভয় দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান—করিয়াছিলেন, সেই দয়াব্রতের অনুষ্ঠানেই পতিসঙ্গ জ্ঞান রহিতা কুমারী বিধবার কাতরতাতে কাতর হইয়া তাহাদিগকে পতিদানে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। দয়া জাগিয়া উঠিলে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে অন্য কোন বৃত্তি তর্ক জ্ঞান স্থান পাইত না, স্বদেশবৎসল বীর মাতৃভূমি রক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে যেমন তাহার হৃদয়ে নরহত্যা-পাপের কথা উদয় হয় না, অন্যের কথা দূরে থাক, আভ্যন্তরিক কলহ বশতঃ শোণিতাপ্লুতি আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনার্থ শান্তিদান কামনায়, দীন দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে, যখন ভগবান্ নারায়ণ দীননাথ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন কুরুক্ষেত্রে বা যদুবংশধ্বংসকালে, হত্যা মিথ্যা জ্ঞাতিনাশ আদি পাপ বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া কেবল দীনের সহায় হইয়া "দীননাথ" নাম কিনিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বিদ্যাসাগরও সমাজবন্ধন, লৌকিক নিয়ম, প্রতিপক্ষের তাড়ন, তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একমাত্র কৌমার বিধবার কাতরতায় আকুল হইয়া "দয়ার সাগর" নাম রাখিয়া গিয়াছেন

৩য় নাগ বটে বটে ঠিক, বিদ্যাসাগর যে দয়াবান্ ছিলেন, এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু বিধবা বিবাহটা হিঁদুর প্রাণে কেমন কেমন লাগে, তাই লোকে বলাবলি করে

৪র্থ নাগ হিন্দু কই? হিঁদুয়ানি কে রাখে? এমন সংসার যদি থাকে, যেখানে সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হয়, যেখানে কর্ত্তা গৃহিণীকে বিলাসের সামগ্রী না করিয়া সহধর্ম্মিণী ভাবেন, পত্নী পতিকে শয্যাগুরু না ভাবিয়া ধর্ম্মগুরু জ্ঞানে, "পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ" বলিয়া পূজা করেন, বিধবার প্রতি গৃহস্থ সকলে সমবেদনা জানাইয় সান্ত্বনা-বাক্যে ও সদৃষ্টান্তে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেন, দেবপূজাদিতে রত রাখিয়া পুরাণপাঠাদি শ্রবণ করাইয় আত্মসংযমে প্রবৃত্তি দেন, সেখানে বিধবার বদনে প্রশান্ত বিষাদ দেখিতে পাইবে, কিন্তু দৈহিক লালসায় নব-পতি অভিলাষ নয়নে লক্ষিত হইবে না আর বিদ্যাসাগর হিন্দু শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়াই বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন; যে শাস্ত্রকারের মত তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত নহে, সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থিতিস্থাপকতা গুণে ও ব্যাখ্যাকারিগণের পাণ্ডিত্যপ্রভাব তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকচয়ের বিপরীতার্থও করা যায় সত্য, কিন্তু এ কথা বোধ হয় যে, তাঁহার শত্রুরাও বলিবে না যে,

বিদ্যাসাগব মহাশয় করুণার বশে দৃঢ়বিশ্বাসে ঋষিবাক্যে নির্ভব না করিয়া পাশ্চাত্য প্রথাব দৃষ্টান্তে আধুনিক উৎকট সমাজ সংস্কাবকদেব প্রবৃত্তিব বশীভূত হইয়া বিধবার বিবাহের উদ্যোগী হইয়াছিলেন আচারে ব্যবহারে নিষ্ঠায় ক্রিয়ায়, আজকাল আজীবন কয়জন তাঁহাব ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছে? আর পরিচ্ছদ—এই যে জাতীয়তা জাতীয়তা হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব চুইপাত ইংরাজী পড়িলেই সকলেই কোট পেন্টলেনের কবলগত হয়, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় প্রগাঢ় অধিকাব সত্বেও রাজপ্রসাদকে তুচ্ছ করিয়া বিদ্যাসাগব মহাশয় সেই চিরপ্রচলিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বেশে আজীবন ক্ষেপণ করিয়া গিযাছেন মাতা পিতাকে অন্নে বঞ্চিত করিয়া, সপাদুকা দেবগৃহে উপবেশন করত যবন জন-প্রিয-পক্ষী মাংস সংযোগে স্বেচ্ছায় ভোজন করিয়া বিধবা বিবাহের বিবোধী পরিচযে হিন্দু নাম ক্রয় করা অপেক্ষা, বিদ্যাসাগরের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনাক্ষমা বালিকা বিধবার বিবাহ দেওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ

১ম নাগ। যাক, ও সব তর্ক বিতর্কেব দিন আজ নয, আজ দোষ গুণ-বিচারের দিন নয, কাঁদিবাব দিন, এস সকলে মিলিয়া নয়নজলে তাঁর চিতাভস্ম ধৌত করি, আর তাঁহার কোন স্মবণার্থ চিহ্নস্থাপনবিষয়ে স্থির করি

৫ম নাগ তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন তো তিনি আপনিই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকবে, ততদিন তিনি সকলের স্মৃতিপথে বিরাজ করিবেন, যে যে ব্যক্তি বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, সেই সেই ব্যক্তিই তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন, যত জন তাঁহার অর্থে অনুকম্পায বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পদসম্ভ্রম লাভ করিয়াছে, তাঁরা সকলেই তাঁব স্মবণার্থ চিহ্ন; তাঁহার স্থাপিত বিদ্যামন্দিব সকল, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী, তাঁহার দানভাণ্ডার সকলই তাঁব অক্ষয় স্মরণচিহ্ন; যাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া লোকে প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিবে, তাঁহার জন্য আবার অন্য স্মরণচিহ্নেব প্রয়োজন কি?

১ম নাগ না না, কি জান, তবু এখনকাব একটা প্রথ হযেছে, একটা পরিদৃশ্যমান স্থায়ী স্মরণচিহ্ন স্থাপন করা আবশ্যক না হলে আমাদের দেশের কলঙ্ক হবে।

৫ম নাগ কি, পটপ্রতিমাদি? যে মহাত্মা যাবজ্জীবন আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন, তাঁহার স্বর্গগত আত্মার মর্ত্ত্যের কার্য্যের প্রতি যদি লক্ষ্য থাকে, তাহ হইলে এরূপ সম্মানপ্রদর্শন কখনই তাঁহার অনুমোদিত হইবে না চিত্র তো তাঁর প্রতি হৃদয়ে অঙ্কিত, দেবদেবীব পটের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পট বহু গৃহে বিরাজ করিতেছে ভবিষ্যতে প্রতি গৃহে, প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই আদর্শ মহাপুরুষের প্রদর্শিত সৎপথের অনুসরণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলে আমরা তাঁহার যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিব তবে লৌকিকতার অনুরোধে একান্তই যদি কোন দর্শন-চিহ্ন স্থাপন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমার মতে বৈদেশিক চিত্রকর ভাস্করাদির উদর পরিপূর্ণ না করিয়া, যে মহাকার্য্যের জন্য তিনি ধন মন প্রাণ দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কোন কার্য্য করা উচিত, একটী অনাথাশ্রম স্থাপন, যেখানে অনন্যোপায় বালকগণ গ্রাসাচ্ছাদন ও বিদ্যাদান প্রাপ্ত হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করত যাবজ্জীবন সেই মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের নাম গান করিতে পারে, ইহাই বোধ হয়, সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়

নেপথ্যে হরিবোল হরিবোল, হরিবোল
নাগরিকগণ শেষ কার্য্য অবসান,—
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

(একজন আত্মীয়ের প্রবেশ)

আত্মীয় হরিবোল, হরিবোল হরিবোল, আর কি, সব শেষ হ'ল, খুব কাজে এসেছিলেম, খুব দেখলেম, ধীশক্তির আধার সেই প্রশান্ত ললাট, সেই করুণাপূর্ণ সহাস্য বদন, আজ হুতাশনে আহুতি দিলেম; যে স্নেহমাখা বাহুযুগল পর্ব্বতবাসী অসভ্য সাঁওতালদিগকেও সন্তানের ন্যায় আলিঙ্গন করিত, যে পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতে মন সতত লালায়িত হইত, সেই সকলই আজ বহ্নিমুখে ভস্মসাৎ করিলাম। হা বিদ্যাসাগর, হা বিদ্যাসাগর। যারে সকলে চায় সেই চলে যায়, যে অনেকের আশ্রয় কাল তারে আগেই নেয়, হা বিদ্যাসাগর. হা বিদ্যাসাগর.

সকলে হা বিদ্যাসাগর হা বিদ্যাসাগর।

গীত

জান না রে মায়াহীন দীপ্ত হুতাশন
কার কম কায়াখানি করিলি দাহন
জন্মে যার ধরা ধন্য, যার নামে বঙ্গ মান্য,
আলো করেছিল বঙ্গ সাহিত্য কানন
দয়ার ক্ষীর সাগর, ছিল রে বিদ্যাসাগর,
কেন রে কঠোর কাল করিলি হরণ
কয়ে বর্ণপরিচয়, সুকুমার শিশুচয়
আঁখি-জলে ভেসে যায় মলিন বদন।
প্রবীণের অশ্রু ঝরে, দীন কাঁদে অন্ন তরে,
বালিকা বিধবা কাঁদে করিয়ে স্মরণ
প্রতিভায় পরিপূর্ণ, দারিদ্র্যের দর্প চূর্ণ,
সে সাগর মাঝে ছিল কত যে রতন,
(অনন্ত সাগরে) আহা বিদ্যাসাগর-মিলন।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

—*—

কর্ম্মাঠার সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ

(একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বালকের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ বোস, দাদা, বোস, এই গাছতলায় বসে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নেওয়া যাক, এখন আর পথ চলা অভ্যাস নাই, খানিকটা এসেই হাঁফিয়ে গেছি।

বালক দাদা, কখন্ কলকেতা দেখব?

ব্রাহ্মণ। এই একটু জিরিয়েই চলতে আরম্ভ করব আর কি, সন্ধ্যা নাগাদ ইষ্টিসানে পৌঁছিব সেখানে একটু জলটল খেয়ে নিয়ে রাত্রের গাড়ীতে চড়ব, কলকেতায় গিয়ে ভোর হবে

বালক। হ্যাঁ দাদা, কলকেতায় গিয়ে ঘোড়গাড়ী চড়ব?

ব্রাহ্মণ অদৃষ্টে থাকে, দেবতা বামুনের আশীর্ব্বাদে চড়বে বই কি, মন দিয়ে লেখাপড়া শিখতে প'র, আপনার কাজ গুছিয়ে নিতে প'র, সুখী হ'তে প'রবে, সেই আশাতেই ব্রাহ্মণীকে কাঁদিয়ে এই বৃদ্ধবয়সে মায়া কাটিয়ে তোমায় কলকেতায় রেখে আসতে যাচ্ছি।

বালক কার কাছে আমায় রেখে আসবে দাদা? তুমি না থাকলে, ঠাকুরমা না থাকলে আমি একলা কার কাছে থাকব দাদা?

ব্রাহ্মণ দাদা, যাঁর কাছে রেখে আসতে যাচ্ছি, তাঁর কাছে তুমি আমার চেয়েও যত্ন পাবে

বালক তিনি কে দাদা?

ব্রাহ্মণ। তিনি গরিবের মা বাপ, দয়ার সাগর, বিদ্যাসাগর

(দয়ার প্রবেশ)

দয়। "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" এখানেও ঐ নাম শুনি, যেখানে যাই, ঐ নাম হেথায় গিরিমালাও কি শোকভরে ঐ মধুর নাম প্রতিধ্বনি কচ্চে? আহা, ও কে দুটী বসে? আহা! দিব্যি ছেলেটী, সঙ্গে স্থবির ব্রাহ্মণ, বোধ হয়, পথিক পথশ্রান্তে কাতর; কে বাছা তোমরা এখানে বসে? তোমরা কি পথশ্রমে কাতর হয়েছ?

ব্রাহ্মণ পৌত্রটী আমার অতি শিশু, আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে, এই রৌদ্রে পর্ব্বতপথে চলে বড়ই কাতর হ'য়েছিলাম বটে, কিন্তু বাছা তোমার মুখ দেখে, তোমার মিষ্টকথা শুনে ক্লান্তি যেন কোথায় চলে গেল, দেহে যেন নূতন বল পেলেম, কে মা তুমি? কোথায় বাড়ী তোমার মা? কার ঘর তুমি আলো করেছ?

দয়া বাছা, ঘর আমার বিষ্ণুপুর,
মনে কল্লেই কাছে, মনে কল্লেই দূর!
আমার বাপের নামটী দয়াময়,
নাম কল্লে যম পায় ভয়,
আমি তাঁর মেয়ে বলে,
আমায় লোকে দয়া বলে;
ঐশ্বর্য্যের তাঁর নাই সীমানা,
লুটুক যে সে নাইক মানা।
বাবার সবার প্রতি দয়া,
কেবল মেয়েকে নাই মায়া;
চিরদিনই হা হুতাশ,
চিরদিনই বনে বাস;
দয়ার পানে দয়া করে
স্থান দেয় না কেউ ঘরে
ক্বচিৎ কারুর দয়া হয়
যদি দয়ায় দেয় আশ্রয়,
অমি কান্না কাটনী বেদনা যেথা,
হাত ধরে মোর নে যায় সেথা
মুছি মুছাই চক্ষের জল,
জন্মে আমার কর্ম্মফল

ব্রাহ্মণ আহা, বড় ঘরের মেয়ে হয়ে এত দুঃখ পাচ্ছ? আমরা কলকেতায় যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে যাবে?

দয়া সেথায় তোমরা কি কত্তে যাচ্ছ বাবা?

ব্রাহ্মণ বাছা আমারা দুঃখী, তুমিও দুঃখী, বিশেষ মা, তোমার নামটীও দয়া, মুখটীও যেন মায়া-মাখা, তোমার কাছে দুঃখের কথা বলি যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্তর ছিল, জমীদার মহাশয় তা কেড়ে নিয়েছেন, ছেলেটী তেমন লেখাপড়া শেখেনি, তার কপাল, নিজের এই স্থবির অবস্থা, দিন চলা ভার, পতৃপিতামহের নাম রাখবার ভরসা এই পৌত্রটী, এ যদি লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে মানুষ হয়, তবেই ব্রাহ্মণের ঘরটা বজায় থাকে, লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গতিও নাই, এত দিন কিছুই কত্তে পারিনে, সম্প্রতি কিছুদিন হলো, কলকেতা থেকে একজন মহাপুরুষ এসে এখানে বাস করেছিলেন. পরম্পরায় শুনলেম যে, তাঁর অতুল বিদ্যা, অসীম দয়া, এমন কি, এই পাহাড়ী সাঁওতালগুলোকে তিনি মানুষ করে তুলেছেন, তাদের ব্যামো হলে চিকিৎসা, তাদের ছেলেদের জন্য পাঠশালা, কিছুতেই যত্ন কর্ত্তে, অর্থব্যয় কর্ত্তে ত্রুটি করেননি এই সাঁওতালেরা তাঁহার নাম শুনলে নাচে, কাঁদে, হাসে, তাঁরে বাবা বলে ডাকে

দয়া। আহা, পরের দুঃখ মাথায় করে
কজন এমন এ সংসারে?
মরেও সে জন হয় অমর
হ্যাঁ, কি বল তার পর?

ব্রাহ্মণ পৌত্রটীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এসে সব কথা খুলে বল্লেম, শুনে ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু দিয়ে জলধারা পড়তে লাগল

শ্রীধরকে আমার কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'ঠাকুর, ছেলেটী আমায় দিন, আমি একে আমার কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দেব, এর কোন ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না, আপনি মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যাবেন, তার যাতায়াতের খরচ পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে পাবেন' সে সময় এর বাপের পীড়া কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিশেষ ব্রাহ্মণীকে আর বৌমাকে বোঝাতে না পারায় সঙ্গে দিতে পারিনি এখন সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর কাছে রেখে আসতে যাচ্ছি। দশ দিন চখের আড়ালে থেকে যদি মানুষ হয়, ভবিষ্যতে ওর ভাল হয়, মিছা মায়া করে সে কার্য্যে বাধা দেওয়া আমাদের পক্ষে ন্যায় সঙ্গত নয়, বিশেষ সে মহাপুরুষকে দেখে আর কথা শুনে আমার তাঁর প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা বিশ্বাস হয়েছে

দয়া হ্যাঁ বাছা নিয়ে যাচ্ছ যার কাছে,
সংসারে তেমন কজন আছে?

ব্রাহ্মণ। মা এ সংসারে তাঁর দ্বিতীয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎ দয়ার সাগর

দয়া। ঠাকুর, কি বল্লে বিদ্যাসাগর।
ওগো সেই যে আমায় করত আদর
আহা, সেথা যেও না যেও না,
তার দেখা পাবে না পাবে না।
এ ধরা পাপে ভরা,
আপন নিয়ে সবাই মরা;
অমন মানুষ কি হেথায় রয়,
ভবের জ্বালা সে কদিন সয়

ব্রাহ্মণ কি বল বাছা, কি বল বাছা, বিদ্যাসাগর মশাই নাই। তাঁর স্বর্গলাভ হয়েছে। আমি যে বড় আশা করে এই বৃদ্ধ-বয়সে পথকষ্ট সয়ে এই পৌত্রটীকে তাঁর হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছিলেম; না না, তোমার ভুল হয়েছে, তুমি মিছে শুনেছ, অমন মানুষ গেলে কাঙালের উপায় কি হবে? অনাথেরা আর কার কাছে দাঁড়াবে? এই সাঁওতালেরা ত পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেবে বাছা, তুমি সত্য বলছ? কোথায় শুনলে, কার কাছে এ সংবাদ পেলে?

দয়া বাছা, সে ছিল আশ্রয় আমার,
দুঃখের ধরায় দয়ার আধার;
সাথে করে মোরে যেত ঘরে ঘরে
রোদন দেখলে বুলি মুছাত,
ব্যথা পেয়ে নিজে
পরের ব্যথা ঘুচাত
বাছা, তার কত গুণ আমিই জানি,
তারে খুব চিনি খুব চিনি
প্রাণ পাখী ফাঁকি দে উড়ে,
ভাঙা খাঁচাখানা গেছে পুড়ে,
দুঃখীর মায়া ভুলতে নারি,
আঁধার খুঁজে ঘুরি ফিরি,
যাও, বাছা যাও ফিরে ঘর,
তোদের নাইক আর বিদ্যাসাগর

ব্রাহ্মণ কি সর্ব্বনাশ, সত্যই তবে বিদ্যাসাগর নাই, হাজার হাজার নিরাশ কাঙাল যাঁর মুখ চেয়ে আশা পেত, তাঁর মৃত্যু হল। থাকবে কেন, থাকবে কেন, অমন দয়াল চিরকাল থাকলে পৃথিবী হতে যে কাঙাল নাম লোপ পাবে যে বিদ্যার তৃষ্ণায়, ক্ষুধার জ্বালায় আত্মীয়ের কাছে স্থান পায় নাই, বন্ধুর কাছে স্থান পায় নাই, প্রতিবেশীর কাছে নিরাশ হয়েছে, কোথায়ও যার আশ্রয় ছিল না, তারই আশ্রয় ছিল বিদ্যাসাগর হা দীনবন্ধু, হা পরমেশ্বর! ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট, ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট!

বালক দাদা, কাঁদছ কেন, কল্‌কেতায় চল না

ব্রাহ্মণ আর কল্‌কেতায় যাব, কার

কাছে যাব, বড় আশায় ছাই পড়ল, গরিব ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে বিদ্যাসাগর চলে গেল।

দয়া। ঠাকুর, কাঁদলে যদি সে আসে,
আমিও কাঁদি বসে
যা হবার তা হয়ে গেছে,
দুঃখ আর করবে মিছে,
ভাব দয়াময় হৃষীকেশে,
কাল যাবে না দুঃখ ক্লেশে
সাগরের শিষ্য অগণন,
আর যত ভক্তজন,
রাখ্‌তে তাঁর স্মরণ
করেছে মনন
দেবে অনাথে আশ্রয়,
ভেব না, ঘুচবে ভয় ঘুচবে ভয়
ছেলেটীর হাতে ধ'রে
যাও বাছা ফিরে ঘরে,
কাঁদছ যাঁর মরণে, তাঁর স্মরণে
ফেলে দুটো ফোঁটা অশ্রুজল —
ডাকলে পরে মঙ্গলময়ে
সবই হবে সুমঙ্গল।

ব্রাহ্মণ। এস দাদা, ফিরে চল আর কি। হা মধুসূদন, হা ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট। বিদ্যাসাগর গেল, কি হল, কি হল।

[ব্রাহ্মণ ও বালকের প্রস্থান

(সাঁওতালগণের প্রবেশ)

১ম সাঁও। সব্বা নাশ ভাই সব্বা নাশ ভাই।

২য় সাঁও। মল ঠাকুর গোসাই, মল ঠাকুর গোসাই।

৩য় সাঁও। কাল যমরার মুখে ছাই, মুখে ছাই।

৪র্থ সাঁও। মোরা কোথা যাই আর কার খাই।

সকলে। চল জঙ্গল যাই আর পণ্ডিত নাই, পণ্ডিত নাই।

গীত

কি কঠিন জান তোর দেও রে।
যমরা হামরা বাপ ছিনি নিলি রে।
সাগর মোদের বাবা, সে সাগর মোদের মা,
গেল বাপ মাতারি মোরা কোথা যাই রে।
পণ্ডিত বাবা যেমন, মিলে না দুটা তেমন,
জলা কপাল সাঁওতালে কে আর পালে রে
কে খেলাবে আর মুঠা ভাত,
ঘুমবে কে আর দিয়ে হাত,
জঙ্গলী জানা ফের জঙ্গলী হব রে
খেলিয়া ছেলিয়া সাথ, শিখাবে কেতাবী বাত,
রাতকা করবে দিন পণ্ডিত বিনা রে
চল পাহাড়মে চড়ে, সব কই গিব পড়ে,
জানসে আর কাজ নাই পণ্ডিত গিয়া রে॥

[প্রস্থান।

দয়া। আহা বাঘের সনে থাকে বনে
এরাও ব্যথা পেলে প্রাণে
কোথায় গেলে বিদ্যাসাগর
তোমার জন্যে সবাই কাতর
আশ্রয়বিহীনে করি দানালে আশ্রয়—
কাঁদিতে রাখিয়া গেলে দয়ারে ধরায়॥

গীত।

একবার এসে দেখে যাও
আকুল সকলে করুণ নয়নে চাও
তোমার বিচ্ছেদে, কত লোক কাঁদে,
সে সবারে হেরে, কোমল অন্তরে,
দেখ দেখি, দেখি ব্যথা পাও কি না পাও?
গোলোক ত্যজিয়ে, ভূলোকে আসিয়ে,
অতি শোকভরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
শব সম পড়ে সবে, কোলে তুলে নাও
হা বিদ্যাসাগর, দয়া যে কাতর,
তোমার বিহনে, আমি বলহীনে,
দয়ার আধার, দায়ে দয়ারে বাঁচাও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্বর্গ-পথ

(ঋষিগণ)

১ম ঋষি। বিষ্ণুলোকে আজি লীলা অনুপম
কিসের কারণ হেন মহা সমাগম—
২য় ঋষি ধরায় মানবলীলা করি অবসান
পশিবে গোলোকে এক মহা পুণ্যবান্,
আবাহন করিবারে সেই মহাজনে
সকল দেবতা আজি মিলে একসনে
১ম ঋষি কি যাগ তপস্যা করি সেই নরবর
দেবের সমাজে পায় এ হেন আদর ?
যে পদ-প্রয়াসে মোরা ত্যজিয়ে সংসার
আশৈশব করিতেছি বিজনে বিহার,
অনাহারে অনিদ্রায় ঋতুর পীড়ন
সহ্য করি করি মোরা তপ অনুক্ষণ,
দেবের দুর্লভ ধন সে পদ আশ্রয়,
সংসারী মানব বল কি পুণ্যেতে পায় ?
২য় ঋষি সাধুর চরিত্র-কথা কি বলিব আর—
দেবকার্য্য সাধিবারে বহে দেহভার,
তপ জপ ক্রিয়া কর্ম্ম নিজ প্রয়োজন
লোকহিত তরে এঁর ধরায় গমন।
ছলেতে ভুলায়ে কলি লইয়ে মানব
এবার সৃজিছে ভবে নূতন দানব—
পাসরিয়া দেবগুণ মত্ত আত্মজ্ঞানে,
দেবদত্ত বৃত্তিচয় কিছু নাহি মানে,
পিতা মাতা জন্য অন্ন দানিতে কাতর
সোদরের মৃত্যুকালে হাসে সহোদর,
স্বার্থ হেতু কত মত করে কদাচার
পাপ স্পর্শে রসনায় বর্ণনে তাহার—
সম্ভাষণ হেতু যার আজি আয়োজন
কলি হতে বলী ছিল সেই সাধুজন
সত্যের মানব মত সদা সত্যে রত
দেবজ্ঞানে বাপ-মায় পূজা অবিরত
জাতি বর্ণ ভেদ নাই কিবা নরনারী
দুঃখের বারতা পেলে ঝরে আঁখি-বারি।
সাগর সমান জ্ঞান লভিয়া যতনে
কাটাইল নরলীলা বিদ্যা বিতরণে,
দান হেতু উপার্জ্জিল নহে নিজ তরে
নিজ সুখে দিয়ে ডালি পরদুঃখ তরে।
যে নামে ঈশ্বর পান উচ্চ পরিচয়
সেই দয়াময় নাম সাধুর ধরায়
বিদ্যার সাগর সেই দয়ার আধার
আসিছেন অমরায় করিতে বিহার।
২য় ঋষি। তোমার মধুর ভাষ শুনি ঋষিবর
নরবরে দেখিবারে আকুল অন্তর
পুণ্যবান্-সন্নিধান চল শীঘ্রগতি
দেবগণমাঝে যথা কমলার পতি।
১ম ঋষি বিবিধ বাহনে যত সুরপুরবাসী
চলেছে গোলোকপথে পুলকেতে ভাসি
সহর্ষে দেবর্ষি যত নারদের সাথে
বাহু তুলে প্রাণ খুলে হরিগুণে মাতে।
দেববালাগণ করে মঙ্গল আচার
পবন আপনি বয় পুণ্য সমাচার
পরিয়া বিচিত্র বেশ অপ্সরের বালা
হেসে চলে দলে দলে করে ফুলমালা।
চল হেরি হরিপদ তাপবিনাশন
বিদ্যার সাগর যথা পাইল আসন

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

বৈকুণ্ঠপুরী।

দেবদেবী, পুণ্যাত্মা ও অপ্সরাগণ সমবেত

বিদ্যাসাগরের পুণ্যাত্মাকে আবাহন

অপ্সরাগণ — গীত

কর পুষ্প বরষণ
বরষ কুঙ্কুম চুয়া বরষ চন্দন
মুক্তি দ্বার খোল ত্বরা, ঢাল শান্তি-বারি ঝারা
ধরা হ'তে হবে হেথা সাধু আগমন
দেখ দেখ দেখ চেয়ে, দেবের আদর পেয়ে,
ঈশ্বর চরণে হ'ল ঈশ্বর মিলন ॥
নাহি অস্থি চর্ম্ম মায়া জ্যোতির্ম্ময় ছায়া কায়া,
দেবমাঝে দেবসাজে দিল দরশন।
বিদ্যার সাগর বলে, খ্যাত ছিল মহীতলে,
দয়ায় সাগর বলে স্বর্গে আবাহন

যবনিকা-পতন

গান ও কবিতা

বন্দে মাতরম্।

১

আমার বাঙলা কাঙাল কিসে বল
কোথায় এমন মোলাম মাটী,
ঘাস ফসলের পরিপাটী,
এমন পিঠে ফল

২

বঙ্গের ক্ষেতে ক্ষেতে সোণা ঢালা,
মায়ের অঙ্গভরা ফুলের মালা;
আবার নদীনালায় নৌকা
ভেলায় লক্ষ্মী চলাচল

৩

কোথায় মরাই মরাই ধানের মোটে,
ভিটের উঠানেতে পদ্ম ফোটে,
কোথায় গোঠে গোঠে ধেনু ছোটে,
দুধে সুধার পরিমল

৪

কোথায় এমন বিমল বাতাস বয়,
মাসে নিশার মসী শশীর হাসি,
এমন মধুর সূর্য্যোদয়;
কোথায় ছয় ঋতুতে চাষের ক্ষেতে,
বলদ বয় হল

কোথায় কোলে কোলে ভাতের থালা,
সবার মাথায় ওপর খোবার চালা,
কোথায় গাছের ডালে পিঠে ফলে,
ফলের খোলে চিনির জল

৬

কোথায় সাজিয়ে মাকে দশভুজা,
এত ভক্তিভরে হয় গো পূজা;
কোথায় বাজিয়ে বাজা, বাগ্দেবীর পায়
সবাই দেয় গো শতদল॥

৭

বাঙলাভূমির বাঁশবাগানে,
আছে গুপ্তশক্তি কে-না জানে;
আজও মাথলে মাটী, ধ'রলে লাঠি,
পাবি কাঁপিয়ে দিতে ধরাতল॥

৮

বাঙলা কাঙাল কিছুর নয়,
কেবল এক ভূত ধরেছে "ভয়,"
সেটা কিছুই নয় গো কিছুই নয়
মিছে মোহের ছল;—
বলে' "জয় জয় জয় বন্দমাতা"
আন মনের বল॥

তাই আশায় এসেছি দুয়ারে গো।
কাঁদিয়ে উঠছে প্রাণ দেশের হাহাকারে গো॥
(আহা) তারা ক্ষুধায় কাতর জ্যোতিহীন আঁখি,
অতি ক্ষীণ অঙ্গ যেতে যমালয় বাকি,
জেনে অন্তরঙ্গ আজি পূর্ব্ব বঙ্গ,
কেঁদে ডাকিছে তোমা সবায় গো।
কেহ আহার্য্য বিহনে অসহ্য জ্বালায়,
বৃক্ষ-ডালে দোলে নিজে দড়ি দেয় গলায়,
কা'রে আপনি শমন করে' আবাহন,
উপবাস তার বারে গো।

কেহ জঠর জ্বালায় ভীষণ জ্বলিয়ে,
প্রেত পাগলের প্রায় মমতা দলিয়ে,
ইহ পরকাল সকল ভুলিয়ে,
প্রিয় পুত্র কন্যা দারা মারে গো।
আহা সাধে গিত তা'র সুখের সংসার,
ধরে অন্নের অভাবে শ্মশান আকার,
স্বহস্তে সবার করিয়ে সংহার,
(হতভাগা) ছোটে রাজদ্বারে গো।
(ওগো) বড় জ্বালা এ পেটের জ্বালা,
তা'র চেয়ে জ্বালা বড় ঝালাপালা,
দু' সন্ধ্যা দু' বেলা কাঁদে ছেলেগুলা,
বিনা খেদে ক্ষিদে চাপে পরিবারে গো।
বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে পাইয়াছ দীক্ষা,
মা বলে ডাকিতে বঙ্গে করেছ তো শিক্ষা,
আজি স্বদেশী সোদর মাগিতেছে ভিক্ষা,
ভেসে নয়ন-আসারে গো
বঙ্গ-জননীর চক্ষে দেখ বহে নীর,
শোষণে শুকায়ে গেছে হৃদি-ক্ষীর,
সন্তান-রোদনে অধীরা, ফিরে ভিখারিণী মা
আজি দ্বারে দ্বারে গো।
মা'র পেটের ভাই মরে ভাতের জন্য,
কেমনে বল না সুখে মুখে তুলি অন্ন,
(এস) জীবন করি ধন্য,
দিয়ে পাতের ভাতের ভাগ অভাগারে,—
আহা তা'রা মরে গো মরে গো,
আমার মা'র ছেলে-মেয়ে মরে অনাহারে গো।

ক্ষুধায় কাতর, জ্বলিছে জঠর,
দুয়ারে ভিখারী মা
দেহ জরজর, মর মর মর,
বিপন্ন বেচারী মা।
ভদ্র কি ইতর সব একাকার,
হা অন্ন হা অন্ন করুণ চীৎকার,
স্বদেশী তোমার, হাজার হাজার,
আজি অনাহারী মা
পূর্ববঙ্গে বড় পড়েছে আকাল
নিভান' উনুন বৈঁতে নাহি চা'ল,
গেল ফরিদপুর, গেল বরিশাল,
সহে ময়মনসিং দুখ ভারি মা।
ক্যান্ ভিক্ষা মাগে কেহ পায়ে পড়ি,
কড়ি বিনে কেহ গলে দেয় দড়ি,
হতাশ উন্মাদে নিজে মেরে বাড়ি,
বধে পুত্র কন্যা নারী মা।
অন্নপূর্ণারূপে বিতর মা অন্ন,
কর ভাগ্যবতি কর মহাপুণ্য,
নিজে হও ধন্য, নাশ দেশের দৈন্য,
নিরন্ন সন্তান তোমারি মা।
ভীষণ দুর্দিনে কর অন্নদান,
এস বঙ্গবাসি মাতার সন্তান,
রাখ উদর-জ্বালায় সোদরের প্রাণ
মুছাও নয়নবারি মা।

হরি সংকীর্ত্তন।

এস কৃষ্ণ তিষ্ঠ এই দীনের হৃদয় মাঝে
তপন-তনয়াতটে বিরাজিতে যেমন
মোহন সাজে
(লোফা)
একবার দেখি ওই সুধামাখা মুখে হাসি,
শুনি ওহে প্রেমে বাজুক ব্রজের বাঁশী,
স্বর-লহরে যার হ'ল উদাসী,
গোকুলবালা ত্যজি গৃহ-কাজে
(ঝাঁপতাল)
হরি তুমি সেথা দাঁড়ালে হে অদ্য,
সদ্য ফুটিবে হে এ হৃদয়-পদ্ম,
তাই বলি বনমালী—
পায়ের উপর পা টি তুলি—
(রূপক)
দাঁড়াও হে বাঁকা ধাঁজে

(ছুট)

মন-কাননে ওহে প্রাণধন,
তুমি পুনঃ কর শ্রীবৃন্দাবন,
শ্রীমতীজীবন, পতিতপাবন,
শুনি চরণে নূপুর আহা রুণু রুণু ঝুণু বাজে
নব নব লীলা সেথায় খেল হরি রঙ্গে,
কণ্টকিত হোক তনু প্রেমের তরঙ্গে,
বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গে চাহিও অপাঙ্গে,
মানস-কুরঙ্গ হেরিবে হরষে রাখালরাজে

(রূপক ।)

ব্রজের বিহঙ্গ, দাও প্রেমসঙ্গ,—
নহে মরি হরি লাজে ॥
নীরদ বরণ শ্যাম সতত সদয় ।
নইলে পতিত জীবের গতি কিসে হয়
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু মধুর হরিনাম,
যে নামে ডাকিলে পরে
দেয় হে দেখা বাঁকাঠাম ,
যম ভয় ভাবনা তুচ্ছকাম পুলকে পূরে হৃদয়
আয় ভাই সবাই প্রাণ খুলে গাই,
হরি ব'লে বাহু তুলে নেচে চলে যাই,
(সেই) রাজার রাজায় দোহাই দিলে
থাকবে না যম-রাজার ভয়
হরি হরি হরি জয় জয় জয় হরিনামের জয়
দাও নামের ডঙ্কা ঘুচবে শঙ্কা হরিনামের জয়,
জয় জয় জয় শ্যামধন বৃন্দাবন রাধারাণীর জয়
জয় গৌর নিতাই ঠাকুর গোঁসাই
জগাই মাধাই জয়

ধরা ভেসে যায় রে রাধার প্রেমধারে
নবনটবর কেবা যোগীবর প্রেম
ঢালে দ্বারে দ্বারে
কাঞ্চয়া-তনু কিবা ঝমকে,
প্রেমধারা চারু চ'খে-চমকে ,
নাচে ঠমকে ঠমকে আহা আহা আহা,
পড়ে ঢ'লে ঢ'লে বারে বারে
শ্রাবণেরই ধারা নয়নেরি জল,
প্রেমে নাচি মাতে ধরা টল মল ;
বর বপু বিভূষিত সিত পীত তুলসীহারে ।
হুহুঙ্কারে গে রা বলে হরিবোল,
যে জুড়াতে আসে তারে দেয় কোল ,
কারে নাহি বারে যবন চণ্ডাল—
পাষণ্ড পাপাচারে
কিবা সুধাধাম, এই হরিনাম,
বল রে রসনা বল অবিরাম,
যে শিখালে নাম, সে পূরাবে কাম ;
নিয়ে যাবে তোরে ভবপারে ।
দাও বাসনা ভাসান,
তোল নামের নিশান,
বাজাবে বিষাণ, আপনি ঈশান ,
ঐ নাম হরিনাম মধু ভরা নাম রে—
সদা ফুকারে
হবে শিব ওরে জীব জিহ্বারে নামটী শিখা রে

বড় অসময় ও ই প্রেমময় প'ড়েছে
তোমারে মনে ।
(ওহে) তোমা বিনে হরি, কারে ধরি তরি,
ডাকি বল কোন্ জনে ।
এ যে ভীষণ করাল, ব্যাধি এলো কাল,
বিষম জঞ্জাল, তরঙ্গ উত্তাল ;
নন্দলাল উচ্চরোলে ডাকি হে সঘনে
(ও ভাই) হরিবোল হরিবোল বোল হরি
হরিবোল
কুদিন বাতাসে, প'ড়েছি নিরাশে,
প্রাণের তরাসে, মরি হা হুতাশে ;
(ওহে) কলো শশী দেখ আসি রাখহ চরণে
(ও ভাই) হরিবোল হরিবোল বোল হরি
হরিবোল
(ও ভাই) ধরণী কাঁপাবে, আকাশ ভাসাবে,
তোল হরি হরিবোল

ধরিব শ্রীপদে, তবিক বিপদে,
হরিনাম গান কর জনে জনে।
প্রাণ যায় শ্যাম রায় দেখ করুণা নয়নে
(ও ভাই) হরিবোল হরিবোল বোল হরি
হরিবোল।

ক্ষুধাতুরের খেদ।

[অনুকৃতিকৌতুক—Parody]
"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!"
হেমচন্দ্র

১

আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে
জ্বালাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
জঠরমাঝারে আসি ক্ষুধা দেখা দেয় রে।
আহার পাবার নয়, তবু কেন ক্ষুধা হয়,
জলে'যে জঠরানল কেমনে নিবাই রে।
আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে॥

২

ওই হাঁড়ি ওইখানে, এই স্থানে একমনে,
কত খাব মনে মনে কতদিন করেছি
কতবার পিসীমার হাতনাড়া হেরেছি
সে পিসী নাহিক আর, হেগেল যে অন্ধকার,
কি আশ্বাসে পাত পেড়ে বসে আমি রয়েছি

৩

অন্তিম যখন তাঁর, বলিতেন বারবার,
ভাতের ভাবনা তোর কোন দিন হবে না
রে দুষ্ট সুপকার, কি করিলি অভাগার,
ঘর ঝোল কারে দিলি আমার যে চলে না॥

৪

মেজবোর মানভয়ে, মেজদা নিদয় হ'য়ে,
আমার কাতর কান্না কানে নাহি তুলিল
অভাগার অন্ন-আশা জন্মশোধ ঘুচিল

৫

হারাইনু পিসীমায়, ক্ষুধার্ত্ত-মার্জ্জার-প্রায়,
খাইতে খাইতে হাঁড়ি ঘাড়ে লাঠি পড়িল।
মধ্যজ-জায়ার মুখে মৃদু হাসি ভাসিল॥
অন্ন হ'ল প্রাণাধার, অন্নচিন্তা চমৎকার,
অন্ন বিনে অক্ষিপথে সর্ষেফুল ফুটিল
মেজবোর হাসি তায় হৃদে শেল বিঁধিল॥

৬

পিসীমার হাতের পোঁতা, আমার পুঁয়ের লতা,
ডাঁটাভাবে দাসীমাগী ফাঁড়-পেটে পুরিল
রসনার রস মম কস বেয়ে ঝরিল॥

৭

তদবধি অনশনে, হুঁক হাতে অন্যমনে,
আছি বসে ভাবি শুধু উদরের ভাবনা
ভেবেও কি হ'বে ছাই তাও কিছু বুঝি না
অন্ন ধ্যান অন্ন জ্ঞান, অন্ন মান অপমান,
ওরে বিধি তাও কি রে ভিক্ষা করে' পাব না?

৮

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুন ভোজ হলো,
দেখে বুক ফেটে গেল কিবা ভোজ দেখিলাম,
মরিতেছি আমি দুখে, সবাই গিলিছে সুখে,
দম্ ফেটে মরি হায় কিবা দায় ঠেকিলাম
শত নারী বারাণ্ডায়, নতমুখে ভাত খায়,
নীরব পূর্ণিতমুখী সপ্ সপ্ সপ্ রে,
একদৃষ্টে পাতপানে, চেয়ে সব মথাননে,
'অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে;'
রাঁধুনী দারুণ ঝাল ঝোলে বুঝি দেছে রে॥

৯

তারা দেখে পাতপানে, আমি গো তাদের পানে
চিতহারা দুই পক্ষ বাক্য নাহি সরে রে।
হেনকালে অকস্মাৎ, "আর কার চাই ভাত,"
'বলে' মেজগিন্নী আসি থালা ল'য়ে ফেরে রে

তেড়ে গে আঁচল ধরে', লইলাম থালা কেড়ে,
না শুনিনু কান্ পেতে যত গালি দিল বে
বালায় আমার তুমি, মম পেটে লও জমি,
প্রতিদিন দুটি বেলা তোবে যেন পাই বে
আবার উদরে কেন খুঁধার উদয় বে

অন্তঃপুরে উদ্দীপনা।

ঘুচাব জঞ্জাল সই ঘুচাব জঞ্জাল।
থালা মেজে পান সেজে কাটাব না কাল
হাঁড়িকুঁড়ি হাতাবেড়ি দূর করে' দাও
চিনের বাসনগুলি টেবিলে সাজাও
কাশিদাস কৃত্তিবা'স দ'ও টেনে ফেলে
সাজাও দেরাজ সই নাটকে নভেলে
ছাইভস্ম কিবা লিখে গেছে ব্যাসমুনি।
নাহি তায় গিরিজায়া দিগ্ গজ বোহিনী
অন্তঃপুর কারাগারে আর তো রব না
কেরাণী পতির কথা আর তো সব না॥
পতি হবে পশুপতি কিম্বা জগৎসিং
ঘোড়া চড়ে' অন্ধকারে মন্দিরে মিটিং।
ললিত হ'লেও চলে নিদেন সুরেন
ভারতের তরে যেইঃধরেছে চিতেন।
বক্তৃতা কবিত্ব প্রেম এ পতিতে নাই
বিদুষী নারীর পক্ষে বিষম বালাই॥
তাই বলে' আমি সখি ঘুমায়ে রব না
অভাগী ভারতে আর ঘুমাতে দেব না
না ধরিলে নাটি মোরা ভারতললনা।
ঘুমাবে ভারত ভ্রাতা করিয়ে ছলনা

প্রোক্লামেশন্

(বঙ্গ বিভাগের ও আসামি কুলার জাহির হইবার বহুপূর্ব্বে লিখিত ও পরে ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত)

বিনয়ে সুধাও গিয়া সিংহাসনতলে
মহাসভা-সভ্য সেই ইংরাজের দলে
প্রথমে বলেন রাণী যেই সব বচন
সাম্রাজ্ঞীরূপেতে পরে করাণ স্মরণ
সু পুত্র সম্রাট হয়ে দিয়াছেন সায়
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায়
সেই সব বচনের প্রকৃত কি অর্থ
হবে কি রক্ষিত তাহা কখন যথার্থ
মেনে ল'ব রাজবাক্য জ্ঞান করি বেদ
শ্বেত কৃষ্ণে কিছুমাত্র রবে না প্রভেদ।
বাজার গরম এই চাকরীর হাটে;
কোরা কালো ব'সে যাবে ধলো গোরা-পাটে
করিয়া গোরার কাজ কালোর বেতন
হবে কি কখনো ঠিক গোরার মতন
মিষ্টার ফুলার যদি বধে কেষ্টা কুলি
সত্য কি মরিবে গোরা ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলি।
কেষ্টার ঘুষির বৃষ্টি ফুলারে নাশিলে।
হবে কি সিদ্ধান্ত তার ফেটে গেছে পিলে
জিজ্ঞাসা করিও ভাল করে কলাযাজা
ইংরাজ বণিক্ ছাড়া আর কে কে রাজা
মাঞ্চেষ্টার যদি হয় কেষ্টারে বিরূপ।
ভূপের ব্যবস্থা তাতে হইবে কিরূপ।
মরে যদি কেষ্টা তাঁতি ক'রে কুলিগিরি
তার পুত্র সূত্র-কর্ম্ম পাবে কি গো ফিরি
দুর্ভিক্ষ যদ্যপি দেশে বাড়ে বাড়া জাল।
তবু কি রপ্তানী বন্ধ হবে কভু চাল
অতি কচি ছেলেদের জুটিতে পকেট
কতদিনে হবে বন্ধ আসা সিগারেট

বল পকেট নয় ছ চড়ে বথাট।
দোকানে কোকেন চলে শীঘ্র আনে থাট
মরিলে কলুর কুল কেরোসিন তেলে
কলুনীর চুলো * কি গো রাজা দেবে জেলে
কখন দেবে না হাত ধর্ম্মেতে প্রজার।
এ কেমন কথ শুনি মুখেতে রাজার
অত্যাচার করিবে না যদি অর্থ হয়
জিজ্ঞাসিও সে কথা কি বেশী অতিশয়
"ডিফেনডার অফ দি ফেথ" যাহার উপাধি।
কোন্ লাজে সে হইবে ধর্ম্মেতে বিবাদী।
খৃষ্টানের মত পার্শী হিন্দু মুসলমান
পাবে কি রাজার দ্বারে টান দান মান
ব্রহ্মহত্যা হয় যদি চীনের ক্যাণ্টনে
যাবে কি শাসিতে চীন গোরার পল্টনে।
জাতি ধর্ম্ম বর্ণভেদ না করি বিচার
বিস্তার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার।

উনান

বহুদিন হ'তে মনে আছে এক ধাঁধা।
এ কথাটী কে কাহারে বলিতেছে দাদা
ইংরাজ জাতির ভাব,—ভূ পালের ভাষ
অমৃত সমান কথা শুনে কৃষ্ণদাস॥
এ বর্ণের অর্থ কি গো নহে চতুর্ব্বর্ণ
যাদের পৈতৃক সত্বে নাহি দিবে কর্ণ
"কাষ্ট ক্রিড্ কলারের" এইরূপ মানে
এক বোকা করিয়াছে থামকা এ'গানে॥
মহা সভা-সভ্য দলে বোলো ভাল করে'।
বোকার বোকাম যেন কার্য্যে দেন ধরে'॥
আরো নানা কথা আছে সেই ঘোষণায়
তন্ন তন্ন মানে বুঝে এস সমুদায়
তাৎপর্য্যটী একবার হয়ে গেলে ধার্য্য
কোন কার্য্য ভবিষ্যতে হবে না আশ্চর্য্য
"রাইট রাইট" বলে না কবে' চীৎকার
মর্ম্মে মর্ম্মে কৃষ্ণ চর্ম্মে দানিব ধিকার।
যাব না জানাতে ব্যথা দাসখত হাতে।
আপনি বাড়িব ভাত আপনার পাতে॥
হিন্দুর চক্ষেতে রাজা দেব-শক্তি ময়
মারো কাটো ভালবাসো তবু গাব জয়

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।